তাফসীরুল কুরআন

২৬-২৮ পারা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

তাফসীরুল কুরআন
(২৬-২৮ পারা)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাফসীরুল কুরআন (২৬-২৮ পারা)
প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৮৮
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবা : ০১৭৭০-৮০০৯০০

تفسير القرآن لإبن أحمد (جزء ٢٦-٢٨)
تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية
الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪০ হি./ফাল্গুন ১৪২৫ বাং/ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

হাদিয়া
৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

Tafseerul Quran (26-28th Part) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org Price : $10 (Ten) only.

Contents

সূচীপত্র

(المحتويات)

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	ভূমিকা	০৫
০১ (৪৬)	সূরা আহক্বাফ (মাক্কী)	০৯
০২ (৪৭)	সূরা মুহাম্মাদ (মাদানী)	৩৫
০৩ (৪৮)	সূরা ফাৎহ (মাদানী)	৭১
০৪ (৪৯)	সূরা হুজুরাত (মাদানী)	৯৬
০৫ (৫০)	সূরা ক্বা-ফ (মাক্কী)	১৩৫
০৬ (৫১)	সূরা যারিয়াত (মাক্কী)	১৭১
০৭ (৫২)	সূরা তূর (মাক্কী)	১৯৮
০৮ (৫৩)	সূরা নাজম (মাক্কী)	২১৬
০৯ (৫৪)	সূরা ক্বামার (মাক্কী)	২৫২
১০ (৫৫)	সূরা রহমান (মাক্কী)	২৮১
১১ (৫৬)	সূরা ওয়াক্বি‘আহ (মাক্কী)	৩২০
১২ (৫৭)	সূরা হাদীদ (মাদানী)	৩৪৭
১৩ (৫৮)	সূরা মুজাদালাহ (মাদানী)	৩৭৮
১৪ (৫৯)	সূরা হাশর (মাদানী)	৩৯৯
১৫ (৬০)	সূরা মুমতাহিনা (মাদানী)	৪২৫
১৬ (৬১)	সূরা ছফ (মাদানী)	৪৩৯
১৭ (৬২)	সূরা জুম‘আহ (মাদানী)	৪৬২
১৮ (৬৩)	সূরা মুনাফিকূন (মাদানী)	৪৭৭
১৯ (৬৪)	সূরা তাগাবুন (মাদানী)	৪৮৪
২০ (৬৫)	সূরা তালাক (মাদানী)	৫০০
২১ (৬৬)	সূরা তাহরীম (মাদানী)	৫১৩

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ভূমিকা (كلمة المؤلف)

২০১৩ সালে তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারার তাফসীর প্রকাশের পর থেকে দীর্ঘ বিরতির পর ২৬ থেকে ২৮ পর্যন্ত তিন পারার তাফসীর বের হবার এ শুভ মুহূর্তে সর্বাগ্রে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদের মাধ্যমে তাফসীরের এ দুরূহ কাজটি করিয়ে নিলেন। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ ওয়াল মিন্নাহ।*

পুরা তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর শেষ হয়েছে প্রায় অর্ধ যুগ পূর্বে। কিন্তু সেগুলিকে কিছুটা বিস্তৃত ও পরিমার্জিত করে প্রেসে দিতেই সময় লাগছে বেশী। সময় ও সুযোগ অনুকূলে থাকলে বাকী পারাগুলির তাফসীরও সাধ্যপক্ষে দ্রুত সময়ে বের হবে ইনশাআল্লাহ।

তাফসীরে গৃহীত নীতিমালা ৩০তম পারার ভূমিকায় যা বলা হয়েছিল, সেগুলিই আছে। যা নিম্নরূপ :

তাফসীরে গৃহীত নীতিমালা : (১) প্রথমে সমার্থবোধক কুরআনের অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতঃপর (২) ছহীহ হাদীছ দ্বারা। অতঃপর প্রয়োজনে (৩) আছারে ছাহাবা ও তাবেঈনের ব্যাখ্যা দ্বারা, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। (৪) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ ও তাঁদের গৃহীত নীতিমালার অনুপুঙ্খ অনুসরণের সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। যে বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক বহু মুফাসসিরের পদস্খলন ঘটেছে। (৫) মর্মগত ইখতেলাফের ক্ষেত্রে তাফসীরের সর্বস্বীকৃত মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং সর্বাগ্রগণ্য বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। (৬) তরজমার ক্ষেত্রে কুরআনের উদ্দিষ্ট মর্ম অক্ষুণ্ন রেখে তা সাধ্যমত স্পষ্ট করা হয়েছে। (৭) ক্ষেত্র বিশেষে আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। (৮) আয়াতের সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দিকগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (৯) তাফসীরের সর্বত্র চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী আক্বীদা সমূহের বিপরীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের মধ্যপন্থী আক্বীদা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। (১০) বিদ্বানগণের অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং প্রবৃত্তিপরায়ণদের স্বেচ্ছাকৃত ব্যাখ্যাসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে পাঠককে সতর্ক করা হয়েছে।

নিঃস্বার্থ এ লেখনীকে আল্লাহ নাচীয লেখকের ও তার পরিবারের এবং তার মরহূম পিতা-মাতার জান্নাতের অসীলা হিসাবে কবুল করুন! অনিচ্ছাকৃত ভুল সমূহের জন্য সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য বিদগ্ধ পাঠক মণ্ডলীর সুপরামর্শ সর্বদা আশা করি।

পরিশেষে অত্র তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত-
১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খৃ. রবিবার। লেখক।

Contents

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى
لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٨٩﴾

‘আর আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি
সকল কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা,
পথনির্দেশ, অনুগ্রহ এবং মুসলমানদের জন্য
সুসংবাদ হিসাবে’ *(নাহল ১৬/৮৯)*।

Contents

সূরা আহক্বাফ

[হাযরামাউতের একটি উপত্যকা, যা ছিল ‘আদ জাতির ধ্বংসস্থল। বর্তমানে এটি ইয়ামনের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ৩০টি যেলা নিয়ে একটি প্রদেশের নাম]

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা জাছিয়াহ ৪৫/মাক্কী-এর পরে। তবে ১০, ১৫ ও ৩৫ আয়াতগুলি মদীনায় অবতীর্ণ (কাশশাফ)। কুরতুবী বলেন, সকলের নিকট সূরাটি মাক্কী ॥

সূরা ৪৬, পারা ২৬ (শুরু), রুকূ ৪, আয়াত ৩৫, শব্দ ৬৪৬, বর্ণ ২৬০২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হা-মীম। (এর অর্থ আল্লাহ সর্বাধিক অবগত)।

حٰمٓ ①

(২) এই কিতাব মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

(৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমরা সৃষ্টি করেছি সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। বস্তুতঃ যা থেকে তাদের সতর্ক করা হয়, তা থেকে অবিশ্বাসীরা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ ক্বিয়ামত থেকে)।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③

(৪) বল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের আহ্বান কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও তারা পৃথিবীতে কোন বস্তু সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশ সমূহ সৃষ্টিতে তাদের কি কোন অংশ আছে? এ ব্যাপারে বিগত কোন কিতাব থাকলে অথবা জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ কিছু থাকলে সেটি আমার কাছে নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ؟ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ؟ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ④

(৫) তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারাও তাদের আহ্বান সম্পর্কে কিছুই জানবে না।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ، مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ؟ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ⑤

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَّكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۞

(৬) যেদিন মানুষকে সমবেত করা হবে, সেদিন এইসব উপাস্যরা তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের পূজার বিষয়টি অস্বীকার করবে।

তাফসীর :

(২) تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ‘এই কিতাব মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ’। نَزَّلَ اللهُ الْوَحْىَ تَدْرِيْجًا অর্থ نَزَّلَ اللهُ تَنْزِيْلاً ‘আল্লাহ পর্যায়ক্রমে অহি নাযিল করেছেন’। أَنْزَلَ অর্থ ‘একবারে অহি নাযিল হওয়া’ এবং نَزَّلَ অর্থ ‘পর্যায়ক্রমে অহি নাযিল হওয়া’ *(মিছবাহুল লুগাত)*। কারণ কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হয় ঘটনা ও কারণের প্রেক্ষিতে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে একটি একটি আয়াত নাযিল করে এবং একত্রে নাযিল করেননি। সেজন্যে نَزَّلْنَا عَلَيْكَ বলা হয়েছে *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা দাহ্‌র ২৩ আয়াত)*।

ক্বদরের রাত্রিতে কুরআন নাযিলের সূচনা হয় এবং তেইশ বছরে পর্যায়ক্রমে তার সমাপ্তি ঘটে *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা ক্বদর ১ম আয়াত)*। শুরুতেই تَنْزِيلُ বলার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন বিগত কিতাব সমূহের ন্যায় একসাথে একবারে নাযিল হয়নি। বরং বারে বারে বান্দার প্রয়োজন মতে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে। কেননা এটি হ’ল সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনগ্রন্থ এবং বিগত কিতাবগুলি ছিল এক একটি সম্প্রদায়ের জন্য।

বিভিন্ন প্রশ্ন ও ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুরআনের অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয়েছে। যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্তরে প্রশান্তি আসে। যেমন অবিশ্বাসীদের উত্তরে আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً- وَلاَ يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا- ‘অবিশ্বাসীরা বলে, কেন তার প্রতি কুরআন একসাথে নাযিল হ’লনা? (হ্যাঁ) এভাবেই হয়েছে এবং তোমার উপর আমরা ধীরে ধীরে নাযিল করেছি, যাতে তোমার হৃদয়কে আমরা ওর দ্বারা আরও মযবুত করতে পারি’। ‘তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থাপন করেনি, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দরতম ব্যাখ্যা আমরা তোমাকে দান করিনি’ *(ফুরক্বান ২৫/৩২-৩৩)*। আর এটাই স্বাভাবিক যে, প্রশ্ন এলেই তার উত্তর পেলে সেটি সকলের জন্য স্বস্তিদায়ক হয়।

এর মাধ্যমে এটিও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন স্রেফ আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে অন্য কেউ শরীক নয়। আল্লাহ বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ

كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا– ‘তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহ’লে তারা এর মধ্যে বহু গরমিল দেখতে পেত’ *(নিসা ৪/৮২)*।

আয়াতের শেষে مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ‘মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে’ বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কথা ও কর্মে আল্লাহ্র পরাক্রম ও তাঁর প্রজ্ঞার তুলনীয় কেউ নেই *(ইবনু কাছীর)*। ‘আযীয’ ও ‘হাকীম’ নাম দু’টি আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যা বান্দার গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। যার কোন শরীক নেই। যা আল্লাহ্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্ন ও সনাতন। বান্দা যখনই আল্লাহকে ‘আযীয’ বা ‘মহা পরাক্রান্ত’ বলবে, তখনই তার নিজের পরাক্রমের অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যখনই সে আল্লাহকে ‘হাকীম’ বা প্রজ্ঞাময় বলবে, তখনই তার নিজস্ব প্রজ্ঞা বুদ্বুদের ন্যায় উবে যাবে। ফলে আল্লাহ্র বিধানের চাইতে সে নিজেদের মনগড়া বিধানকে উত্তম বা সমান বা সিদ্ধ ভাববে না। একেই বলে ‘তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত’ (আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব)। অতএব কুরআনের বাণী সরাসরি আল্লাহ্র এবং তাঁরই ন্যায় ক্বাদীম বা সনাতন। এটি মাখলূক বা সৃষ্ট নয়। যেমনটি মু‘তাযেলী যুক্তিবাদীগণ বলে থাকেন। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ– لاَ يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ– ‘নিশ্চয়ই যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে (তারা ধ্বংস হবে)। নিঃসন্দেহে এটি মহা পরাক্রান্ত এক কিতাব’। ‘সামনে বা পিছনে কোন দিক থেকেই এতে কোন মিথ্যা প্রবেশ করে না। এটি মহা প্রজ্ঞাময় ও মহা প্রশংসিত (আল্লাহ্র) পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ’ *(হামীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৪১-৪২)*।

(৩) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমরা সৃষ্টি করেছি সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য’। অত্র আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সে কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে এগুলি যে নির্ধারিত মেয়াদ অন্তে ধ্বংস হয়ে যাবে, সেটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

بِالْحَقِّ অর্থ بِالْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ وَلِإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِي الْخَلْقِ ‘পূর্ণ প্রজ্ঞা সহকারে এবং সৃষ্টিজগতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য’ *(ক্বাসেমী)*। কেননা তিনি কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِيْنَ– ‘আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, আমরা তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি’ *(আম্বিয়া ২১/১৬)*।

إِلَى مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مَضْرُوبَةٍ لاَ تَزِيدُ وَلاَ تَنْقُصُ অর্থ وَأَجَلٍ مُسَمًّى ‘নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত, যা বৃদ্ধি পাবে না এবং কমও হবে না’ *(ইবনু কাছীর)*। আর সেটি হ’ল ক্বিয়ামতের দিন *(কাশশাফ, ক্বাসেমী)*। সাথে সাথে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় এদু’টি মহা সৃষ্টিও নির্দিষ্ট মেয়াদের পর ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবল বেঁচে থাকবেন আল্লাহ। যিনি চিরঞ্জীব ও সকল কিছুর ধারক। যেমন বলা হয়েছে, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– ‘প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে কেবল তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

কবে এগুলি ধ্বংস হবে, সে বিষয়টি বান্দার নিকট গোপন রাখা হয়েছে বান্দার কল্যাণের স্বার্থে। অতঃপর স্বীয় নবীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে যে, قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ– ‘তুমি বল, এ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আর আমি তো প্রকাশ্য সতর্ককারী বৈ কিছু নই’ *(মুল্‌ক ৬৭/২৬)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান’ *(লোকমান ৩১/৩৪)*।

এই না জানানোর মধ্যেই বান্দার কল্যাণ নিহিত। কেননা যদি কেউ তার পরিণাম ও ধ্বংসকাল জানতে পারে, তাহ’লে সে উদ্যমহীন ও কর্মহীন হয়ে পড়বে। ফলে সমাজ গতিহীন ও পৃথিবী অচল হয়ে যাবে। যেহেতু মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সবকিছু বিলুপ্ত হয়, সেজন্য ‘মৃত্যু’-কে ‘ছোট ক্বিয়ামত’ (قيامت صغرى) বলা হয়। একই কারণে ‘ঘুম’-কে ‘ছোট মৃত্যু’ (وفات صغرى) বলা হয়। সেজন্য বলা হয়ে থাকে যে, إذا مات الإنسانُ فقد قامتْ قيامتُه ‘যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যায়’।[১]

عَمَّا أُنْذِرُوا ‘যা থেকে তাদের সতর্ক করা হয়’ অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে সতর্ক করা হয় *(ক্বাসেমী)*।

(8) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ‘বল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের আহ্বান কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি?’ অত্র আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে কারু কোন অংশ নেই। অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের প্রতি বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিগত কোন ইলাহী কিতাব বা তার

---

১. উল্লেখ্য যে, আনাস (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ অথবা مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ؛ فاعْبُدُوا اللهَ كَأَنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، واستغفروه كل ساعة আছার দু’টির প্রথমটি ‘যঈফ’ ও শেষেরটি ‘মওযূ’ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৬৬, ৫৪৬২)*। অতএব এগুলি হাদীছ নয়, বরং সাধারণ বক্তব্য। যার মর্ম সঠিক।

ইলম সমূহের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে, সেটা তাদের আনতে বলা হয়েছে। যদিও আল্লাহ জানেন যে, এসবের কিছুই তাদের কাছে নেই, যা তাদের শিরকের দাবীর পক্ষে পেশ করা যায়। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রকৃত ইলম হ'ল আল্লাহ্‌র অহি-র ইলম। মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান অভ্রান্ত বা চূড়ান্ত সত্য নয়।

أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ অর্থ بَقِيَّةٌ مِنْ عِلْمٍ بَقِيَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ عُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ 'অথবা পূর্বকালের ইলাহী ইলম সমূহের কিছু অংশ তোমাদের কাছে বাকী থাকলে' *(কাশশাফ)*। أَثَارَة অর্থ خَطٌّ 'চিহ্ন রেখা' *(কুরতুবী)*।

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ অর্থ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِي دَعْوَاكُمْ بِالشِّرْكِ 'সৃষ্টিজগতে অন্য কেউ শরীক থাকার ব্যাপারে তোমাদের দাবীতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(ক্বাসেমী)*।

(৫) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ 'তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না?' ছবি-মূর্তি বা কবরবাসী কেউ কারু ডাকে সাড়া দিতে পারে না। অথচ বিজ্ঞ মানুষেরা অজ্ঞের মত তাদের পূজা করে থাকে। এদের ধিক্কার দিয়ে অত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২]

(৬) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً 'যেদিন মানুষকে সমবেত করা হবে, সেদিন এইসব উপাস্যরা তাদের শত্রু হবে' অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন এইসব উপাস্যদের কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হবে। কিন্তু তখন তারা বিপরীত বলবে এবং শত্রু হবে। তারা তাদের পূজার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا- كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا- 'তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্য কারী হয়'। 'কখনই নয়। (সেদিন) তারা তাদের পূজাকে অস্বীকার করবে এবং তারা তাদের প্রতিপক্ষ হবে' *(মারিয়াম ১৯/৮১-৮২)*। শুধু তাই নয়, তারা সেদিন একে অপরকে অভিশাপ দিবে। যেমন বলা হয়েছে, وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا... 'ইবরাহীম বলল, (হে আমার কওম!) তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার খাতিরে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ দিবে'...*(আনকাবূত ২৯/২৫)*।

---

২. এ বিষয়ে নিজ পিতা ও কওমের সাথে এবং তারকা পূজারীদের সাথে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক পাঠ করুন, সূরা আম্বিয়া ২১/৫২-৭১; মারিয়াম ১৯/৪১-৪৮; আনকাবূত ২৯/১৬-১৭; ছাফফাত ৩৭/৮৩-৯৮; শো'আরা ২৬/৬৯-৮২; আন'আম ৮/৭৫-৮২; বিস্তারিত পাঠ করুন হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'নবীদের কাহিনী-১' 'হযরত ইবরাহীম (আঃ)' অধ্যায়।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ، هٰذَا سِحْرٌ
مُّبِيْنٌ ⑦

(৭) যখন তাদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন সত্য এসে যাওয়ার পরেও অবিশ্বাসীরা বলে, এটাতো প্রকাশ্য জাদু।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا
تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا
تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِيْ
وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑧

(৮) অথবা তারা বলে যে, এটি (কুরআন) তার বানানো। বল, যদি এটি আমি বানিয়ে থাকি, তাহ'লে তোমরা তো আমাকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচাবার কিছুমাত্র ক্ষমতা রাখো না। তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন, এ বিষয়ে তোমরা যেসব বানোয়াট কথা বলছ। আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনিই বড় সাক্ষী। আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا
يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى
اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ⑨

(৯) বল, আমি তো নতুন কোন রাসূল নই। আর আমি জানিনা আমার ও তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহি করা হয়। আর আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নই।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ
بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى
مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑩

(১০) বল, তোমাদের ধারণা কি, যদি এটি (কুরআন) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, আর তোমরা তা অস্বীকার কর; অথচ বনু ইস্রাঈলের জনৈক সাক্ষ্যদাতা এরূপ একটি কিতাবের (তওরাতের) পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল ও তার উপর ঈমান এনেছিল। কিন্তু তোমরা অহংকার করলে। (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। **(রুকূ ১)**

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ
خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ
فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ⑪

(১১) আর কাফেররা মুমিনদের বলে, যদি এটা উত্তম হ'ত, তাহ'লে আমাদের আগে তারা এটা কবুল করতে পারত না। (আল্লাহ বলেন,) যেহেতু তারা এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, সেহেতু ওরা এখন বলবে, এটা সেই পুরানো মিথ্যা।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲﴾

(১২) এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব (তাওরাত), যা ছিল সুপথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ। আর এ কিতাব (কুরআন) হ'ল তার সত্যায়নকারী ও আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। যাতে তা সীমালংঘনকারীদের সতর্ক করতে পারে। আর এটি হ'ল সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ।

তাফসীর :

(৭) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ 'যখন তাদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন সত্য এসে যাওয়ার পরেও অবিশ্বাসীরা বলে, এটাতো প্রকাশ্য জাদু'। এই অস্বীকার তারা করে স্রেফ বিদ্বেষ ও হঠকারিতা বশে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ– 'আর আহলে কিতাবগণ (শেষনবীর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে) মতভেদ করেছে তাদের নিকট ইল্ম (কুরআন) এসে যাবার পরেও, কেবলমাত্র পারস্পরিক হঠকারিতাবশতঃ। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

(৮) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ 'অথবা তারা বলে যে, এটি (কুরআন) তার বানানো'। অর্থ أَيَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ مُحَمَّدٌ 'তারা কি বলে যে মুহাম্মাদ এটি বানিয়ে বলছে?' فَرَي يَفْرِي فَرْيًا অর্থ 'সে মিথ্যারোপ করেছে'। সেখান থেকে اِفْتَرَى عَلَيْهِ অর্থ 'সে তার উপর মিথ্যারোপ করেছে'। এখানে অর্থ হ'ল, অবিশ্বাসীরা কি কুরআনকে আল্লাহ্র কিতাব নয় বলে মুহাম্মাদ-এর উপর মিথ্যারোপ করতে চায়?

هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيه অর্থ بِما تَخُوضُونَ فِيهِ مِنَ التَّكْذِيبِ 'কুরআন বিষয়ে তোমরা যেসব মিথ্যা রটনা করে থাক, সেবিষয়ে তিনি সর্বাধিক অবগত' *(কুরতুবী)*। أَمْ এসেছে ইনকার অথবা বিস্ময় অর্থে। অর্থাৎ دَعْ هَذَا وَاسْمَعْ قَوْلَهُمُ الْمُسْتَنْكَرَ 'ছাড় এসব। শোন ওদের বিস্ময়কর কথা' *(কুরতুবী)*।

উক্ত মর্মে অন্যত্র এসেছে, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً– قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا– 'তারা বলে, এগুলি তো পুরাকালের কাহিনী, যা সে লিখিয়েছে। যেগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার উপর

আবৃত্তি হয়'। 'তুমি বল, এটি তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য অবগত আছেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(ফুরক্বান ২৫/৫-৬)*। কুরআন বানিয়ে বলার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, –وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ– ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ– فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ– 'আর যদি সে আমাদের উপর কোন কথা বানিয়ে বলত'। 'তাহ'লে অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলতাম'। 'অতঃপর আমরা তার গর্দানের মূল রগ কেটে দিতাম'। 'আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার ব্যাপারে আমাদের বাধা দিতে পারে' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৪৪-৪৭)*। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا– إِلاَّ بَلاَغًا مِنَ اللهِ وَرِسَالاَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا– 'বল, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোথাও আমি আশ্রয় পাবো না'। 'কেবল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর বাণী ও রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই আমি বাঁচতে পারি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে' *(জিন ৭২/২২-২৩)*।

(৯) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ 'বল, আমি তো নতুন কোন রাসূল নই'। بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ অর্থ أَوَّلاً مِنَ الرُّسُلِ 'প্রথম রাসূল নই' *(কুরতুবী)*। আমার পূর্বেও অনেক রাসূল ছিলেন। بِدْعٌ অর্থ 'নূতন'। যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। এজন্য আল্লাহকে بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রথম সৃষ্টিকারী' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)* বলা হয়। যিনি অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। তেমনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) কোন নতুন নবী ছিলেন না। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ 'আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন' *(আলে ইমরান ৩/১৪৪)*। তবে তিনি ছিলেন শেষনবী। যেমন আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا– 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষনবী। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(আহযাব ৩৩/৪০)*।

উল্লেখ্য যে, সুন্নাতের বিপরীত নবোদ্ভূত বিষয়কে বিদ'আত বলা হয়, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। কেননা বিদ'আত অর্থ– البدعةُ هى كُلُّ ما أحدَثَ على غيرِ مثـــالٍ ســـابِقٍ 'ঐ

সকল নতুন সৃষ্টি, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ اَحْدَثَ فِى اَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُــوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৩] অর্থাৎ ঐ আমল বিদ'আতীর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে, আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছবে না। তিনি বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ– وَفِى رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِىِّ : وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ– 'আর তোমরা ধর্মের নামে নতুন নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী'।[৪] 'আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম'।[৫] যদিও মুসলিম সমাজে ইহূদী-নাছারাদের ন্যায় যুগে যুগে ধর্মের নামে সৃষ্ট বিদ'আতগুলিই সুন্নাতের স্থান দখল করেছে। অবলীলাক্রমে শিরক করা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে তাওহীদপন্থী বলে দাবী করছে। অথচ ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.)-কে বলেন, إِنَّ كُلَّ مَالَمْ يَكُنْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه دِينًا لَمْ يَكُنِ الْيومَ دينًا وقال: مَنِ ابْتَدَعَ فى الإِسلامِ بدعةً فَرَأَها حسنةً فقد زَعَمَ أنَّ محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد خَانَ الرسالةَ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যেসব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমানকালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না'। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে নতুন কোন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ (বা 'বিদ'আতে হাসানাহ') বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন'। বিদায় হজ্জের দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়াত নাযিল করে আল্লাহ বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًـــا، 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম'।[৬]

وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ এর অর্থ হাসান বাছরী বলেন, 'আমি জানিনা দুনিয়াতে আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে? আমি আমার পূর্বেকার নবীদের

---

৩. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; আলবানী, মিশকাত (বৈরূত : ১৯৮৫) হা/১৪০।

৪. আহমাদ হা/১৭১৮৪-৮৫; হাকেম হা/৩২৯, ৩৩২; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/২৭৩৫।

৫. নাসাঈ হা/১৫৭৮ 'ঈদায়েন-এর খুৎবা' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৬০৮।

৬. আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী (১৩৩৯-১৪৩৯ হি./১৯২১-২০১৮ খৃ.), আল-ইনছাফ ফী মা ক্বীলা ফিল মাওলিদি মিনাল গুলু ওয়াল ইজহাফ (কুয়েত : জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ, তাবি) ৩২ পৃ.।

ন্যায় বহিষ্কৃত হব, না নিহত হব?' এর অর্থ এটা নয় যে, আখেরাতে আমার বা তোমাদের কি হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) নিশ্চিত যে, তিনি জান্নাতী হবেন ও কাফেররা জাহান্নামী হবে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ তাঁর আগে-পিছের সব গোনাহ মাফ করেছেন *(ফাৎহ ৪৮/২)* এবং তাঁর সম্পর্কে আগেই বলে দিয়েছেন যে, عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا– 'নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উঠাবেন' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯)*। একই মর্ম বর্ণিত হয়েছে ইবনু জারীর থেকে। তিনি বলেন, وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلاَهَا بِالصَّوَابِ 'আমরা এটাকেই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলি' *(তাফসীর ত্বাবারী)*।

إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ 'আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহি করা হয়'। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ 'আমি কেবল অহি-র অনুসরণ করি যা আমার নিকটে করা হয়। তুমি বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা করবে না?' *(আন'আম ৬/৫০)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না'। 'এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। তিনি বলেন, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ– 'বলে দাও যে, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট অহি করা হয়। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহ'লে আমি এক ভয়ংকর দিবসের শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুস ১০/১৫)*।

(১০) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ 'বল, তোমাদের ধারণা কি, যদি এটি (কুরআন) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, আর তোমরা তা অস্বীকার কর'। অত্র আয়াতে মক্কার কুরায়েশদের প্রায় দু'হাযার বছর আগেকার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিগত নবী মূসা (আঃ) যখন তওরাত নিয়ে আসেন এবং ফেরাঊন তাকে অস্বীকার করে। তখন ফেরাঊন বংশের জনৈক ব্যক্তি যিনি গোপনে ঈমান পোষণ করতেন, তিনি মূসার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে প্রতিবাদ করেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ 'তখন ফেরাঊন গোত্রের জনৈক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যিনি বলেন আমার প্রতিপালক আল্লাহ?' *(মুমিন/গাফের ৪০/২৮)*। পক্ষান্তরে কুরায়েশ বংশে শেষনবীর আগমন ঘটল। তারাও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অস্বীকার

করল এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। তখন আবুবকর (রাঃ) খবর পেয়ে দ্রুত কা'বা চত্বরে এসে তাঁর গলায় পেঁচানো কাপড় খুলে দেন ও কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলেন, أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّىَ اللهُ؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ 'তোমরা কি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যিনি বলেন আমার প্রতিপালক আল্লাহ। অথচ তিনি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ তোমাদের নিকট আগমন করেছেন?' এ সময় তারা রাসূল (ছাঃ)-কে ছেড়ে আবুবকরকে বেদম প্রহার করে' *(বুখারী হা/৩৬৭৮, ৪৮১৫)*।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ 'বনু ইস্রাঈলের জনৈক সাক্ষ্যদাতা এরূপ একটি কিতাবের (তওরাতের) পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল'। এখানে ঐ ব্যক্তি ফেরাউন বংশের হ'লেও তাকে বনু ইস্রাঈলের বলা হয়েছে সম্ভবতঃ ঈমানদার বনু ইস্রাঈলদের দিকে লক্ষ্য করে। মূসা (আঃ) যাদের নবী ছিলেন। যেমন ইবলীস জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত *(কাহফ ১৮/৫০)* হওয়া সত্ত্বেও তাকে সম্বোধন না করে আল্লাহ ফেরেশতাদের সম্বোধন করে কথা বলেছেন অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে *(বাক্বারাহ ২/৩০, ৩৪)*।

অনেক বিদ্বান এর দ্বারা ইহূদী আলেম আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-এর কথা বলেছেন। তাদের দলীল হিসাবে রয়েছে যেমন 'আমের বিন সা'দ স্বীয় পিতা সা'দ বিন আবু ওয়াককাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ)- 'আমি ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কারু ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনিনি যে, 'সে জান্নাতের অধিবাসী' আব্দুল্লাহ বিন সালামকে ব্যতীত। আর তার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল, 'বনু ইস্রাঈলের জনৈক সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য দিয়েছিল' আয়াতটি' *(বুখারী হা/৩৮১২)*। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন সালামের ঘটনাটি ছিল মদীনায়। আর বর্তমান সূরাটি নাযিল হয়েছে মক্কায়। সেকারণ ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এখানে 'সাক্ষ্যদাতা' কথাটি ব্যাপক অর্থে (اسْمُ جِنْسٍ) এসেছে। যা আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও অন্যদেরকে শামিল করে *(ইবনু কাছীর)*। বরং বিগত ও অনাগত যুগে সকল কুরআনে অবিশ্বাসীদের বিপরীতে কুরআনের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা সকলের ক্ষেত্রে অত্র আয়াত প্রযোজ্য হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ 'নিশ্চয়ই এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে' *(শো'আরা ২৬/১৯৬)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى- صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى- 'নিশ্চয়ই এটা লিপিবদ্ধ ছিল পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে-' 'ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে' *(আ'লা ৮৭/১৮-১৯)*। অর্থাৎ তাওহীদের এই আহ্বান কেবল কুরআনে নয়, বিগত সকল ইলাহী কিতাবেও

ছিল। সে যুগেও অধিকাংশ লোক অবিশ্বাস করেছে এবং কিছু লোক বিশ্বাস করেছে। এ যুগেও সেটি করবে। কুরতুবী বলেন, হ'তে পারে আয়াতটি মদীনায় নাযিল হয়েছিল। পরে সংকলনের সময় এটাকে রাসূল (ছাঃ) মাক্কী সূরার মধ্যে রাখতে বলেন *(কুরতুবী)*। তবে এটি দূরতম ব্যাখ্যা। এর পিছনে কোন যৌক্তিক কারণ নেই।

আয়াতের শেষে বলে দেওয়া হয়েছে, إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না'। এর মধ্যে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ– 'তুমি বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, আর তোমরা তা অস্বীকার কর, তাহ'লে তার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হবে, যে দূরতম হঠকারিতায় লিপ্ত?' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৫২)*।

(১১) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا 'আর কাফেররা মুমিনদের বলে, যদি এটা উত্তম হ'ত, তাহ'লে আমাদের আগে তারা এটা কবুল করতে পারত না'। কাফের নেতারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ভাবে এবং গরীব মুমিনদের তাচ্ছিল্য করে বলে, কুরআন ও ইসলাম যদি উত্তম হ'ত, তাহ'লে আমরাই ওটা প্রথমে কবুল করতাম এবং আমাদেরকে ডিঙিয়ে ওরা আগেই ওটা কবুল করতে পারত না। ওরা বলতে মক্কার নেতারা তাদের ক্রীতদাস বেলাল, 'আম্মার, ছোহায়েব, খাব্বাব ও তাদের মত অন্যান্য দাস-দাসী ও দুর্বল মুমিনদের বুঝিয়েছেন। যাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য নেতারা দাবী করলে তার প্রতিবাদে নাযিল হয়,

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ–

'আর তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না, যারা তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে তার চেহারা অন্বেষণে সকালে ও সন্ধ্যায়। তাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব তোমার উপরে নেই এবং তোমার হিসাবের কোন দায়িত্ব তাদের উপরে নেই যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। তাহ'লে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/৫২)*। বস্তুতঃ এটি ছিল তাদের জ্ঞানের অহংকার মাত্র। সেকারণ আল্লাহ বলেন, যেহেতু ওরা কুরআন থেকে হেদায়াত পায়নি, অতএব ওরা এখন নিজেদের ব্যর্থতার পক্ষে ছাফাই গেয়ে বলবে যে, এগুলি সব পুরানো অলীক কাহিনী মাত্র। বস্তুতঃ সকল যুগের অহংকারীদের জন্য এটি সত্য। এতে প্রমাণিত হয় যে, হেদায়াত পাওয়ার জন্য সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট। সর্বাধিক জ্ঞানী হওয়া আবশ্যক নয়। বরং এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, জ্ঞানের

অহংকারে জ্ঞানীরাই সর্বাগ্রে পথভ্রষ্ট হয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ– 'আর এভাবেই আমরা তাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষায় ফেলি। যাতে তারা বলে যে, আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ এই লোকগুলির উপরেই কি অনুগ্রহ করেছেন? অথচ আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত নন?' *(আন'আম ৬/৫৩)*।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

(১৩) যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর একথার উপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না।

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

(১৪) তারা হবে জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এটা হবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

(১৫) আর আমরা মানুষকে আদেশ দিয়েছি তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে ও কষ্টের সাথে প্রসব করেছে। আর তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অতঃপর সে যখন পূর্ণ শক্তির বয়সে উপনীত হয় ও চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে যায়, তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে এমন ক্ষমতা দাও যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমার ও আমার পিতা-মাতার উপরে। আর আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পসন্দ কর। আর আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে তুমি কল্যাণ দান কর। আমি তোমার দিকে ফিরে গেলাম এবং আমি তোমার আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত।

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ

(১৬) এরাই তো তারা যাদের উত্তম আমলগুলি আমরা কবুল করি এবং মন্দকর্ম গুলি মার্জনা করি। এরা জান্নাতবাসীদের অন্ত

Contents

الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ⑯

ভুক্ত। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑰

(১৭) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, ধিক তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব? অথচ আমার পূর্বে বহু জাতি গত হয়ে গেছে। একথা শুনে তার পিতা-মাতা দু’জনে আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, তোমার ধ্বংস হৌক! তুমি ঈমান আনো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। জবাবে সে বলে, এটাতো পুরাকালের উপকথা মাত্র।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ⑱

(১৮) এরাই তো তারা যাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছিল জিন ও ইনসানের মধ্যে যেসব জাতি তাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑲

(১৯) প্রত্যেকের জন্য স্তর রয়েছে তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী। যাতে তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফলাফল তিনি তাদের দিতে পারেন এবং তারা অত্যাচারিত না হয়।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ⑳

(২০) আর (স্মরণ কর,) যেদিন অবিশ্বাসীদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হবে (এবং বলা হবে) তোমরা তো পার্থিব জীবনে সব সুখ-শান্তি নিঃশেষ করেছ এবং তা পূর্ণভাবে ভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে হীনকর শাস্তির বদলা দেওয়া হবে এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দম্ভ করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(১৫) وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ‘আর আমরা মানুষকে আদেশ দিয়েছি তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য’। হযরত আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)

বলেন, এই দো‘আ আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) করেছিলেন যখন তিনি ৪০ বছর বয়সে উপনীত হন। ফলে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যার সকল সন্তান ও পিতা-মাতা (পরবর্তীতে) ইসলাম কবুল করেছিলেন।[৭] তবে অত্র আয়াতে উক্ত বিষয়ে কোন স্পষ্ট দলীল নেই। বরং এটি সাধারণভাবে সকল মুমিনের জন্য প্রযোজ্য। যেমনটি হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.) বলেন, এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যখন ৪০ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন যেন সে তার তওবা নবায়ন করে ও আল্লাহ্র দিকে বেশী বেশী ধাবিত হয় *(ইবনু কাছীর)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়সীমা ৬ মাস। একবার ৬ মাসে বাচ্চা প্রসব করা এক নারীকে ওমর অথবা ওছমান (রাঃ) ব্যভিচারী ভেবে রজম করার মনস্থ করলে আলী (রাঃ) তাকে বাধা দেন ও সূরা বাক্বারাহ ২৩৩ আয়াতটি পাঠ করে শুনান। যেখানে বলা হয়েছে যে, মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে’। ফলে দুধ পান ২৪ মাস এবং গর্ভধারণ ৬ মাস মিলে মোট ত্রিশ মাস হয়। তখন ওছমান (রাঃ) তার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন।[৮]

(১৬) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ ‘এরাই তো তারা যাদের উত্তম আমলগুলি আমরা কবুল করি’। وَعْدَ الصِّدْقِ অর্থ وَعْدُ اللهِ الْحَقُّ لِأَهْلِ الْإِيْمَانِ ‘ঈমানদারগণকে দেওয়া আল্লাহ্র সত্য ওয়াদা যে, তাদের উত্তম আমলগুলি কবুল করা হবে এবং মন্দকর্ম গুলি মার্জনা করা হবে’। এখানে وَعْدَ الصِّدْقِ মাছদারটি পূর্ববর্তী বাক্যের তাকীদ হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ وَعَدَ اللهُ وَعْدَ الصِّدْقِ *(কুরতুবী)*।

(১৭) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, ধিক তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব?’ হাসান বাছরী ও ক্বাতাদাহ বলেন, বক্তব্যটি বিগত যুগের কোন মুমিন পিতা-মাতা ও তাদের কাফের পুত্রের কথোপকথনের উদ্ধৃতি হ’তে পারে। যা সকল যুগেই সম্ভব *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। أَتَعِدَانِنِي ‘তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাতে চাও’। وَعَدَ يَعِدُ وَعِيْدًا অর্থ اَنْذَرَ وهَدَّدَ ‘সে সতর্ক করেছে ও ধমক দিয়েছে’। خَلَتِ الْقُرُوْنُ অর্থ مَضَتْ أَهْلُ القُرُوْنِ الَّذِينَ لَمْ يَبْعَثْ مِنْهُمْ اَحَدٌ ‘যুগের লোকেরা অতীত হয়েছে’ ‘যাদের মধ্যে কেউ পুনর্জীবিত হয়নি’। কাফেররা ক্বিয়ামতে অবিশ্বাস করে বলেই এরূপ স্থূল যুক্তি দিয়ে থাকে।

৭. ওয়াহেদী (মৃ. ৪৬৮ হি.) আল-ওয়াসীত্ব, তাফসীর সূরা আহক্বাফ ১৫ আয়াত; কুরতুবী।
৮. কুরতুবী, হাসান বাছরী থেকে ‘মুরসাল’ সূত্রে বর্ণিত; বায়হাক্বী ৭/৪৪২, হা/১৫৯৫৬, ১৫৯৫৭।

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ
وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖۤ
اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٢١

(২১) আর তুমি স্মরণ কর ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাই (হূদ)-এর কথা। যখন সে তার আহক্বাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল এবং তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী এসেছিল- এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ইবাদত করো না। আমি তোমাদের উপর মহা দিবসের শাস্তির আশংকা করছি।

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا؟ فَاْتِنَا بِمَا
تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٢٢

(২২) তারা (হূদকে) বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য সমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে আগমন করেছ? যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহ’লে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস।

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ؛ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّاۤ
اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّیْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝٢٣

(২৩) হূদ বলল, এ জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তাই তোমাদের নিকট প্রচার করে থাকি। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ، قَالُوْا
هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ
بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٢٤

(২৪) অতঃপর যখন তারা শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা সমূহের দিকে আসতে দেখল, তখন বলল, এইতো এসে গেছে মেঘ, যা আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। তখন (হূদ বলল) বরং এটা সেই বস্তু, যার জন্য তোমরা ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলে। এটা এমন বায়ু, যার মধ্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَیْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى
اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِيْنَ ۝٢٥

(২৫) সে তার প্রতিপালকের আদেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তারা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হ’ল যে, শূন্য বাসস্থানগুলি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনি করেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَاۤ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا
لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً، فَمَاۤ اَغْنٰى

(২৬) আমরা তাদেরকে এমন সব বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যেসব বিষয়ে তোমাদের ক্ষমতা দেইনি। আমরা তাদের দিয়েছিলাম

عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু সেসব কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করল এবং সেই শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল, যা নিয়ে তারা বিদ্রুপ করত।

(রুকূ ৩)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾

(২৭) আর আমরা তো তোমাদের আশপাশের জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেছিলাম এবং বারবার তাদেরকে আয়াত সমূহ শুনিয়েছিলাম যাতে তারা ফিরে আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾

(২৮) তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য যাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেল। আর এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম।

তাফসীর :

(২১) وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ‘আর তুমি স্মরণ কর ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাই (হূদ)-এর কথা। যখন সে তার আহক্বাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল’। এখান থেকে ২৬ পর্যন্ত ৬টি আয়াতে আল্লাহপাক হূদ (আঃ)-এর কওমের বর্ণনা দিয়ে মযলূম রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

اَلْأَحْقَافُ একবচনে حِقْفٌ অর্থ رِمَالٌ مُشْرِفَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ كَهَيْئَةِ الْجِبَالِ ‘দীর্ঘ ও উঁচু বালুকাময় উপত্যকা। যা পাহাড়ের আকৃতির ন্যায়’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। বলা হয়েছে যে, এটি শামের অথবা ইয়ামনের হাযরামাউতের একটি উঁচু ও দীর্ঘ বালুকাময় উপত্যকার নাম। যেখানে ‘আদ সম্প্রদায় বসবাস করত। অত্র আয়াতে বর্ণিত ‘আহক্বাফ’ নামেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

(২২) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ‘তারা (হূদকে) বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য সমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে আগমন করেছ?’ لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا অর্থ لِتَصْرِفَنَا عَنْ آلِهَتِنَا بِالْمَنْعِ ‘নিষেধ করার মাধ্যমে তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য সমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে আগমন করেছ?’ أَفَكَهُ، أَفَكَ يَأْفِكُ أَفْكًا وإِفْكًا অর্থ صَرَفَهُ

‘সে তাকে ফিরিয়েছে’। فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ‘আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস’। এখানে ‘প্রতিশ্রুতি’ ক্রিয়াটি ধমকির স্থলে এসেছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, الوَعْدُ অনেক সময় الوَعِيْدُ-এর স্থলে ব্যবহৃত হয় *(কুরতুবী)*।

উক্ত আযাবের বিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ- فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ- ‘যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন অবিরতভাবে। তুমি (সেখানে থাকলে) তাদের দেখতে জীর্ণ খেজুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে মরে পড়ে থাকতে’। ‘তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাও কি?’ *(হা-ক্ক্বাহ ৬৯/৭-৮)*। অন্যত্র আল্লাহ ‘আদ বংশের শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধে তাঁর শেষনবীকে শুনিয়ে বলেন, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ- إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ- الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ- ‘তুমি কি জানো না তোমার প্রভু কি আচরণ করেছিলেন ‘আদ গোত্রের সাথে’? ‘ইরম বংশের। যারা ছিল উঁচু স্তম্ভসমূহের মালিক’। ‘যাদের ন্যায় কাউকে জনপদসমূহে সৃষ্টি করা হয়নি’ *(ফজর ৮৯/৬-৮)*।

(২৫) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ‘সে তার প্রতিপালকের আদেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দিবে’। এখানে بِأَمْرِ رَبِّهَا বলে বায়ুকে আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধ করার উদ্দেশ্য এটি বুঝানো যে, এটি আল্লাহ্র আদেশ মান্যকারী এবং এটি আল্লাহ্র মহাশক্তির নিদর্শন। তাঁর অন্যতম বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং বিশাল সেনাবাহিনীর অংশ বিশেষ’ *(কাশশাফ)*।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কখনো মাড়ি বের করে হাসতে দেখিনি। বরং তিনি মুচকি হাসতেন। কিন্তু যখন তিনি মেঘ বা ঝড় দেখতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং বলতেন হে আয়েশা! এই মেঘ ও তার মধ্যেকার ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়েই একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা মেঘ দেখে খুশী হয়ে বলেছিল, هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ‘এটি মেঘ, আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে’। তিনি বলেন, ‘(খন্দকের দিন) আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি পূর্বদিকের বায়ু দিয়ে। আর ‘আদ কওমকে ধ্বংস করা হয়েছে পশ্চিম দিকের বায়ু দিয়ে’।[৯] রাসূল (ছাঃ)-এর এই ভয়ের তাৎপর্য ছিল এই যে, কিছু লোকের অন্যায়ের কারণে সকলের উপর এই ব্যাপক গযব নেমে আসতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ- ‘আর তোমরা ফিৎনা থেকে বেঁচে থাক, যা তোমাদের মধ্যকার যালেমদেরই

৯. মুসলিম হা/৮৯৯-৯০০; বুখারী হা/৩২০৬, ৩২০৫; মিশকাত হা/১৫১৩, ১৫১১ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ঝঞ্ঝা-বায়ু’ অনুচ্ছেদ।

কেবল পাকড়াও করবে না (বরং সকলের উপর আপতিত হবে)। জেনে রেখ আল্লাহ শাস্তি দানে অতীব কঠোর' *(আনফাল ৮/২৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ- 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, অবশ্যই তোমরা ন্যায়ের আদেশ দিবে এবং অন্যায়ের নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তোমাদের উপর তার পক্ষ থেকে গযব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা দো'আ করবে। কিন্তু তা কবুল করা হবে না'।[১০] তিনি বলেন, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لاَ يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ 'মানুষ যখন কোন অন্যায় হ'তে দেখে, অথচ তাতে বাধা দেয় না, তখন তার বদলা স্বরূপ আল্লাহ সত্বর তাদের সকলের উপর ব্যাপকভাবে গযব নামিয়ে দেন'।[১১]

هَذَا عارِضٌ অর্থ 'এটি আগমনকারী'। মর্মার্থে 'মেঘ'। জাওহারী বলেন, وَالْعَارِضُ السَّحَابُ يَعْتَرِضُ فِي الْأُفُقِ 'এর অর্থ মেঘ, যা দিগন্তে আবির্ভূত হয়'। مُمْطِرُنا অর্থ مُمْطِرٌ لَنَا 'আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে' *(কুরতুবী)*।

উল্লেখ্য যে, গযব নাযিলের প্রাক্কালেই আল্লাহ স্বীয় নবী হূদ ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন ও তাঁরা উক্ত আযাব থেকে রক্ষা পান *(হূদ ১১/৫৮)*। অতঃপর তিনি মক্কায় চলে যান ও সেখানেই ওফাত পান।[১২] তবে ইবনু কাছীর হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, হূদ (আঃ) ইয়ামনেই কবরস্থ হয়েছেন।[১৩] আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

(২৬) فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ বাক্যে إِنْ 'না বোধক' হ'তে পারে। তখন অর্থ হবে مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ 'আমরা তাদেরকে এমন সব বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যেসব বিষয়ে তোমাদের ক্ষমতা দেইনি' *(কাশশাফ)*। অথবা এটি 'অতিরিক্ত' হবে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। কিংবা 'মওছূল' (الَّذِى) হবে। তখন অর্থ হবে, 'আমরা তাদের এমন সব বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যেসব বিষয়ে তোমাদের ক্ষমতা দিয়েছি। অথবা إِن শর্তসূচক হবে। তখন অর্থ হবে, তাদের যেসব ক্ষমতা দিয়েছিলাম, সেসব ক্ষমতা

---

১০. তিরমিযী হা/২১৬৯; মিশকাত হা/৫১৪০ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়, হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে।
১১. ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; তিরমিযী হা/৩০৫৭; আবুদাঊদ হা/৪৩৩৮; মিশকাত হা/৫১৪২, আবুবকর (রাঃ) হ'তে।
১২. কুরতুবী, তাফসীর সূরা আ'রাফ ৬৫ আয়াত।
১৩. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আ'রাফ ৬৫ আয়াত।

তোমাদের দিলে তোমাদের অবাধ্যতা আরও বৃদ্ধি পেত' *(কুরতুবী)*। পূর্বাপর বিবেচনায় আমরা 'না বোধক' অর্থকে অগ্রাধিকার দিলাম।

(২৭) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى 'আর আমরা তো তোমাদের আশপাশের জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেছিলাম এবং বারবার তাদেরকে আয়াত সমূহ শুনিয়েছিলাম যাতে তারা ফিরে আসে'। এখানে কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। অতঃপর আশপাশের 'জনপদ সমূহ' বলতে হেজাযের পার্শ্ববর্তী ছামূদ জাতির ধ্বংসস্থল 'হিজর', লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসস্থল জর্ডনের 'সাদূম' প্রভৃতি এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। যা মক্কাবাসীদের নিকট আগে থেকেই সুপরিচিত ছিল *(কুরতুবী)*। একইভাবে 'আদ জাতির ধ্বংসস্থল হাযরামাউত এলাকাও পরিচিত ছিল, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

'আদ জাতির কাছে এসেছিলেন নবী হূদ (আঃ), 'ছামূদ' জাতির কাছে এসেছিলেন নবী ছালেহ (আঃ) এবং 'সাদূম' জাতির কাছে এসেছিলেন নবী লূত (আঃ)। তাদের নিকটে তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে তারা সবাই আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হয়ে যায়। তারা ছিল আরবদের চাইতে বহুগুণ বেশী শক্তিশালী। যেমন আল্লাহ বলেন, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ؛ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহ'লে দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণতি হয়েছে। তারা এদের চাইতে শক্তি ও কীর্তিতে অধিক ও প্রবল ছিল। কিন্তু তাদের এইসব কর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি' *(মুমিন/গাফের ৪০/৮২)*। এমনকি 'আদ সম্প্রদায়ের নেতারা দম্ভভরে বলেছিল, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ؛ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً؛ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ– 'অতঃপর 'আদ সম্প্রদায়! তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করেছিল এবং বলেছিল, আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তাহ'লে তারা কি দেখেনি, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। অথচ তারা আমাদের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করত' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১৫)*। যাদের ধ্বংসের চিহ্ন সমূহ আজও বর্তমান রয়েছে মানুষের উপদেশ হাছিলের জন্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেইসব উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আজও নিচ্ছে কেবল ঈমানদার সম্প্রদায় ব্যতীত।

(২৮) فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য যাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদের সাহায্য করল না কেন?' এখানে فَلَوْلاَ অর্থ هَلاَّ 'কেন তারা?' *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। অত্র আয়াতে অসীলাপূজার চরম

পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। কেননা বকধার্মিক ও দুর্নীতিবাজরা বাঁচার জন্য সর্বদা অসীলা তালাশ করে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচতে চায়। যেমন আরব নেতারা বলত, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى 'আমরা তো এদের পূজা কেবল এজন্যেই করি যে এরা (সুফারিশের মাধ্যমে) আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দিবে' *(যুমার ৩৯/৩)*। তারা বলত, هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ 'এরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য সুফারিশকারী' *(ইউনুস ১০/১৮)*। এ যুগের কবরপূজারী ও ছবি-মূর্তি পূজারীরা একই যুক্তিতে কথা বলে। কিন্তু তারা শিরকের পাপ থেকে তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে না। ফলে তারা আল্লাহ্র কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

উল্লেখ্য যে, অসীলা দু'ধরনের : বৈধ অসীলা ও অবৈধ অসীলা। বৈধ অসীলা হ'ল, জীবিত ব্যক্তির দো'আর অসীলা এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সৎকর্মের অসীলা। যেমন জীবিত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে জনৈক বেদুঈনের বৃষ্টি প্রার্থনা *(বুখারী হা/৯৩৩)* এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর বৃষ্টি প্রার্থনা *(বুখারী হা/১০১০)*। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ঘটনাবলী। আর সৎকর্মের অসীলার বড় প্রমাণ হ'ল, বিগত যুগে গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারী অবরুদ্ধ তিনজন যুবকের স্ব স্ব সৎকর্মের অসীলায় আল্লাহ্র নিকট মুক্তি প্রার্থনা ও অবশেষে আল্লাহ্র হুকুমে মুক্তি পাওয়া।[১৪] অতঃপর অবৈধ অসীলা হ'ল মৃতব্যক্তি বা জড়বস্তুর অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ- 'নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে এবং শুনাতে পারো না কোন বধিরকে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়' *(নমল ২৭/৮০)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ- 'আর তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর' *(মায়েদাহ ৫/৩৫)*। অসীলা অর্থ 'নৈকট্য'। যা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে এবং তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত সৎকর্মের মাধ্যমে হাছিল হয়ে থাকে।

(২৯) (স্মরণ কর) যখন আমরা একদল জিনকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, যারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনছিল। অতঃপর যখন তারা সেখানে উপস্থিত

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ؛ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا أَنْصِتُوْا؛ فَلَمَّا قُضِيَ، وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

১৪. বুখারী হা/২৩৩৩; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ' অনুচ্ছেদ, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে।

Contents

হ'ল, তখন একে অপরকে বলল, চুপ থাক। তারপর যখন তেলাওয়াত শেষ হ'ল, তখন তারা তাদের কওমের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى، مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ؛ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴿٣٠﴾

(৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পরে নাযিল হয়েছে। যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়ন করে। যা সত্যের দিকে ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ؛ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ﴿٣١﴾

(৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে রক্ষা করবেন।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴿٣٢﴾

(৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না, সে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহকে (প্রতিশোধ গ্রহণে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। ওরা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ؟ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴿٣٣﴾

(৩৩) তারা কি বুঝে না যে, আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে অপারগ হননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ؟ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ﴿٣٤﴾

(৩৪) আর যেদিন কাফেরদের জাহান্নামের কিনারে নেওয়া হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি বাস্তব নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ। আমাদের প্রতিপালকের শপথ! আল্লাহ

বলবেন, অতএব তোমরা এখন তোমাদের অবিশ্বাসের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর।

(৩৫) অতএব তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর ওদের (শাস্তির) জন্য ব্যস্ত হয়ো না। যেদিন তারা তাদের প্রতিশ্রুত (শাস্তির) বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের একটা মুহূর্ত ব্যতীত (দুনিয়াতে) অবস্থান করেনি। এটা সতর্কবাণী মাত্র। অতঃপর পাপাচারী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কি?

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

(রুকূ ৪)

তাফসীর :

(২৯-৩২) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ‘(স্মরণ কর) যখন আমরা একদল জিনকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, যারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনছিল’। ২৯ থেকে ৩২ চারটি আয়াতে জিনদের ইসলাম গ্রহণ ও তাদের স্বজাতির নিকট তাদের দাওয়াত পৌঁছানোর কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে এর মধ্যে মক্কার নেতাদের প্রতি ধিক্কার রয়েছে যে, জিনেরা কুরআন শুনে মুসলমান হয়ে ফিরে গেল। অথচ তোমরা কুরআন শুনে তা প্রত্যাখ্যান করলে? অত্র আয়াত চারটিতে এবং সূরা জিন ১ থেকে ১৫ আয়াত সমূহে জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা দু’বার ঘটে। প্রথমবার মক্কায়। যা ‘লায়লাতুল জিন’ (لَيْلَةُ الْجِنِّ) বা ‘জিনদের রাত্রি’ বলে পরিচিত। এ রাতে রাসূল (ছাঃ) একাই জিনদের দাওয়াতে তাদের নিকট গমন করেন। তাঁকে সারারাত খুঁজে না পেয়ে ছাহাবীগণ দিশেহারা হয়ে পড়েন। সকালে হেরা গুহার দিক থেকে তিনি ফিরে আসেন। সেকারণ রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাতটি ছিল আমাদের জন্য খুবই ‘মন্দ রাত্রি’ (شَرُّ لَيْلَةٍ)।[১৫] অন্য বর্ণনায় ছাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ঐ রাতে রাসূল (ছাঃ) জিনদের উদ্দেশ্যে ‘সূরা রহমান’ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনান এবং তারা উত্তম জবাব দান করে। যা শুনে রাসূল (ছাঃ) খুবই খুশী হন। যখনই তিনি فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (‘সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে‘মতকে অস্বীকার করবে?)

---

১৫. মুসলিম হা/৪৫০; আহমাদ হা/৪১৪৯।

তেলাওয়াত করেছেন, তখনই তারা জওয়াব দিয়েছে, لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ ('হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কোন একটি নে'মতকেও আমরা অস্বীকার করি না। অতঃপর তোমার জন্যই সকল প্রশংসা')।[১৬]

অতঃপর ইবনু মাসঊদ (রাঃ) ছাহাবীদের পরামর্শে কা'বা চত্বরে উপস্থিত কাফের নেতাদের মধ্যে গিয়ে জোরে জোরে সূরা রহমান শুনান। তাতে তিনি তাদের হাতে চরমভাবে প্রহৃত হয়ে ফিরে আসেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রথম কাফেরদের সম্মুখে প্রকাশ্যে কুরআন শুনান।[১৭]

দ্বিতীয়বার ত্বায়েফ থেকে ফেরার পথে নাখলা উপত্যকায়।[১৮] যা তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেননি। বরং সূরা জিন নাযিলের পর জানতে পারেন *(কুরতুবী)*। যাতে তিনি বিরোধীদের শত অত্যাচারের মধ্যেও মনের মধ্যে শক্তি অনুভব করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জিন ও ইনসান উভয় জাতির নবী ছিলেন। যেমন সূরা সাবা ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ 'অতঃপর আল্লাহ তাকে জিন ও ইনসানের প্রতি প্রেরণ করেছেন'।[১৯] বরং তিনি সকল সৃষ্ট জীবের নবী ছিলেন। যেমন তিনি বলেন, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ- 'আমি সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে দিয়ে নবীদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে'।[২০]

(৩৩) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 'তারা কি বুঝে না যে, আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন'। অত্র আয়াতে ক্বিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। أَوَلَمْ يَرَوْا অর্থ أَلَمْ يَعْلَمْ বা أَلَمْ يَفْهَمْ 'তারা কি জানে না বা তারা কি বুঝে না?' لَمْ يَعْيَ অর্থ لَمْ يَعْجِزْ وَ لَمْ يَضْعُفْ 'অপারগ হননি বা দুর্বল হননি' *(কুরতুবী)*। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে অন্যত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ-

---

১৬. তিরমিযী হা/৩২৯১; মিশকাত হা/৮৬১; ছহীহাহ হা/২১৫০; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'আয়াতসমূহের জওয়াব' অনুচ্ছেদ, ১৫০-১৫১ পৃ.।

১৭. সীরাতু ইবনে হিশাম ১/৩১৪-১৫; আছার ছহীহ (তাহক্বীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩০৩); সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৪৫ পৃ.।

১৮. বুখারী, ফাৎহ সহ হা/৪৯২১; মুসলিম হা/৪৪৯; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৯০ পৃ.।

১৯. দারেমী হা/৪৮; মিশকাত হা/৫৭৭৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।

২০. মুসলিম হা/৫২৩; মিশকাত হা/৫৭৪৮, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

‘যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের মত মানুষকে সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ (অবশ্যই সক্ষম)। তিনি মহা স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ’ *(ইয়াসীন ৩৬/৮১)*। অন্যত্র এসেছে, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ- ‘আসমান ও যমীন সৃষ্টি অবশ্যই অনেক বড় মানুষ সৃষ্টির চাইতে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা’ *(মুমিন/গাফের ৪০/৫৭)*।

(৩৫) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ‘অতএব তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ’। এখানে বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ রাসূলগণের কথা স্মরণ করিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, তাঁরা হ’লেন শরী‘আতধারী পাঁচজন রাসূল : নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অন্য বিদ্বানগণ আরও অনেকের নাম বলেছেন *(কুরতুবী)*। নবীগণের মধ্যে সূরা আন‘আম ৮৩ থেকে ৮৬ আয়াতে ১৭ জনের কথা বলা হয়েছে। তারা হ’লেন : নূহ, ইবরাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়ূব, মূসা, হারূণ, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা‘, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও ঈসা *(‘আলাইহিমুস সালাম)*। অতঃপর শেষে আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ... أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ... ‘এরা ছিল সেই সব মানুষ, যাদেরকে আমরা কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুঅত দান করেছিলাম। ... ‘এরাই হ’ল ঐসব মানুষ যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। অতএব তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর’... *(আন‘আম ৬/৮৯-৯০)*।

এতদ্ব্যতীত সূরা আ‘রাফে পাঁচজন নবী সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ এসেছে।- হযরত নূহ (৫৯-৬৪ আয়াত), হূদ (৬৫-৭২), ছালেহ (৭৩-৭৯), লূত (৮০-৮৪) এবং শু‘আয়েব (৮৫-৯৩)। অতঃপর সূরা শো‘আরাতে সাতজন নবী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।- মূসা (১০-৬৮ আয়াত), ইবরাহীম (৬৯-১০৪), নূহ (১০৫-১২২), হূদ (১২৩-১৪০), ছালেহ (১৪১-১৫৯), লূত (১৬০-১৭৫) এবং শো‘আয়েব (১৭৬-১৯১)। এখানে মূসা ও ইবরাহীমের আলোচনা নতুনভাবে এসেছে।

উল্লেখ্য যে, আন‘আম, আ‘রাফ ও শো‘আরা সবই মাক্কী সূরা। সূরা শো‘আরাতে সাতজন শ্রেষ্ঠ নবীর দাওয়াতী জীবনের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনা শেষে ২১৪ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তার নিকটাত্মীয়দের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার আদেশ দেন। এরপরেই তিনি সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী ছাফা পাহাড়ে উঠে নিজ সম্প্রদায়কে আহ্বান করেন ও তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করেন।[২১] আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, শত উপদেশ সত্ত্বেও ফাসেক সম্প্রদায়

২১. বুখারী হা/৪৯৭১; মুসলিম হা/২০৮; মিশকাত হা/৫৩৭২, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৯৮-১০১ পৃ.।

পথভ্রষ্ট হয় এবং তারাই মাত্র আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হয়। আল্লাহ ঈমানদারগণকে বাঁচিয়ে নেন। অথবা দুনিয়ায় কষ্ট হ'লেও তারা আখেরাতে পুরস্কৃত হন। যেমন তিনি বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ– 'আমরা তোমার পূর্বে রাসূলগণকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ (মো'জেযা সমূহ) নিয়ে আগমন করেছিল। অতঃপর যারা পাপাচারী ছিল আমরা তাদের বদলা নিয়েছি। আর আমাদের উপর দায়িত্ব হ'ল মুমিনদের সাহায্য করা' *(রূম ৩০/৪৭; আম্বিয়া ২১/৮৮)*। তিনি বলেন, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ– 'অবশ্যই আমরা সাহায্য করব আমাদের রাসূলদের ও মুমিনদের, যেদিন (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন) দণ্ডায়মান হবে সাক্ষীগণ' *(মুমিন ৪০/৫১)*।

بَلاَغٌ অর্থ التَّبْلِيغُ 'পৌঁছানো'। হাসান বাছরী বলেন, এর অর্থ هَذَا الْقُرْآنُ بَلاَغٌ 'এই কুরআন সতর্কবাণী মাত্র' *(কুরতুবী)*। স্রেফ এটুকু বলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ধমকি রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের নিকট তোমাদের ভবিষ্যৎ পরিণতির খবর পৌঁছানো হ'ল। এখন তোমরা সাবধান হও এবং সতর্কবাণী মেনে চল। যেমন অন্যত্র এসেছে, هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– 'এটা মানুষের জন্য সতর্কবাণী! যাতে এর মাধ্যমে তারা সাবধান হয় এবং জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য। আর যাতে জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ইবরাহীম ১৪/৫২; আম্বিয়া ২১/১০৬)*।

॥ সূরা আহক্বাফ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الأحقاف، فلله الحمد والمنة

সূরা মুহাম্মাদ

[শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)]

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা হাদীদ ৫৭/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৪৭, পারা ২৬, রুকূ ৪, আয়াত ৩৮, শব্দ ৫৪২, বর্ণ ২৩৬০

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

اَلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ①

(১) যারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে, তিনি তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দেন।

وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوۡا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّهِمۡ ۙ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ وَاَصۡلَحَ بَالَهُمۡ ②

(২) পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে এবং মুহাম্মাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে যে সত্য নাযিল হয়েছে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে; আল্লাহ তাদের মন্দকর্ম সমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الۡبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الۡحَقَّ مِنۡ رَّبِّهِمۡ ؕ كَذٰلِكَ يَضۡرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمۡثَالَهُمۡ ③

(৩) এটা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে। আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেন।

فَاِذَا لَقِيۡتُمُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَضَرۡبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثۡخَنۡتُمُوۡهُمۡ فَشُدُّوا الۡوَثَاقَ ۖ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعۡدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الۡحَرۡبُ اَوۡزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ۛ وَلَوۡ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانۡتَصَرَ مِنۡهُمۡ وَلٰكِنۡ لِّيَبۡلُوَا بَعۡضَكُمۡ بِبَعۡضٍ ؕ وَالَّذِيۡنَ قُتِلُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ فَلَنۡ يُّضِلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ④

(৪) অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মারো, যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। অবশেষে যখন তাদের পুরাপুরি পরাজিত করবে, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, নয় তাদের থেকে মুক্তিপণ নাও। এটাই বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে একে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তিনি কখনোই

তাদের কর্ম নিস্ফল করবেন না।

سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ ٥

(৫) সত্বর তিনি তাদের পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করবেন।

وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ ٦

(৬) অতঃপর তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

তাফসীর :

এই সূরাকে সূরা 'ক্বিতাল'ও বলা হয়ে থাকে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(১) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ 'যারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে, তিনি তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দেন'। অত্র আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বাধা দানকারী সে যুগের আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই প্রমুখ অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হ'লেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বাধা দানকারীদের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুফরীর কারণে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দানের কারণে তাদের কোন সৎকর্ম আখেরাতে কাজে আসবে না। যেমন আল্লাহ বলেন,-وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*। কেননা যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের সৎকর্মের পুরস্কার কেন দিবেন? বরং যৎকিঞ্চিত বদলা তারা কেবল দুনিয়াতেই পাবে, আখেরাতে কিছুই নয়।

(২) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 'পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে এবং মুহাম্মাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে যে সত্য নাযিল হয়েছে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে'। অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে সাহায্যকারী মদীনার আনছার এবং পরবর্তী যুগে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাহায্যকারী সকল মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

أَصْلَحَ بَالَهُمْ অর্থ أَصْلَحَ مَا تَعَلَّقَ بِدُنْيَاهُمْ 'তাদের দুনিয়াবী অবস্থা সংশোধন করে দেন'। বিপদাপদে আল্লাহ সাহায্য করেন এবং সর্বত্র তাদের প্রশংসা হ'তে থাকে। রাসূল (ছাঃ) ও মুহাজিরগণ হিজরতের কারণে বিপদগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু মদীনায় তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন ও তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেন। তারা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হন। সত্যিকারের ঈমানদারগণ সর্বত্র সর্বদা এভাবেই আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

(৩) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ 'এটা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে'। আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে আগত

সত্যের অনুসরণ করে। অত্র আয়াতে কাফের ও মুমিনের পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেররা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং মুমিনগণ আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের অনুসরণ করে। এটাই হ'ল উভয় দলের মৌলিক পার্থক্য। এটা তিনি কেন করেন, সে বিষয়ে তিনি বলেন,- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ- 'যাতে তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন। যদিও পাপীরা এটা অপসন্দ করে' *(আনফাল ৮/৮)*। তিনি আরও বলেন, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ- 'বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর তা ওটাকে চূর্ণ করে দেয়। ফলে তা মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা যেসব কথা বল সেজন্য আফসোস' *(আম্বিয়া ২১/১৮)*।

(৪) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ 'অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মারো'। অত্র আয়াতে জিহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। সেকারণ অত্র সূরার আরেকটি নাম হ'ল সূরা 'ক্বিতাল'। রাসূল (ছাঃ) মুক্তিপণ নিয়ে বদরের যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সূরা আনফাল ৬৭ আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ 'কোন নবীর পক্ষে বন্দীদের আটকে রাখা শোভনীয় নয়, যতক্ষণ না জনপদে শত্রু নির্মূল হয়' *(আনফাল ৮/৬৭)*।

অত্র আয়াতের বক্তব্যে আগপিছ হয়েছে। অর্থাৎ فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا 'তাদের গর্দান মারো, যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়' *(কুরতুবী)*। এখানে فَضَرْبُ أَكْثَرْتُمْ অর্থ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَأَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ 'ভালভাবে গর্দান মারো'। অর্থ الْقَتْلَ فِيهِمْ 'তাদের মধ্যে তোমরা ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড চালাবে'। حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا অর্থ 'যতক্ষণ না যুদ্ধ তার হাতিয়ার সমূহ নামিয়ে রাখে'। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এটি আরবীয় বাকরীতি। যেমন বিখ্যাত কবি আ'শা (الْأَعْشَى) বলেন,

وَأَعْدَدْتُ لِلْحَرْبِ أَوْزَارَهَا + رِمَاحًا طِوَالاً وَخَيْلاً ذُكُورَا

'আমি যুদ্ধের জন্য হাতিয়ার সমূহ প্রস্তুত করেছি। দীর্ঘ বর্শা ও নর ঘোড়া'। أَوْزَارٌ অর্থ 'বোঝাসমূহ' হ'লেও এখানে অর্থ অস্ত্রশস্ত্র সমূহ।

আয়াতের মধ্যে একটি মৌলিক প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ- 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে

পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে একে অপরের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান'। অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে যুদ্ধ ছাড়াই বিজয় দিতে পারেন। কিন্তু তাতে মুমিনরা ছওয়াব পেত না। তাই তাদের জিহাদ করতে হবে। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ– 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল?' *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*। অর্থাৎ বিনা পরীক্ষায় পাস হবে না। আর বড় পরীক্ষাতে বড় পুরস্কার।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ 'আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তিনি কখনোই তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করবেন না'। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِى أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِى سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ–

'আল্লাহ্র নিকটে শহীদদের জন্য ৬টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে (১) শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা যমীনে পড়তেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং জান বের হওয়ার প্রাক্কালে তাকে জান্নাতের ঠিকানা দেখানো হয় (২) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয় (৩) ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হ'তে তাকে নিরাপদ রাখা হয় (৪) সেদিন তার মাথায় সম্মানের মুকূট পরানো হবে। যার একটি মুক্তা দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সবকিছু হ'তে উত্তম (৫) তাকে ৭২ জন সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হূরের সাথে বিবাহ দেওয়া হবে এবং (৬) ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুফারিশ কবুল করা হবে'।[২২] তিনি আরও বলেন, كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِى مَاتَ مُرَابِطًا فِى سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ– 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে যায় কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তার নেকী ক্বিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি কবরের পরীক্ষা হ'তে নিরাপদ থাকে'।[২৩]

---

২২. তিরমিযী হা/১৬৬৩; ইবনু মাজাহ হা/২৭৯৯; মিশকাত হা/৩৮৩৪, মিক্বদাম বিন মা'দীকারিব (রাঃ) হ'তে।
২৩. তিরমিযী হা/১৬২১; মিশকাত হা/৩৮২৩ ফাযালাহ বিন ওবায়েদ (রাঃ) হ'তে।

এই নেকী ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরী সৈনিক যেমন পাবেন, ইসলাম বিরোধী আক্বীদা ও আমল প্রতিরোধে নিহত বা মৃত ব্যক্তিও তেমনি পাবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হ'ল সে ব্যক্তি শহীদ এবং যে আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল সে ব্যক্তি শহীদ'।[২৪]

আল্লাহ্র রাস্তায় তখনই হবে, যখন রিয়া ও শ্রুতি ছাড়াই সেটি কেবল আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ– 'যে ব্যক্তি লড়াই করল আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য, সেটি হবে আল্লাহ্র রাস্তায়'।[২৫] আর আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ সবকিছুর কাফফারা, কেবল তার ঋণ ব্যতীত'।[২৬]

(৫) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ 'সত্বর তিনি তাদের পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করবেন'। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ– 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে নে'মতপূর্ণ জান্নাতে। তাদের তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে' *(ইউনুস ১০/৯)*। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ তাদের অবস্থা সমূহ সংশোধন করেন এবং আখেরাতে তাদেরকে পুলছিরাতের পরীক্ষা অতিক্রম করে সহজে জান্নাতে প্রবেশ করান। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ- نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ- نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ -

'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের

২৪. মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে; আহমাদ হা/২৮৫, ১০৭৭২।
২৫. বুখারী হা/২৮১০; মুসলিম হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৩৮১৬, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে।
২৬. মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/৩৮০৬, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে।

www.ahlehadeethbd.org

দেওয়া হয়েছিল'। 'আমরা তোমাদের বন্ধু ইহকালে ও পরকালে। আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে রয়েছে যা তোমরা দাবী করবে'। 'এটা হবে ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০-৩২)*।

(৬) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ 'অতঃপর তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন'। অর্থাৎ বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছের মাধ্যমে তিনি মানুষকে জান্নাতের অপরিমেয় সুখ-সম্ভারের কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)-

'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সুখ-সম্ভার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শুনেনি, মানুষের হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি'। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এ বিষয়ে তোমরা চাইলে পাঠ কর, 'কেউ জানেনা তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।[২৭] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِى الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا-

'জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের পর মুমিনদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পুলের উপর জমা করা হবে। অতঃপর সেখানে তাদের দুনিয়াতে পরস্পরের প্রতি অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এভাবে তারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার জান্নাতের বাড়ী তার দুনিয়ার বাড়ীর চাইতেও উত্তমরূপে চিনতে সক্ষম হবে'।[২৮]

---

২৭. বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হা/৫৬১২, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
২৮. বুখারী হা/৬৫৩৫; মিশকাত হা/৫৫৮৯।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَنۡصُرُوا اللّٰهَ يَنۡصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ اَقۡدَامَكُمۡ ۝

(৭) হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলিকে দৃঢ় করবেন।

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَتَعۡسًا لَّهُمۡ وَاَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ۝

(৮) আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্মগুলি নিস্ফল করে দিবেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَرِهُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاَحۡبَطَ اَعۡمَالَهُمۡ ۝

(৯) এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপসন্দ করে। ফলে তিনি তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন।

اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ‌ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ‌ وَلِلۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡثَالُهَا ۝

(১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে একই পরিণাম।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوۡلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَاَنَّ الۡكٰفِرِيۡنَ لَا مَوۡلٰى لَهُمۡ ۝

(১১) এটা এজন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক এবং অবিশ্বাসীদের কোন অভিভাবক নেই। **(রুকূ ১)**

اِنَّ اللّٰهَ يُدۡخِلُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ‌ؕ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَتَمَتَّعُوۡنَ وَيَاۡكُلُوۡنَ كَمَا تَاۡكُلُ الۡاَنۡعَامُ وَالنَّارُ مَثۡوًى لَّهُمۡ ۝

(১২) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে আল্লাহ প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত ভক্ষণ করে। আর জাহান্নাম হ'ল তাদের ঠিকানা।

وَكَاَيِّنۡ مِّنۡ قَرۡيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنۡ قَرۡيَتِكَ الَّتِىۡۤ اَخۡرَجَتۡكَ‌ۚ اَهۡلَكۡنٰهُمۡ فَلَا نَاصِرَ لَهُمۡ ۝

(১৩) তোমার যে জনপদ থেকে তারা তোমাকে বিতাড়িত করেছে, তার চাইতে বহুগুণ শক্তিশালী অনেক জনপদ ছিল, যাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছি। অথচ তাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না।

اَفَمَنۡ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّهٖ كَمَنۡ زُيِّنَ لَهٗ سُوۡٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوۡۤا اَهۡوَآءَهُمۡ ۝

(১৪) যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তি কি ঐ লোকের মত হ'তে পারে, যার নিকট

তার মন্দ কর্মগুলিকে সুশোভিত করা হয়েছে এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?

তাফসীর :

(৭) إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ ‘যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন’। অর্থ যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য কর, তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন *(কুরতুবী)*। একই মর্মে অন্যত্র বলা হয়েছে, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ– ‘আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত’ *(হজ্জ ২২/৪০)*। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ– ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর রাস্তায় লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়’ *(ছফ ৬১/৪)*।

(৮) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ ‘আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্মগুলি নিস্ফল করে দিবেন’। تَعِسَ يَتْعَسُ تَعْسًا او تَعَسَ অর্থ الْهَلاَكُ ‘ধ্বংস’। সেখান থেকে تَعْسًا لَهُم অর্থ وَيْلاً لَهُمْ او بُعْدًا لَهُمْ ‘দুর্ভোগ ওদের’ বা ‘দূর হৌক ওরা’। ৭ ও ৮ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র পথে জামা‘আতবদ্ধভাবে সংগ্রামকারী ঈমানদারগণের ও তাদের বিরোধী দুনিয়াপূজারীদের আচরণগত পার্থক্য বর্ণনা করে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ–

‘ধ্বংস হৌক দীনার ও দিরহাম এবং উত্তম পোষাকের গোলামেরা! তাদেরকে কিছু দিলে তারা খুশী হয়, না দিলে ক্রুদ্ধ হয়। সে ধ্বংস হৌক, অধঃপতিত হৌক! তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে তা বের করে দেওয়ার মত কেউ না হৌক! জান্নাতের সুসংবাদ ঐ বান্দার জন্য, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহ্‌র পথে সদা প্রস্তুত থাকে। যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত ও পদযুগল ধূলি ধূসরিত। যদি তাকে পাহারার কাজে লাগানো হয়, তাহ’লে সে পাহারার কাজেই থাকে। আর যদি তাকে পিছনে রাখা হয়, সে পিছনে থাকে। যদি সে অনুমতি

চায়, তাহ'লে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। যদি সে কারু জন্য সুফারিশ করে, তাহ'লে তা কবুল করা হয় না'।[২৯] অর্থাৎ সে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্র পথে জিহাদে রত থাকে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতীত সে অন্য কিছুই কামনা করে না। টাকা-পয়সা ও বেশ-ভূষার কোন তোয়াক্কা সে করে না।

(৯) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপসন্দ করে'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا– 'ওরা হ'ল তারাই, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহকে এবং তার সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সকল কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য দাঁড়িপাল্লা খাড়া করব না' *(কাহফ ১৮/১০৫)*।

(১০) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ 'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?' অর্থাৎ বিগত যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত ছয়টি জাতি সহ অন্যান্য যারা লাঞ্ছনাকর পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, তাদের মূল কারণ ছিল আল্লাহতে অবিশ্বাস এবং তার বিধান সমূহের অবাধ্যতা। উক্ত ৬টি জাতি হ'ল- কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। অবশ্য কুরআনে এ তালিকায় কওমে ইবরাহীমের কথাও এসেছে *(তওবাহ ৯/৭০)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ– 'তোমাদের পূর্বে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। অতএব তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৩৭)*।

তবে মুসলিম উম্মাহ বিগত উম্মতগুলির ন্যায় একত্রিত ধ্বংসের গযব থেকে বেঁচে যাবে কেবল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিশেষ দো'আর কারণে। যেমন সা'দ বিন আবু ওয়াককাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদিন রাসূল (ছাঃ) আনছারদের বনু মু'আবিয়া মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সেখানে প্রবেশ করেন ও দু'রাক'আত (ফরয অথবা নফল) ছালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর সাথে (জামা'আতে বা পৃথকভাবে) ছালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি দীর্ঘ দো'আ করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি প্রার্থনা করেছি। তন্মধ্যে তিনি আমাকে দু'টি দান করেছেন ও একটি দেননি। এক- আমি আমার প্রতিপালকের নিকট চেয়েছিলাম, যেন ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমার উম্মতকে ধ্বংস না করা হয়। আমার এই দো'আ তিনি কবুল করেছেন। দুই- আমি আমার

২৯. বুখারী হা/২৮৮৭; মিশকাত হা/৫১৬১।

প্রতিপালকের নিকট চেয়েছিলাম, যেন আমার উম্মতকে (নূহের কওমের ন্যায়) ব্যাপক প্লাবনে নিশ্চিহ্ন করা না হয়। তিনি আমার এই দো‘আ কবুল করেছেন। তিন- আমি তাঁর নিকটে চেয়েছিলাম, যেন আমার উম্মতের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়। তিনি আমার এই দো‘আটি কবুল করেননি’।[৩০] বরং উম্মতে মুহাম্মাদীর ব্যাপারে আল্লাহ্র নীতি হ’ল, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– ‘(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা তাদের লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে’ *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

(১১) ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ‘এটা এজন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক এবং অবিশ্বাসীদের কোন অভিভাবক নেই’। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ– ‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ’তে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা অবিশ্বাস করে, শয়তান তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ওরা হ’ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*।

বিষয়টি অত্যন্ত বাস্তব। কেননা মুমিন বিপদে ও সম্পদে সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে এবং তারই উপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়। আল্লাহ্র বিধানকে সত্য জেনে তাকেই মেনে চলে সুখী জীবন যাপন করে। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফের ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকরা নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধির উপর ভরসা করে এবং বিপদে দিশাহারা ও আনন্দে আত্মহারা ব্যক্তির ন্যায় অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফেরে। এক পর্যায়ে সে হতাশ হয়ে অপঘাতে মরে। আল্লাহ্র ভাষায়, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ‘অতঃপর আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনা (তাদের কুফরীর কারণে)’ *(দুখান ৪৪/২৯)*।

ওহোদের যুদ্ধ শেষে কাফের নেতা আবু সুফিয়ান যখন ওহোদ পাহাড়ে উঠে রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর বেঁচে আছেন কি-না জিজ্ঞেস করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলেন,أَفِيكُمْ مُحَمَّدٌ؟ ‘তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আছে কি’? أَفِيكُمْ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ ‘তোমাদের মধ্যে আবু কুহাফার পুত্র (আবুবকর) আছে কি’? أَفِيكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟ ‘তোমাদের মধ্যে খাত্ত্বাব পুত্র ওমর আছে কি’? তখন রাসূল (ছাঃ) সাথীদের বলেন, তোমরা তার কথার জবাব দিয়ো না। তিনবার বলার পর কোন জবাব না পেয়ে সে বলে উঠল, নিশ্চয়ই তারা নিহত হয়েছে। বেঁচে থাকলে তারা জবাব দিত। তখন ওমর (রাঃ)

৩০. মুসলিম হা/২৮৯০; মিশকাত হা/৫৭৫১।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি (উচ্চৈঃস্বরে) বললেন, كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ– 'রে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করার উৎস সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন'। জবাবে আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, أُعْلُ هُبَلُ 'হোবল দেবতার জয় হৌক'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা ওর কথার জবাব দাও। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি বলব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল, اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ 'আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে মর্যাদাবান'। আবু সুফিয়ান বললেন, لَنَا عُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ، 'আমাদের জন্য 'উযযা দেবী রয়েছে, তোমাদের 'উযযা নেই'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বল, اللهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ 'আল্লাহ আমাদের অভিভাবক। আর তোমাদের কোন অভিভাবক নেই'। তখন আবু সুফিয়ান বললেন, يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ 'আজকের দিনটি বদরের দিনের প্রতিশোধ। নিশ্চয়ই যুদ্ধ হ'ল বালতির ন্যায়'। অর্থাৎ যুদ্ধে কখনো একদল জয়ী হয়, কখনো অন্যদল। যেমন বালতি একবার একজনে টেনে তোলে, আরেকবার অন্যজনে' *(বুখারী হা/৩০৩৯, ৪০৪৩)*। জবাবে ওমর (রাঃ) বললেন, لاَ سَوَاءٌ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ 'না সমান নয়। আমাদের নিহতেরা জান্নাতে, আর তোমাদের নিহতেরা জাহান্নামে'।[৩১] অতএব আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে সর্বাবস্থায় তার মুমিন বান্দার অভিভাবক। *আলহামদুলিল্লাহ।*

(১২) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে আল্লাহ প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত'। অত্র আয়াতে মুমিন ও কাফেরের জীবন যাপন প্রণালী বর্ণিত হয়েছে। মুমিনরা হালাল-হারাম বাছাই করে খায় ও অল্পে তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে কাফেররা এগুলি বাছাই না করে পশুর মত যা পায় তাই খায় এবং লুটেপুটে খাওয়ার মধ্যেই তৃপ্তি পায়। এর ব্যাখ্যা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ– 'মুমিন এক পেটে খায় আর কাফের সাত পেটে খায়'।[৩২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ– 'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাংখা করবে। আর তার মুখ

৩১. আহমাদ হা/২৬০৯, সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ২/৯৪; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃ. ২৬০, সনদ ছহীহ; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩৭৬ পৃ.।

৩২. বুখারী হা/৫৩৯৩; মুসলিম হা/২০৬১; মিশকাত হা/৪১৭৩।

কখনোই ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া ব্যতীত)। বস্তুতঃ আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন'।[৩৩] এভাবে দুনিয়ার সম্পদ বাড়ানোই থাকে তাদের দিন-রাতের স্বপ্ন। ফলে মুমিনের পরকালীন ঠিকানা হয় জান্নাতে। আর অবিশ্বাসীদের পরকালীন ঠিকানা হয় জাহান্নামে।

(১৩) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً 'তোমার যে জনপদ থেকে তারা তোমাকে বিতাড়িত করেছে, তার চাইতে বহুগুণ শক্তিশালী অনেক জনপদ ছিল, যাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছি'। অত্র আয়াতে আল্লাহ মক্কাবাসী এবং বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলির মধ্যে তুলনা করে বলেছেন যে, তারা ছিল মক্কাবাসীদের চাইতে বহুগুণ শক্তিশালী। নবীগণের অবাধ্যতা করার কারণে তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। অতএব শেষনবীর অবাধ্যতা করার কারণে মক্কাবাসীদের ধ্বংস করা তাঁর জন্য খুবই সহজ। এখানে مِنْ قَرْيَتِكَ 'তোমার জনপদ' অর্থ মক্কা। أَخْرَجَتْكَ 'তোমাকে বের করেছে' অর্থ أَخْرَجَكَ أَهْلُهَا 'জনপদের অধিবাসীরা তোমাকে বের করে দিয়েছে'। أَشَدُّ قُوَّةً 'বহুগুণ শক্তিশালী' বলতে বিগত যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির কথা বলা হয়েছে। যেগুলির মধ্যে 'আদ ও ছামূদ জাতির ধ্বংসস্থল হিজর (বর্তমানে একে সাধারণভাবে 'মাদায়েনে ছালেহ' বলা হয়ে থাকে) এবং লূত জাতির ধ্বংসস্থল জর্ডানের 'লূত সাগর' বা 'মৃত সাগর' মক্কাবাসীদের নিকট ছিল খুবই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। যাতে মক্কা থেকে হিজরতের ফলে তিনি ভেঙ্গে না পড়েন। সে দিনের অবস্থা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, 'যখন রাসূল (ছাঃ) মক্কা থেকে ছওর গিরিগুহার দিকে রওয়ানা হন *(আহমাদ হা/১৮৬৫)*, তখন তিনি মক্কার দিকে তাকিয়ে বলেন, وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلاَ أَنِّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ- 'আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ জনপদ ও আল্লাহ্‌র নিকট আল্লাহ্‌র মাটিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মাটি। যদি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দেওয়া হ'ত, তাহ'লে আমি বেরিয়ে যেতাম না'।[৩৪]

(১৪) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তি কি ঐ লোকের মত হ'তে পারে, যার নিকট তার মন্দ কর্মগুলিকে সুশোভিত করা হয়েছে'। এখানে 'যে ব্যক্তি' বলে 'মুহাম্মাদ' (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। 'তার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে সুস্পষ্ট প্রমাণ' বলতে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত 'অহি'-কে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সকল

৩৩. বুখারী হা/৬৪৩৯; মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩।
৩৪. তিরমিযী হা/৩৯২৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১০৮; আহমাদ হা/১৮৭৩৭; মিশকাত হা/২৭২৫।

ব্যাপারে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। এর বাইরে সবই মানুষের খোশ-খেয়াল মাত্র। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শয়তানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এজন্যেই সূরা 'নাস' নাযিল করে জিন ও ইনসান রূপী শয়তানের ধোঁকা হ'তে বেঁচে থাকার জন্য মুমিনকে সর্বদা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ، وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ، وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ، وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا، فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ⑮

(১৫) মুত্তাক্বীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার বিবরণ হ'ল, সেখানে থাকবে বিশুদ্ধ পানির নদী সমূহ এবং দুধের নদী সমূহ, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তিত। আর থাকবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নদী ও পরিচ্ছন্ন মধুর নদী সমূহ। আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। অতএব মুত্তাক্বীরা কি তাদের ন্যায় হ'তে পারে, যারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ؛ حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ، مَاذَا قَالَ اٰنِفًا؟ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ، وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ⑯

(১৬) আর তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে। তারপর তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে বলে, এইমাত্র উনি কি বললেন? ওরা হ'ল সেই সব লোক যাদের অন্তর সমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ ⑰

(১৭) পক্ষান্তরে যারা সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীরুতা দান করেন।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً؟ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا، فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ⑱

(১৮) তারা কি তাহ'লে ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করছে? যে সেটি তাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়ুক! অথচ তার নিদর্শনসমূহ এসে গেছে। এক্ষণে যদি সেটি এসেই পড়ে, তাহ'লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কখন?

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ؛ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ

(১৯) অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত

Contents

وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমাদের কর্মতৎপরতা ও অবস্থানস্থল সম্পর্কে অবগত আছেন। **(রুকূ ২)**

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢٠﴾

(২০) আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, (জিহাদের ব্যাপারে) কোন সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন সুস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট কোন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা তোমার দিকে তাকাচ্ছে মৃত্যুর ভয়ে বিহ্বল ব্যক্তির মত। সুতরাং দুর্ভোগ ওদের জন্য।

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

(২১) (তাদের জন্য উত্তম ছিল) আনুগত্য করা ও সঙ্গত কথা বলা। অতঃপর যখন (জিহাদের) সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, তখন যদি তারা আল্লাহ্র সাথে সত্যতা রক্ষা করে, তবে সেটি তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

(২২) এক্ষণে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

(২৩) এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি বধির করেন ও তাদের চক্ষুগুলিকে দৃষ্টিহীন করে দেন।

তাফসীর :

(১৫) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ 'মুত্তাক্বীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার বিবরণ হ'ল, সেখানে থাকবে বিশুদ্ধ পানির নদী সমূহ এবং দুধের নদী সমূহ, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তিত। আর থাকবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নদী ও পরিচ্ছন্ন মধুর নদী সমূহ'। এখানে মুত্তাক্বী ও জাহান্নামীদের তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেন বলা হয়েছে, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ...كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ؟ 'জান্নাতবাসী

Contents

মুত্তাক্বীরা কি তাদের ন্যায় হ'তে পারে,... যারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে?' যেমনটি পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে। তাছাড়া অন্যত্র এসেছে, أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ- 'তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধান করাকে ঐ লোকদের সমান মনে কর, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি এবং জিহাদ করে আল্লাহ্র রাস্তায়? তারা উভয়ে কখনো আল্লাহ্র নিকটে সমান নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(তওবা ৯/১৯; কাশশাফ)*। অত্র আয়াতে সুন্নাহ অনুযায়ী সৎকর্ম ও তার উত্তম প্রতিদানের সাথে, সুন্নাহ বিরোধী মন্দকর্ম ও তার মন্দ কর্মফলকে সমান গণ্য করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত এখানে مَثَلُ الْجَنَّةِ অর্থ হ'তে পারে صِفَةُ الْجَنَّةِ 'জান্নাতের বিবরণ বা পরিচয়'। أَسِنَ يَأْسَنُ أَسْنًا অর্থ غَيْرِ آسِنٍ অর্থ غَيْرَ مُتَغَيِّرِ الرَّائِحَةِ 'যার গন্ধ পরিবর্তিত হয়নি'। الصَّافِي الَّذِي لاَ অর্থ إِذَا تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ 'যখন তার গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে যায়' *(কুরতুবী)*। كَدَرَ فِيهِ 'এমন পরিচ্ছন্ন যাতে কোন ময়লা নেই' *(ইবনু কাছীর)*। উক্ত মর্মে হাদীছে এসেছে, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهَارُ بَعْدُ- 'জান্নাতে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর ও শরাবের সাগর রয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে পরে অন্যান্য নদী সমূহ বের হয়েছে'।[৩৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জান্নাতের একশ'টি স্তর রয়েছে। প্রতি স্তরের মাঝে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায় ব্যবধান রয়েছে। ফেরদাউস হ'ল তার সর্বোচ্চ স্তর। সেখান থেকে (কুরআনে বর্ণিত) জান্নাতের চারটি নদী প্রবাহিত হয়েছে *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*। আর তার উপরে রয়েছে 'আরশ'। অতএব যখন তোমরা আল্লাহ্র নিকটে চাইবে, তখন ফেরদাউস চাইবে'।[৩৬] আয়াতের শেষে মুমিনদের বিপরীতে মুশরিক-মুনাফিকদের জাহান্নামে কঠোর শাস্তির বিবরণ এসেছে। যাতে মানুষ সাবধান হয়।

(১৬) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ 'আর তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে। তারপর তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে বলে, এইমাত্র উনি কি বললেন?' অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মুনাফিকদের আচরণ বর্ণনা করা হয়েছে। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর জুম'আর খুৎবা শুনত। অথবা মুমিনদের

---

৩৫. তিরমিযী হা/২৫৭১; মিশকাত হা/৫৬৫০, মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে।
৩৬. তিরমিযী হা/২৫৩১; ছহীহাহ হা/৯২১; বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৫৬১৭, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

সাথে তারাও তাঁর মজলিসে বসত। অতঃপর বাইরে গিয়ে ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসঊদ, আবুদ্দারদা প্রমুখ জ্ঞানী ছাহাবীদের নিকট তাচ্ছিল্যের স্বরে বলত, উনি আজকে কি কথা বললেন? মূলতঃ জানার উদ্দেশ্যে তাদের জিজ্ঞাসা ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রূপ করা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই, রেফা'আহ বিন তাবূত, যায়েদ বিন ছলীত, হারেছ বিন আমর ও মালেক বিন দুখশুম *(কুরতুবী)*। যুগ সংস্কারক ইসলামী নেতাদের সাথে সকল যুগেই এটা হ'তে পারে। আর সেজন্যেই তো কুরআনে এ আয়াতগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে, উঠিয়ে নেওয়া হয়নি পরবর্তীদের উপদেশ হাছিলের জন্য।

وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ 'আর তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে' বলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এরা রাসূল (ছাঃ)-এর বক্তব্য কান দিয়ে শোনার মত জ্ঞান রাখলেও বিদ্বেষ ও হঠকারিতার ফলে এদের মধ্যে সঠিক বুঝ আসেনি। সবকিছুর মধ্যেই এরা কেবল বক্রতা তালাশ করত। সেকারণ বাহ্যিকভাবে ঈমানদার হ'লেও এরা ছিল কপট বিশ্বাসী মুনাফিক। এরা কাফিরদের সাথে জাহান্নামে একত্রে থাকবে *(নিসা ৪/১৪০)*। বরং কাফিরদের এক দর্জা নীচে থাকবে *(নিসা ৪/১৪৫)*।

(১৭) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى 'পক্ষান্তরে যারা সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীরুতা দান করেন'। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন শুনে মুনাফিকদের কপটতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মুমিনদের হেদায়াত বৃদ্ধি পায়। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তাদের মধ্যে বিশেষ আল্লাহভীতি সৃষ্টি করেন। এখানে آتَاهُمْ 'প্রদান করা' অর্থ زَادَهُمْ 'বৃদ্ধি করা'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا 'আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়' *(আনফাল ৮/২)*।

সকল যুগেই এটা হয়ে থাকে। কুরআন-হাদীছ শুনলে একদল মুসলমানের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও তাদের মধ্যে বিশেষরূপে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়। অন্য দল তাদের প্রবৃত্তির উপর যিদ করে ও হঠকারিতায় লিপ্ত থাকে। আর তারা সর্বদা নিজেদেরকেই সঠিক মনে করে।

(১৮) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً 'তারা কি তাহ'লে ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করছে? যে সেটি তাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়ুক! অথচ তার নিদর্শনসমূহ এসে গেছে'। অত্র আয়াতে কাফির ও মুনাফিকদের ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাদের ক্বিয়ামতের ভয় দেখাতেন, তখন তারা পাল্টা বিদ্রূপ করে বলত, أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ- 'তুমি কি আমাদের নিকট কেবল এজন্য আগমন করেছ যে আমরা একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদত

করি ও বাকীদের বর্জন করি যাদেরকে আমাদের বাপ-দাদারা পূজা করত? তাহ'লে তুমি আমাদের যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক' *(আ'রাফ ৭/৭০)*। এ যুগেও কাফের ও বস্তুবাদী মুসলমানেরা এরূপ কথা বলে থাকে। فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا 'বস্তুতঃ তার আলামত তো এসেই গেছে' বাক্যের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তিনিই শেষনবী *(আহযাব ৩৩/৪০)*। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।[৩৭] তাঁকে অস্বীকার বা অমান্য করলে জাহান্নাম সুনিশ্চিত। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ– 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি, ইহূদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনের খবর শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে'।[৩৮]

আল্লাহ বলেন, هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى– أَزِفَتِ الْآزِفَةُ– 'এই সতর্ককারী পূর্বেকার সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে' *(নাজম ৫৩/৫৬-৫৭)*। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র তিনি বলেন, اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' *(ক্বামার ৫৪/১)*। বস্তুতঃ এসবই ক্বিয়ামতের আলামত।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা ছাড়াও রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মু'জেযা প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু এগুলি ছিল কেবল হঠকারীদের অহংকার চূর্ণ করার জন্য। এর দ্বারা তারা কখনোই হেদায়াত লাভ করেনি। যদিও এর ফলে দ্বীনদারগণের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩৯]

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى– : 'আমি ও ক্বিয়ামত প্রেরিত হয়েছি পাশাপাশি এ দু'টি আঙ্গুলের ন্যায়। এসময় তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি মিলিত করেন'।[৪০]

فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ 'সুতরাং তা এসে পড়লে তারা কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে?' অর্থাৎ তখন তো তারা মারা পড়বে। একই মর্মে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন তারা বলবে, آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ– 'আমরা তার

---

৩৭. বুখারী হা/৩৪৫৫, ৩৫৩৫; মুসলিম হা/১৮৪২, ২২৮৬; মিশকাত হা/৩৬৭৫, ৫৭৪৫।
৩৮. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।
৩৯. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১১৭-১৮ পৃ.।
৪০. বুখারী হা/৬৫০৪; মুসলিম হা/২৯৫১; মিশকাত হা/৫৫০৯।

উপর ঈমান আনলাম। কিন্তু তারা এত দূর থেকে সেখানে কিভাবে ফিরে যাবে?' *(সাবা ৩৪/৫২)*। অর্থাৎ তারা এখন কিভাবে পরকাল থেকে ইহকালে ফিরে যাবে?

সেদিন মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى- يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي- 'যেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। যেদিন মানুষ (তার কৃতকর্ম) স্মরণ করবে। কিন্তু তখন এই স্মৃতিচারণ তার কি কাজে আসবে?' 'সেদিন সে বলবে, হায়! যদি আমার এই (পরকালীন) জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু (নেক আমল) পাঠিয়ে দিতাম!' *(ফজর ৮৯/২৩-২৪)*।

(১৯) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ 'অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'। বাক্যের মধ্যে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে দৃঢ়তা সহকারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, 'জেনে রাখ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই'। এর মধ্যে অবিশ্বাসী ও দুর্বল বিশ্বাসীদের প্রতি কঠিন ধমকি রয়েছে যে, উলূহিয়াত তথা উপাসনা ও দাসত্ব পাওয়ার একমাত্র হকদার হ'লেন আল্লাহ। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি কোন ধারণা-কল্পনা নন, তিনি বাস্তব। সমস্ত সৃষ্টিজগত তার জীবন্ত নিদর্শন। কেননা সৃষ্টিই স্রষ্টার জ্বলন্ত প্রমাণ নয় কি?

অত্র আয়াতে মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর একত্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন খ্যাতনামা তাবেঈ সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (১০৭-১৯৮ হি.)-কে জ্ঞানের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি অত্র আয়াতটি পেশ করে বলেন, 'তুমি কি শোননি অত্র আয়াতে আল্লাহ আমলের পূর্বে ইলমের নির্দেশ দিয়েছেন?' *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) অত্র আয়াত দ্বারা স্বীয় ছহীহ বুখারীতে 'ইল্ম' অধ্যায়ে ১০ নং অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, بَابُ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) 'কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা' অনুচ্ছেদ। কেননা আল্লাহ বলেছেন, অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'।

আল্লাহ বলেন, وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ- 'কালের শপথ!' 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে' *(আছর ১০৩/১-২)*। এখানে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য যে চারটি শর্তের কথা বলা হয়েছে, তার প্রথমটি হ'ল ঈমান আনা। এর অর্থ স্রেফ কালেমা শাহাদাত পাঠ করা নয়, বরং জেনে-বুঝে কালেমা পাঠ করা। তাহ'লে মানুষ শিরক ছেড়ে তাওহীদে ফিরে আসবে এবং তার জীবনে আসবে আমূল পরিবর্তন। অত্র আয়াতে فَاعْلَمْ বলার মধ্যে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 'আর তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য'।

এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে তাকে অধিক হারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও দীনতা প্রকাশের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন *(ফাৎহ ৪৮/২)*। এরপরেও অধিকহারে ইবাদত ও ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন কি, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এমন এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟ ‘আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না’?[৪১]

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ‘তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর’-এর দু’টি অর্থ হ’তে পারে। এক- তুমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাও, যেন অন্যদের মত তোমার থেকে কোন ত্রুটি সংঘটিত না হয়। দুই- তুমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাও, যেন তিনি তোমাকে সকল ত্রুটি থেকে রক্ষা করেন’ *(কুরতুবী)*। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদী কেবল নিজের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবে না, বরং মুসলিম উম্মাহ্র সকলের জন্য ক্ষমা চাইবে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, اَلْإِسْتِغْفَارُ تَعَبُّدٌ يَجِبُ إِتْيَانُهُ لاَ لِلْمَغْفِرَةِ بَلْ تَعَبُّدًا ‘ক্ষমা প্রার্থনা হ’ল দাসত্ব প্রকাশ করা, যা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা ওয়াজিব। এটি ক্ষমার জন্য নয় বরং দাসত্ব প্রকাশের জন্য’ *(কুরতুবী)*। তিনি বলেন, এর মধ্যে উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তারা যেন সর্বদা ক্ষমা চায় ও নিঃশঙ্ক চিত্ত না হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে না দেয়। তিনি বলেন, নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন অন্যদের কেমন করা উচিত? *(কুরতুবী)*।[৪২] অথবা এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হ’লেও উদ্দেশ্য হ’ল উম্মত। যেন তারা সর্বদা ক্ষমা চায় *(কুরতুবী)*। অত্র আয়াতে মুমিন নর-নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দানের মধ্যে আখেরাতেও তাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা‘আতের নির্দেশনা রয়েছে *(কুরতুবী)*। যেমন তিনি বলেন, شَفَاعَتِى لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى ‘আমার শাফা‘আত হবে আমার উম্মতের কবীরা গোনাহগারদের জন্য’।[৪৩]

আব্দুল্লাহ বিন সারজিস আল-মাখযূমী (রাঃ) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এলাম। অতঃপর তাঁর সঙ্গে তাঁর খাদ্য ‘ছারীদ’ বা ঝোলে ভিজানো গোশত ও টুকরা টুকরা রুটি থেকে খেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন আমার সাথী তাঁকে বলল, আমি কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

৪১. বুখারী হা/১১৩০; মুসলিম হা/২৮১৯-২০; মিশকাত হা/১২২০ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান’ অনুচ্ছেদ-৩৩।

৪২. দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) ৩য় মুদ্রণ ‘সূরা নছর’ ৫৩১ পৃ.।

৪৩. তিরমিযী হা/২৪৩৫; আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; মিশকাত হা/৫৫৯৮ ‘হাঊয ও শাফা‘আত’ অনুচ্ছেদ।

করব হে আল্লাহ্র রাসূল? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তোমাদের জন্যেও। অতঃপর তিনি অত্র আয়াতটি পাঠ করলেন'।[৪৪]

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ অর্থ 'তোমাদের কর্মস্থল ও নিদ্রাস্থল। কিংবা এর অর্থ দুনিয়া ও আখেরাত। এককথায় আল্লাহ দুনিয়াতে বনু আদমের প্রতিটি চলাফেরা, কর্ম ও বিশ্রামের খবর রাখেন এবং আখেরাতে তার আবাসস্থলের খবরও রাখেন। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 'এবং তিনি জানেন তার অবস্থানস্থল ও সমর্পণস্থল' *(হূদ ১১/৬)*। অর্থাৎ 'মৃত্যুস্থল' ও যেখান থেকে তার পুনরুত্থান ঘটবে। অনেকে বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(২০) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ 'আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, (জিহাদের ব্যাপারে) কোন সূরা নাযিল হয় না কেন?' অত্র আয়াতে সশস্ত্র জিহাদের আকাংখা ও তা থেকে ভয় দু'টি অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি মুখলিছ মুমিনদের জন্য। যারা জিহাদের মাধ্যমে দ্বীনের বিজয় কামনা করেন এবং শাহাদাতের মাধ্যমে দ্রুত জান্নাতের আকাংখা করেন। দ্বিতীয় অবস্থাটি হ'ল দুর্বল ও কপট বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য। যারা জিহাদকে ভয় পায়। অথচ গণীমতের ভাগ পুরাপুরি চায়। এরা জিহাদের নাম শুনলে ভয়ে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়। আল্লাহ বলেন, এদের জন্য দুর্ভোগ! আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের মত কপট মুসলমানেরা ৩য় হিজরী সনে ওহোদ যুদ্ধে ও ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে এবং ৯ম হিজরীতে তাবূক যুদ্ধে না গিয়ে যেসব অপকীর্তি করেছিল তা ইতিহাসে সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

لَوْلَا অর্থ هَلَّا 'কেন হয় না?' فَأَوْلَى لَهُمْ এর দ্বারা ধমকি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ فَأَوْلَى لَهُمُ الْهَلَاكُ 'ওদের জন্য ধ্বংসই উত্তম'। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى 'তোমার জন্য দুর্ভোগের পর দুর্ভোগ!' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৪)*। যেটি রাসূল (ছাঃ) বায়তুল্লাহ থেকে বের হওয়ার সময় বনু মাখযূম দরজার নিকটে আবু জাহলকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন।[৪৫] কোন কোন বিদ্বান এটাকে 'মুবতাদা' ধরে পরের আয়াতকে 'খবর' ধরেছেন। তারা لَهُمْ-কে بِهِمْ ধরে বলেছেন, فَأَوْلَى بِهِمْ طَاعَةٌ 'তাদের পক্ষে উত্তম ছিল আনুগত্য করা' *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। তবে এটি দূরতম ব্যাখ্যা।[৪৬]

---

৪৪. আহমাদ হা/২০৭৯৭; মুসলিম হা/২৩৪৬; মিশকাত হা/৫৭৮০; তাফসীর ইবনু কাছীর।

৪৫. ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত; তাফসীর আব্দুর রাযযাক হা/৩৪১৬। পরে সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) থেকে উক্ত মর্মে পুনরায় বর্ণিত হা/৩৪১৭; কুরতুবী, তাফসীর সূরা ক্বিয়ামাহ ৩৪-৩৫ আয়াত, হা/৬১৯৯; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৩৩ পৃ.।

৪৬. উক্ত মর্মে অনুবাদ করেছেন ড. মুজীবুর রহমান। বাংলা তাফসীর (প্রকাশক : দারুস সালাম, রিয়াদ, ৩য় সংস্করণ ২০০৭ খৃ.), ('তাদের জন্যে উত্তম ছিল যে, 'আনুগত্য করা ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলা'), ৯২৪ পৃ.।

(২২) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ‘এক্ষণে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ’লে অবশ্যই তোমরা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে’। فَهَلْ عَسَيْتُمْ অর্থ فَلَعَلَّكُمْ ‘সম্ভবতঃ তোমরা’ *(কুরতুবী)*। তবে কুরআনে বর্ণিত لَعَلَّكُمْ অর্থ ‘সম্ভবতঃ’ নয়, বরং ‘অবশ্যই’। কারণ আল্লাহ ভূত-ভবিষ্যৎ সবই জানেন। তাঁর অজানা কিছুই নেই। إِنْ تَوَلَّيْتُمْ অর্থ إِنْ أَعْرَضْتُمْ ‘যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও’। ইবনু কাছীর এর অর্থ করেছেন, إِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الْجِهَادِ وَنَكَلْتُمْ عَنْهُ– ‘যদি তোমরা জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তা থেকে বিরত থাক’ *(ইবনু কাছীর)*। পূর্বের ২০ ও ২১ আয়াতের আলোকে এই অর্থই সঠিক।

এর অর্থ এটাও হ’তে পারে যে, যদি তোমরা আল্লাহ্র কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ও তার বিধান সমূহ থেকে বিরত হও, তাহ’লে তোমরা জাহেলী যুগের ন্যায় সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে *(ক্বাসেমী)*। এর বাস্তব নমুনা বর্তমান বিপর্যস্ত বিশ্ব সমাজ। নিজেদের মনগড়া আইনে শাসিত হওয়ায় অধিকাংশ দেশেই মানবতা ভূলুণ্ঠিত। সুখ-শান্তি নির্বাসিত। অত্র আয়াতে পৃথিবীতে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টির নিন্দা করা হয়েছে এবং সেই সাথে জিহাদের আবশ্যিকতা ও আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। কেননা জিহাদের উদ্দেশ্য হ’ল সমাজ থেকে ফাসাদ দূর করা। জিহাদ হয় আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য ও সমাজে তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا– ‘তিনি কাফিরদের ঝাণ্ডাকে অবনমিত করেন ও আল্লাহ্র ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করেন’ *(তওবাহ ৯/৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সেই-ই মাত্র আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে’।[৪৭]

মুসলিম সমাজে পারস্পরিক আত্মীয়তা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রক্ষাকবচ। সেটিকে গুরুত্ব দিয়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ– ‘রেহেম’ শব্দটি ‘রহমান’ থেকে নিঃসৃত। সেকারণ আল্লাহ রেহেমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে মিলিয়ে রাখে, আমিও তাকে আমার সাথে মিলিয়ে রাখব। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করে, আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব’।[৪৮] উল্লেখ্য যে, ‘রেহেম’ শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়।- الرَّحِمُ، والرَّحْمُ،

---

৪৭. বুখারী হা/২৮১০; মুসলিম হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৩৮১৪ ‘জিহাদ’ অধ্যায়, আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে।
৪৮. বুখারী হা/৫৯৮৮; মিশকাত হা/৪৯২০ ‘সৎকাজ ও সদাচরণ’ অনুচ্ছেদ, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।

وَالرَّحْمُ অর্থ ‘জরায়ু’ বা গর্ভথলি। যেখানে সন্তান তৈরী হয়। আল্লাহ্‌র অন্যতম প্রধান গুণবাচক নাম হ’ল ‘রহমান’ (الرَّحْمَنُ) অর্থ ‘পরম করুণাময়’। সেখান থেকেই এসেছে ‘রেহেম’। তাই আল্লাহ্‌র পরম করুণার কিছু অংশ পেয়েছেন পিতা-মাতা। সেকারণ পিতা-মাতার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করা আল্লাহ্‌র করুণা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শামিল বলে উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[৪৯]

(২৩) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ ‘এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেন। অতঃপর তাদেরকে তিনি বধির করেন ও তাদের চক্ষুগুলিকে দৃষ্টিহীন করে দেন’। لَعَنَهُمُ ‘এদের প্রতিই অভিসম্পাৎ’ অর্থ طَرَدَهُمْ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ‘তিনি তাদেরকে পরিত্যাগ করেন ও স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেন’। فَأَصَمَّهُمْ ‘তাদেরকে তিনি বধির করেন’ অর্থ فَأَصَمَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ ‘সত্য গ্রহণ থেকে তাদের বধির করে দেন’। أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ‘তাদের চক্ষুগুলিকে দৃষ্টিহীন করে দেন’ অর্থ أَعْمَى قُلُوبَهُمْ عَنِ الْخَيْرِ ‘কল্যাণ থেকে তাদের হৃদয়গুলিকে অন্ধ করে দেন’ *(কুরতুবী)*। ২২ আয়াতে মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করে ২৩ আয়াতে নাম পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে, আরবদের বাকরীতি অনুযায়ী *(কুরতুবী)*।

(২৪) তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

(২৫) যারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়, তাদের নিকট হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরেও; শয়তান তাদের (মন্দকর্মগুলিকে) শোভনীয় করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾

(২৬) এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপসন্দ করে, তাদেরকে তারা বলে, সত্বর আমরা কোন কোন কাজে তোমাদের আনুগত্য করব। অথচ আল্লাহ তাদের (এইসব) গোপন কথা ভালভাবে জানেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

(২৭) অতঃপর তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে,

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ

৪৯. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২, জুবায়ের বিন মুত্ব‘ইম (রাঃ) হ’তে।

وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

যখন ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে?

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَاۤ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

(২৮) এটা এজন্য যে, যে কাজ আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে, তারা সেই কাজের অনুসরণ করে। আর তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অপসন্দ করে। ফলে তিনি তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট করে দেন। **(রুকূ ৩)**

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

(২৯) যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের চেপে রাখা বিদ্বেষ কখনই প্রকাশ করে দিবেন না?

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

(৩০) আমরা ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতাম। অতঃপর তুমি তাদের চেহারা দেখে অবশ্যই চিনে নিতে পারতে। তবে নিশ্চয়ই তুমি তাদের চিনতে পারবে তাদের কথার ভঙ্গিতে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

(৩১) আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না আমরা (প্রমাণসহ) জানতে পারি তোমাদের মধ্যকার সত্যিকারের মুজাহিদ ও দৃঢ়চিত্তদের এবং পরীক্ষা নেই তোমাদের গোপন খবর সমূহের।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

(৩২) নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের নিকট হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাবার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনোই আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্বর তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট করবেন।

তাফসীর :

(২৪) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ 'তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?' অর্থ أَفَلاَ يَتفكَّرُونَ وَيَتَفَهَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَعْلَمُونَ مَا فِيْهِ 'তারা কেন কুরআন গবেষণা করতে ও তা বুঝতে চেষ্টা করে না, যাতে তারা জানতে পারে যা তার

মধ্যে আছে?' أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا অর্থ 'নাকি তাদের হৃদয় সমূহ তালাবদ্ধ?' উরওয়া স্বীয় পিতা যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন অত্র আয়াতটি পাঠ করেন, তখন জনৈক ইয়ামনী যুবক বলে ওঠে, بَلْ عَلَيْهَا أَقْفَالُهَا حَتَّى يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَفْتَحُهَا أَوْ يَفْرُجُهَا– 'বরং তার উপরে তালা মারা থাকে। যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তা খুলে দেন অথবা ওটা সরিয়ে দেন'। কথাটি ওমর (রাঃ)-এর অন্তরে গেঁথে যায়। অতঃপর যখন তিনি খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন, তখন তার থেকে সাহায্য নেন'।[৫০] অত্র আয়াতে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে *(কুরতুবী)*। যারা তাদের জ্ঞান ও যুক্তিকেই চূড়ান্ত মনে করেন। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের জ্ঞানের দরজা খুলে দেওয়া বা না দেওয়াটা আল্লাহ্র রহমতের উপর নির্ভরশীল। তিনি কাউকে তা বেশী দেন। কাউকে কম দেন। কাউকে মোটেই দেন না যৎসামান্য ব্যতীত।

(২৫) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ 'যারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়, তাদের নিকট হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরেও শয়তান তাদের (মন্দকর্মগুলিকে) শোভনীয় করে দেখায়'। الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ অর্থ الشَّيْطَانُ زَيَّنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ 'শয়তান তাদের মন্দকর্মগুলিকে শোভনীয় করে দেখায়'। أَمْلَى لَهُمْ অর্থ مَدَّ لَهُمْ فِي الْأَمَلِ 'তাদেরকে দীর্ঘ আশার বাণী শুনায়' *(কুরতুবী)*। যেমন তুমি দীর্ঘ দিন বাঁচবে, এই এই যুক্তিতে তোমার কর্ম সঠিক, যত যুলুমই কর আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি সবকিছু ক্ষমা করে দিবেন ইত্যাদি বলে তাকে মন্দ কর্মে প্ররোচিত করা। আল্লাহ্র ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, أَمْهَلَهُمْ 'তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ 'আর আমি তাদেরকে অবকাশ দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি সুনিপুণ' *(আ'রাফ ৭/১৮৩; ক্বলম ৬৮/৪৫)*। এর ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে। যেখানে বলা হয়েছে,– فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا 'অতএব অবিশ্বাসীদের সুযোগ দাও, ওদের অবকাশ দাও কিছু দিনের জন্য' *(তারেক ৮৬/১৭)*। আর তাদেরকে এই অবকাশ দেওয়া হয় চূড়ান্তভাবে পাকড়াও করার জন্য।

(২৬) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপসন্দ করে, তাদেরকে তারা বলে, সত্বর আমরা কোন কোন কাজে তোমাদের আনুগত্য করব'। মদীনায় রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানগণ ছিলেন বিজয়ী শক্তি। তাই মুনাফিকরা কাফির-মুশরিক ও ইহূদীদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করত এবং বলত, আমরা তোমাদের কোন কোন কাজে সমর্থন দেব। যেটা স্পষ্ট হয়ে যায় ৩য় হিজরীতে ওহোদ

৫০. ত্বাবারী, তাফসীর অত্র আয়াত, হা/৩১৪০৮, সনদ জাইয়িদ, মুহাক্কিক তাফসীর কুরতুবী।

যুদ্ধের সময় ও ৫ম হিজরীতে বনু কুরায়যা যুদ্ধের সময় এবং অন্যান্য সময়ে। যুগে যুগে এটাই সত্য। وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ 'আল্লাহ তাদের (এইসব) গোপন কথা ভালভাবে জানেন'-এর ব্যাখ্যা অন্যত্র এসেছে, وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ 'তারা যা কিছু গোপনে পরামর্শ করে, সবই আল্লাহ লিখে রাখছেন' *(নিসা ৪/৮১)*।

(২৭) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ 'অতঃপর তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে?' মৃত্যুর সময় ও মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের উপর এই শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। এ সময় লোহার গদা দিয়ে তাদের পিটানো হবে। যা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করলে তা চূর্ণ হয়ে মাটি হয়ে যেত। এ সময় তাদের চিৎকার ধ্বনি জিন-ইনসান ব্যতীত নিকটবর্তী সকলেই শুনতে পাবে'।[৫১] একই মর্মের আয়াত অন্যত্র এসেছে। যেমন وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ- 'যদি তুমি কাফেরদের জান কবয করার অবস্থা দেখতে, যখন ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে মারে আর বলে, আগুনে জ্বলনের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর' *(আনফাল ৮/৫০)*। আল্লাহ আরও বলেন, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ- 'যদি তুমি দেখতে যখন কাফেররা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে, এবার তোমাদের আত্মাগুলিকে (তোমাদের দেহ থেকে) বের করে দাও (কারণ কাফেরের আত্মা দুনিয়া ছাড়তে চায় না)। আজ তোমাদের নিকৃষ্টতম শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহ্র উপর অসত্য কথা বলতে এবং তোমরা তাঁর আয়াত সমূহে অহংকার প্রদর্শন করতে' *(আন'আম ৬/৯৩)*।

(২৮) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ 'এটা এজন্য যে, যে কাজ আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে, তারা সেই কাজের অনুসরণ করে'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا- 'আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

(২৯) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ 'যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের চেপে রাখা বিদ্বেষ কখনই প্রকাশ করে দিবেন না?' নিঃসন্দেহে এটি

৫১. বুখারী হা/১৩৩৮; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১২৬, ১৩১ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ।

Contents

হ'ল মুনাফিকের লক্ষণ যে, সে ভিতরে বিদ্বেষ চেপে রাখে এবং মুখে মিষ্ট কথা বলে। মদীনার মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যই ছিল এটা যে, তারা কুফরী লুকিয়ে রাখত এবং ইসলাম প্রকাশ করত। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করত। মুসলমানদের সমাজে বসবাস করত। কিন্তু গোপনে ইসলামের শত্রু মদীনার ইহূদী ও মক্কার মুশরিকদের সাথে যোগাযোগ রাখত। তারা চেয়েছিল মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তার সাথীরা ধ্বংস হয়ে যাক। তারা মুহাজিরদের নিকৃষ্ট ও নিজেদের উৎকৃষ্ট বলত *(মুনাফিকূন ৬৩/৮)*। এরা কুরআন পাঠ করত। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করত না। তাদের হৃদয় ছিল বিদ্বেষে ভরা। ফলে সেখানে কুরআনের আলো প্রবেশ করত না। সেজন্য সূরা মুনাফিকূনে (৬৩/৪) আল্লাহ তাদেরকে 'সুন্দর কাষ্ঠ শোভিত স্তম্ভে'র সাথে তুলনা করেছেন। যা দেখতে সুন্দর। কিন্তু তাতে প্রাণ নেই *(কুরতুবী)*। তারা কিছু বুঝে না বা শোনে না। যুগে যুগে এরাই হ'ল বিশুদ্ধ ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু।

(৩০) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ 'আমরা ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতাম। অতঃপর তুমি তাদের চেহারা দেখে অবশ্যই চিনে নিতে পারতে'।

ঘটনা ছিল এই যে, ৯ম হিজরীর রামাযান মাসে তাবূক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সংকীর্ণ গিরিসংকট অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তাঁর সাথে কেবল 'আম্মার বিন ইয়াসির ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ছিলেন। 'আম্মার রাসূল (ছাঃ)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে সামনে হাঁটছিলেন এবং হুযায়ফা পিছনে থেকে উষ্ট্রী হাঁকাচ্ছিলেন। মুসলিম বাহিনী তখন পিছনে উপত্যকায় ছিল। ১২ জন মুনাফিক যারা এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তারা মুখোশ পরে দ্রুত এগিয়ে এসে ঐ গিরিসংকটে প্রবেশ করল এবং পিছন থেকে অতর্কিতে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। হঠাৎ পদশব্দে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিছন ফিরে তাকান এবং হুযায়ফাকে ওদের ঠেকানোর নির্দেশ দেন। হুযায়ফা তাঁর ঢাল দিয়ে ওদের বাহনগুলির মুখের উপরে আঘাত করতে থাকেন। এতেই আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারা ভীত হয়ে পিছন ফিরে দৌড় দিয়ে দ্রুত সেনাবাহিনীর মধ্যে হারিয়ে যায়।

এভাবেই মুনাফিকরা অন্যান্য সময়ের ন্যায় এবারেও রাসূল (ছাঃ)-এর ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হ'ল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا 'তারা চেয়েছিল সেটাই করতে, যা তারা পারেনি' *(তওবাহ ৯/৭৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সকলের নাম ও তাদের অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে হুযায়ফাকে অবহিত করেন। তবে সেগুলি প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। একারণে হুযায়ফাকে صَاحِبُ سِرِّ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন রহস্যবিদ' বলে অভিহিত করা হয়'।[৫২]

৫২. তিরমিযী হা/৩৮১১; মিশকাত হা/৬২৩২, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

ঐ মুনাফিকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى أُمَّتِى اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُوْنَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ– 'আমার উম্মতের মধ্যে ১২ জন মুনাফিক রয়েছে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। তাদের জান্নাতে যাওয়া ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ সূঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ অসম্ভব'।[৫৩] ফলে মদীনায় কেউ মারা গেলে ওমর (রাঃ) তার জানাযায় যাওয়ার পূর্বে খোঁজ নিতেন হুযায়ফা যাচ্ছেন কি-না। হুযায়ফা না গেলে তিনি যেতেন না, এই কারণে যে, যদি ঐ মৃত ব্যক্তি ঐ মুনাফিকদের মধ্যকার কেউ হয়![৫৪]

لَحْن অর্থ 'সুর'। যার অর্থ الْعُدُولُ عَنِ الظَّاهِرِ 'প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরে যাওয়া'। এখানে অর্থ الذَّهَابُ عَنِ الصَّوَابِ 'সত্য থেকে সরে যাওয়া' *(কুরতুবী)*। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ 'তোমরা আমার নিকট অভিযোগ নিয়ে আস। কিন্তু তোমরা একে অপর থেকে যুক্তি উপস্থাপনে অধিক পারদর্শী'।[৫৫] অর্থাৎ কথা ঘুরিয়ে বলতে অধিক পারঙ্গম'। কবি বলেন, وَلَقَدْ لَحَنْتُ لَكُم لِكَيْمَا تَفْقَهُوا + وَاللَّحْنُ يَعْرِفُهُ ذَوُو الأَلْبَاب– 'আমি তোমাদের জন্য কথা ঘুরিয়ে বললাম যাতে তোমরা বুঝতে না পার। অথচ ঘুরিয়ে বললেও জ্ঞানীরা তা বুঝতে পারে' *(কাশশাফ)*। এজন্য মাখরাজে ভুলকারীকে لاَحِنٌ বলা হয়।

ইহূদীরা রাসূল (ছাঃ)-কে رَاعِنَا বলে তাদের হিব্রু ভাষা অনুযায়ী شَرِيْرُنَا (আমাদের মন্দ লোকটি) অর্থ নিত। যার মাধ্যমে তারা গালি বুঝাত। কিন্তু মুসলমানরা আরবী ভাষায় এর অর্থ নিত 'আমাদের অভিভাবক'। পরে আল্লাহ তাদেরকে رَاعِنَا-এর বদলে انْظُرْنَا (আমাদের দেখাশুনা করুন) বলার নির্দেশ দিলেন *(বাক্বারাহ ২/১০৪)*।[৫৬]

বস্তুতঃ মুনাফিকদের উক্ত দ্বিমুখী চরিত্র সকল যুগে সমান। সেকারণেই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ– 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি

---

৫৩. মুসলিম হা/২৭৭৯; মিশকাত হা/৫৯১৭, হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে।

৫৪. আল-বিদায়াহ ৫/১৯; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ১৬৪৯; মির'আত ১/১৪০ 'হুযায়ফার জীবনী' দ্রষ্টব্য; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬০৩ পৃ.।

৫৫. বুখারী হা/২৬৮০; মুসলিম হা/১৭১৩; মিশকাত হা/৩৭৬১।

৫৬. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১০৪ আয়াত; মুজাম্মা' লুগাতুল 'আরাবিইয়াহ (মিসর : ১৪০৯/১৯৮৮) ১/৫০৬; আরবী ভাষায় رَاعِنَا অর্থ 'আমাদের তত্ত্বাবধায়ক'। মাদ্দাহ الرعاية والحفظ এই লকবে ডেকে তারা বাহ্যতঃ মুসলমানদের খুশী করত। কিন্তু এর দ্বারা তারা নিজেদের ভাষা অনুযায়ী গালি (الرُّعُونَةُ) অর্থ নিত। সেকারণ আল্লাহ এটাকে নিষিদ্ধ করে انظُرْنَا ('আমাদের দেখাশুনা করুন') লকবে ডাকার নির্দেশ দিলেন।

কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর ওটা হ'ল নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(তওবা ৯/৭৩, তাহরীম ৬৬/৯)*। এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِجِهَادِ الْكُفَّارِ بِالسَّيْفِ، وَالْمُنَافِقِينَ بِاللِّسَانِ، وَأَذْهَبَ الرِّفْقَ عَنْهُمْ– 'মহান আল্লাহ স্বীয় নবীকে আদেশ করেছেন কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যবান দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য। আর বলেছেন, তুমি তাদের থেকে অনুকম্পা উঠিয়ে নাও' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ৭৩ আয়াত)*। চরমপন্থীরা এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে ফাসেক মুসলিম নেতা বা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ফরয বলে এবং মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত ঘটায়।

(৩১) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ 'আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না আমরা (প্রমাণসহ) জানতে পারি তোমাদের মধ্যকার সত্যিকারের মুজাহিদ ও দৃঢ়চিত্তদের এবং পরীক্ষা নেই তোমাদের গোপন খবর সমূহের'। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ– 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল?' *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*।

(৩২) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ 'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের নিকট হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাবার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনোই আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না'। এর দ্বারা মুনাফিক ও ইহূদীদের বুঝানো হয়েছে। যারা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া সত্ত্বেও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মানেনি। সকল যুগেই এটা সত্য। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও নানা অজুহাতে সেগুলিকে এড়িয়ে চলে। অন্যদিকে যারা সেগুলি পালন করে বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হয়, তাদের সাথে তারা শত্রুতা করে।

(৩৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও আনুগত্য তার রাসূলের। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

(৩৪) নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ، وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ؛ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ⑮

(৩৫) অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহ্বান জানাইয়ো না, যখন তোমরা প্রবল থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি কখনোই তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করবেন না।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ، وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ⑯

(৩৬) পার্থিব জীবন খেল-তামাশা বৈ তো নয়। তবে যদি তোমরা ঈমান আনো ও আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। আর তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না।

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ، تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ⑰

(৩৭) যদি তিনি তোমাদের নিকট ছাদাক্বা চান ও বারবার তাগাদা করেন, তাহ'লে তোমরা কৃপণতা করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দিবেন।

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۤءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؛ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ، وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ؛ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ⑱

(৩৮) দেখ, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অথচ তোমাদের মধ্যে অনেকে কৃপণতা করছে। বস্তুতঃ যারা কৃপণতা করে, তারা তো নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবী। এক্ষণে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। **(রুকূ ৪)**

তাফসীর :

(৩৩) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র ও আনুগত্য তার রাসূলের। আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না'। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতামূলক কোন কাজই আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না। সর্বোপরি কুফরী সকল সৎকর্ম বিনষ্ট করে দেয়। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, –قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা এ থেকে মুখ

ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা কাফেরদের স্বভাব। যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।

এখানে ঈমানদারগণকে 'কাফির' বলা ও তাদের 'সমস্ত আমল বাতিল হওয়া' কথাগুলি অবাধ্য মুমিনদের প্রতি কঠোর ধমকি হিসাবে এসেছে এবং অবাধ্যতা যে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ 'প্রকৃত কাফির ও মুরতাদ' বুঝানো হয়নি। কেননা আল্লাহ তাদের 'মুমিন' বলে সম্বোধন করেছেন। আর তিনি শিরক ব্যতীত মুমিনের সকল গোনাহ মাফ করে দিতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮)*। তাছাড়া তিনি কোন মুমিনের কোন নেক আমল বিনষ্ট করেন না *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*। তবে যদি সে ঈমান আনার পরেও 'মুরতাদ' হয়ে যায়, তাহ'লে তার বিগত সকল নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যেমনটি অত্র আয়াতের শেষে এবং পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

অত্র আয়াতের শেষে বর্ণিত وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 'আর তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে বিনষ্ট করো না'-এর ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, لاَ تُحْبِطُوا الطَّاعَاتِ بِالْكَبَائِرِ كقوله تعالي يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ...أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ– 'তোমরা কবীরা গোনাহসমূহের মাধ্যমে তোমাদের সৎকর্মসমূহকে বিনষ্ট করো না। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না ...যাতে তোমাদের কর্মফল সমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। অথচ তোমরা বুঝতে পারবে না' *(হুজুরাত ৪৯/২)*।

এটি তাঁর মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী ব্যাখ্যা। যাদের মতে একটি কবীরা গুনাহ করলেও তা ঐ ব্যক্তির যাবতীয় সৎকর্মকে বিনষ্ট করে দেয়। তারা ফাসেকদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার আক্বীদা পোষণ করেন। সেকারণ ফাসেকের ঈমান বা সৎকর্ম তাদের মতে কোন কাজে আসবে না *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। মু'তাযেলীদের উক্ত চরমপন্থী আক্বীদা ইতিপূর্বে উদ্ভূত খারেজীদের জঙ্গীবাদী আক্বীদায় বারি সিঞ্চন করে। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছের মধ্যপন্থী আক্বীদা এই যে, শিরক ব্যতীত সকল কবীরা গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। আল্লাহ বান্দার কোন সৎকর্ম বিনষ্ট করেন না *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বান্দার সৎকর্ম সমূহ তার মন্দকর্ম সমূহকে বিদূরিত করে দেয় *(হূদ ১১/১১৪)*।

(৩৪) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ 'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না'। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাফির-মুশরিক

অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ- 'যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*। তাদের জন্য জান্নাত হারাম করা হবে। যেমন বলা হয়েছে, مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

(৩৫) فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ 'অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহ্বান জানাইয়ো না, যখন তোমরা প্রবল থাকবে'। এর বিপরীত মর্মে অন্য আয়াতে এসেছে, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- 'যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড় এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আনফাল ৮/৬১)*। দু'টিই মাদানী আয়াত। বিদ্বানগণের অনেকে আয়াত দু'টিকে একে অপরের দ্বারা 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) বলেছেন *(কুরতুবী)*। তবে এটাই সঠিক যে, দু'টি আয়াতই 'মুহকাম' এবং দু'টি পৃথক সময়ে ও পৃথক অবস্থায় নাযিল হয়েছে। অতএব স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দু'টি আয়াতেরই হুকুম যথাস্থানে প্রযোজ্য হবে। যখন মুসলিমগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রবল হবে, তখন তাদের সঙ্গে সন্ধির কোন অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে যখন কাফেররা প্রবল হবে এবং তাদের সাথে সন্ধির মধ্যে অধিক কল্যাণ আছে বলে মুসলিমদের আমীর মনে করবেন, তখন তিনি তাদের প্রতি সন্ধির আহ্বান জানাতে পারেন। যেমন হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছিলেন এবং নিজেই প্রথমে ওছমান (রাঃ)-কে মক্কায় পাঠিয়ে সন্ধির আহ্বান জানিয়েছিলেন। অতঃপর ১০ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে এই শর্তে তিনি তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন। যদিও সেখানে ওমরাহ না করে ফিরে যাওয়ার মত হীনকর শর্ত ছিল *(ইবনু কাছীর)*। বড় কথা হ'ল নিয়ত বিশুদ্ধ থাকলে এবং আখেরাত উদ্দেশ্য থাকলে ঈমানদারগণের কোন কর্মই বিফলে যায় না। বরং তারা সর্বাবস্থায় ছওয়াবের অধিকারী হয়। যে কথা আল্লাহ অত্র আয়াতের শেষে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। তিনি সর্বদা মুমিনের সঙ্গে থাকেন এবং তাকে সুপথে পরিচালিত করেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ

بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ– 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে তাদের প্রতিপালক তাদের সুপথ প্রদর্শন করেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে নে'মতপূর্ণ জান্নাতে। তাদের তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে' *(ইউনুস ১০/৯)*।

الْأَعْلَوْنَ অর্থ الْأَغْلَبُونَ 'বিজয়ী' *(ক্বাসেমী)*। এটি اَعْلَى ইসমে مذكر تفضيل থেকে বহুবচন হয়েছে। আসলে ছিল اَفْعَلُونَ-এর ওযনে الأَعْلَوُوْنَ। সেখান থেকে সহজ পাঠের জন্য اَعْلَوْنَ করা হয়েছে। لَنْ يُنْقِصَكُمْ ثَوَابَهَا وَيُضَيِّعَهَا অর্থ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 'তোমাদের আমল সমূহের ছওয়াবে আল্লাহ কমতি করবেন না ও তা বিনষ্ট করবেন না' *(ক্বাসেমী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ– 'তাদের প্রতিপালক তাদের দো'আ কবুল করলেন এই মর্মে যে, পুরুষ হৌক নারী হৌক আমি তোমাদের কোন কর্মীর কর্মফল বিনষ্ট করব না। তোমরা পরস্পরে এক (অতএব কর্মফলে সবাই সমান)' *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*।

وَتَرَ يَتِرُ وَتْرًا অর্থ 'বিনষ্ট করা'। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الَّذِى تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 'যে ব্যক্তির আছরের ছালাত ফউত হ'ল, সে যেন তার পরিবার ও সম্পদ হারালো'।[৫৭]

وَاللهُ مَعَكُمْ 'আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন' অর্থ بِالنَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ 'সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে' *(কুরতুবী, সা'দী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 'আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। একইভাবে আল্লাহ মূসা ও হারূণকে ফেরাঊনের নিকট পাঠানোর সময় বলেছিলেন, لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৬)*। এর অর্থ হ'তে পারে, وَاللهُ مَعَكُمْ إِذَا دَعَوْتُمْ 'আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন যখনই তোমরা তাঁকে ডাকবে'। সরাসরি সত্তার মাধ্যমে নয়। তাঁকে ডাকলেই তিনি সাড়া দেন। যেমন তিনি বলেন, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(গাফের/মুমিন ৪০/৬০)*।

মনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নীত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। তাঁর সত্তা মানুষের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করে না বা মানুষ ও প্রাণী তাঁর সত্তার অংশ নয়। অনেক ভ্রান্ত আক্বীদার লোক যেমনটি ধারণা করে থাকেন।

৫৭. বুখারী হা/৫৫২; মুসলিম হা/৬২৬; মিশকাত হা/৫৯৪।

(৩৬) إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ‘পার্থিব জীবন খেল-তামাশা বৈ তো নয়। তবে যদি তোমরা ঈমান আনো ও আল্লাহভীরু হও, তাহ’লে তিনি তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন’। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ– ‘পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ব্যতীত নয়। আর নিঃসন্দেহে পরকালীন জীবন উত্তম আল্লাহভীরুদের জন্য। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?’ *(আন‘আম ৬/৩২; আনকাবূত ২৯/৬৪; হাদীদ ৫৭/২০)*।

অত্র আয়াতে পার্থিব জীবনকে খেল-তামাশার বস্তু বলার কারণ এই যে, মানুষ যখন কেবল নিজের তুচ্ছ স্বার্থে সবকিছু করে, তখন তার সময় ও সম্পদ কল্যাণকর কোন কাজে লাগে না। ফলে তার দুনিয়াবী জীবনটা খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়। যেভাবে চতুষ্পদ জন্তুগুলো সর্বদা কেবল খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। গরু-ছাগল-ভেড়া সর্বদা ঘাসে মুখ দিয়ে চরে বেড়ায়। দুনিয়াদার মানুষগুলো তেমনি সর্বদা নিজের পেট নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সে সর্বদা প্রবৃত্তি পূজায় জীবন কাটায়। তার মেধা ও সম্পদ জনকল্যাণে বা সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয়িত হয় না। এরই মধ্যে সে এক সময় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। এই ব্যক্তির নিকট দুনিয়া খেল-তামাশার বস্তু ভিন্ন কিছু নয়। আর ঐ ব্যক্তিও দুনিয়ার জন্য একজন ফালতু ব্যক্তি মাত্র। যার কোনই মূল্যায়ন থাকেনা। পক্ষান্তরে সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির দিন-রাত কিভাবে অতিক্রান্ত হয়, তা জানারই ফুরছত তিনি পান না। মানুষের কল্যাণ চিন্তায় তিনি বিভোর থাকেন। তার দেহমন ও সম্পদ সবকিছু ব্যয়িত হয় আল্লাহ্র পথে সৃষ্টির কল্যাণে। এদের কাছে দুনিয়াটা সম্পদে পরিণত হয়। কেননা এই সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের কারণেই তিনি পরকালে জান্নাতের চিরস্থায়ী সম্পদ লাভের অধিকারী হন।

আয়াতে দুনিয়াকে ‘খেল-তামাশা’ বলা হয়েছে কাফের-মুনাফিকদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। নইলে দুনিয়া তো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। এটাই তো মুমিনের পরীক্ষার স্থল। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে পরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করে। তাই এটির যথার্থ ব্যবহার মুমিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে দুনিয়ার প্রতিটি ধূলিকণা এবং প্রতিটি ঘণ্টা ও মিনিট তার নিকট অতীব মূল্যবান। সে জানে যে, ‘অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলেও (ক্বিয়ামতের দিন) তা সে দেখতে পাবে’ ‘এবং অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলেও তা সে দেখতে পাবে’ *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। সেকারণ তারা কখনোই দুনিয়াতে উদ্ধত হয় না ও ফাসাদ সৃষ্টি করে সময় নষ্ট করে না। কেননা আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ– ‘আখেরাতের এই গৃহ (অর্থাৎ জান্নাত) আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি ঐসব মুমিনের জন্য, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না এবং বিশৃংখলা কামনা করে না। আর শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যই’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

وَلاَ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ 'আল্লাহ তোমাদের নিকট সম্পদ চান না'। কারণ যাকাত-ছাদাক্বা ইত্যাদি আল্লাহ্র হুকুমে অন্য মানুষকে দেওয়া হয়। যার শুভ ফল ঐ দাতার কাছেই ফিরে আসে ছওয়াব হিসাবে এবং সমাজে তার দ্বারা যে প্রবৃদ্ধি ঘটে, তাতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে দাতাই লাভবান হয়। আল্লাহ্র এতে কোন লাভ-লোকসান নেই। যেমন অন্যত্র এসেছে, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ 'আমি তাদের নিকট থেকে কোন রিযিক চাই না এবং চাইনা যে তারা আমাকে আহার যোগাবে' *(যারিয়াত ৫১/৫৭)*।

(৩৭) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا 'যদি তিনি তোমাদের নিকট ছাদাক্বা চান ও বারবার তাগাদা করেন, তাহ'লে তোমরা কৃপণতা করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দিবেন'। অত্র আয়াতে বারবার ছাদাক্বা চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কেননা তাতে ঈমানদারগণের মধ্যে কৃপণতা চলে আসবে এবং তাদের মনের সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষভাব প্রকাশ পেয়ে যাবে। এজন্যেই মু'আল্লাক্বা খ্যাত জাহেলী কবি যুহায়ের বিন আবু সুলমা (৫২০-৬০৯ খৃ.) উপদেশ দিয়ে গেছেন, سَأَلْنَا فَأَعْطَيْتُمْ وَعُداً فَعُدْتُمْ + وَمَنْ أَكْثَرَ التَّسْأَلَ يَوْماً سَيُحْرَمِ 'আমরা চেয়েছি তোমরা দিয়েছ। পুনরায় চেয়েছি পুনরায় দিয়েছ + কিন্তু যে ব্যক্তি বেশী বেশী চায়, সে একদিন বঞ্চিত হয়' *(মু'আল্লাক্বা যুহায়ের ৬৪তম চরণ)*। এর বিপরীতে মুমিনগণ বলবে, سَأَلْنَا فَأَعْطَيْتُمْ وَعُدنا فَعُدْتُمْ + وَمَنْ أَكْثَرَ التَّسْأَلَ رَبًّا سَيُكْرَمِ 'আমরা চাই, তুমি দিয়ে থাক। পুনরায় চাই, পুনরায় দিয়ে থাক + আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিকট বেশী বেশী চায়, সে সম্মানিত হয়'।

(৩৮) هَاأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ 'দেখ, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অথচ তোমাদের মধ্যে অনেকে কৃপণতা করছে। বস্তুতঃ যারা কৃপণতা করে, তারা তো নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে'।

ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ অর্থ ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, আল্লাহ্র দ্বীনকে সাহায্যের ব্যাপারে ও জিহাদে অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে তারা তোমাদের মত কৃপণতা করবে না *(কুরতুবী)*। এখানে আয়াত সমূহের পূর্বাপর সম্পর্কে সেটাই অর্থ হওয়াটা যুক্তিযুক্ত। তবে ব্যাপক অর্থে নিলে এর মর্ম দাঁড়াবে, যদি তোমরা আল্লাহ ও তার প্রেরিত দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তার দ্বীনকে সাহায্যের ব্যাপারে ও জিহাদে অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে কার্পণ্য কর, তাহ'লে অন্য জাতিকে আল্লাহ তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। যারা তোমাদের মত হবে না। বরং তারা আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে চলবে *(ক্বাসেমী)*। এর

মধ্যে মদীনার মুনাফিকদের প্রতি ধমকি থাকলেও যুগে যুগে সকল শৈথিল্যবাদী ও কপট বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি তীব্র ধমকি রয়েছে। যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা থেকে কার্পণ্য করে।

আর এটাই সঠিক যে, আল্লাহ্র দ্বীনের যথার্থ অনুসারী একটি দল চিরকাল থাকবে। যেমন ছওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ- 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০)*। এই হকপন্থী দল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.) বলেন, هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ 'তারা হ'ল আহলুল হাদীছগণ'। একই প্রশ্নের উত্তরে ইয়াযীদ বিন হারূণ (১১৮-২১৭ হি.) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِىْ مَنْ هُمْ؟ 'তারা যদি আহলেহাদীছ না হন, তাহ'লে আমি জানিনা তারা কারা?'[৫৮] আর নিঃসন্দেহে উক্ত হকপন্থী দল আরব-অনারব সব ধরনের লোক থেকে হ'তে পারেন। কেননা আল্লাহ্র রহমত ও হেদায়াত কেবল একটি এলাকায় সীমায়িত থাকে না। এখানে 'আহলেহাদীছ' বলতে কেবল 'মুহাদ্দিছ' নন, বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী সকল যুগের সকল মুমিন নর-নারীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন 'মুসলিম' বলতে কেবল প্রথম যুগের মুসলিমগণ নন, বরং ইসলামের অনুসারী সকল যুগের মুসলিমকে বুঝানো হয়।

এখানে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একদল ছাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঐ লোকগুলি কারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, যদি আমরা মুখ ফিরিয়ে নেই, তাহ'লে আমাদের বদলে তারা আসবে এবং তারা আমাদের মত হবে না? তিনি বলেন, এ সময় সালমান ফারেসী রাসূল (ছাঃ)-এর পাশে বসা ছিল। তখন তিনি তার উরুতে হাত মেরে বললেন, এ ব্যক্তি ও তার সাথীরা। 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জের কাছেও থাকত, তাহ'লে পারস্যের কিছু লোক তা পেয়ে যেত'।[৫৯]

একই রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেন,

৫৮. তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩-এর ব্যাখ্যা; ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা; খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ ১৫ পৃ.।
৫৯. তিরমিযী হা/৩২৬১; ছহীহাহ হা/১০১৭।

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِىِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلاَثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ : لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاَءِ–

‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর উপরে সূরা জুম‘আ ৩য় আয়াতাংশটি নাযিল হয়- ‘(তিনি রাসূলকে প্রেরণ করেছেন) অন্যান্যদের জন্যেও, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি’। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা? কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না। এভাবে তিনবার প্রশ্ন করা হ’ল। এ সময়ে আমাদের মধ্যে সালমান ফারেসী ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাত সালমানের উপর রাখলেন। অতঃপর বললেন, যদি ঈমান ছুরাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জের কাছেও থাকত, তাহ’লে পারস্যের কিছু লোক বা কোন লোক তা পেয়ে যেত’।[৬০]

এর দ্বারা তিনি ইসলামের সন্ধানে সালমানের একনিষ্ঠ সাধনা ও অমানুষিক কষ্ট স্বীকারের প্রতি ইঙ্গিত করার মাধ্যমে তার উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সাথে সাথে ইসলামের প্রতি অনারবদের ভবিষ্যৎ আগ্রহ ও অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকারের প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে।

এখানে মাওলানা ছানাউল্লাহ পানিপথী (১১৪৩-১২২৫ হি.) কৃত তাফসীরে মাযহারীর প্রান্তটীকায় জালালুদ্দীন সুয়ূত্বীর (৮৪৯-৯১১ হি.) নামে এক বিস্ময়কর তথ্য সংযোজিত হয়েছে, যা তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআনেও পরিবেশিত হয়েছে। আর তা এই যে, ‘আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন’।[৬১] অথচ নুযূলে কুরআনের সময় আবু হানীফার (৮০-১৫০ হি.) জন্মই হয়নি এবং সালমান ফারেসী (মৃ. ৩৩ হি.) যার খবরই রাখতেন না। এগুলি দলীলবিহীন ও স্রেফ রায় ভিত্তিক তাফসীর, যা নিষিদ্ধ।

॥ সূরা মুহাম্মাদ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة محمد، فلله الحمد والمنة

---

৬০. বুখারী হা/৪৮৯৭-৯৮; মুসলিম হা/২৫৪৬; মিশকাত হা/৬২০৩।

৬১. মুফতী মুহাম্মাদ শফী (করাচী) অনুবাদ ও সংক্ষেপায়ন : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা (বঙ্গানুবাদ তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন) প্রকাশক : ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স, মদীনা, সঊদী আরব, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খৃ.) তাফসীর সূরা মুহাম্মাদ শেষ আয়াত ও শেষ প্যারা, পৃ. ১২৬৩।

সূরা ফাৎহ (বিজয়)

৷৷ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা জুম‘আহ ৬২/মাদানী-এর পরে। ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বা‘দ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি শেষে মদীনায় ফেরার পথে (কাশশাফ) ৷৷

সূরা ৪৮, পারা ২৬, রুকূ ৪, আয়াত ২৯, শব্দ ৫৬০, বর্ণ ২৪৫৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে দান করেছি স্পষ্ট বিজয়।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۝١

(২) যাতে আল্লাহ তোমার আগে-পিছের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। আর তোমার উপর তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝٢

(৩) এবং তোমাকে আল্লাহ অপ্রতিরোধ্য সাহায্য দান করেন।

وَّيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝٣

(৪) তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। যাতে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরও বেড়ে যায়। বস্তুতঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٤

(৫) এটা এজন্য যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও নারীদের জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর যাতে তিনি তাদের গোনাহসমূহ মার্জনা করতে পারেন। বস্তুতঃ সেটাই হ’ল আল্লাহ্র নিকট মহা সাফল্য।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٥

(৬) আর যাতে তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদের, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের উপর রয়েছে মন্দের

وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ

وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ⑥ বেষ্টনী। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। আর কতই না মন্দ সেই ঠিকানা!

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ⑦ (৭) আল্লাহ্র জন্যই রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ। আর আল্লাহ হ'লেন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর :

(১) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে দান করেছি স্পষ্ট বিজয়'। এখানে إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ 'আমরা তোমাকে দান করেছি' অতীত কালের ক্রিয়াপদ আনা হয়েছে বিষয়টির নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য *(কাশশাফ)*। আর إِنَّا 'আমরা' বলে বহুবচনের সম্মানজনক ক্রিয়াপদ (صِيغَةُ الْعَظَمَةِ) আনা হয়েছে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য *(উছায়মীন, তাফসীর সূরা ক্বদর ১ আয়াত)*। আল্লাহ্র বড়ত্বের অন্যতম প্রমাণ এই যে, তিনি বহুবচন দিয়ে শুরু করে অতঃপর لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ 'যাতে আল্লাহ তোমার আগে-পিছের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন' বলে নামবাচক ক্রিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

সূরার প্রথমের পাঁচটি আয়াত ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি শেষে মদীনায় ফেরার পথে ৪২ মাইল (৬৪ কি. মি.) দূরে কোরা'উল গামীম (كُرَاعُ الْغَمِيمِ) পৌঁছলে নাযিল হয়।[৬২] এসময় জনৈক ছাহাবী বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَفَتْحٌ هُوَ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এটি কোন বিজয় হ'ল?' জবাবে তিনি বললেন, نَعَمْ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحٌ 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম করে বলছি, নিশ্চিতভাবেই এটি বিজয়'।[৬৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) উক্ত কথা বলেন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, হ্যাঁ। এতে ওমরের হৃদয় শান্ত হয়ে যায় এবং পূর্বের কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন' *(মুসলিম হা/১৭৮৫ (৯৪))*।

ছাহাবীগণ হোদায়বিয়ার সন্ধিকেই স্পষ্ট বিজয় বলতেন। বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ

---

৬২. মুসলিম হা/১৭৮৬; ফাৎহুল বারী হা/৪১৫২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; আরো দেখুন : ফাৎহুম মুবীন, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৬০ পৃ.।
৬৩. হাকেম হা/২৫৯৩, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ হা/২৭৩৬; আহমাদ হা/১৫৫০৮, সনদ যঈফ।

الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ– 'তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় গণ্য করে থাক। সেটি অবশ্যই বিজয় ছিল। কিন্তু আমরা হোদায়বিয়ার দিন বায়'আতুর রিযওয়ানকে বিজয় গণ্য করতাম'।[৬৪] সেকারণ দু'বছর পর ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন হারামে প্রবেশ কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই সূরা বা তার কিছু অংশ বারবার পাঠ করতে থাকেন'।[৬৫] অন্যতম রাবী মু'আবিয়া বিন কুর্রাহ বলেন, 'যদি লোক জমা হওয়াকে আমি অপসন্দ না করতাম, তাহ'লে আমি তোমাদেরকে তাঁর ক্বিরাআত অনুকরণ করে শুনাতাম'।[৬৬]

(২) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ 'যাতে আল্লাহ তোমার আগে-পিছের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন'। এর অর্থ অত্র সূরা নাযিলের আগে ও পরের সকল কবীরা গোনাহ মাফ। কেননা নবীগণ থেকে ছগীরা গোনাহ হবার সম্ভাবনার ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত।[৬৭] ছাহাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, হোদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে যখন অত্র আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ 'আমার উপর এমন একটি আয়াত নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট ভূপৃষ্ঠের সবকিছুর চেয়ে উত্তম'। তখন সবাই বলল, আপনার জন্য মহা সুসংবাদ হে আল্লাহ্র নবী! তিনি আপনার সব গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এক্ষণে আমাদের জন্য আল্লাহ কি করবেন? তখন তাঁর উপরে অত্র সূরার ৫ থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়।[৬৮] এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিক ইবাদতে রত থাকতেন। রাতের বেলা ছালাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর দু'পা ফুলে যেত। যা দেখে আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এরূপ করেন। অথচ আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا عَائِشَةُ! أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا– 'হে আয়েশা! আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'[৬৯] অনুরূপ বর্ণনা মুগীরাহ বিন শো'বা, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব প্রমুখ ছাহাবী থেকেও এসেছে। ইবনু কাছীর বলেন, 'আগে-পিছের সকল গোনাহ মাফ'-এর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য খাছ বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে অন্য কেউ শরীক নয়। এর মধ্যে তাঁর উচ্চমর্যাদা বর্ণিত হয়েছে' *(ইবনু কাছীর)*।

---

৬৪. বুখারী হা/৪১৫০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮০১।
৬৫. বুখারী হা/৪২৮১, ৫০৪৭।
৬৬. বুখারী হা/৪৮৩৫; মুসলিম হা/৭৯৪।
৬৭. কুরতুবী; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'নবীর নিষ্পাপত্ব' শিরোনাম পৃ.৭৩ ।
৬৮. আহমাদ হা/১৩০৫৮; বুখারী হা/৪৮৩৩; মুসলিম হা/১৭৮৬।
৬৯. আহমাদ হা/২৪৮৮৮; মুসলিম হা/২৮১৯-২০; মিশকাত হা/১২২০; তাফসীর ইবনু কাছীর।

وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْـــكَ অর্থ শত্রুদের উপর তোমার বিজয় দান করা ও তোমার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া *(ক্বাসেমী)*। অন্য অর্থে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত নে'মত পূর্ণ করে দেওয়া। দুনিয়াবী নে'মত হ'ল হোদায়বিয়ার সন্ধি। যা ছিল দু'বছর পরের মক্কা বিজয়ের ভিত্তি। এই সন্ধির ফলে দাওয়াতের মুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়। হোদায়বিয়াতে অংশগ্রহণকারী ১৪০০ সাথীর স্থলে মক্কা বিজয়ের দিন ১০,০০০ সাথী তার সঙ্গে গমন করে। এরপর চুক্তি অনুযায়ী ১০ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকায় ৭ম হিজরীর শুরুতেই তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তিগুলির কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্রবাহক প্রেরণ করেন। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় এবং সর্বত্র ইসলামী শক্তি অনন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থানে উপনীত হয়। আর আখেরাতের 'নে'মত হ'ল 'জান্নাত' লাভ করা।

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا– 'এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন'। অর্থ ইসলামের সরল বিধানসমূহ পূর্ণভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা দানে আল্লাহ তোমাকে পথ প্রদর্শন করেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বেও তিনি সরল পথ প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু সেটি বাস্ত বায়নের সুযোগ তিনি লাভ করেন উক্ত সন্ধিচুক্তির পরে সমাজে ইসলামী বিধান সমূহ প্রতিষ্ঠা দানের মাধ্যমে। যার জন্য আল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করেন *(আবুস সঊদ, ক্বাসেমী)*।

(৩) وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا 'এবং তোমাকে আল্লাহ অপ্রতিরোধ্য সাহায্য দান করেন'। অর্থ আল্লাহ তাকে এমন অপরাজেয় রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি দান করেন, যাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা সে যুগে কারু ছিল না। খেলাফতে আব্বাসিয়ার শেষাবধি যা সারা বিশ্বে অব্যাহত ছিল। এমনকি পৃথক পৃথকভাবে স্পেনে, তুর্কীতে ও ভারতে যা অব্যাহত ছিল। এযুগেও সম্ভব। যদি মুসলমান তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের সরল পথে ফিরে আসে।

(৪) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। যাতে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরও বেড়ে যায়'। অত্র আয়াতে হোদায়বিয়ার সাথী মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে। 'ফাৎহুম মুবীন' বা স্পষ্ট বিজয়ের সুসংবাদ পেয়ে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ যে ঈমানদারগণকে সাহায্য করেন এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে আরও দৃঢ় হয়। অতঃপর বলা হয়েছে, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'বস্তুতঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই'। এর অর্থ আল্লাহ্র সেনাবাহিনী আসমান ও যমীনে সর্বত্র ভরপুর। তার মধ্যে মাত্র একজন ফেরেশতা যথেষ্ট ছিল আল্লাহ্র শত্রুদের খতম করার জন্য। কিন্তু তার বদলে তিনি বান্দার উপর জিহাদ ফরয করেছেন তাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। যাতে মুমিন ও মুনাফিক চিহ্নিত হয়ে যায় এবং তিনি মুমিনকে পুরস্কার ও কাফির-মুনাফিককে যথাযথ শাস্তি দিতে পারেন। এরপরেই

وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 'আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' বলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ বিষয়ে দূরদর্শী জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কেবল আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

(৫) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ 'এটা এজন্য যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও নারীদের জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ– 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। এখান থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত একই সময় নাযিল হয় ছাহাবীদের প্রশ্নের উত্তরে। যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(৬) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ 'আর যাতে তিনি শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদের, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে'। অত্র আয়াতে পরিষ্কার যে মুনাফিক ও মুশরিকের শাস্তি একই। যা অন্য আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا 'আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন' *(নিসা ৪/১৪০)*। বরং মুনাফিকরা জাহান্নামে কাফিরদের এক দর্জা নীচে থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا– 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে। আর তুমি কখনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/১৪৫)*।

دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থ حَلْقَةُ الشَّرِّ 'মন্দের বেষ্টনী'। السَّوْءُ যবর ও পেশযুক্ত দু'টিই পড়া যায়। কাফির-মুনাফিকদের উপরে এই মন্দ বেষ্টনী হ'ল দুনিয়াতে নানাবিধ শাস্তি এবং আখেরাতে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি *(কুরতুবী)*। তারা যেকাজই করে, তা মন্দের জন্য হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ তাতে থাকে না। আল্লাহ তাকে ঐ তাওফীক দেন না। ফলে মন্দের বেষ্টনীর মধ্যেই সে সারাটি জীবন অতিবাহিত করে। পরিণামে সে জাহান্নামবাসী হয়।

(৭) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'আল্লাহ্র জন্যই রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ'। এর মধ্যে পূর্ববর্তী ৪ আয়াতাংশের পুনরুক্তি করা হয়েছে মুমিনদের আশ্বস্ত করার জন্য এবং মুনাফিক ও মুশরিকদের হুঁশিয়ার করার জন্য *(ইবনু কাছীর)*।

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ⑧

(৮) নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে।

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا ⑨

(৯) যাতে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে। আর তোমরা তাকে সাহায্য কর ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ ۗ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ⑩

(১০) নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকটে আনুগত্যের বায়‘আত করে, তারা আল্লাহ্‌র নিকটেই বায়‘আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর থাকে। অতঃপর যে ব্যক্তি বায়‘আত ভঙ্গ করে, সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন। **(রুকূ ১)**

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۗ بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ⑪

(১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা (হোদায়বিয়ার সফর থেকে) পিছনে রয়েছে, সত্বর তারা (ওযর পেশ করে) তোমাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল। অতএব আমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা এগুলি মুখে বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। তুমি বল, তোমাদের মধ্যে কার ক্ষমতা রয়েছে আল্লাহ্‌র কোন কিছুতে বাধা দেওয়ার, যদি তিনি তোমাদের কারু কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন অথবা কোন উপকার করার ইচ্ছা করেন? বরং তোমরা যা কিছু কর, সবই আল্লাহ খবর রাখেন।

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلٰى أَهْلِيْهِمْ أَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ⑫

(১২) বরং তোমরা ভেবেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ আর কখনোই তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসবে না। আর এই ধারণা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত ছিল এবং তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী ছিলে।

আসলে তোমরা একটি ধ্বংসশীল সম্প্রদায়।

(১৩) যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা, আমরা সেই সব কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত হুতাশন প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا۝۱۳

(১৪) আল্লাহ্রই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ হ'লেন ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۝۱۴

তাফসীর :

(৮) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে'। অর্থাৎ আমরা তোমাকে তোমার উম্মতের উপর সাক্ষ্যদাতা রূপে প্রেরণ করেছি তাদের নিকট আমার দ্বীন পৌঁছে দেওয়া ও তার ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে। সাথে সাথে যারা তোমার আনুগত্য করবে, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও অবাধ্যদের জন্য জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। এজন্যেই বিদায় হজ্জের ময়দানে ভাষণ শেষে রাসূল (ছাঃ) উপস্থিত সকলের নিকট থেকে সাক্ষ্য নিয়েছিলেন, তিনি তাদের নিকট দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন কি-না সেই মর্মে।[৭০]

ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের উপর ও পুরা সৃষ্টি জগতের উপর সাক্ষ্যদাতা হবেন।[৭১] যেমন আল্লাহ বলেন, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيداً– 'অতএব সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনব এবং তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী করব?' *(নিসা ৪/৪১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি আমাকে কুরআন শুনাও। তখন আমি বললাম, আমি আপনাকে কুরআন শুনাব? অথচ আপনার উপর কুরআন নাযিল হয়। তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন শুনতে ভালবাসি। তখন আমি সূরা নিসা তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম। অতঃপর যখন ৪১ আয়াতে পৌঁছলাম, তখন তিনি বললেন, থাম। আমি তাকিয়ে দেখলাম যে, তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে।[৭২] যেমন অন্যত্র এসেছে, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا– وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا– 'হে

৭০. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭) 'বিদায় হজ্জ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৫৫৫ 'মানাসিক' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭০৬-৭০৭ পৃ.।

৭১. বাক্বারাহ ২/১৪৩; নিসা ৪/৪১; নাহল ১৬/৮৯; ইবনু কাছীর।

৭২. বুখারী হা/৫০৫০; মিশকাত হা/২১৯৫।

নবী! নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে'। 'আর আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে' *(আহযাব ৩৩/৪৫-৪৬)*।

(৯) لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ 'যাতে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে। আর তোমরা তাকে সাহায্য কর ও সম্মান কর'। এটা এজন্য যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহকে সাহায্য কর তার দ্বীনকে সাহায্য করার মাধ্যমে।

وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً– 'আর তোমরা আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা কর দিনের প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে'। অর্থাৎ ফজরে ও যোহর থেকে বাকী ওয়াক্তগুলিতে।

নবুঅত প্রাপ্তির পর থেকেই ছালাত ফরয হয়। তবে তখন ছালাত ছিল কেবল ফজরে ও আছরে দু' দু' রাক'আত করে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন সূর্যাস্তের পূর্বে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে'।[৭৩] আয়েশা (রাঃ) বলেন, শুরুতে ছালাত বাড়ীতে ও সফরে ছিল দু' দু' রাক'আত করে।[৭৪] এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'অতিরিক্ত' (نَافِلَةً) ছিল তাহাজ্জুদের ছালাত *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/৭৯)*। সেই সাথে ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করতেন।[৭৫] মি'রাজের রাত্রিতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়।[৭৬] উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত হ'ল- ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা।[৭৭] এছাড়া রয়েছে জুম'আর ফরয ছালাত, যা সপ্তাহে একদিন শুক্রবার দুপুরে পড়তে হয়।[৭৮] জুম'আ পড়লে যোহর পড়তে হয় না। কেননা জুম'আ হ'ল যোহরের স্থলাভিষিক্ত।[৭৯]

(১০) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ 'নিশ্চয়ই যারা তোমার নিকটে আনুগত্যের বায়'আত করে, তারা আল্লাহ্র নিকটেই বায়'আত করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর থাকে'। অর্থাৎ হে নবী! হোদায়বিয়ার সংকটকালে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে তোমার হাতে জিহাদের বায়'আত করেছে, তারা আল্লাহ্র হাতে

---

৭৩. গাফির/মুমিন ৪০/৫৫; মিরআত ২/২৬৯।
৭৪. মুসলিম হা/৬৮৫; আবুদাঊদ হা/১১৯৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১।
৭৫. মুযযাম্মিল ৭৩/২০; তাফসীরে কুরতুবী।
৭৬. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬২; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ-৬।
৭৭. আবুদাঊদ হা/৩৯১, ৩৯৩ 'ছালাত' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১।
৭৮. জুম'আ ৬২/৯; বুখারী হা/৮৭৬; মুসলিম হা/৮৫৫; মিশকাত হা/১৩৫৪ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ-৪২।
৭৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৭; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) চতুর্থ সংস্করণ, ২৯-৩০ পৃ.।

বায়‘আত করেছে। তিনি তাদের সাথে আছেন। তাদের কথা শুনছেন ও তাদের হৃদয় দেখছেন। অতএব যে ব্যক্তি এই বায়‘আত ভঙ্গ করবে, তার শাস্তি সেই-ই ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি শত্রুর মুকাবিলায় ও সর্বাবস্থায় এই বায়‘আতের উপর দৃঢ় থাকবে, সে মহা পুরস্কারে ভূষিত হবে। অত্র আয়াতে আল্লাহ উক্ত বায়‘আতে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করেছেন।

يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ‘আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে’। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের সাথে সেখানে হাযির আছেন এবং তাদের কথা শুনছেন ও তাদের হৃদয় দেখছেন। আর আল্লাহ নিজেই বায়‘আত নিচ্ছেন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে *(ইবনু কাছীর)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ... وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।... আর আল্লাহ্‌র চাইতে নিজের অঙ্গীকার অধিক পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই বায়‘আতের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ’ল মহান সফলতা’ *(তওবা ৯/১১১)*। আয়াতটি হিজরতের পূর্বে হজ্জের মওসুমে মিনাতে গৃহীত বায়‘আতে কুবরা উপলক্ষে নাযিল হয় *(ইবনু কাছীর)*।

এখানে বায়‘আতের সময় ‘আল্লাহ হাযির আছেন’ অর্থ তার জ্ঞান ও শক্তি হাযির আছে, তাঁর সত্তা নয়। কেননা আল্লাহ্‌র সত্তা সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নীত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। ক্বাসেমী বলেন, আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে কথাটি বায়‘আতের তাকীদ হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ বায়‘আতের সময় আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর ছিল। যেন তারা তাঁর নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র হাতেই বায়‘আত করছে’ *(ক্বাসেমী)*। পক্ষান্তরে যামাখশারী বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ বায়‘আতের তাকীদ করেছেন রূপক হিসাবে (أَكَّدَهُ تَأْكِيدًا عَلَى طَرِيقِ التَّخْيِيلِ)। এখানে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতকে আল্লাহ্‌র হাত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে *(নিসা ৪/৮০)*। কারণ আল্লাহ দৈহিক গুণাবলী থেকে পবিত্র *(কাশশাফ)*। অথচ হাত এবং আনুগত্য এক বস্তু নয়। এটি তাঁর ভ্রান্ত মু‘তাযেলী আক্বীদার তাফসীর। একই ধরনের তাফসীর করেছেন, বায়যাভী (মৃ. ৬৮৫ হি.) ও জালালুদ্দীন মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি.) প্রমুখ। মাহাল্লী বলেছেন, এর অর্থ ‘আল্লাহ তাদের বায়‘আতকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন। যাতে তিনি সেজন্য তাদের পুরস্কার দিতে পারেন’ *(জালালায়েন)*। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁরা ‘আল্লাহ্‌র হাত’ গুণকে বাতিল করেছেন।

Contents

কুরতুবী এখানে মু‘তাযেলীদের অনুকরণে ভুল ব্যাখ্যা করে বলেছেন, বলা হয়েছে ‘তার হাত’ অর্থ তাদের অঙ্গীকার পূরণের ছওয়াব দান এবং তাদের আনুগত্যের বিনিময়ে তাদেরকে হেদায়াতের অনুগ্রহ প্রদান। ইবনু কায়সান বলেন, এর অর্থ তাদের শক্তি ও সাহায্যের উপরে আল্লাহ্‌র শক্তি ও সাহায্য প্রদান *(কুরতুবী)*। বস্তুতঃ এসবই মূল অর্থ থেকে পলায়ন মাত্র। অথচ এর প্রকৃত অর্থ হ’ল যা ইবনু কাছীর ও অন্যান্যগণ করেছেন যে, وَإِنَّ اللهَ هُوَ الْمُبَايِعُ بِوَاسِطَةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘আল্লাহ নিজেই তাদের বায়‘আত নিয়েছেন স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে’ *(ইবনু কাছীর)*। বস্তুতঃ এটাই হ’ল ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বিশুদ্ধ আক্বীদা। অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌র ‘হাত’ গুণের প্রমাণ রয়েছে, যা তাঁর উপযোগী। যা অন্যের মত নয়। যেমন ভিডিও ক্যামেরার নিজস্ব চোখ ও কান আছে। যা দিয়ে সে দেখে ও শোনে। যা তার উপযোগী। কিন্তু অন্যের মত নয়। আল্লাহ অদৃশ্য। তাই তিনি স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে মুমিনদের বায়‘আত নিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের হাতে বায়‘আত করার মাধ্যমে মুমিনগণ আল্লাহ্‌র হাতেই বায়‘আত করেছে। অতএব এর গুরুত্ব ও মর্যাদা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সেই সাথে এর পরকালীন পুরস্কার রয়েছে অতুলনীয়।

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ ‘কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন’। عَلَيْهُ মূলে ছিল عَلَي هُوَ হাফছের ক্বিরাআত অনুসারে عَلَيْهُ পড়া হয় মূলের দিকে খেয়াল করে। যেমন অন্যত্র এসেছে, وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ‘শয়তানই আমাকে ওর কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল’ *(কাহফ ১৮/৬৩)*। হাফছ ও যুহরী ব্যতীত বাকীগণ عَلَيْهِ পড়েছেন *(কুরতুবী)*। কেননা তাঁদের নিকট على হরফে জার হিসাবে পরবর্তী হরফ মাজরূর বা যেরযুক্ত হবে। সেকারণ তারা عَلَي هُوَ-কে عَلَيْهِ পড়েন।

বায়‘আতুর রিযওয়ান উপলক্ষ্যে অত্র আয়াত নাযিল হয়। ‘আল্লাহ্‌র নিকটেই বায়‘আত করেছে’ বলার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল’ *(নিসা ৪/৮০)*। এছাড়া রাসূল পরবর্তী ইসলামী আমীরগণ যখন আল্লাহ্‌র নামে কারু আনুগত্যের বায়‘আত নিবেন, তারাও একইভাবে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন। তাদের জন্য রাসূলের যথাযথ আনুগত্য করা যেমন ফরয হবে, তেমনি তাদের প্রতি আনুগত্য করাও ফরয হয়ে যাবে। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى– ‘যে ব্যক্তি আমার আমীরের

আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৮০] ইসলামী সমাজ ইমারত ও বায়'আতের ভিত্তিতে গঠিত একটি আনুগত্যপূর্ণ সমাজ। যেখানে প্রত্যেকে আল্লাহ্র আনুগত্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই সমাজ হয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। এরূপ ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল বায়'আতুর রিযওয়ানে। আর তার ফলেই এসেছিল হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ও পরবর্তীতে মক্কা বিজয়। অত্র আয়াতে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সামাজিক জীবন গড়ে তোলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত বায়'আতের পর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, –أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ 'তোমরা আজ ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকলের চাইতে উত্তম'।[৮১]

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা অনূদিত কুরআনুল কারীমে অত্র আয়াতের টীকা ২৬৭-য়ে অত্র আয়াতের নানাবিধ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৮২] এছাড়া মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত মাআরেফুল কোরআনে বায়'আতের অনুবাদ করা হয়েছে 'শপথ' বলে। যা বায়'আতের মূল চেতনাকে বিনষ্ট করেছে। কেননা 'শপথ' যেকোন সময় যেকোন কাজে যে কারু নামে হ'তে পারে। কিন্তু বায়'আত হয়, আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কর্মে একজন আল্লাহভীরু আমীরের নিকট আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে। দু'টি সম্পূর্ণরূপে পৃথক বস্তু। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী প্রভাবে মুসলিম সমাজ থেকে ইমারত ও বায়'আত উঠে যাওয়ার কারণে এর বরকত থেকে জাতি মাহরূম হয়েছে। ফলে বর্তমানে এটি একটি দুনিয়া সর্বস্ব বিশৃংখল সমাজে পরিণত হয়েছে। এ থেকে তওবা করে আমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ইমারত ও বায়'আত ভিত্তিক জামা'আতবদ্ধ জীবনের দিকে ফিরে আসা কর্তব্য।

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ 'অতঃপর যে ব্যক্তি বায়'আত ভঙ্গ করে, সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই সেটা করে'। فَمَنْ نَكَثَ অর্থ فَمَنْ نَقَضَ بَيْعَتَهُ 'যে ব্যক্তি তার বায়'আত ভঙ্গ করল'। يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ অর্থ يَرجِعُ وَبَالَ نَقْضِهِ 'বায়'আত ভঙ্গের মন্দ পরিণাম তার দিকেই ফিরে আসবে'।

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ অর্থ وَمَنْ أَوْفَى بَيْعَتَهُ بِالصَّبْرِ فِى اللهِ وَالنَّصْرِ لِنَبِيِّهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকার মাধ্যমে ও তার নবীকে সাহায্য করার মাধ্যমে বায়'আত পূর্ণ করল'।

---

৮০. মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৮১. মুসলিম হা/১৮৫৬; আহমাদ হা/১৪৩৫২; বুখারী হা/৪১৫৪; মিশকাত হা/৬২১৯।
৮২. আল-কুরআনুল করীম (ঢাকা : ১৯৮৩, ৭ম মুদ্রণ, পৃঃ ৮৪১।

Contents

فَسَـــيُعْطِيْهِ اللهُ ثَوَابـــاً جَـــزِيْلاً অর্থ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا– ‘সত্বর আল্লাহ তাকে অফুরন্ত ছওয়াব দান করবেন’। এটি দুনিয়াতে আল্লাহ দিয়েছিলেন হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে এবং তার দু’বছর পর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। আর আখেরাতে জান্নাত লাভের মহা পুরস্কার তো আছেই।

(১১) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ‘মরুবাসীদের মধ্যে যারা (হোদায়বিয়ার সফর থেকে) পিছনে রয়েছে, সত্বর তারা (ওযর পেশ করে) তোমাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল’। মদীনার আশপাশে বসবাসকারী মরু বেদুইন, যারা মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু মুনাফিকদের ধোঁকায় পড়ে কুরায়েশদের হামলা হবার ভয়ে ভীত হয়ে অথবা নিজেদের কপটতার কারণে হোদায়বিয়ার সফরে বের হয়নি। ইবনু আব্বাস বলেন, তারা ছিল বনু গেফার, মুযায়না, জুহায়না, আসলাম, আশজা‘ দীল প্রভৃতি গোত্র *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তাদের মনের কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন। সকল যুগেই এরূপ কপটতা সম্ভব।

(১২) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ ‘বরং তোমরা ভেবেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ আর কখনোই তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসবে না’। পিছিয়ে যাওয়া মুসলমানদের ওযরটি যে মিথ্যা ছিল, অত্র আয়াতে সেটি বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ কারু ক্ষতি বা উপকার করতে চাইলে তা রোধ করার ক্ষমতা কারু নেই। অতএব নেকীর কাজে সাথী হওয়ার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত।

بُورًا অর্থ هَلْكَى ‘ধ্বংসশীল’। بَارَ فُلاَنٌ أَيْ هَلَكَ ‘সে ধ্বংস হয়েছে’। بُور একবচনে بَائِر যেমন حُول একবচনে حَائِل। أَبَارَهُ اللهُ أَيْ أَهْلَكَهُ ‘আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন!’ *(কুরতুবী)*।

(১৩) وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ‘যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা, আমরা সেই সব কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত হুতাশন প্রস্তুত করে রেখেছি’। অত্র আয়াতে মুনাফিকদের সরাসরি ‘কাফির’ বলা হয়েছে। যা মারাত্মক ধমকি। যদিও তাদেরকে কাফেরদের ন্যায় হত্যা করা হয়নি বা দৈহিক কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি। নইলে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সাথীরা শত মুনাফেকী করেও শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে কেবল বাহ্যিক ইসলামের কারণে। তবে আখেরাতে মুনাফিকরা কাফিরদের সাথেই একত্রে জাহান্নামে থাকবে। যা আল্লাহ এখানে বলে দিয়েছেন এবং অন্যত্র বলেছেন *(নিসা ৪/১৪০, ১৪৫)*।

(১৪) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ‘আল্লাহ্রই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন’। অত্র আয়াতে যেমন অহংকারীদের প্রতি কঠোর ধমকি রয়েছে, তেমনি অতি যুক্তিবাদীদের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা ধারণা করেন

যে, আল্লাহ সৎকর্মের পুরস্কার দিতে এবং অসৎকর্মের শাস্তি দিতে বাধ্য। যেমন যামাখশারী অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, فَيَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ بِمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَابِعَةٌ لِحِكْمَتِهِ وَحِكْمَتُهُ الْمَغْفِرَةُ لِلتَّائِبِ وَتَعْذِيبُ الْمُصِرِّ– 'আল্লাহ ক্ষমা করেন ও শাস্তি দেন তার ইচ্ছামত। আর তার ইচ্ছা হয় তার প্রজ্ঞার অনুকূলে। আর তার প্রজ্ঞা হ'ল তওবাকারীকে ক্ষমা করা ও হঠকারীকে শাস্তি দেওয়া' *(কাশশাফ)*। আসলে তা নয়। বরং তিনি হ'লেন সকল বাধ্যবাধকতার ঊর্ধ্বে। 'তার উপরে কোন কিছুই ওয়াজিব নয়' *(বায়যাভী)*। তার ক্ষমা বান্দার তওবার শর্তাধীন নয়। এ বিষয়ে কুরআনে অসংখ্য দলীল রয়েছে। 'তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*। 'তিনি যা চান তাই করেন' *(বুরূজ ৮৫/১৬)* এবং 'তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করান' *(দাহ্র ৭৬/৩১)*। তবে তিনি শারঈ দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে বান্দাদের পরীক্ষা করেন মাত্র। 'যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে স্ব স্ব কৃতকর্মের ফলাফল দিতে পারেন' *(ইব্রাহীম ১৪/৫১)*।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلٰى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ، يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللهِ ط قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ، فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ط بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

(১৫) পিছিয়ে থাকা লোকগুলি সত্বর বলবে, যখন তোমরা গণীমত সংগ্রহের জন্য যাবে, ছাড় আমরাও তোমাদের সাথে যাব। (এর দ্বারা) তারা আল্লাহ্র ওয়াদাকে পরিবর্তন করতে চায়। তুমি বলে দাও তোমরা কখনোই আমাদের সাথে যেতে পারবে না। আল্লাহ আগে-ভাগেই সেকথা আমাদের বলে দিয়েছেন। তখন তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদের সাথে হিংসা করছ। আসলে ওরা খুব কমই বুঝে।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلٰى قَوْمٍ أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوْنَ، فَإِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٦﴾

(১৬) তুমি পিছিয়ে থাকা বেদুঈনদের বল, শীঘ্রই তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধের জন্য আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা (বিনা যুদ্ধে) আত্মসমর্পণ করবে। তখন যদি তোমরা (যুদ্ধে গমনের) নির্দেশ পালন কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, যেমন ইতিপূর্বে (হোদায়বিয়ার সময়) করেছিলে, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে

Contents

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۷﴾

(১৭) (পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে) অন্ধদের জন্য কোন দোষ নেই, ল্যাংড়াদের জন্য কোন দোষ নেই এবং পীড়িতদের জন্য কোন দোষ নেই। বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। আর যে ব্যক্তি পিঠ ফিরিয়ে নিবে, তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। **(রুকূ ২)**

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۱۸﴾

(১৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের প্রতি, যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বায়‘আত করেছে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জেনে নিলেন। ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۹﴾

(১৯) আর বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা লাভ করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۲۰﴾

(২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। অতঃপর এটি তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করলেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের প্রতিহত করেছেন। যাতে এটা মুমিনদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায় এবং যেন তিনি তোমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতে পারেন।

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿۲۱﴾

(২১) আরও বহু কিছু রয়েছে, যা তোমরা এখনও পেতে সক্ষম হওনি। আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী।

তাফসীর :

(১৫) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ ‘পিছিয়ে থাকা লোকগুলি সত্বর বলবে, যখন তোমরা গণীমত সংগ্রহের জন্য যাবে, ছাড় আমরাও তোমাদের সাথে যাব। (এর দ্বারা) তারা আল্লাহ্র ওয়াদাকে পরিবর্তন করতে চায়’। আয়াতটির বক্তব্য ১৮-২১ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেখানে আল্লাহ খায়বরসহ পরবর্তী বিজয় সমূহের ওয়াদা দিয়েছেন। যেকথা মুনাফিকদের কানেও গিয়েছিল। অতঃপর যখন রাসূল (ছাঃ) খায়বর যুদ্ধে রওয়ানা দেন এবং তিনি হোদায়বিয়ার সাথীরা ছাড়া কাউকে সাথে নিবেন না বলে ঘোষণা দেন, তখন পিছিয়ে থাকা এই লোকগুলি গণীমতের লোভে খায়বর যুদ্ধে যাবার জন্য বায়না ধরল। এ সময় অত্র আয়াত নাযিল হয়। قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ‘আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন’ বলে হোদায়বিয়াতে নাযিল হওয়া ১৮-২১ আয়াতগুলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে অহিয়ে গায়ের মাতলু থাকতে পারে। لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً– ‘ওরা খুব কমই বুঝে’ অর্থ ওরা কেবল দুনিয়াটা বুঝে *(কুরতুবী)*। সেজন্য দ্বীনের স্বার্থে যুদ্ধ না করেই গণীমত পেতে চায়।

যিলহজ্জের মাঝামাঝিতে হোদায়বিয়া থেকে ফিরে মুহাররম মাসের শেষভাগে কোন একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বর অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় তিনি সেবা‘ বিন উরফুত্বাহ গেফারীকে মদীনার প্রশাসক নিয়োগ করে যান।[৮৩]

মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তিনটি শক্তি- কুরায়েশ, বনু গাত্বফান ও ইহূদী- এগুলির মধ্যে প্রধান শক্তি কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে বনু গাত্বফান ও বেদুঈন গোত্রগুলি এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বাকী ছিল ইহূদীরা। যারা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং সেখান থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকারের ষড়যন্ত্র করে। বরং বলা চলে যে, খায়বর ছিল তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ঘাঁটি। তাই এদেরকে দমন করার জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে যাতে কোন মুনাফিক যেতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ পূর্বেই আয়াত নাযিল করেন *(ফাৎহ ৪৮/১৫)*। তাছাড়া এ যুদ্ধে যে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হবে এবং প্রচুর গণীমত লাভ করবে, সে বিষয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল *(ফাৎহ ৪৮/২০)*। ফলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র ঐ সকল সাথীকে সঙ্গে নিলেন, যারা হোদায়বিয়ার সফরে ‘বায়‘আতুর রিযওয়ানে’ শরীক ছিলেন। যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪০০। এঁদের সাথে কিছু সংখ্যক মহিলা ছাহাবী ছিলেন।[৮৪] যারা আহতদের

---

৮৩. হাকেম হা/৪৩৩৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৫১; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৮৫ পৃ.। ইবনু ইসহাক নুমায়লাহ বিন আব্দুল্লাহ লায়ছীর কথা বলেছেন *(ইবনু হিশাম ২/৩২৮)*। কিন্তু উরফুত্বাই অধিক সঠিক *(ফাৎহুল বারী ‘খায়বর যুদ্ধ’ অনুচ্ছেদ; আর-রাহীক্ব ৩৬৫ পৃঃ)*।

৮৪. ইবনু হিশাম ও ত্বাবারী সংখ্যা নির্ধারণ করেননি *(ইবনু হিশাম ২/৩৪২; তারীখ ত্বাবারী ৩/১৭)*। মানছূরপুরী সূত্রহীনভাবে ২০ জন মহিলা ছাহাবী লিখেছেন, যারা সেবা করার জন্য এসেছিলেন *(রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ১/২১৯)*।

সেবা-যত্নে নিযুক্ত হন। আল্লাহপাকের এই আগাম হুঁশিয়ারীর কারণ ছিল এই যে, মুনাফিকদের সাথে ইহূদীদের সখ্যতা ছিল বহু পুরাতন। তাই তারা যুদ্ধে গেলে তারা বরং ইহূদীদের স্বার্থেই কাজ করবে, যা মুসলিম বাহিনীর জন্য চরম ক্ষতির কারণ হবে।[৮৫]

(১৬) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ 'তুমি পিছিয়ে থাকা বেদুঈনদের বল, শীঘ্রই তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধের জন্য আহুত হবে'। অত্র আয়াতে 'শীঘ্রই' বলতে রাসূল (ছাঃ)-এর পরে আবুবকর (রাঃ)-এর আমলে বুঝানো হয়েছে। যখন তিনি তাদের সহ সবাইকে ডেকেছিলেন ইয়ামামাহ্‌র বনু হানীফা গোত্রের ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তাঁর পরে ওমর (রাঃ) ডেকেছিলেন পারসিক ও রোমক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় *(কুরতুবী)*। উল্লেখ্য যে, মুনাফিকদের যুদ্ধে না ডাকার ব্যাপারে পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে কঠোরভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল। যেমন বর্ণিত হয়েছে, فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ– 'অতঃপর যদি আল্লাহ তোমাকে (তাবূক থেকে ফেরার পর মদীনায়) এদের (মুনাফিকদের) কোন দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন, আর তারা তোমার কাছে কোন জিহাদে বের হবার অনুমতি চায়, তাহ'লে তুমি বলে দাও, তোমরা কখনোই আমার সাথে বের হবে না এবং কখনোই আমার সাথে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরা প্রথম বারেই বসে থাকাকে পসন্দ করেছিলে। অতএব তোমরা পিছনে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক' *(তওবা ৯/৮৩)*।

এতে প্রমাণিত হয় যে, শীঘ্রই আগত সেই যুদ্ধের আহ্বায়ক হবেন নবী ব্যতীত অন্যজন। আর নিঃসন্দেহে তারা ছিলেন হযরত আবুবকর ও ওমর *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা)*। অত্র আয়াতে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের যথার্থতার প্রমাণ রয়েছে *(কুরতুবী)*। যদিও শী'আরা হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত অন্যদেরকে অবৈধ খলীফা বলে।

(১৮) لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের প্রতি, যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বায়'আত করেছে'। অত্র আয়াতটি ১০ম আয়াতের পুনরুক্তি বলা চলে। এখানে হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে ১৪০০ ছাহাবীর গৃহীত 'বায়'আতুর রিযওয়ান' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বৃক্ষটি ছিল সামুরাহ বৃক্ষ।

ঘটনা ছিল এই যে, ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসূল (ছাঃ) মক্কায় ওমরাহ করার মনস্থ করেন। কিন্তু মুনাফিকদের প্ররোচনায় বহু বেদুঈন গোত্র যায়নি। মুনাফিকরা বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে চরম মুনাফেকী করে এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটায়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে তাদেরকে

৮৫. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'খায়বর যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ ৪৮৫-৮৬ পৃ.।

সাথে নেননি। তাছাড়া ওমরাহ্র সফরে গণীমত পাওয়া যাবে না বিধায় বেদুঈন গোত্রগুলিও নানা অজুহাতে যায়নি। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া কূপের নিকট পৌঁছে রাসূল (ছাঃ) কুরায়েশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। ফলে তিনি ওছমান (রাঃ)-কে মক্কায় পাঠান তাদেরকে বুঝানোর জন্য যে আমরা স্রেফ ওমরাহ করতে এসেছি, যুদ্ধ করতে নয়। কিন্তু ওছমানের ফিরতে দেরী দেখে তিনি ধারণা করলেন যে, কুরায়েশদের সাথে যুদ্ধ আসন্ন। তখন তিনি সবাইকে ওছমানের পক্ষে আমৃত্যু যুদ্ধ করার জন্য বায়‘আত গ্রহণের আহ্বান জানান। যেন যুদ্ধ বেধে গেলে কেউ পালিয়ে না যায়। বায়‘আত শেষ হবার পরপরই ওছমান (রাঃ) এসে পৌঁছে যান। এরপর তিনি কুরায়েশ প্রতিনিধিদের সাথে সন্ধি করেন যে, এবছর তারা ওমরাহ না করেই ফিরে যাবেন এবং পরের বছর এসে ওমরাহ করবেন। এছাড়া আগামী ১০ বছর দুই পক্ষে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না। এই ‘যুদ্ধ নয়’ চুক্তিই ছিল ‘ফাৎহুম মুবীন’ বা স্পষ্ট বিজয়। যার মূলে ছিল আমৃত্যু লড়াই করার প্রতিজ্ঞায় গৃহীত উক্ত বায়‘আত। এতে সন্তুষ্ট হয়েই পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ পরবর্তীতে খায়বর ও মক্কা বিজয় সমূহ দান করেন। বরং পরবর্তী সকল বিজয়ের মূলে ছিল এই বায়‘আত *(ইবনু কাছীর)*।

এই বায়‘আতের পরকালীন গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا ‘আল্লাহ চাহেন তো বৃক্ষতলে বায়‘আতকারীদের কোন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না’ *(মুসলিম হা/২৪৯৬)*। তিনি বলেন, كُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ ‘তোমরা প্রত্যেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত লাল উটওয়ালা ব্যতীত’ *(মুসলিম হা/২৭৮০ (১২))*। ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, কাযী ইয়ায (৪৭৬-৫৪৪ হি.) বলেন, ‘লাল উটওয়ালা’ বলে মদীনার জাদ বিন ক্বায়েস মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে *(শরহ মুসলিম)*। ফলে এই বায়‘আতে অংশগ্রহণ কারীগণের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীদের ন্যায় ছিল। সেকারণ তাঁরা সবাই হ’লেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত *(ফালিল্লাহিল হাম্দ)*। এজন্য একে ‘বায়‘আতুর রিযওয়ান’ বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বায়‘আত বলা হয়।[৮৬]

(১৯) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ‘আর বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা লাভ করবে’। এই আয়াত নাযিলের কথা জানতে পেরেই মুনাফিকরা খায়বর যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দাবী করেছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাদের কাউকে অনুমতি দেননি। যদিও তারা গোপনে পত্র পাঠিয়ে খায়বরের ইহূদীদের প্ররোচিত করেছিল। এমনকি যুদ্ধে বিজয় শেষে জনৈক ইহূদী নেতার স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-কে দাওয়াত দিয়ে ভূনা বকরীর বিষ মাখানো রান খাইয়ে তাঁকে হত্যার অপচেষ্টা করেছিল।[৮৭]

---

৮৬. বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৫৪-৫৭ পৃ.।
৮৭. দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘খয়বার যুদ্ধ’ অধ্যায় ৪৯৪ পৃ.।

(২০) وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً 'আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে'। অত্র আয়াতে 'বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ' বলতে খায়বর বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। 'অতঃপর এটি তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করলেন' বলে হোদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। যেটা হোদায়বিয়া থেকে ফেরার মাসখানেকের মধ্যেই ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসের শেষভাগে সংঘটিত হয়। 'তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের প্রতিহত করেছেন' বলে মক্কাবাসীদের বুঝানো হয়েছে। যেটা সন্ধির মাধ্যমে ঘটে। যদিও ওমরাহ না করে ফিরে আসায় বাহ্যতঃ শত্রুপক্ষের বিজয় বলেই মনে হয়। কিন্তু মূলতঃ এটাই ছিল মুসলমানদের বড় বিজয়। যে কারণে কোনরূপ রক্তপাত ছাড়াই পরবর্তী ১০ বছর 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদিত হয়। আর মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত এজন্য যে, এই বিজয় ছিল আল্লাহ্র নামে ছাহাবীগণের খালেছ বায়'আতের বাস্তব সুফল। যা যুগ যুগ ধরে সকল খালেছ মুমিনের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আর 'সরল পথ প্রদর্শন' বলতে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের প্রতি পথ প্রদর্শন। যেকারণে এই চুক্তিতে নারায থাকা সত্ত্বেও সবাই তা মেনে নেন এবং অটুট আনুগত্য প্রদর্শন করেন। যেটা কেবল আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছিল।

(২১) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا 'আরও বহু কিছু রয়েছে, যা তোমরা এখনও পেতে সক্ষম হওনি। আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন'। 'আরও বহু কিছু' বলতে মক্কা বিজয় সহ পরবর্তী বিজয়সমূহ এবং গণীমত সমূহকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(২২) যদি কাফেররা তোমাদের মুকাবিলা করত, তাহ'লে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾

(২৩) এটাই আল্লাহ্র রীতি, যা পূর্ব থেকেই চলে আসছে। আর তুমি আল্লাহ্র রীতিতে কোন ব্যত্যয় পাবে না।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

(২৪) তিনিই সেই সত্তা যিনি তাদেরকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদেরকে তাদের থেকে বিরত রাখেন মক্কা উপত্যকায়, তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। আর তোমরা যা করেছিলে আল্লাহ তা দেখেছিলেন।

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾

(২৫) তারাই তো কুফরী করেছিল এবং তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম থেকে ও

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۗ

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٥﴾

কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছতে বাধা দিয়েছিল। যদি (মক্কায়) কিছু সংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানো না, (যুদ্ধ হ'লে) যাদেরকে তোমরা পিষে ফেলতে। ফলে তাদের থেকে তোমরা অজ্ঞতাবশে (অনুতাপ ও রক্তমূল্য দেওয়ার) কষ্টে পতিত হ'তে। (আল্লাহ সন্ধির আদেশ দিলেন এজন্য) যাতে তিনি যাকে চান স্বীয় রহমতে (অর্থাৎ ইসলামে) প্রবেশ করাতে পারেন। এক্ষণে যদি তারা (মুমিন ও কাফের) পৃথক থাকতো, তাহ'লে আমরা তাদের মধ্যেকার কাফেরদের অবশ্যই (তোমাদের মাধ্যমে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

(২৬) যখন কাফেরদের অন্তরে ছিল জাহেলিয়াতের উত্তেজনা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য তাক্বওয়ার কালেমা আবশ্যিক করে দিলেন। আর এজন্য তারাই ছিল অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত। **(রুকূ ৩)**

তাফসীর :

(২৪) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তাদেরকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদেরকে তাদের থেকে বিরত রাখেন মক্কা উপত্যকায়, তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর'। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'হোদায়বিয়ার দিন মক্কা থেকে ৮০ জন সশস্ত্র ব্যক্তি খুব ভোরে তান'ঈম-এর দিক থেকে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে মুসলিম শিবিরে অতর্কিতে হামলা করে। কিন্তু তারা প্রহরীদের হাতে গ্রেফতার হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ছেড়ে দেন সন্ধির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়'।[৮৮] এটাকেই আল্লাহ বলেছেন 'তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর (مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ)' অর্থাৎ তারা ধরা পড়ার পর।

৮৮. আহমাদ হা/১২২৪৯; মুসলিম হা/১৮০৮; তিরমিযী হা/৩২৬৪; মিশকাত হা/৩৯৬৬; ইবনু কাছীর, কুরতুবী; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৫৩ পৃ.।

Contents

মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হি.) এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের দিনের কথা বলেছেন *(কুরতুবী)*। কিন্তু অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে তার অনেক পূর্বে হোদায়বিয়ার সময়ে *(ক্বাসেমী)*। وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا– 'আর তোমরা যা করেছিলে আল্লাহ তা দেখেছিলেন' বলে আল্লাহ মুসলিম বাহিনীর উদারতা ও গোপনে হামলাকারীদের মুক্ত করে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(২৫) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 'তারাই তো কুফরী করেছিল এবং তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম থেকে ও কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছতে বাধা দিয়েছিল'। আয়াতের প্রথমাংশে কুরায়েশ নেতাদের অন্যায় কর্মসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। যারা মাসজিদুল হারামে গিয়ে ওমরাহ করতে বাধা দিয়েছিল এবং কুরবানীর পশুগুলিকে সেখানে পৌঁছতে দেয়নি। যা ছিল কুরায়েশদের চিরন্তন রীতির বিরোধী। আল্লাহ্র ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এটা ছিল কুরায়েশদের জন্য কঠিনতম অপরাধ। এ সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের সঙ্গে যুদ্ধের অনুমতি দেননি, বরং সন্ধির অনুমতি দেন। কারণ হিসাবে আল্লাহ বলছেন, যুদ্ধ হ'লে তোমরা সেখানকার গোপন ঈমানদারদের অজ্ঞতাবশে পিষে মেরে ফেলতে। ফলে লোকেরা বলত, মুসলমানরা তাদের দ্বীনী ভাইদের হত্যা করেছে। তখন তোমরা অনুতপ্ত হ'তে এবং তাদেরকে রক্তমূল্য দিতে হ'ত। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি আল্লাহ এজন্য করালেন যাতে তিনি যাকে চান স্বীয় রহমতে অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। এইসব দুর্বল মুমিনদের মধ্যে ছিলেন আবু জান্দাল বিন সুহায়েল বিন আমর, সালামাহ বিন হিশাম, আইয়াশ বিন আবু রবী'আহ ও অন্যান্যরা। যাদের অনেকে পরবর্তীতে পালিয়ে গিয়ে শামের নিকটবর্তী ঈছ পাহাড়ী এলাকায় ঘাঁটি করে এবং আবু বাছীরের নেতৃত্বে সেখানে একটি বড় দল তৈরী হয়। তারা কুরায়েশদের ব্যবসায়ী কাফেলা লুট করত। এতে কুরায়েশরা বাধ্য হয়ে সন্ধি চুক্তির ঐ ধারাটি বাতিলের আবেদন জানায়, যেখানে বলা হয়েছিল যে, কুরায়েশদের কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে যে, হজ্জ বা ওমরাহ্র পশু কুরবানীর স্থান হ'ল হারাম এলাকা। তবে যদি রাস্তায় আটকে যায় তবে সেখানেই কুরবানী করে হালাল হয়ে যাবে।

الْمَعَرَّةُ اي الْكَرَاهَةُ والْغَرَامَةُ অর্থ 'কষ্ট ও রক্তমূল্য' যা অজ্ঞতা বশে তাদের হত্যার মাধ্যমে হ'ত। এখানে অর্থ দুঃখ ও রক্তমূল্য *(কুরতুবী)*। عَرَاهُ إِذَا دَهَاهُ যখন সে কাউকে কষ্ট দেয় *(কাশশাফ)*। أَنْ تَطَئُوهُمْ অর্থ أَنْ تَقَعُوْابِهِمْ بِالْقَتْلِ 'হত্যার মাধ্যমে তাদের উপর আপতিত হ'তে'। وَطِئَ يَطَئُ وَطْئًا অর্থ 'পিষে ফেলা' *(কুরতুবী)*।

উল্লেখ্য যে, ৯ম বা ১০ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার পর ওমরাহ্র জন্য হাদ্ঈ মানসূখ হয় এবং সেটি কেবল হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট হয়। ওছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি.) বলেন, বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত সুন্নাত (مِنَ السُّـــنَنِ الْمُنْــدَثِرَةِ)। তবে কেউ হাদ্ঈ বা কুরবানী দিলে দিতে পারে।[৮৯]

(২৬) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ 'যখন কাফেরদের অন্তরে ছিল জাহেলিয়াতের উত্তেজনা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য তাক্বওয়ার কালেমা আবশ্যিক করে দিলেন'। এটি তখন নাযিল হয়, যখন জাহেলিয়াতের উত্তেজনাবশে কুরায়েশ পক্ষ রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের বায়তুল্লাহ যিয়ারতে বাধা দিল। অতঃপর সন্ধিচুক্তি লেখার সময় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখতে অস্বীকার করল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) অসীম ধৈর্য্যের সাথে তাওহীদের বিজয়ের স্বার্থে বাহ্যতঃ হীনকর চুক্তিতে রাযী হ'লেন।[৯০] حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ অর্থ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ 'জাহেলিয়াতের অহংকার'। سَكِينَتَهُ অর্থ الطُّمَأْنِينَةَ وَالْوَقَار 'প্রশান্তি ও স্থৈর্য' *(কুরতুবী)*।

এখানে কাফিরদের অহংকার ও হঠকারিতার বিপরীতে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রশংসা করা হয়েছে। আর এটা যে আল্লাহ্র রহমতেই সম্ভব হয়েছে সেটা বলে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন এবং তাদের জন্য তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ যুদ্ধের বদলে মদীনায় ফিরে যাওয়ার হীনকর সন্ধিচুক্তি মেনে নেওয়ার মত ধৈর্যশীল মানসিকতা আল্লাহ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

كَلِمَةُ التَّقْوَى অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কালিমাতুত তাক্বওয়া অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ *(তিরমিযী হা/৩২৬৫, সনদ ছহীহ)*। আর এটাই হ'ল কালেমা ত্বইয়েবাহ (كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ)। যা বলা হয়েছে সূরা ইবরাহীম ২৪ আয়াতে। যার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যা বর্ণিত হয়েছে হযরত আলী, হযরত ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস, সাঈদ বিন জুবায়ের, মিসওয়ার বিন মাখরামাহ, আত্বা বিন আবী রাবাহ, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ, ইবনু জারীর, আমর বিন মায়মূন, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ, ইকরিমা, যাহহাক, সুদ্দী, ইবনু যায়েদ প্রমুখ বিদ্বান থেকে। উক্ত বিষয়ে আলী, ইবনু আব্বাস ও অন্যদের থেকে 'মওকূফ ছহীহ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে *(মুহাক্কিক কুরতুবী)*। আত্বা আল-খুরাসানীও একই কথা বলেন। তবে তিনি বৃদ্ধি করেন

---

৮৯. ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর ১৪৫০, ২৩/৩৭২-৭৩ পৃ.।
৯০. বুখারী হা/২৭৩১-৩২; আবুদাঊদ হা/২৭৬৫।

‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَهِيَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَهِيَ رَأْسُ كُلِّ تَقْوَى– ‘এটি হ’ল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র সাক্ষ্য দেওয়া। আর এটি হ’ল সকল তাক্বওয়ার মূল’ *(ইবনু কাছীর)*।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۲۷﴾

(২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তার রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাইলে অবশ্যই তোমরা মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় অথবা কেশ কর্তিত অবস্থায়। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জানোনা। এছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আসন্ন বিজয়।

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۲۸﴾

(২৮) তিনিই স্বীয় রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সরল পথ ও সত্য ধর্ম সহকারে। যাতে তিনি একে অন্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন। আর এজন্য সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾

(২৯) মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল। তুমি তাদেরকে দেখবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকুকারী ও সিজদাকারী। তাদের চেহারা সমূহে সিজদার চিহ্ন থাকবে। তাদের এরূপই নমুনা বর্ণিত হয়েছে তওরাতে ও ইনজীলে। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছের ন্যায়। প্রথমে যার কলি বের হয়। অতঃপর তা শক্ত হয় ও পুষ্ট হয়। অতঃপর তা নিজ কাণ্ডে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যা কৃষককে আনন্দিত করে। যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। **(রুকূ ৪)**

তাফসীর :

(২৭) لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তার রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন’। অত্র আয়াতটি ইতিপূর্বে মদীনায় দেখানো স্বপ্নের সত্যায়ন ও তাকীদ হিসাবে নাযিল হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

ঘটনা ছিল এই যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্ন দেখানো হয়, তিনি সত্বর মক্কায় প্রবেশ করবেন ও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবেন। একথা তিনি ছাহাবীদের জানিয়ে দেন। অতঃপর যখন তিনি ওমরাহ্র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন সবাই নিশ্চিত ছিলেন যে, এটি উক্ত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হ'তে যাচ্ছে। অতঃপর ১৪০০ ছাহাবী ও ৭০টি কুরবানীর উট নিয়ে তারা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। কিন্তু হোদায়বিয়াতে পৌঁছে শত্রু পক্ষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। পরে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি মতে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তখন অনেকের মধ্যে উক্ত স্বপ্ন সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এদের পক্ষে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেন। তখন জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ؟ ‘আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে, তুমি এ বছরেই সেখানে যাবে?’ ওমর বললেন, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ ‘নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাবে ও তাওয়াফ করবে’। একই জওয়াব দিয়েছিলেন আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) *(বুখারী হা/২৭৩১-৩২)*। এ প্রসঙ্গেই অত্র আয়াত নাযিল হয় পূর্বে দেখা স্বপ্নের সত্যায়নের জন্য।[৯১] যেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে এবং অবশ্যই মুসলমানরা ‘আসন্ন বিজয়’ অর্জন করবে।

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا– ‘অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জানোনা। এছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আসন্ন বিজয়’। অর্থাৎ ওমরাহ না করে সন্ধিচুক্তির পর মদীনায় ফিরে যাওয়ার মধ্যে কি কল্যাণ ছিল তা আল্লাহ জানতেন। কিন্তু তোমরা জানতে না। অতঃপর আসন্ন বিজয় হ'ল হোদায়বিয়ার সন্ধি। অধিকাংশ মুফাসসিরের মত এটাই। ইমাম যুহরী বলেন, ‘ইসলামে এর চাইতে বড় বিজয় আর কখনো সাধিত হয়নি’ *(কুরতুবী)*। যা ছিল পরবর্তী বিজয় সমূহের ভিত্তি। যেমন হোদায়বিয়া থেকে ফিরেই ঘটে খায়বর বিজয় ও বিপুল গণীমত লাভ। এর ফলে মুসলমানরা পূর্বের চাইতে শক্তিশালী হয় এবং পূর্ণ জাঁকজমকের সাথে পরের বছর ৭ম হিজরীতে ওমরায় গমন করে। তার পরের বছর ৮ম হিজরীতে আল্লাহ্র ইচ্ছায় মক্কা বিজয় সাধিত হয়। যার কোনটাই ইতিপূর্বে মুসলমানদের জানা ছিল না।

(২৮) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ‘তিনিই স্বীয় রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সরল পথ ও সত্য ধর্ম সহকারে’। ‘স্বীয় রাসূলকে’ অর্থ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহে ওয়া

---

৯১. তাফসীর ইবনু কাছীর; বুখারী ‘তা’বীর’ অধ্যায় ‘সৎলোকদের স্বপ্ন’ অনুচ্ছেদ।

সাল্লামকে। ‘হুদা’ অর্থ সরল পথ যেটি আল্লাহ প্রেরিত, যা মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। ‘সত্য দ্বীন’ বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। অনেকে দ্বীন ও ধর্মে পার্থক্য বুঝাতে চেয়েছেন। তবে বাংলা ভাষায় ধর্ম কেবল একটি বিশ্বাসের নাম নয়, বরং তা কর্মকেও শামিল করে। একজন ধার্মিক ব্যক্তির বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে তার কর্মে ও আচরণে। দ্বীন অর্থ যদি জীবন ব্যবস্থা বলা হয়, তবে ‘ধর্ম’ বলতে সেটাকেই বুঝায়। ধার্মিক মুসলমান তিনি, যার সার্বিক জীবন ইসলাম ধর্ম দ্বারা পরিচালিত। যা ধারণ করে সে বেঁচে থাকে। এখানে অন্য সকল ধর্ম বলা হয়েছে প্রচলিত অর্থে। নইলে আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম হ'ল ইসলাম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। ‘বিজয়ী করা’ অর্থ আদর্শিক ভাবে বিজয়ী করা, বৈষয়িক ও রাজনৈতিকভাবে সর্বদা বিজয়ী হওয়াটা আবশ্যিক নয়। যদিও সেটি বিগত যুগে মুসলিম খলীফাদের আমলে ছিল। আর আগামীতে ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পর ইসলাম যে সারা বিশ্বব্যাপী পুনরায় রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী হবে, সেটি সুনিশ্চিত।[৯২]

(২৯) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ‘মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল’। مُحَمَّدٌ ‘মুবতাদা’ رَّسُولُ اللهِ ‘খবর’ অথবা ‘মওছূফ’ ও ‘ছিফাত’ *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ মুহাম্মাদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি আল্লাহ্র রাসূল।

অত্র আয়াতে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ১. মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। এর দ্বারা অবিশ্বাসীদের সকল সন্দেহবাদের অবসান ঘটানো হয়েছে। ২. ছাহাবীগণের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বাহ্যিক নিদর্শন ও উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ছাহাবী বিদ্বেষী ভ্রান্ত ফিরক্বা শী‘আদের তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে। ৩. এজন্য প্রমাণ হিসাবে তাওরাত ও ইনজীলের সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছে। ৪. ইসলামের সূচনাকাল ও দণ্ডায়মান কালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ৫. মুসলমানদের অগ্রগতি ও শক্তি বৃদ্ধিতে কাফেরদের কিরূপ অন্তর্জ্বালা হয়, সেটি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। ৬. পরিশেষে কাফেরদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করবে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সুসংবাদ শুনানো হয়েছে।

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) বলেন, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, শাম বিজয় কালে যখন নাছারারা ছাহাবীগণের চেহারা দেখে তখন তারা বলে ওঠে, وَاللهِ لَهَؤُلَاءِ خَيْرٌ مِنَ الْحَوَارِيِّينَ فِيمَا بَلَغَنَا ‘আল্লাহ্র কসম! এরা আমাদের হাওয়ারীদের চাইতে উত্তম, যেভাবে আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে’ *(ইবনু কাছীর)*। আর একথা সত্য। কেননা আল্লাহ অত্র আয়াতে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। অত্র আয়াত থেকে দলীল নিয়ে ইমাম মালেক (রহঃ) রাফেযী শী‘আদের ‘কাফের’ বলেন। যারা ছাহাবীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে। একদল বিদ্বান তাঁর এই কথার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(ইবনু কাছীর)*।

---

৯২. মাহদী : আবুদাঊদ হা/৪২৮৪-৮৫; তিরমিযী হা/২২৩২; ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৩; মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৫; ঈসা ও মাহদী : বুখারী হা/২২২২; মুসলিম হা/১৫৫; তিরমিযী হা/২২৩৩; মিশকাত হা/৫৫০৫-০৭।

وَالَّذِينَ مَعَهُ 'আর যারা তার সাথী'। অর্থ ছাহাবীগণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা হোদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে। যারা মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে ছিলেন'। তবে অন্যেরা বলেন, এর দ্বারা সাধারণভাবে সকল মুমিনকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। তবে আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কে এখানে ছাহাবীগণের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। যে বিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে (পরবর্তীতে) নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা *(তওবাহ ৯/১০০)*। আল্লাহ আরও বলেন, أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ– 'যারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না। এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রশস্ত দাতা ও সর্বজ্ঞ' *(মায়েদাহ ৫/৫৪)*।

এভাবে ছাহাবীগণের মর্যাদায় সূরা ফাৎহ ১০, ১৮ ও ২৯ আয়াত; আহযাব ২৩, হাশর ৮-৯ আয়াত সমূহে সরাসরি এবং অন্যান্য আয়াত সমূহে পরোক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ– 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, যদি তোমাদের কেউ ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে, তথাপি কেউ তাদের মর্যাদার এক মুদ (সিকি ছা') বা তার অর্ধেক পরিমাণেও পৌঁছতে পারবে না'।[৯৩]

॥ সূরা ফাৎহ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الفتح، فلله الحمد والمنة

৯৩. মুসলিম হা/২৫৪০; বুখারী হা/৩৬৭৩; মিশকাত হা/৬০০৭।

সূরা হুজুরাত (কক্ষসমূহ)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা মুজাদালাহ ৫৮/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৪৯, পারা ২৬, রুকূ ২, আয়াত ১৮, শব্দ ৩৫৩, বর্ণ ১৪৯৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللهَ ؕ اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আগে বেড়োনা। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ②

(২) হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্মফল সমূহ বিনষ্ট হবে। অথচ তোমরা জানতে পারবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ③

(৩) যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট তাদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে তাক্বওয়ার জন্য পরিশুদ্ধ করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ④

(৪) নিশ্চয়ই যারা কক্ষসমূহের পিছন থেকে তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশ নির্বোধ।

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤

(৫) যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত যতক্ষণ না তুমি তাদের কাছে বেরিয়ে আস, তাহ'লে সেটাই তাদের জন্য উত্তম হ'ত।

তাফসীর :

অত্র সূরাটি উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচার প্রশিক্ষণের সূরা হিসাবে প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে ব্যক্তিগত আদব ও সামাজিক শিষ্টাচার সমূহ সুনিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(১) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আগে বেড়োনা'। এটি একটি মৌলিক আয়াত। যাতে মুসলিম উম্মাহকে

উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন কাজে আল্লাহ ও তার রাসূলের আগে বেড়োনা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বাইরে যেয়োনা। তাহ'লে সেটি কুফরী হয়ে যেতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩/৩২)*। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'।[৯৪] এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সকল বিষয়ে মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সমাধান নেবে। সরাসরি না পেলে আল্লাহভীরু ও যোগ্য মুজতাহিদগণ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুকূলে সিদ্ধান্ত নিবেন।

(২-৫) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না'। আয়াতগুলি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে নাযিল হয়। ৯ম হিজরীতে প্রতিনিধি দল সমূহের আগমনের বছরে বনু তামীম প্রতিনিধি দল মুহাররম মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে আগমন করে। তারা এসে يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، اخْرُجْ إلينا 'হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! বেরিয়ে এসো' বলে চিৎকার দিতে থাকে। এ সময় রাসূল (ছাঃ) দুপুরে খেয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে সূরা হুজুরাত ৪-৫ আয়াত দু'টি নাযিল হয়।[৯৫] কক্ষের বাইরে থেকে ডাকাডাকির ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'হুজুরাত'। একবচন حُجْرَةٌ অর্থ কক্ষ, বহুবচনে حُجُرَاتٌ । যেমন غُرْفَةٌ বহুবচনে غُرُفَاتٌ এবং ظُلْمَةٌ বহুবচনে ظُلُمَاتٌ *(কুরতুবী)*।

অতঃপর তাদের নেতা হিসাবে কাকে নির্বাচন করা হবে, সে বিষয়ে আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে প্রস্তাব দিলেন ক্বা'ক্বা' বিন মা'বাদকে করা হউক। কিন্তু ওমর (রাঃ) প্রস্তাব দিলেন আক্বরা' বিন হাবেসকে করা হউক। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, مَا أَرَدْتَ إِلاَّ خِلاَفِي 'তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চাও'। জবাবে ওমর (রাঃ) বললেন, مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ 'আমি আপনার বিরোধিতা করতে চাই না'। এভাবে তাদের

৯৪. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, তাহকীক : মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আ'যামী; মিশকাত হা/১৮৬, তাহকীক আলবানী, সনদ হাসান; যুরক্বানী, শরহ মুওয়াত্ত্বা ক্রমিক ১৬১৪; মির'আত হা/১৮৬-এর ব্যাখ্যা।
৯৫. কুরতুবী, ইবনু হিশাম ১/৫৬২, ৫৬৭।

মধ্যে বিতর্ক হয়। যাতে তাদের কণ্ঠস্বর কিছুটা উঁচু হয়ে যায়। তখন ১-৩ আয়াত নাযিল হয়।[৯৬] এরপর থেকে তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে কথা বলতেন এমন নিম্নস্বরে যে তা বুঝতে কষ্ট হ'ত *(তিরমিযী হা/৩২৬৬; তুহফা)*।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, যখন অত্র সূরার ২য় আয়াতটি নাযিল হয়, তখন ছাবেত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস, যিনি উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, তিনি বললেন, أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِطَ عَمَلِي، أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ– 'আমিই রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে উঁচু স্বরে কথা বলে থাকি। আমার সব আমল বরবাদ হয়ে গেছে। আমি জাহান্নামের অধিবাসী'। এরপর তিনি দুঃখিত মনে নিজ বাড়ীতে বসে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার খোঁজ নেন। কয়েকজন ছাহাবী তার বাড়ীতে যান এবং তাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে খোঁজ করেছেন। তোমার কি হয়েছে? তখন তিনি আগের কথাগুলি বললেন। লোকেরা এসে রাসূল (ছাঃ)-কে কথাগুলি জানালে তিনি বলেন, بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'বরং সে জান্নাতের অধিবাসী'। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন আমরা তাকে আমাদের মধ্যে দেখতাম, তখন জানতাম তিনি জান্নাতের অধিবাসী। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যখন ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে ইয়ামামাহর যুদ্ধ হ'ল, তখন আমাদের মধ্যে অনেক সত্যের উদঘাটন হ'ল। আমরা দেখলাম যে, ছাবেত বিন ক্বায়েস এলেন সুগন্ধি মেখে কাফনের কাপড় পরিধান করে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কতইনা মন্দভাবে অভ্যস্ত করেছ তোমাদের সাথীদের। অতঃপর তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হ'লেন এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন।[৯৭]

অত্র আয়াতগুলিতে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে সমভাবে মর্যাদা প্রদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে। যেমন একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাত ধরে হাঁটছিলেন। এমন সময় ওমর তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট সবকিছুর চাইতে প্রিয়তর, কেবল আমার জীবন ব্যতীত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবনের চাইতে প্রিয়তর হব। তখন ওমর বললেন, হ্যাঁ। এখন আল্লাহ্র কসম আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চাইতে প্রিয়তর। রাসূল (ছাঃ) বললেন, الْآنَ يَا عُمَرُ 'হ্যাঁ, এখন হে ওমর!'।[৯৮] রাসূলুল্লাহ

৯৬. বুখারী হা/৪৩৬৭, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) হ'তে।
৯৭. মুসলিম হা/১১৯ (১৮৭); আহমাদ হা/১২৪২২, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬২০২।
৯৮. বুখারী হা/৬৬৩২; আহমাদ হা/১৮০৭৬।

(ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর একটি ঘটনা সম্পর্কে হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, আমি একদিন মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় পিছন থেকে একজন ব্যক্তি আমাকে হেঁচকা টান দিল। তাকিয়ে দেখি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, যাও তো, ঐ লোক দু'টিকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এস। তখন আমি তাদের নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছ? তারা বলল, ত্বায়েফ থেকে। তিনি বললেন, لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– 'যদি তোমরা এই শহরের অধিবাসী হ'তে, তাহ'লে আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম। তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের মসজিদে কণ্ঠস্বর উঁচু করেছ'।[৯৯] এর অর্থ এটা নয় যে, রাসূল (ছাঃ) কবর থেকে তাদের কণ্ঠস্বর শুনছেন। বরং এর অর্থ তাঁর ও তাঁর মসজিদের প্রতি অসম্মান করা।

২য় আয়াতের শেষে বর্ণিত أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 'এতে তোমাদের কর্মফল সমূহ বিনষ্ট হবে। অথচ তোমরা জানতে পারবে না'-এর ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, منصوب علي أنه مفعول له ক্রিয়াটি যবরযুক্ত হয়েছে এজন্য যে, বাক্যটি مفعول له বা করণকারক হয়েছে। অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু করার কারণে তোমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হবে, অথচ তোমরা জানতে পারবে না' *(কাশশাফ)*।

এটি তাঁর মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী ব্যাখ্যা। যাদের মতে একটি কবীরা গুনাহ করলেও তা ঐ ব্যক্তির যাবতীয় সৎকর্মকে বিনষ্ট করে দেয়। তারা ফাসেকদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার আক্বীদা পোষণ করেন। সেকারণ ফাসেকের ঈমান বা সৎকর্ম তাদের মতে কোন কাজে আসবে না' *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। এটি সম্পূর্ণরূপে চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার অনুরূপ।

এক্ষণে অত্র আয়াতের অর্থ হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ। কেননা এতে তাঁকে কষ্ট দেওয়া হয়। আর রাসূল (ছাঃ)-কে কষ্ট দেওয়া সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে কুফরীর পর্যায়ভুক্ত, যা আমল সমূহকে নিস্ফল করে দেয়। যেদিকে আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন 'অথচ তোমরা জানতে পারবে না' কথার মাধ্যমে *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছের আক্বীদা এই যে, শিরক ব্যতীত সকল কবীরা গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। আল্লাহ বান্দার কোন সৎকর্ম বিনষ্ট করেন না *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বান্দার সৎকর্ম সমূহ তার মন্দকর্ম সমূহকে বিদূরিত করে দেয় *(হূদ ১১/১১৪)*।

৯৯. বুখারী হা/৪৭০; মিশকাত হা/৭৪৪ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।

(৬) হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহ'লে তোমরা সেটা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন না করে বস। অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হও।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ۝

(৭) তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল রয়েছেন। যদি তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নেন, তাহ'লে তোমরাই কষ্টে পতিত হবে। বরং আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করেছেন। আর কুফরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। বস্তুতঃ এরাই হ'ল সুপথ প্রাপ্ত।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ۝

(৮) এটা আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۝

(৯) যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ'লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহ'লে তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ۝

(১০) মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। (রুকূ ১)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝

তাফসীর :

(৬) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ‘হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা সেটা যাচাই কর’। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, বহু মুফাসসির বলেছেন যে, আয়াতটি অলীদ বিন উক্ববা বিন আবু মু‘আইত্ব সম্পর্কে নাযিল হয়। যাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু মুছত্বালিক্ব গোত্রের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন। যতগুলি সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম (وَمِنْ أَحْسَنِهَا) হ’ল মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনা। যা বনু মুছত্বালিক্ব গোত্রের নেতা হারেছ বিন যেরার থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হ’লাম। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি তা কবুল করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে যাকাত দিতে বললেন। আমি তাতে রাযী হ’লাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার গোত্রের কাছে যাব। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব এবং যাকাত প্রদানের কথা বলব। যে ব্যক্তি রাযী হবে, আমি তার যাকাত জমা করব। অতঃপর হারেছের কথা মত উক্ত যাকাত নিয়ে আসার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অলীদ বিন উক্ববা বিন আবু মু‘আইত্বকে পাঠান। তিনি কিছু রাস্তা গিয়ে ভয় পেয়ে যান ও ফিরে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হারেছ যাকাত বন্ধ করেছে এবং সে আমাকে হত্যার চক্রান্ত করেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) হারেছের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা যখন মদীনা ছেড়ে যান, তখন পথিমধ্যে হারেছের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তখন হারেছ তাদের ফিরিয়ে আনেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে সব কথা খুলে বলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়’।[১০০]

মুজাহিদ ও ক্বাতাদাহ্র বর্ণনায় এসেছে যে, অলীদ এসে বলেন, হারেছ ছাদাক্বা জমা করেছে যুদ্ধ করার জন্য এবং তারা ‘মুরতাদ’ হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিষয়টি যাচাই করার জন্য খালেদ বিন অলীদকে পাঠান। তিনি রাতের বেলা সেখানে গিয়ে সর্বত্র গুপ্তচর পাঠিয়ে জানতে পারেন যে, তারা ‘মুরতাদ’ হয়নি। বরং মসজিদগুলিতে আযান শোনা গেছে ও জামা‘আত হ’তে দেখা গেছে। অতঃপর তিনি ফিরে এসে সঠিক খবর দেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়’ *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। এজন্যেই বলা হয়েছে, التَّبَيُّنُ مِنَ اللهِ والعَجَلَة مِنَ الشَّيْطَانِ– ‘যাচাইয়ের কাজটি হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর ব্যস্ত তা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে’ *(ইবনু কাছীর)*।[১০১] ইমাম কুরতুবী বলেন, অত্র আয়াতে

---

১০০. আহমাদ হা/১৮৪৮২, ৪/২৭৯, শাওয়াহেদ-এর কারণে সনদ হাসান-আরনাঊত্ব; ইবনু কাছীর; কুরতুবী হা/৫৫৬১।

১০১. হাদীছটি যঈফ; যঈফাহ হা/৭১৫৮। তবে অন্য শব্দে ‘হাসান’ সনদে এসেছে। যেমন আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, التَّأَنِّي مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ‘ধীরতা আসে আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে; আর ব্যস্ততা আসে শয়তানের পক্ষ হ’তে’ *(বায়হাক্বী হা/২০০৫৭, ১০/১০৪; ছহীহাহ হা/১৭৯৫)*।

‘খবরে ওয়াহেদ’ অর্থাৎ একক ব্যক্তির দেওয়া খবর গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলীল রয়েছে। যখন তিনি ন্যায়নিষ্ঠ হবেন *(কুরতুবী)*।

(৭) لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ‘তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রয়েছেন। যদি তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নেন, তাহ’লে তোমরাই কষ্টে পতিত হবে’। এখানে বনু মুছত্বালিক্ব-এর অবাধ্যতার খবরে তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষে ক্ষুব্ধ জনমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে খালেদকে পাঠিয়ে খবর যাচাই করে রাসূল (ছাঃ) জেনে নিয়েছিলেন যে, তারা আদৌ অবাধ্যতা করেনি, তারা নির্দোষ। এর মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, নেতাকে যাচাই-বাছাই ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। জনমত সবক্ষেত্রে মুখ্য নয়। চাপে পড়ে নেতা কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত নিলে পরে সবাইকে লজ্জিত হ’তে হয়। ‘তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল’ রয়েছেন বলে এ ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমাদের ভিতর ও বাইরের সব খবর আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিবেন। তখন তোমরা লজ্জায় পড়বে। ‘আর নবী হ’লেন মুমিনদের নিকট তাদের জীবনের চাইতে প্রিয়তর’ *(আহযাব ৩৩/৬)*। সুতরাং তোমরা তার কথাকে অগ্রাধিকার দাও। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নেতাকে যেমন কর্মীদের নিকট প্রিয়তর হ’তে হবে, কর্মী ও অনুসারীদের নিকট তেমনি নেতা হবেন সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। যে সমাজে ও সংগঠনে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক যত মধুর ও দৃঢ়, সে সমাজ ও সংগঠন তত মযবূত ও উন্নত। আর ইসলামী সমাজে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হ’ল কুরআন ও সুন্নাহ। যা কখনোই কারো ধারণা ও কল্পনার সঙ্গে আপোষ করে না। অতএব সর্বদা সেটাকেই ধারণ করে চলতে হয়। নইলে সমাজ ও ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ– ‘যদি সত্য তাদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হ’ত, তাহ’লে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। বরং আমরা তাদেরকে উপদেশ (কুরআন) দিয়েছি। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়’ *(মুমিনূন ২৩/৭১)*। বস্তুতঃ যারা উক্ত সত্যকে ধারণ করে, তারাই সুপথপ্রাপ্ত।

(৮) فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً ‘এটা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমান লাভ ও হেদায়াত পাওয়াটা আল্লাহ্‌র বিশেষ দান ও তাঁর অনুগ্রহ। এটি ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। সেজন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট হেদায়াত চাইতে হয়। তিনি যাকে খুশী সেটা দেন। যিনি অনুগ্রহভাজন হন, তাকে সর্বদা তার অনুগ্রহের হক আদায় করতে হয়। আল্লাহ্‌র দেওয়া অনুগ্রহকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হয়। তাতে সে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত হয়। পক্ষান্তরে যদি সে অহংকারী হয়, তাহ’লে সে দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

আয়াতের শেষে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কিসে বান্দার মঙ্গল রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান। বান্দা স্রেফ প্রার্থনা করবে, *আল্লাহুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র* 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'।[১০২]

(৯-১০) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 'যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও'। অত্র আয়াত দু'টি ইসলামী সমাজ পরিচালনার জন্য স্থায়ী মূলনীতি ও চিরন্তন দিগদর্শন সমতুল্য। কারণ সমাজবদ্ধ জীবনে পরস্পরে দ্বন্দ্ব হওয়াটা স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের পন্থা থাকাটাও আবশ্যিক। সব সমাজেই এটা আছে। তবে ইসলামী সমাজে এর জন্য বিশেষ কিছু নীতিমালা রয়েছে। যা মেনে চলা সকল মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

সর্বাধিক সম্ভাব্য শানে নুযূল :

হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ক্বোবাবাসী (মুসলমানেরা) পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হ'ল। এক পর্যায়ে তারা পরস্পরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ শুরু করল। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বললেন, اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ 'তোমরা আমাদের সাথে চল। আমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দেই' *(বুখারী হা/২৬৯৩)*। অতঃপর তিনি গেলেন ও তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন এবং ফিরে এলেন। তাতে ছালাত ফউত হওয়ার উপক্রম হ'ল। তখন মুছল্লীরা আবুবকরকে ইমামতির জন্য এগিয়ে দিল' *(বুখারী হা/৬৮৪)*। এর বাইরের শানে নুযূল হিসাবে হযরত আনাস *(বুখারী হা/২৬৯১)* ও উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে *(বুখারী হা/৬২০৭)* আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের নিকট দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর গমন ও তার তাচ্ছিল্যকরণ অতঃপর দু'পক্ষের মারামারি প্রসঙ্গে অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে বলে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বাস্তবসম্মত নয়। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে, طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 'মুমিনদের মধ্যকার দু'টি দল'। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের সাথে ঝগড়ার ঘটনা বদর যুদ্ধের আগেকার। যখন ইবনু উবাই ও তার দল মুসলমান হয়নি। যা উক্ত হাদীছেই স্পষ্ট। অথচ ক্বোবার ঝগড়া ও তার মীমাংসার ঘটনায় উভয় পক্ষ ছিল মুসলমান। যা আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে ঘটনা যেটাই হৌক, এটি সব যুগে সম্ভব এবং সব যুগেই সন্ধি ও মীমাংসা থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ : تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ،

১০২. বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; বাক্বারাহ ২/২০১; মুসলিম হা/২৬৯০; মিশকাত হা/২৪৮৭ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।

فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ– ‘তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে যালেম হৌক বা মযলূম হৌক। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা মযলূমকে সাহায্য করব। কিন্তু যালেমকে কিভাবে সাহায্য করব? জবাবে তিনি বললেন, তাকে যুলুম থেকে বাধা দাও। আর এটাই হ’ল তাকে সাহায্য করা’।[১০৩]

পারস্পরিক সন্ধির মূলনীতি সমূহ :

(১) সন্ধিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা (২) তৃতীয় পক্ষ থাকা (৩) সন্ধিকালে ন্যায়নীতি ও সুবিচার নিশ্চিত করা (৪) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সমুন্নত রাখা।

১. সন্ধিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা :

ইসলামী সমাজে পারস্পরিক সন্ধিকে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা এবং একে অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। যার মধ্যে আল্লাহ্র রেযামন্দী ও উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি লক্ষ্য থাকবে। সন্ধিকারীকে অবশ্যই বিবাদীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হ’তে হবে। তখন এই ব্যক্তির মর্যাদা হবে নিয়মিত ছিয়াম পালনকারী ও রাত্রি জাগরণকারী মুমিনের চাইতে উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا : بَلَى. قَالَ : صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ– ‘আমি কি তোমাদেরকে ছিয়াম-ছালাত ও ছাদাক্বার চাইতে উত্তম কোন বিষয়ের খবর দিব না? আর তা হ’ল পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করা। কেননা পরস্পরের বিবাদ হ’ল দ্বীনকে নির্মূলকারী’।[১০৪]

পারস্পরিক সন্ধির গুরুত্ব এত বেশী দেওয়া হয়েছে যে, সন্ধিকারীকে মিথ্যা বলারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে কেবল সন্ধির স্বার্থে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِى خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا– ‘ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর উত্তম কথা বলে’।[১০৫] তবে এই মিথ্যা হ’তে হবে পরস্পরে কল্যাণের স্বার্থে, ক্ষতির উদ্দেশ্যে নয়। এটাকে তাওরিয়া বা তা‘রীয বলা হয় *(ফাৎহ, নববী)*। যেভাবে ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, إِنِّي سَقِيمٌ ‘আমি অসুস্থ’ *(ছাফফাত ৩৭/৮৯)*। এর দ্বারা তিনি নিজেকে মানসিকভাবে অসুস্থ বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ‘ওদের মধ্যকার এই বড় মূর্তিটাই এ কাজ করেছে’। অর্থাৎ সেই-ই অন্য মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গেছে *(আম্বিয়া ২১/৬৩)*। এর দ্বারা তিনি বড় মূর্তিটির

১০৩. বুখারী হা/৬৯৫২; তিরমিযী হা/২২৫৫; আহমাদ হা/১১৯৬৭; মিশকাত হা/৪৯৫৭।
১০৪. তিরমিযী হা/২৫০৯; আবুদাঊদ হা/৪৯১৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪১২; মিশকাত হা/৫০৩৮।
১০৫. বুখারী হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৪৮২৫।

ক্ষমতার প্রতি কওমের অন্ধবিশ্বাস ভাঙতে চেয়েছিলেন। এছাড়া মদীনায় হিজরতকালে রাস্তায় পথিকদের প্রশ্নের উত্তরে সামনে বসা রাসূল (ছাঃ)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে আবুবকর (রাঃ) বলতেন, هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ 'এ ব্যক্তি আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন' *(বুখারী হা/৩৯১১)*। এর দ্বারা তিনি হেদায়াতের রাস্তা বুঝাতেন। কিন্তু লোকেরা ভাবত রাস্তা দেখানো কোন দক্ষ ব্যক্তি হবেন। আরবী অলংকার শাস্ত্রে এই দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যকে 'তাওরিয়া' বলা হয়। যাতে একদিকে সত্য বলা হয়। অন্যদিকে শ্রোতাকেও বুঝানো যায়।[১০৬]

২. তৃতীয় পক্ষ থাকা :

দ্বি-পাক্ষিক সমাধানই উত্তম। তবে সেটি অসম্ভব বিবেচিত হ'লে তৃতীয় পক্ষ আবশ্যক হয়। যেটা ৯ আয়াতেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ 'অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহ'লে তোমরা ঐ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে দল সীমালংঘন করে। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের (সন্ধির) দিকে ফিরে আসে'।

এতে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণের কথা বলা হয়েছে। যেটা হযরত আবুবকর (রাঃ) করেছিলেন যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এবং হযরত আলী (রাঃ) করেছিলেন অতিভক্ত যিন্দীক্ব ও বিদ্রোহী খারেজীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাধ্যমত এটি এড়িয়ে যেতে হবে। কেননা মুসলমানের রক্ত পরস্পরের জন্য হারাম। তাছাড়া অত্র আয়াতটি নাযিল হয়েছিল ক্বোবার দু'দল বিবাদকারী মুসলমানদের পরস্পরে লড়াই উপলক্ষে। যারা কেবল হাত, লাঠি, পাথর ও গাছের ডাল নিয়ে পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি। তাছাড়া তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে উম্মতকে সাবধান করে গেছেন, -لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ 'তোমরা আমার পরে পুনরায় কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করো না। তোমরা একে অপরের গর্দান মেরো না'।[১০৭] তিনি বলেছেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী'।[১০৮] আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا- 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে লা'নত করেছেন ও তার জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৪/৯৩)*।

---

১০৬. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২৩৪ পৃ.।
১০৭. বুখারী হা/১২১, ১৭৩৯; মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/২৬৫৯।
১০৮. বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/১১৬; মিশকাত হা/৪৮১৪।

Contents

এর দ্বারা বিদ্রোহী ও সমাজ বিরোধীদের ছাড় দেওয়া বুঝায় না। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'আর হে জ্ঞানীগণ! হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। যাতে তোমরা সাবধান হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِى بِلاَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ– 'আল্লাহ্র দণ্ডবিধি সমূহের মধ্যকার কোন একটি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা মহান আল্লাহ্র জনপদে ৪০ দিন বৃষ্টিপাতের চাইতে উত্তম'।[১০৯] আর দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন না করলে তো পাপীরা পাপ করেই যাবে। তাতে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। অতএব সামাজিক শৃংখলা রক্ষার জন্য 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

এখানে প্রশ্ন আসে হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ছাহাবীগণ যে পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন যারা নিরপেক্ষ ছিলেন এবং উভয় পক্ষে সন্ধিকারীর ভূমিকা পালন করেননি, তাদের বিষয়টি কেমন হবে? এর জবাব এই যে, বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, সকলের জন্য ফরয নয়। বরং এটি ফরযে কিফায়াহ। একদল করলে অন্যের জন্য উক্ত ফরয আদায় হয়ে যায়। যেমন বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর যুদ্ধের সময় সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ, উসামা বিন যায়েদ প্রমুখ ছাহাবী যুদ্ধ করেননি। পরে তারা সবাই খলীফা আলী (রাঃ)-এর নিকট ওযর পেশ করেন এবং তিনি তা কবুল করেন। বর্ণিত হয়েছে যে, মু'আবিয়া (রাঃ)-এর উপর খেলাফত সোপর্দ করার পর তিনি সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ)-এর নিরপেক্ষ ভূমিকার ব্যাপারে অভিযোগ করে বলেন, আপনি তৃতীয় পক্ষ হয়ে মীমাংসাও করেননি বা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেননি। জবাবে সা'দ তাকে বলেন, বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করায় আমি লজ্জিত'। ইবনু ওমর (রাঃ) যুদ্ধ করেননি এজন্য যে, তিনি এটাকে রাজনৈতিক বিষয়ভুক্ত গণ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, يَمْنَعُنِى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِى 'আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে এ বিষয়টি যে, আল্লাহ আমার উপর আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন'। তিনি আরও বলেন, فَقَالَ وَهَلْ تَدْرِى مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ– 'তুমি কি জানো ফিৎনা কাকে বলে? মুহাম্মাদ (ছাঃ) যুদ্ধ করেছিলেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাই ছিল ফিৎনা বা পরীক্ষা। তোমাদের মত শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধ নয়'।[১১০] তবে জমহূর বিদ্বানগণের মতে ক্ষমতা দখলের লড়াইকে ফিৎনা বলা হয়, বিদ্রোহীকে

---

১০৯. ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৭; নাসাঈ হা/৪৯০৫; মিশকাত হা/৩৫৮৮-৮৯; ছহীহাহ হা/২৩১।
১১০. বুখারী হা/৪৬৫১, ৪৫১৩; ৭০৯৫; দ্রঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই ২৬ পৃ.।

অনুগত করার লড়াইকে নয়’।[১১১] আর উসামা বিন যায়েদ যুদ্ধ করেননি এজন্য যে, তিনি তরুণ বয়সে যুদ্ধকালে এক শত্রু সেনাকে হত্যা করেছিলেন। অথচ সে কালেমা শাহাদাত পাঠ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন সে বাঁচার জন্য ভান করেছে। এতে রাসূল (ছাঃ) ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ ‘তুমি তার হৃদয় ফেড়ে দেখলে না কেন? ক্বিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এসে তোমার সামনে দাঁড়াবে, তখন তুমি কি জবাব দিবে? একথা তিনি বারবার বলতে থাকেন (কঠিন পরিণতি বুঝানোর জন্য)।[১১২] এই ঘটনার পর উসামা কসম করেন যে, তিনি কখনোই আর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না’। বস্ত্ততঃ কিছু ছাহাবীর নিরপেক্ষ থাকা এবং তৃতীয় পক্ষ হিসাবে মীমাংসাকারীর ভূমিকা পালন না করাটা ছিল তাদের ইজতিহাদী বিষয়। এটি সার্বিক ও স্থায়ী কোন মূলনীতি নয়। তাছাড়া অনেক সময় পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যখন ইচ্ছা থাকলেও কিছু করার থাকে না। অতএব ছাহাবীগণের বিষয়ে চুপ থাকাটাই যথার্থ রীতি এবং এটাই হ’ল আহলে সুন্নাতের গৃহীত নীতি।

৩. সন্ধিকালে ন্যায়নীতি ও সুবিচার নিশ্চিত করা :

এটি খুবই কঠিন। অথচ এটিই হ’ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় সাধ্যমত ও সর্বোচ্চ সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে এবং উভয় পক্ষকে সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে হ’লেও সন্ধি করতে হবে। যেভাবে রাসূল (ছাঃ) হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে ছাড় দিয়েছিলেন। সেখানে চারটি শর্তের তিনটিই ছিল বাহ্যিকভাবে তাঁর বিপক্ষে। অথচ কেবল ‘দশ বছর যুদ্ধ নয়’ শর্তটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। যদিও সাথীরা সবাই ছিলেন এর বিপক্ষে। কিন্তু পরে সবাই মেনে নিয়েছিলেন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সন্ধিকেই লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন এবং যুদ্ধের বদলে শান্তিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। যেটি ৯ আয়াতের শেষে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ- ‘তোমরা উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালবাসেন’। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا؛ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ- ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার না করতে

১১১. ফাৎহুল বারী হা/৭০৯৫-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১১২. মুসলিম হা/৯৬; বুখারী হা/৬৮৭২।

প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا– 'ন্যায় বিচারকারীরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট আরশের ডান পার্শ্বে নূরের আসনে বসবে। যারা দুনিয়াতে তাদের শাসনে ও পরিবারে এবং যাদের উপর তারা নেতৃত্ব দিয়েছে, সর্বদা ন্যায়বিচার করেছে'।[১১৩]

৪. ইসলামী চেতনা সমুন্নত রাখা :

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ– 'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। অত্র আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, উভয় পক্ষের সন্ধির সময় ইসলামী চেতনা সমুন্নত রাখতে হবে। আর এটাই হ'ল ইসলামী দাওয়াতের রূহ এবং ইসলামী সমাজের ভিত্তি। যার উপরে এই সমাজের সৌধ নির্মিত হয়। এই চেতনা থাকলে যেকোন বিবাদ সহজে মিটে যায়। আর এই চেতনা হারিয়ে গেলে ইসলামী সমাজের সবকিছু বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাবে। মুসলমানের কেবল নাম বাকী থাকবে। প্রাণহীন লাশ যেমন কবরে আশ্রয় নেয়। চেতনাহীন জাতি তেমনি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব সন্ধিকালে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে রাখতে হবে। যেন কেউ পরস্পরের ক্ষতি ও অকল্যাণের চিন্তা না করে। এ সময় কোন ব্যক্তি নয়, বরং আল্লাহ্র রজ্জু কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে মযবূত হাতল হিসাবে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ– 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নে'মতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিলেন। অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও' *(আলে*

---

১১৩. মুসলিম হা/১৮২৭ 'ইমারত' অধ্যায় 'ন্যায়বিচারক নেতার মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৬৯০।

Contents

ইমরান ৩/১০৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِى تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى– ‘তুমি মুমিনদের দেখবে পারস্পরিক অনুগ্রহ, ভালোবাসা ও দয়াশীলতায় একটি দেহের ন্যায়। যার একটি অঙ্গ ব্যথাতুর হ’লে সর্বাঙ্গে তা অনুভূত হয় জাগরণে ও জ্বর অবস্থায়’।[১১৪] ‘তারা একটি ইমারতের ন্যায়। যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। এ কথা বলে তিনি হাতের আঙ্গুলগুলিকে পরস্পরের মধ্যে দৃঢ়ভাবে মিলালেন’।[১১৫] তিনি বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ– ‘এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তাকে যুলুম করে না, লজ্জিত করে না বা লাঞ্ছিত করে না’।[১১৬] তিনি বলেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জন্য হারাম হ’ল তার রক্ত, সম্পদ ও সম্মান’।[১১৭]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾

(১১) হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ’তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হ’তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা করো না এবং একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুতঃ ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হ’ল ফাসেকী কাজ। যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

(১২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ’তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং একে অপরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ

---

১১৪. বুখারী হা/৬০১১; মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৪৯৫৩।
১১৫. বুখারী হা/৬০২৬; মুসলিম হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/৪৯৫৫।
১১৬. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।
১১৭. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।

সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।

(১৩) হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের ভিতর-বাহির সবকিছু অবগত।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْاؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ۝۱۳

তাফসীর :

(১১) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ‘হে বিশ্বাসীগণ! কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম'। অত্র আয়াতে মানব সমাজের মৌলিক কয়েকটি ত্রুটি উল্লেখ করে তা থেকে সাবধান করা হয়েছে। যেমন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করা। এখানে ব্যক্তি না বলে সম্প্রদায় বলার কারণ ব্যক্তির দোষে সম্প্রদায়ের বদনাম হয়। আর ব্যক্তির পক্ষে সম্প্রদায় এগিয়ে আসে। ফলে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় পরস্পরে অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

قَوْمٌ শব্দটির উৎপত্তিই হয়েছে قِيَامٌ (দাঁড়ানো) থেকে। لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَعَ دَاعِيهِمْ فِي الشَّدَائِدِ ‘কারণ তাদের কারু বিপদে সবাই দাঁড়িয়ে যায়। সেখান থেকে প্রত্যেক সংগঠনের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। যদিও সকলে একত্রে না দাঁড়ায়' *(কুরতুবী)*।

وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ ‘সম্প্রদায়' বলার পর ‘নারীরা' বলা হয়েছে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করার জন্য এবং সাবধান করার জন্য যে, তাদের মধ্যে পরস্পরে উপহাস করার প্রবণতাটা বেশী *(কুরতুবী)*।

বস্তুতঃ কোন সম্প্রদায়ের নাম ধরে কাউকে উপহাস করা খুবই অন্যায় কাজ। এটি কোন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে না। কেননা আল্লাহ কোন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর হেদায়াত ও রহমত সীমায়িত করেননি। সেজন্যেই তো দেখা গেছে কুরায়েশ বংশের অন্যতম নেতা হওয়া সত্ত্বেও উমাইয়া বিন খালাফ ইসলামের হেদায়াত ও আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অথচ তারই ক্রীতদাস বেলাল বিন রাবাহ কৃষ্ণকায় হাবশী গোলাম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের হেদায়াত ও আল্লাহ্র রহমত লাভে দুনিয়া ও আখেরাতে মহা সম্মানিত ছিলেন। যদিও বংশ মর্যাদা সর্বদা প্রশংসিত। কিন্তু সেজন্য অহংকার করা ও অন্য বংশকে উপহাস করা নিষিদ্ধ। এটি পাপীদের স্বভাব হিসাবে

বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ- وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ- وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ- وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَـؤُلاَءِ لَضَالُّونَ- وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ- 'নিশ্চয়ই যারা পাপী, তারা (দুনিয়ায়) মুমিনদের উপহাস করত'। 'যখন তারা তাদের অতিক্রম করত, তখন তাদের প্রতি চোখ টিপে হাসতো'। 'আর যখন তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত'। 'যখন তারা মুমিনদের দেখত, তখন বলত নিশ্চয়ই ওরা পথভ্রষ্ট'। 'অথচ তারা মুমিনদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরিত হয়নি' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৯-৩৩)*। অন্যত্র এটিকে মুনাফিকদের স্বভাব হিসাবে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ- 'মুনাফিকরা ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না জানি এমন কোন সূরা নাযিল হয় যা তাদের অন্তরের কথাগুলো ওদের কাছে ফাঁস করে দেয়। বলে দাও, তোমরা উপহাস করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সব বিষয় প্রকাশ করে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা ভয় করছ' *(তওবা ৯/৬৪)*। অন্যত্র সরাসরি ঈমান ও মুমিনদের প্রতি মুনাফিকদের উপহাস করা সম্পর্কে আল্লাহ বর্ণনা করেন, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ- اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ- 'তারা যখন ঈমানদারগণের সাথে মিশে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে নিরিবিলি হয়, তখন বলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো ওদের সাথে উপহাস করি মাত্র'। 'আল্লাহ তাদের উপহাসের বদলা নেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দেন বিভ্রান্ত অবস্থায়' *(বাক্বারাহ ২/১৪-১৫)*।

আর এটি আরও মারাত্মক গোনাহের কাজ হয়, যখন এর মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধের বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) একবার আয়েশা (রাঃ)-কে পত্র লেখেন এই মর্মে যে, আমাকে উপদেশ দিয়ে কিছু লিখুন এবং বেশী লিখবেন না। তখন আয়েশা (রাঃ) লিখলেন, سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ- 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক। অতঃপর আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের ক্রোধের বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান'..।[১১৮]

---

১১৮. তিরমিযী হা/২৪১৪; ছহীহাহ হা/২৩১১; মিশকাত হা/৫১৩০।

عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ 'হ'তে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হ'তে পারে উপহাসকৃত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কিংবা নারী উপহাসকারীর চাইতে আল্লাহ্র নিকট উত্তম। যে বিষয়ে অন্যের জানা নেই। অথবা তাদের ইখলাছ উপহাসকারীর চাইতে বেশী। যেটা কারু জানা নেই। অথবা তাদের ভবিষ্যৎ অধিক উত্তম। যা কেউ জানেনা। এজন্যেই বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করে বলেন, فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও ইযযত। যেমন এই দিন, এই মাস ও এই শহর তোমাদের জন্য হারাম' *(বুখারী হা/১৭৪২)*। তিনি আরও বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا 'এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তাকে যুলুম করে না, লজ্জিত করে না, লাঞ্ছিত করে না। তাক্বওয়া এখানে, তাক্বওয়া এখানে, বলে তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করেন'।[১১৯]

لاَ تَطْعَنُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ অর্থ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ 'তোমরা একে অপরের দোষ বর্ণনা করো না'। اللَّمْزُ اَىْ الْعَيْبُ 'লাম্য' অর্থ 'দোষ' *(কুরতুবী)*। ত্বাবারী বলেন, লাম্য হয়ে থাকে হাত, চোখ, যবান ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে এবং হাম্য হয়ে থাকে কেবল যবানের মাধ্যমে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ 'দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য' *(হুমাযাহ ১০৪/১)*।

وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ অর্থ 'একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না'। نَبَزَ يَنْبِزُ نَبْزًا أَيْ لَقَّبَـــهُ 'সে তাকে লকব দিয়েছে'। বলা হয়েছে যে, النَّبَزُ وَالنَّزَبُ অর্থ لَقَبُ السُّوءِ 'মন্দ লকব' *(কুরতুবী)*।

আবু জুবাইরাহ বিন যাহহাক (রাঃ) বলেন, 'আয়াতটি আমাদের বনু সালামা গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের প্রত্যেকের দু'তিনটা করে নাম ছিল। তাদের কারু একটি নামে ডাকা হ'লে তারা বলত হে আল্লাহ্র রাসূল! এর ফলে ঐ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়'।[১২০] রাবীর নাম মুসনাদে আহমাদে এসেছে, أَبُو جَبِيْرَةَ 'আবু জাবীরাহ' *(আহমাদ হা/১৮৩১৪)*। কেউ বলেছেন তিনি ছাহাবী ছিলেন, কেউ বলেছেন, তিনি ছাহাবী ছিলেন না *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক সংখ্যা ৯৬৬৯)*।

---

১১৯. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়।
১২০. আবুদাঊদ হা/৪৯৬২; তিরমিযী হা/৩২৬৮ প্রভৃতি।

www.ahlehadeethbd.org

بِئْسَ أَنْ يُّسَمَّى الرَّجُلُ كَافِرًا أَوْ زَانِيًا بَعْدَ إِسْلاَمِهِ অর্থ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيــمانِ وَتَوْبَتِهِ– ‘সবচেয়ে মন্দ হ’ল ইসলাম আনার পর বা তওবা করার পর কাউকে কাফের বা ব্যভিচারী নামে অভিহিত করা’ *(কুরতুবী)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘মন্দ লকবে ডাকা’ অর্থ ‘কোন মানুষ অন্যায় থেকে তওবা করলে তাকে পুনরায় ঐ নামে ডাকা’ *(কুরতুবী)*। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَــدُهُمَا– ‘যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে বলে হে কাফের! তখন দু’জনের যে কেউ উক্ত পাপের অধিকারী হবে। যদি সে ব্যক্তি যথার্থ কাফের হয়, তবে ঠিক আছে। নইলে সেটি তার উপর ফিরে আসবে যে ওটা বলেছে’।[১২১] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক মদখোরকে মারতে বললেন। তখন আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে মারতে লাগল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা ওকে ধমকাও। তখন কেউ এসে বলল, তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? তুমি কি আল্লাহ্‌র রাসূল থেকে লজ্জা পাওনা? এ সময় একজন বলল, أَخْزَاكَ اللهُ ‘আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন’। এটা শুনে আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন, তোমরা এরূপ বলো না। তোমরা তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না। বরং তোমরা বল, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْــهُ ‘হে আল্লাহ তাকে (দুনিয়াতে) ক্ষমা কর এবং (আখেরাতে) দয়া কর’।[১২২] অত্র হাদীছে স্পষ্ট যে, দণ্ডবিধি প্রয়োগের সাথে সাথে উত্তম আচরণ আবশ্যক। যাতে সে আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসে। এমনকি মৃত্যুদণ্ড হ’লেও সে যেন আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়।

وَمَــنْ لَّــمْ يَتُــبْ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الظَّــالِمُونَ ‘যারা এ থেকে তওবা করে না, তারা সীমালংঘনকারী’। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এইসব মন্দ লকবে ডাকা থেকে তওবা করে না, যার ফলে শ্রোতা কষ্ট পায়, তারা যালেম। কারণ ঐ নিষিদ্ধ কর্মটি সে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। যারা সর্বদা অন্যের চরিত্র হননে ব্যস্ত থাকেন, তারা বিষয়টি লক্ষ্য করুন।

আয়াতটি শুরু হয়েছিল لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ‘কোন সম্প্রদায় যেন কোন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে’ বক্তব্য দিয়ে। অতঃপর বলা হয়েছে, وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ‘তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা কর না’। তারপর বলা হয়েছে, وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ‘তোমরা একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকোনা’। বলা হয়েছে ‘ঈমানের পর এটাই হ’ল সবচেয়ে বড় গর্হিত কাজ’। এতে বুঝা যায় যে, السُّخْرِيَةُ অর্থাৎ কাউকে সামনাসামনি উপহাস ও

---

১২১. বুখারী হা/৬১০৪; মুসলিম হা/৬০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৮১৫ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায়।
১২২. আবুদাঊদ হা/৪৪৭৭, ৪৪৭৮; মিশকাত হা/৩৬২১ ‘দণ্ডবিধিসমূহ’ অধ্যায়।

ঠাট্টা-বিদ্রুপ করাটা হ'ল সবচেয়ে বড় অপরাধ। আর اللَّمْزُ হ'ল সামনে বা পিছনে নিন্দা করা। অতএব কুরআনী বর্ণনা ধারার সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুযায়ী 'সামনে উপহাস'টাই সবচেয়ে বড় পাপ। যা 'লাম্‌য' اللَّمْزُ অর্থাৎ 'সামনে বা পিছনে নিন্দা করা' এবং 'নাব্‌য' النَّبَزُ অর্থাৎ 'মন্দ লকবে ডাকা' বা অনুরূপ সকল বদস্বভাবী লোকদের শামিল করে। বরং এগুলি হ'ল উপহাসেরই শাখা-প্রশাখা। যা মুনাফিকদের বড় লক্ষণ। যারা সরাসরি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে বিদ্রুপ করত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ– 'আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা ছাদাক্বা বণ্টনের ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। যদি তাদেরকে ছাদাক্বা থেকে কিছু দেওয়া হয়, তাহ'লে খুশী হয়। আর যদি না দেওয়া হয়, তাহ'লে ক্রুদ্ধ হয়' *(তওবা ৯/৫৮)*। তিনি আরও বলেন, الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– 'যারা স্বেচ্ছায় ছাদাক্বা দানকারী মুমিনদের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং যাদের স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(তওবা ৯/৭৯)*।

(১২) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّـــنِّ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক'। অত্র আয়াতে كَـثِيرًا مِّـــنَ الظَّـــنِّ 'অধিক ধারণা' বলতে 'অহেতুক ধারণা' বুঝানো হয়েছে। এখানে মানব স্বভাবের তিনটি মারাত্মক ত্রুটির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। প্রথমটি হ'ল 'অহেতুক ধারণা' (بَعْضَ الظَّنِّ) এবং দ্বিতীয়টি হ'ল 'ছিদ্রান্বেষণ' (وَلاَ تَجَسَّسُـــوا)। তৃতীয়টি হ'ল 'গীবত' (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَـــدِيثِ 'তোমরা অহেতুক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণাই হ'ল সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা'।[১২৩]

উল্লেখ্য যে, শরী'আতে 'ধারণা' দুই প্রকারের : ভাল ও মন্দ। প্রথমটি 'প্রশংসিত ধারণা' (اَلظَّنُّ الْمَحْمُودُ)। এই সর্বোত্তম ধারণার উপরেই শরী'আতের অধিকাংশ হুকুম নির্ধারিত হয়। সঠিক ক্বিয়াস ও খবরে ওয়াহেদ কবুল করা, হাদীছের ছহীহ-যঈফ নির্ধারণ করা

১২৩. বুখারী হা/৫১৪৩; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়।

ইত্যাদি এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে অনেকের মন্দ ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, لَوْلَاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ– 'যখন তোমরা এরূপ অপবাদ শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করলে না? এবং কেন বললে না যে, এটি একটি সুস্পষ্ট অপবাদ মাত্র?' *(নূর ২৪/১২)*।

দ্বিতীয়টি হ'ল 'মন্দ ধারণা' (اَلظَّنُّ الْمَـــذْمُومُ)। যেমন ৬ষ্ঠ হিজরীতে ওমরায় গমনকারী রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের (হোদায়বিয়ার সফরের) বিষয়ে মুনাফিকরা প্রচার করেছিল যে, তারা কখনোই মক্কা থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَـــدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، 'বরং তোমরা ভেবেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ আর কখনোই তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। আর এই ধারণা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত ছিল' *(ফাৎহ ৪৮/১২)*।

وَلاَ تَجَسَّسُوا 'তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না'। হাদীছে تَحَسَّسُـــوا এসেছে। দু'টিরই অর্থ কাছাকাছি। আখফাশ বলেন, দু'টির অর্থে তেমন কোন দূরত্ব নেই। تَحَسُّـــس অর্থ খবর সন্ধান করা ও সে বিষয়ে যাচাই করা এবং تَجَسُّـــس অর্থ গোপন বিষয়ে তদন্ত করা। সেখান থেকে এসেছে, جَاسُوسٌ 'গুপ্তচর'। এক্ষণে আয়াতের অর্থ হ'ল خُذُوا مَا ظَهَرَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَـــوْرَاتِ الْمُسْــلِمِينَ– 'প্রকাশ্য বিষয়টি গ্রহণ করো এবং মুসলমানদের গোপন বিষয়ের পিছে পড়ো না'। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ত্রুটি সন্ধান করো না। যাতে এমন কিছু বের হয়ে পড়ে, আল্লাহ যা গোপন রেখেছেন। অথচ পরীক্ষায় দেখা যাবে যে, তার কোনই ভিত্তি নেই। এই ধারণা ব্যক্তি পর্যায়ে হ'লে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজ পর্যায়ে হ'লে সমাজ এবং জাতীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে হ'লে দেশ ধ্বংস হয়। যেমন আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَـــى الرِّيبَةَ فِى النَّاسِ أَفْسَــدَهُمْ 'শাসক যখন তার জনগণের মধ্যে গোয়েন্দাগিরি করে, তখন সে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলে'।[১২৪]

বস্তুতঃ সত্য উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের পক্ষ হ'তে নানা গোয়েন্দা সংস্থা নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন অনেক সময় সঠিক তথ্য জানতে পারে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কানভারি ও মিথ্যা ধারণার ভিত্তিতে বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষ সরকারী নির্যাতনের শিকার

১২৪. আবুদাঊদ হা/৪৮৮৯; মিশকাত হা/৩৭০৮।

হয়। বিশেষ করে গণতন্ত্রের নামে দলতান্ত্রিক সমাজে কোন কিছুকেই নিরপেক্ষভাবে দেখা হয় না। ফলে অধিকাংশ লোক পরস্পরে সন্দেহ পরায়ণ ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে থাকে। অহেতুক ধারণা ও কল্পনাই সেখানে প্রাধান্য পায়। যার অপরিহার্য পরিণতি হয়ে থাকে পরস্পরে ছিদ্রান্বেষণ। যা মারাত্মক অপরাধ।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَبَاغَضُوْا ولاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَتَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا– ‘তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা করা অধিক মিথ্যা কথা। তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, একে অপরকে পরিত্যাগ করো না, একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও’।[১২৫]

উল্লেখ্য যে, ظَنٌّ শব্দটি পবিত্র কুরআনে কয়েকটি অর্থে এসেছে। **১. ধারণা অর্থে :** যেমন আল্লাহ বলেন, (ক) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا ‘ওদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে’ *(ইউনুস ১০/৩৬)*। (খ) إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ‘সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না’ *(ইউনুস ১০/৩৬)*। (গ) إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ‘তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে’ *(আন‘আম ৬/১১৬)*। **২. সন্দেহ অর্থে :** যেমন إِنْ نَظُنُّ إِلاَ ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ‘আমরা মনে করি এটি (ক্বিয়ামত) স্রেফ একটা ধারণা মাত্র। আমরা এতে দৃঢ় বিশ্বাসী নই’ *(জাছিয়াহ ৪৫/৩২)*। **৩. অনুমান** (حِسْبَان) **অর্থে :** যেমন إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ– ‘সে ভেবেছিল যে, সে কখনোই (তার প্রভুর কাছে) ফিরে যাবে না’ *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/১৪)*। **৪. অপবাদ অর্থে :** যেমন (ক) لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ‘যখন তোমরা এরূপ অপবাদ শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন তাদের নিজেদের মানুষদের সম্পর্কে উত্তম ধারনা পোষণ করল না?’ (খ) আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে মন্দ ধারণাকে কুরআনে সরাসরি إِفْكٌ مُبِينٌ বা ‘প্রকাশ্য অপবাদ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে *(নূর ২৪/১২)*। **৫. মন্দ ধারণা অর্থে :** যেমন (ক) وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ‘আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে (যে, তিনি তার দ্বীনকে সাহায্য করবেন না)’ *(আহযাব ৩৩/১০)*। (খ) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ

১২৫. বুখারী, ফাৎহুলবারী হা/৬০৭৬; মুসলিম হা/২৫৫৯; মিশকাত হা/৫০২৮।

حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ– 'আর তারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবন ভিন্ন আর কিছু নেই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। কালের আবর্তনই আমাদেরকে ধ্বংস করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা স্রেফ ধারণা ভিত্তিক কথা বলে' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। **৬. সুধারণা অর্থে :** ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا 'মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন তাদের নিজেদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করলো না?' *(নূর ২৪/১২)*। **৭. দৃঢ় বিশ্বাস অর্থে :** যেমন (ক) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ–الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ– 'তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা কর ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে। আর তা অবশ্যই কঠিন কাজ বিনীত বান্দাগণ ব্যতীত'। 'যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা তাদের প্রভুর সাথে মুলাক্বাত করবে এবং তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৪৫-৪৬)*। (খ) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ 'আমি নিশ্চিত জানতাম যে, আমি জবাবদিহিতার সম্মুখীন হব' *(হা-ক্কাহ ৬৯/২০)*। **৮. সতর্ক ধারণা অর্থে :** যেমন (ক) وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ 'ইহূদীরা ভেবেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে রক্ষা করবে' *(হাশর ৫৯/২)*। (খ) ফেরাঊন বলেছিল, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ 'আমি অবশ্যই মূসাকে মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করি' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮; মুমিন ৪০/৩৭)*।

আলোচ্য আয়াতে كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ 'অধিক ধারণা' বাক্যে প্রথম পাঁচটি ধারণার সবগুলিকে বুঝানো হয়েছে। বাকী 'সুধারণা' রাখতে হবে সবার ব্যাপারে, যতক্ষণ না মন্দ কোন আচরণ প্রকাশিত হয়। যা সুধারণাকে পাল্টে দেয়। আর 'দৃঢ় বিশ্বাস' রাখতে হবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত অদৃশ্য জ্ঞান বিষয়ক বক্তব্য সমূহে এবং যেসব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। অতঃপর 'সতর্ক ধারণা' কোন দোষের নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদির মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে। অতএব তাদের থেকে সাবধান হও। এক্ষণে যদি তোমরা তাদের মার্জনা কর ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর ও ক্ষমা কর, তাহ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তাগাবুন ৬৪/১৪)*।

ইমাম বুখারী (রহঃ) 'যেসব ধারণা জায়েয' (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الظَّنِّ) অনুচ্ছেদে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে

মন্তব্য করেন, مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ دِيْنَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْــهِ ‘আমি ধারণা করি না যে, এই দু’জন ব্যক্তি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে’। অমনিভাবে তিনি লাইছ বিন সা‘দ থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে তিনি বলেন, كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ ‘ঐ দু’জন ব্যক্তি মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল’ *(বুখারী হা/৬০৬৭)*। ইবনু হাজার উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এগুলি নিষিদ্ধ ধারণার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সতর্ক ধারণার স্থলাভিষিক্ত (مَقَــامُ التَّحْــذِيرِ)। নিষিদ্ধ হ’ল দ্বীনদার সরল মুমিনের বিষয়ে মন্দ ধারণা (الظَّنُّ السُّوءُ) পোষণ করা *(ফাৎহুল বারী হা/৬০৬৭-এর ব্যাখ্যা, ১০/৪৮৫)*।

হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে মক্কার আলোচকরা যখন একে একে আসেন, তখন দূর থেকে দেখেই রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে সতর্ক মন্তব্য করেন।[১২৬] এগুলি দোষের নয়। মুমিনকে সদা সতর্ক থাকতেই হবে। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ– ‘মুমিন কখনো এক গর্তে দু’বার দংশিত হয় না’।[১২৭]

وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًــا ‘আর তোমাদের কেউ একে অপরের গীবত করো না’। এটি হ’ল অত্র আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় নিষিদ্ধ বিষয়। গীবত করা বা পিছনে নিন্দা করা মানুষের বদস্বভাব সমূহের অন্যতম। যা সমাজকে দূষিত করে। মানুষের মধ্যে যে দোষ আছে, সেটা তার পিছনে বলা হ’ল গীবত বা পরনিন্দা। আর যেটা নেই সেটা বলা হ’ল ‘বুহতান’ বা অপবাদ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ‘তোমার ভাইয়ের বিষয়ে আলোচনা করা যা সে অপসন্দ করে’। বলা হ’ল, যদি তার মধ্যে সে দোষ থাকে? তিনি বললেন, إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَــدْ بَهَتَّــهُ– ‘তুমি যা বলেছ, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহ’লে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সেটা না থাকে, তাহ’লে তুমি তাকে অপবাদ দিলে’।[১২৮] হযরত আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَمَّا عُرِجَ بِى مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُــوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِى

১২৬. বুখারী হা/২৭৩১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৭২; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪৫১ পৃ.।
১২৭. বুখারী হা/৬১৩৩; মুসলিম হা/২৯৯৮; মিশকাত হা/৫০৫৩ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায়।
১২৮. মুসলিম হা/২৫৮৯; আবুদাঊদ ৪৮৭৪; তিরমিযী হা/১৯৩৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৮২৮।

أَعْرَاضِهِمْ– 'মি'রাজে গিয়ে আমাকে এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল যাদের নখগুলি সব ছিল পিতলের। যা দিয়ে তারা তাদের মুখ ও বুক খামচাচ্ছিল। আমি জিব্রীলকে বললাম, এরা কারা? তিনি বললেন, যারা মানুষের গোশত খেত অর্থাৎ গীবত করত এবং তাদের সম্মান নষ্ট করত'।[১২৯]

আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ– 'হে ঐসব লোক যারা কেবল মুখে ঈমান এনেছ। কিন্তু তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের গোপন বিষয় সমূহের পিছনে পড়ো না। কেননা যে ব্যক্তি তাদের গোপন বিষয় সমূহের পিছনে পড়বে, আল্লাহ তার গোপন বিষয়ের পিছনে পড়বেন। আর আল্লাহ যার পিছনে পড়বেন, তাকে তার ঘরে লজ্জিত করবেন'।[১৩০]

الْغِيبَةُ هِيَ ذِكْرُ الْعَيْبِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ 'গীবত' হ'ল কারু পিছনে তার দোষ বর্ণনা করা' *(কুরতুবী)*। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, গীবত তিন প্রকার। যার প্রতিটিই কুরআনে আছে। গীবত, ইফ্ক ও বুহতান। গীবত হ'ল, তুমি তোমার ভাইয়ের দোষ বলবে, যা তার মধ্যে আছে। ইফ্ক হ'ল তুমি তার সম্পর্কে বলবে, যা তোমার কাছে পৌঁছে। বুহতান হ'ল, তুমি তার সম্পর্কে বলবে, যা তার মধ্যে নেই *(কুরতুবী)*। সুফিয়ান বিন ওয়ায়না (রহঃ) বলেন, সবচেয়ে নিম্নতম গীবত হ'ল কাউকে বেঁটে ও ছোট চুলওয়ালা বলা। যদি সে এটাকে অপসন্দ করে' *(কুরতুবী)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, ছাফিয়াহ্র জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে এই এই, অর্থাৎ বেঁটে (قَصِيرَةٌ)। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি এমন কথা বলেছ, তা যদি সাগরের পানিতে মিশানো হয়, তবে তা নষ্ট হয়ে যাবে'।[১৩১] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاءٌ، وَعَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ– 'তোমরা মানুষের আলোচনা থেকে দূরে থাক। কেননা সেটি হ'ল রোগ। বরং তোমরা আল্লাহ্র আলোচনা কর। কেননা সেটি হ'ল আরোগ্য' *(কুরতুবী)*।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, শারঈ কারণে বাধ্যগত অবস্থায় ৬টি ক্ষেত্রে গীবত করা মুবাহ। (১) যুলুমের বিচার প্রার্থনা। শাসক বা আদালতের নিকট অথবা যালেমের নিকট

১২৯. আবুদাঊদ হা/৪৮৭৮-৭৯; মিশকাত হা/৫০৪৬; ছহীহাহ হা/৫৩৩।
১৩০. আহমাদ হা/১৯৭৯১; আবুদাঊদ হা/৪৮৮০ হাদীছ ছহীহ; তিরমিযী হা/২০৩২; মিশকাত হা/৫০৪৪; কুরতুবী হা/৫৫৯০।
১৩১. আবুদাঊদ হা/৪৮৭৫; তিরমিযী হা/২৫০২-০৩; মিশকাত হা/৪৮৫৩।

Contents

থেকে প্রাপ্য হক আদায় করে দিতে পারেন, এমন ব্যক্তির নিকট মযলূম ব্যক্তি যালেমের বিরুদ্ধে দোষ বর্ণনা করতে পারে। (২) অন্যায় প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী ব্যক্তির নিকট সাহায্য কামনা করা এই মর্মে যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর এই এই যুলুম করেছে। এখানে উদ্দেশ্য থাকতে হবে তার উপর কৃত অন্যায় প্রতিরোধ করা। অন্য কোন কপট উদ্দেশ্য থাকলে এটি হারাম হবে। (৩) ফৎওয়া তলব করা এই মর্মে যে, আমার পিতা, ভাই বা স্বামী আমার উপর যুলুম করেছে। অথবা কারু নাম না নিয়ে বলা যে আমার উপর এই এই যুলুম হয়েছে। এ থেকে বাঁচার উপায় কি? (৪) উম্মতকে মন্দ থেকে বিরত রাখা। হাদীছের সনদ সমূহের সমালোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। এটি কেবল জায়েযই নয়, বরং হাদীছের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এটি কখনো কখনো ওয়াজিব হয়। এতদ্ব্যতীত বিয়ে-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বৈষয়িক ক্ষেত্রে পরামর্শ ও যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মন্দ দিকটি তুলে ধরা। এটা নছীহতের দৃষ্টিতে হ'তে হবে, হিংসার দৃষ্টিতে নয়। (৫) যার পাপাচার অথবা বিদ'আত সুপরিচিত। যা গোপন করলে সমাজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মন্দ শাসক ও সমাজ নেতা এবং বিদ'আতী ও দুষ্টমতি আলেমরা এর মধ্যে পড়ে। (৬) ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য। যদি কেউ বিভিন্ন উপাধিতে পরিচিত হন। যেমন ল্যাংড়া, বধির, অন্ধ, বোবা ইত্যাদি। তাকে হীন করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কেবলমাত্র পরিচয় দানের জন্য তার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই টুকরা ছিন্ন কম্বল পরিধানকারী তরুণ মুহাজির ছাহাবী 'যুল-বিজাদায়েন'-কে তার লকব ধরে ডেকেছিলেন' *(বুখারী হা/৬০৫১)*। এই ৬টি কারণের প্রতিটির বিষয়ে ছহীহ হাদীছের দলীল রয়েছে (যা উক্ত কিতাবে বর্ণিত হয়েছে)।[১৩২]

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ 'তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক'। আল্লাহ পাক এখানে গীবতকে মৃত ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন এর নিকৃষ্টতা বুঝানোর জন্য। পচা-সড়া লাশ যেমন দেহগতভাবে সবচেয়ে ঘৃণ্য, গীবত তেমনি আত্মার দিক দিয়ে সবচেয়ে ঘৃণ্য। মৃত্যুর পর লাশ ভক্ষণ যেমন মানুষের জন্য নিষিদ্ধ, জীবিতের জন্য গীবত তেমনি নিষিদ্ধ। আল্লাহ এখানে গীবতকে মৃত ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন এজন্য যে, মৃত ব্যক্তি জানতে পারেনা যে, তার গোশত ভক্ষণ করা হচ্ছে। একইভাবে জীবিত ব্যক্তি জানতে পারেনা যে, তার পিছনে গীবত করা হচ্ছে। আর গীবতের স্থলে 'মৃত ভক্ষণ' কথাটি আরবদের প্রচলিত বাকরীতির অন্তর্ভুক্ত *(কুরতুবী)*। সেকারণ কুরআনে গীবতকে 'মৃত ভক্ষণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হাদীছেও গীবতের ক্ষেত্রে মৃত ভক্ষণের কথা এসেছে এর নিকৃষ্টতা বুঝানোর জন্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ

১৩২. নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন 'কোন কোন গীবত মুবাহ' অনুচ্ছেদ-২৫৬ পৃ. ৫৭৫-৭৭।

وَمَنْ كُسِىَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও খাদ্য ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার বিনিময়ে কোন কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুন পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাকেও হেয় প্রতিপন্ন করে লোকদের নিকট নিজের বড়ত্ব যাহির করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ স্বয়ং ঐ ব্যক্তির শ্রুতি ও রিয়া প্রকাশ করে দেবার জন্য দণ্ডায়মান হবেন’।[১৩৩]

যামাখশারী বলেন, অত্র আয়াতে গীবতের নিকৃষ্টতার আধিক্য বর্ণনায় অনেকগুলি বিষয় এসেছে। যেমন (১) প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ নিশ্চয়তা বুঝানো। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের কেউ এটা পসন্দ করে না। (২) ‘চূড়ান্ত অপসন্দ’ বুঝানোর জন্য এখানে ‘পসন্দ কর’ শব্দটি আনা হয়েছে। (৩) أَيُحِبُّ ক্রিয়াকে أَحَدُكُمْ-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ أحـــد مـــن الأحـــدين ‘দু’জনের মধ্যে একজন’ও এটা পসন্দ করে না। (৪) সাধারণ মানুষের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়নি, বরং ঐ মানুষটিকে তার ভাই হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (৫) কেবল ভাই নয়, বরং মৃত ভাইয়ের গোশত বলা হয়েছে। যা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। অতঃপর যখন নিশ্চিত হওয়া গেল যে, এটা আদৌ সম্ভব নয়, তখন বলা হ’ল, فَكَرِهْتُمُوهُ ‘বস্ততঃ তোমরা এটাকে অপসন্দ করে থাক’। এর মধ্যে শর্ত লুকিয়ে রয়েছে যে, যদি এটি সঠিক হয়, তাহ’লে তোমরা এটাকে অপসন্দ কর। অতএব এটাই সাব্যস্ত হ’ল যে, মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া যেমন অপসন্দনীয়, কারু পিছনে তার নিন্দা করাটাও তেমনি অপসন্দনীয় কাজ’ *(কাশশাফ)*।

কুরতুবী বলেন, فَكَرِهْتُمُوهُ-এর দু’টি অর্থ হ’তে পারে। (১) তোমরা যেমন মৃত ভক্ষণ অপসন্দ কর, তেমনি গীবতকে অপসন্দ কর। যেমনটি মুজাহিদ বলেছেন। (২) তোমাদের গীবত করাটা যেমন তোমরা অপসন্দ করে থাক, তোমরাও তেমনি অন্যের গীবত করাকে অপসন্দ কর’। ফার্রা বলেন, যেহেতু তোমরা এটি অপসন্দ কর, অতএব তোমরা এরূপ করো না’। এখানে শর্ত উহ্য রয়েছে। ‘যদি তোমরা মৃত ভক্ষণ অপসন্দ কর, তাহ’লে তোমরা গীবতকে অপসন্দ কর’। এখানে আদেশ সূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে অপসন্দের আধিক্য (مُبَالَغَةٌ) বুঝানোর জন্য *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ এটা তো আগে থেকে অপসন্দ করেই থাক। এতে বুঝা যায় যে,

১৩৩. আবুদাঊদ হা/৪৮৮১; মিশকাত হা/৫০৪৭ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৯৩৪।

‘সামনা-সামনি কারু নিন্দা করা ও তার সম্মান নষ্ট করা জীবিত ভক্ষণের ন্যায় পাপ এবং পিছনে গীবত করা মৃত ভক্ষণের ন্যায় আরও নিকৃষ্ট পাপ।

‘গীবত’ হ’ল এক ধরনের চোগলখুরী। কেননা চোগলখোর যখন একের কথা অন্যকে লাগায় ও উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধায়, তখন তাকে অবশ্যই কিছু গীবত করতে হয়। চোগলখোরের কবর আযাবের বিখ্যাত হাদীছটিকে ইমাম বুখারী ‘গীবত’ অনুচ্ছেদে এনেছেন। এমনকি তাঁর اَلْأَدَبُ الْمُفْرَدُ হাদীছ গ্রন্থে النَّمِيمَةُ (চোগলখোর)-এর স্থলে স্পষ্টভাবে الْغِيبَةُ (গীবত) শব্দে হাদীছের কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত হাদীছে বলা হয়েছে, مَرَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ : بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ- ‘একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা বা মক্কার একটি বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দু’টি কবর থেকে দু’জন মানুষের শব্দ শোনেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, এ দু’টি কবরে আযাব হচ্ছে। তবে সেটি তেমন বড় কোন কারণে নয়। এদের এক ব্যক্তি পেশাব থেকে পর্দা করত না এবং অন্য ব্যক্তি চোগলখুরী করত…’।[১৩৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ ‘প্রথম জন পেশাব থেকে পরিচ্ছন্ন হ’ত না’ *(আবুদাঊদ হা/২০)*। অতএব গীবত হ’ল একটি মারাত্মক রোগের নাম। যা ব্যক্তিকে নষ্ট করে এবং সমাজ দেহকে জ্বরাগ্রস্ত করে।

وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ- অর্থাৎ উপরোক্ত তিনটি বদভ্যাস তথা অধিক ধারণা, গোপন বিষয় অনুসন্ধান ও পরনিন্দা থেকে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তওবা কর। কারণ খালেছ তওবা ব্যতীত এসব পাপের কোন ক্ষমা হবে না। অতঃপর আল্লাহ বান্দাকে নিরাশ না করে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী। সাথে সাথে তিনি তওবাকারীকে শাস্তি না দিয়ে স্বীয় অনুগ্রহের চাদরে ঢেকে নিবেন ও তার পাপকে নেকী দ্বারা বদলে দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا- ‘তবে তারা ব্যতীত, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু’ *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*।

---

১৩৪. বুখারী হা/২১৬; মুসলিম হা/২৯২; মিশকাত হা/৩৩৮, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে।

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর শ্রেষ্ঠ ভুলকারী হ'ল সর্বাধিক তওবাকারী'।[১৩৫] التَّوَّابُونَ অর্থ الرَّجَّاعُونَ إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ 'গোনাহ থেকে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে বারবার ফিরে আসা ব্যক্তিগণ' *(মিরক্বাত)*। 'আল্লাহকে 'তাউয়াব' এজন্য বলা হয় যে, تَوَّابٌ لِمُبَالَغَةِ الْفِعْلِ وَكَثْرَةِ قَبُولِهِ تَوْبَةَ عِبَادِهِ لِكَثْرَةِ مَنْ يَتُوبُ إِلَيْهِ– 'বান্দা যত বেশী তওবা করে, আল্লাহ তত বেশী তওবা কবুল করেন'।[১৩৬]

উর্দূ কবি বলেন,

موقوف جرم ہر کرم کا ظہور تھا
بندہ گر قصور نہ کرتے قصور تھا

'অপরাধের উপরেই দয়ার প্রকাশ। বান্দা যদি অপরাধ না করত, তবে সেটাই অপরাধ ছিল'।

ইবনু কাছীর বলেন, জমহূর বিদ্বানগণ বলেছেন, তওবার পদ্ধতি হ'ল ঐ বদভ্যাস থেকে একেবারেই ফিরে আসা এবং কখনোই আর সেকাজ না করা। অন্যান্যগণ বলেন, এটা শর্ত নয় যে, ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে ক্ষমা নিবে। কেননা তাতে সে নির্যাতনের শিকার হ'তে পারে। বরং এটাই সঠিক পন্থা যে, যে মজলিসে সে নিন্দা করেছিল, সেই মজলিসে গিয়ে তার প্রশংসা করা এবং তার বিরুদ্ধে কৃত নিন্দার সাধ্যমত প্রতিবাদ করা। তাহ'লে এটাই তার পূর্বের পাপের কাফফারা হবে *(ইবনু কাছীর)*। আর এটি দ্রুত করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ– 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করেছে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে'।[১৩৭]

১৩৫. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; তিরমিযী হা/২৪৯৯; মিশকাত হা/২৩৪১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।
১৩৬. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৩৭ আয়াত।
১৩৭. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أُرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ– ‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে কোন মুনাফিক থেকে রক্ষা করে যে তার দোষ বর্ণনা করে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির নিকট একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন যে তার গোশতকে ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনের বদনাম করে তাকে অপমান করার জন্য, তাকে আল্লাহ পুলছিরাতে আটকে দিবেন, যদি সে তার কথা থেকে বেরিয়ে না আসে’ অর্থাৎ তওবা না করে’।[১৩৮]

(১৩) إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ‘হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ’তে পার’। পূর্বের দু’টি আয়াতে পরস্পরে বিদ্রূপ, দোষারোপ, মন্দ লকবে ডাকা, অধিক ধারণা করা, ছিদ্রান্বেষণ করা, গীবত করা প্রভৃতি মন্দ স্বভাব থেকে মুসলমানদের সতর্ক করার পর, মানুষ হিসাবে সকলে সমান, সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে আল্লাহ অত্র আয়াত নাযিল করেন। আয়াতটি ইসলামের বিশ্বজনীন ধর্ম হওয়ার চিরন্তন দলীল। ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চলে বিভক্ত হ’লেও আদমের সন্তান হিসাবে সকল মানুষ সমান। পার্থক্য হবে কেবল আল্লাহভীরুতার ক্ষেত্রে। কেননা এর উপরেই মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ এবং সৎ ও অসৎ হওয়া নির্ভর করে। নইলে মানুষ হিসাবে সবাই সমান। যেমন আলী (রাঃ) বলেন,

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التِّمْثَالِ أَكْفَاءُ + أَبُوهُمُ آدَمُ وَالْأُمُّ حَوَّاءُ

نَفْسٌ كَنَفْسٍ وَأَرْوَاحٌ مُشَاكَلَةٌ + وَأَعْظُمٌ خُلِقَتْ فِيهِمْ وَأَعْضَاءُ

فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ أَصْلِهِمْ حَسَبٌ + يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطِّينُ وَالْمَاءُ

مَا الْفَضْلُ إِلاَّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمُ + عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلاَّءُ

وَقَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ + وَلِلرِّجَالِ عَلَى الْأَفْعَالِ سِيْمَاءُ

(১) অবয়বের দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান + তাদের পিতা ‘আদম’ ও মাতা ‘হাওয়া’। (২) মানুষ মানুষের মত এবং আত্মাসমূহ পরস্পরের অনুরূপ + তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থিসমূহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ। (৩) আসলে যদি তাদের জন্য মর্যাদার কিছু থাকে যা দিয়ে তারা অহংকার করতে পারে, + তবে তা হ’ল মাটি ও পানি। (৪) বস্তুতঃ কারু কোন মর্যাদা নেই জ্ঞানীদের ব্যতীত + তারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং

১৩৮. আবুদাঊদ হা/৪৮৮৩, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৯৮৬ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায়।

সত্যসন্ধানী মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক। (৫) সৎকর্ম দিয়েই মানুষের মূল্যায়ন + আর কর্মেই মানুষের পরিচয় *(কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত মক্কা বিজয়ের প্রথম দিনের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ : مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، أَنْتُمْ بَنُوْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ- قَالَ اللهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ- ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ-

'হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অংশ ও পূর্ব পুরুষের অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ দু'প্রকারের : মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগা। তোমরা আদম সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী' (আর মাটির কোন অহংকার নেই)। অতঃপর তিনি অত্র আয়াতটি পাঠ করলেন, 'হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং তিনি তোমাদের ভিতর-বাহির সবকিছু অবগত' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার এ কথাগুলি বললাম। আর আমি আমার নিজের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[১৩৯]

বিদায় হজ্জের ভাষণেও তিনি একই মর্মে বলেছেন, যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দিয়ে বলেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও

১৩৯. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৮২৮; তাফসীর ইবনু আবী হাতেম হা/১৮৬২২; তিরমিযী হা/৩২৭০; আবুদাঊদ হা/৫১১৬; মিশকাত হা/৪৮৯৯; ছহীহাহ হা/২৮০৩; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৩৮ পৃ.।

মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত’। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, অতএব উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়’।[১৪০]

এর অর্থ বংশের অহংকার ও আভিজাত্যের বড়াই নিষিদ্ধ। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, বংশ মর্যাদার কোন গুরুত্ব নেই। যেমন ওয়াছেলাহ ইবনুল আসক্বা‘ হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ– ‘আল্লাহ ইব্রাহীমের সন্তানগণের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর ইসমাঈলের সন্তানগণের মধ্য থেকে বনু কেনানাহকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর বনু কেনানাহ থেকে কুরায়েশ বংশকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর কুরায়েশ থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন’।[১৪১]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ ‘আমি ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা। কিন্তু এতে আমার কোন গর্ব নেই’।[১৪২] অমনিভাবে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রশ্নের উত্তরে যখন আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, فِينَا ذُو حَسَبٍ هُوَ ‘তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়’ তখন হেরাক্লিয়াস বলেছিলেন, كَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِى أَحْسَابِ قَوْمِهَا ‘এভাবেই নবী-রাসূলগণ তার সম্প্রদায়ের সেরা বংশে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন’।[১৪৩]

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا– ‘তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যদি তারা দ্বীনের জ্ঞানে পারদর্শী হয়’।[১৪৪] মোটকথা বংশ মর্যাদা তার স্বস্থানে অক্ষুণ্ন থাকবে। কিন্তু তার ‘উঁচু-নীচু নির্ভর করে আল্লাহভীরুতার উপরে। কারণ রাসূলুল্লাহ

---

১৪০. বায়হাক্বী -শো‘আব হা/৫১৩৭; আহমাদ হা/২৩৫৩৬; ছহীহাহ হা/২৭০০; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭২২ পৃ.।
১৪১. মুসলিম হা/২২৭৬; মিশকাত হা/৫৭৪০ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়।
১৪২. তিরমিযী হা/৩৬১৫; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৮; মিশকাত হা/৫৭৬১।
১৪৩. বুখারী হা/৪৫৫৩; মুসলিম হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/৫৮৬১; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৮ পৃ.।
১৪৪. বুখারী হা/৪৬৮৯; মুসলিম হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৪৮৯৩ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায়।

(ছাঃ) বলেন, مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 'যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না'।[১৪৫] আবু লাহাব, আবু জাহল, উমাইয়া বিন খালাফ প্রমুখ কুরায়েশ নেতারা কি তার বাস্তব উদাহরণ নন? উচ্চ বংশের হওয়া সত্ত্বেও তারা সম্মানিত হননি। অথচ উমাইয়া বিন খালাফের হাবশী ক্রীতদাস বেলাল উচ্চ সম্মানিত হয়েছিলেন স্রেফ ঈমানের কারণে।

দুনিয়াবী জীবনে যেমন তাক্বওয়া একমাত্র মানদণ্ড, পরকালীন জীবনেও তেমনি ঈমান ও সৎকর্মই বিচারের মানদণ্ড হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল দেখেন না। তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় ও কর্মসমূহ'।[১৪৬]

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 'বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে'। الشُّعُوبُ একবচনে شُعَبٌ যেমন বলা হয়, شُعَبُ عَرَب 'আরব জাতি'। সে হিসাবে الشُّعُوبُ رُءُوسُ الْقَبَائِلِ 'জাতি হ'ল গোত্র সমূহের মূল'। আর الشَّعْبُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَبِيلَةِ 'জাতি হ'ল গোত্রের চেয়ে বড়' *(কুরতুবী)*। যেমন আরবদের মধ্যে রবী'আহ, মুযার, আউস, খাযরাজ প্রভৃতি গোত্র। একইভাবে কুরায়েশ বংশের মধ্যে 'আব্দে মানাফ, বনু মুত্তালিব, বনু হাশেম, বনু মাখযূম, বনু 'আব্দে শামস, বনু আব্দিদ্দার, বনু আসাদ, বনু জুমাহ, বনু তামীম প্রভৃতি গোত্র।

لِتَعَارَفُوا 'যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার'। لِتُفَاخِرُوا 'যাতে তোমরা পরস্পরে গর্ব করতে পার' সেজন্য নয়। বস্তুতঃ পরিচিতিগত পার্থক্য ছাড়া সমাজ অচল। ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চলগত পার্থক্য আল্লাহ্রই সৃষ্টি *(রূম ৩০/২২)*। সেকারণ এটা থাকবেই এবং এটা মেনে নেওয়ার মধ্যেই সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। এটাকে অহংকারের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করলে সমাজ ধ্বংস হবে। কেননা সমাজ উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে আল্লাহভীরুতার উপর। সেকারণ এর পরেই বলা হয়েছে, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু'। আর তাক্বওয়া অর্থই হ'ল مُرَاعَاةُ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى أَمْرًا وَنَهْيًا 'আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধমূলক সীমারেখাগুলি মেনে চলা' *(কুরতুবী)*।

---

১৪৫. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪ 'ইলম' অধ্যায়।
১৪৬. মুসলিম হা/২৫৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪৩; মিশকাত হা/৫৩১৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوْلِيَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ، وَإِنْ كَانَ نَسَبٌ أَقْرَبَ مِنْ نَسَبٍ 'আমার বন্ধু হবে ক্বিয়ামতের দিন কেবল মুত্তাক্বীগণ। যদিও এক বংশ অন্য বংশের চাইতে নিকটবর্তী হবে'।[১৪৭] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِى إِنَّمَا وَلِيِّىَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ- 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে চুপে চুপে নয়, প্রকাশ্যভাবে বলতে শুনেছি যে, 'আমার পিতার বংশ আমার বন্ধু নয়, আমার বন্ধু হ'লেন আল্লাহ এবং সৎকর্মশীল মুমিনগণ'।[১৪৮] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَىُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ : أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ. قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ : فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِىُّ اللهِ ابْنُ نَبِىِّ اللهِ ابْنِ نَبِىِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ : فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِى. قَالُوا نَعَمْ. قَالَ : فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত? তিনি বলেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইব্রাহীম। লোকেরা বলল, এটি আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত হ'ল সবচেয়ে আল্লাহভীরু ব্যক্তি। লোকেরা বলল, এটি আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি, তখন তিনি বললেন, তাহ'লে আরব গোত্রগুলির মধ্যে? তাদের মধ্যে জাহেলী যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামী যুগেও তারা শ্রেষ্ঠ। যখন তারা ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হবে'।[১৪৯]

عَلِيمٌ خَبِيرٌ অর্থ عليم بكم وبأحوالكم؛ خبير بما تكونون عليه من كمال ونقص 'তিনি তোমাদের ও তোমাদের অবস্থাদি জানেন এবং তোমাদের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা বিষয়ে খবর রাখেন' *(জাযায়েরী, আয়সারুত তাফাসীর)*। خَبِيرٍ بِكُلِّ كَائِنٍ وَغَيْرِ كَائن 'যা ঘটেছে এবং যা ঘটেনি সবকিছু যিনি জানেন' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা হূদ ১-৪ আয়াত)*।

أَيْ: بِظَوَاهِرِكُمْ وَبَوَاطِنِكُمْ، وَبِالْأَتْقَى وَالْأَكْرَمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ- 'তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় সমূহ এবং তোমাদের মধ্যে কে সর্বাধিক আল্লাহভীরু

---

১৪৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৯৭, সনদ হাসান; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৪৫৪৪।
১৪৮. বুখারী হা/৫৯৯০; মুসলিম হা/২১৫।
১৪৯. বুখারী হা/৪৬৮৯; মুসলিম হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৪৮৯৩ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়।

ও সম্মানিত এবং অন্য সব খবর তিনি জানেন। তাঁর নিকটে কোন গোপন বিষয় গোপন থাকে না’ *(ক্বাসেমী)*।

(১৪) মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল তোমরা ঈমান আনোনি। বরং তোমরা বল আমরা মুসলমান হয়েছি। এখনও তোমাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি। বস্তুতঃ যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, তাতে তোমাদের কর্মফলে কোন কমতি করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ
قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ
قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ
مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾

(১৫) তারা ব্যতীত মুমিন নয়, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে। তারাই হ’ল (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾

(১৬) বল, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করতে চাও? অথচ আল্লাহ সবই জানেন যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।

قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۶﴾

(১৭) তারা ইসলাম কবুল করেছে বলে তোমাকে ধন্য করতে চায়। বল, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ বলে মনে করো না। বরং তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক।

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ
اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ
هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾

(১৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়সমূহ জানেন। আর তোমরা যা কর সবই আল্লাহ দেখেন। **(রুকূ ২)**

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

তাফসীর :

(১৪) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا 'মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল তোমরা ঈমান আনোনি। বরং তোমরা বল আমরা মুসলমান হয়েছি। এখনও তোমাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি'। আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে ছহীহ সনদে কিছু পাওয়া যায় না। তবে মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্যের ভয়ে মরুবাসীদের কিছু লোক যে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিল সেটা পরিষ্কার। সকল যুগেই এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا 'বরং তোমরা বল আমরা মুসলমান হয়েছি' বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা বল যে, নিহত বা বন্দী হওয়ার ভয়ে আমরা আজ্ঞাবহ হয়েছি। তারা নিজেদেরকে মুমিন হওয়ার উচ্চমর্যাদা দাবী করেছিল। অথচ তারা সেটি ছিল না। ফলে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ঈমান তোমাদের হৃদয়ে এখনও প্রবেশ করেনি। ঐ লোকেরা মুনাফিক ছিল না। কেননা তা হ'লে তারা লাঞ্ছিত হ'ত। যেমন তাদের অবস্থা সম্পর্কে সূরা তওবা ৪২ আয়াতে বলা হয়েছে। বরং এখানে তাদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে আদব শিখানোর জন্য *(ইবনু কাছীর)*। যেমন মুনাফিকদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ– 'যদি গণীমত নিকটবর্তী হ'ত এবং সফর কাছাকাছি হ'ত, তাহ'লে ওরা অবশ্যই তোমার অনুগামী হ'ত। কিন্তু তাদের নিকট (শাম পর্যন্ত) সফরটাই সুদীর্ঘ মনে হয়েছে। তাই সত্বর ওরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, সাধ্যে কুলালে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বের হ'তাম। এভাবে (শপথ করে) তারা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করে। অথচ আল্লাহ জানেন যে ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী' *(তওবা ৯/৪২)*।

অত্র আয়াতে قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا 'মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল তোমরা ঈমান আনোনি। বরং তোমরা বল আমরা মুসলমান হয়েছি'। অথচ বলা দরকার ছিল, قُلْ لاَ تَقُوْلُوْا آمَنَّا، وَلَكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا. أَوْ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُمْ– 'তুমি বল, তোমরা এ কথা বলো না যে, আমরা ঈমান এনেছি। বরং তোমরা বল যে, আমরা মুসলমান হয়েছি। অথবা তুমি বল, তোমরা ঈমান আনোনি, বরং তোমরা মুসলমান হয়েছ'। এর জবাব এই যে, এর মাধ্যমে প্রথমেই তাদের মুমিন হওয়ার দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং তারা যে বিষয়টি লুকাচ্ছে সেটিকে প্রতিরোধ করা হয়েছে *(কাশশাফ)*।

ঈমান ও ইসলাম :

এখানে একটা মৌলিক বিষয় সামনে এসে গেছে যে, একই স্থানে যখন ঈমান ও ইসলাম একত্রে বলা হয়, তখন ঈমান অর্থ হয় হৃদয়ের বিশ্বাস, যা অপ্রকাশ্য এবং ইসলাম অর্থ হয় ব্যবহারিক আমলসমূহ, যা প্রকাশ্য। আর যখন পৃথকভাবে ঈমান বলা হয়, তখন তার অর্থ হয় ইসলাম। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ 'আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। এখানে ঈমান অর্থ ছালাত। অর্থাৎ ১৭ মাস বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায়ের নেকী আল্লাহ বিনষ্ট করবেন না। আর ছালাত হ'ল ইসলামের প্রধান খুঁটি। বরং ছালাত হ'ল সকল সৎকর্মের মূল।

জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে পৃথকভাবে প্রশ্ন করেন ও সেভাবে রাসূল (ছাঃ) পৃথকভাবে উত্তর দেন।[১৫০] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমান হ'ল নির্দিষ্ট এবং ইসলাম হ'ল ব্যাপক। ঈমান হ'ল অন্তরের বিষয় এবং ইসলাম হ'ল বাহ্যিক আমলের বিষয়। সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার কিছু লোককে দান করেন। কিন্তু একজনকে দিলেন না। তখন সা'দ রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক অমুককে দিলেন, অথচ অমুককে দিলেন না! অথচ সে মুমিন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَوْ مُسْلِمٌ 'বরং সে মুসলিম'। এভাবে সা'দ তিনবার একই প্রশ্ন করলেন এবং রাসূল (ছাঃ) একই উত্তর দিলেন। অতঃপর বললেন, إِنِّىْ لَأُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِى النَّـارِ- 'আমি কাউকে দেই। অথচ তার চাইতে অন্যেরা আমার নিকট অধিক প্রিয়। এই ভয়ে যে তাকে আল্লাহ উপুড়মুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[১৫১]

অত্র হাদীছে মুমিন ও মুসলিমকে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ লোকটি মুসলিম ছিল, মুনাফিক নয়। রাসূল (ছাঃ) তাকে দিলেন না। বরং তাকে তার ইসলামের উপর ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ঐ লোকগুলির হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়তা লাভ করেনি। অথচ তারা যথাযোগ্য পাওনার চাইতে উচ্চ মর্যাদা দাবী করেছিল। ফলে এর মাধ্যমে তাদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়। এটিই হ'ল ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইব্রাহীম নাখাঈ, ক্বাতাদাহ প্রমুখের বক্তব্যের সারমর্ম। ইবনু জারীর এটাকেই পসন্দ করেছেন। যদিও ইমাম বুখারী বলেছেন যে, 'ঐ লোকগুলি মুনাফিক ছিল'। কিন্তু তারা আসলে তা ছিল না। এখানে 'তোমরা ঈমান আনোনি' বলে তাদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যাতে তারা অন্তরের সাথে ইসলাম পালন করে *(ইবনু কাছীর)*।

---

১৫০. মুসলিম হা/৮ মিশকাত হা/২ 'ঈমান' অধ্যায়।
১৫১. বুখারী হা/২৭; মুসলিম হা/১৫০; আহমাদ হা/১৫২২; মিশকাত হা/৪০৩০ 'জিহাদ' অধ্যায়।

কেননা তারা প্রকৃত ঈমানের স্বাদ এখনও আস্বাদন করেনি। করলে তারা ইসলাম গ্রহণের কথা বলে বড়াই করত না।

لاَ يَنْقُصُكُمْ مِنْ أُجُورِكُمْ شَيْئًا অর্থ لاَ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا 'তিনি তোমাদের পুরস্কার দানে কোনই কমতি করবেন না' *(ইবনু কাছীর)*। أَلَتَ يَأْلِتُ أَلْتًا اي الـــنَّقْصُ অর্থ 'কমতি করা' *(কুরতুবী)*। شَــيْئًا বলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অন্তরে ও বাহিরে যথাযথভাবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করলে তাদের পুরস্কার দানে সামান্যতম কমতি করা হবে না।

إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। একথা বলার মাধ্যমে পূর্বের বিষয়টি আরও যোরদার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তওবাকারীদের পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং অনুগতদের প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন।

(১৫) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ 'প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে'। ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا 'অতঃপর তাতে সন্দেহ পোষণ করে না'। الرَّيْبُ وَالرِّيْبَةُ অর্থ الشَّكُّ وَالتُّهْمَةُ 'সন্দেহ বা অপবাদ'। সেখান থেকে لَمْ يَرْتَابُوا অর্থ ঈমান আনার পরে তাদের অন্তরে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি। যদি প্রশ্ন করা হয় ঈমান আনার পরে পুনরায় সন্দেহ সৃষ্টির বিষয়টি কেন আনা হ'ল? এর উত্তর দু'ভাবে দেওয়া যায়। (১) ঈমান আনার পরেও শয়তান অনেক সময় তার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে। ফলে সে ঈমানের উপরে দৃঢ় থাকতে পারে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০)*। সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ ছাক্বাফী রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলুন, যে বিষয়ে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ 'তুমি বল আমি আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতঃপর এর উপরে দৃঢ় থাক' *(মুসলিম হা/৩৮)*। (২) ঈমানের মূল বিষয় হ'ল ইয়াক্বীন বা সন্দেহাতীত বিশ্বাস। সে বিষয়টিকে যোরদার করার জন্যই পুনরায় ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا 'অতঃপর তাতে সন্দেহ পোষণ করে না' বাক্যটি আনা হয়েছে *(কাশশাফ)*। অতঃপর তার প্রমাণ হিসাবে আনা হয়েছে, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ 'এবং আল্লাহর

পথে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে’। এখানে ‘জিহাদ’ অর্থ সশস্ত্র জিহাদ হ’তে পারে অথবা আল্লাহ্‌র পথে সকল প্রকার ইবাদতে দৃঢ় থাকার (اَلْمُجَاهَدَةُ بِالنَّفْسِ) অর্থ হ’তে পারে। যেমন হযরত আবুবকর ও ওমর করেছিলেন তাবূক যুদ্ধের সময় জিহাদ ফাণ্ডে দানের প্রতিযোগিতা করে এবং হযরত ওছমান গণী করেছিলেন নিজের মালের সর্বাধিক কুরবানী দিয়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، ‘তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা এবং যবান দ্বারা’ *(আবূদাঊদ হা/২৫০৪; মিশকাত হা/৩৮২১ আনাস (রাঃ) হ’তে)*। ছাহাবায়ে কেরামের জীবনী ছিল এর বাস্তব নমুনা।

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ– ‘তারাই হ’ল সত্যবাদী’। অর্থাৎ তারা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। মরুবাসীদের মত জানের ভয়ে বা মালের লোভে যাহেরী মুসলমান নয়, বরং প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা তাদের বিশ্বাসের মধ্যে কোন সন্দেহ লুকিয়ে রাখে না। যারা তাদের জান-মালের কুরবানী দিয়ে প্রমাণ করে যে তারা সত্যিকারের মুমিন। অত্র আয়াতে কপট বিশ্বাসী ও দুর্বল বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে।

খারেজী আক্বীদার লোকেরা অত্র আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে কপট বিশ্বাসী ও দুর্বল বিশ্বাসী মুসলমানদের ‘কাফের’ বলে এবং তাদের জান-মাল হালাল মনে করে। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত আহলেহাদীছের আক্বীদা বিরোধী। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে মুনাফিকদের সর্দার জেনেও রাসূল (ছাঃ) তাকে বা তার সাথীদেরকে হত্যা করেননি তাদের প্রকাশ্য ঈমানের কারণে। যদিও তারা মুসলমানদের নিকট ঘৃণিত ছিল।

(১৬) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ ‘বল, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করতে চাও? অথচ আল্লাহ সবই জানেন যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত’। পূর্বের ১৫ আয়াতটি নাযিলের পর মরু বেদুঈনরা এসে কসম করে বলতে থাকে যে, আমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে খাঁটি মুসলমান। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অত্র আয়াতে ধার্মিক হবার দাবীদারদের প্রতি ধিক্কার রয়েছে। কেননা যারা প্রকৃত ধার্মিক তারা মুখে ধর্মের বড়াই করে না। বরং তাদের কর্মে ও আচরণে সেটি প্রকাশ পায় ও সেভাবেই তা প্রমাণিত হয়।

(১৭) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ‘তারা ইসলাম কবুল করেছে বলে তোমাকে ধন্য করতে চায়। বল, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ বলে মনে করো না’। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বনু আসাদ গোত্রের প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে আল্লাহ্‌র রাসূলের

সামনে গর্ব করে বলেছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা ইসলাম কবুল করেছি। অথচ আপনি আমাদের কাছে কোন মুবাল্লিগ দল প্রেরণ করেননি। আরবরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিনি। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়।[১৫২] মূলতঃ এটি সকল যুগের সকল যাহেরী মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(১৮) إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়সমূহ জানেন। আর তোমরা যা কর সবই আল্লাহ দেখেন’। এর মাধ্যমে আল্লাহ বলে দিলেন যে, কেবল তোমরা নও, বরং সৃষ্টি জগতের সকল অদৃশ্য বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছে। অতএব তোমরা কোন কিছুই আল্লাহকে লুকাতে চেষ্টা করো না। অত্র আয়াতে কপট মুসলমানদের প্রতি প্রচ্ছন্ন ধমকি রয়েছে। সাথে সাথে সর্বদা ঈমান বৃদ্ধির চেষ্টায় রত থাকার জন্য প্রকৃত মুমিনদের প্রতি আহ্বান রয়েছে।

॥ সূরা হুজুরাত সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الحجرات، فلله الحمد والمنة

---

১৫২. ত্বাবারাণী কাবীর ও আওসাত্ব। এর সনদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত আছেন। যিনি বিশ্বস্ত কিন্তু মুদাল্লিস। বাকী সকল সনদ ছহীহ, হায়ছামী; ইবনু কাছীর; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৭৫-৭৬ পৃ.।

সূরা ক্বা-ফ (খণ্ডবর্ণ)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা মুরসালাত ৭৭/মাক্কী-এর পরে। তবে ইবনু আব্বাস ও ক্বাতাদাহ বলেন, ৩৮ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ (কাশশাফ, কুরতুবী) ॥

সূরা ৫০, পারা ২৬, রুকূ ৩, আয়াত ৪৫, শব্দ ৩৭৩, বর্ণ ১৪৭৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) ক্বা-ফ। শপথ মর্যাদামণ্ডিত কুরআনের।

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ①

(২) বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন দেখে বিস্ময়বোধ করে। অতঃপর অবিশ্বাসীরা বলে, এটাতো আশ্চর্যের ব্যাপার!

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِيْبٌ ②

(৩) যখন আমরা মরে যাব ও মাটি হয়ে যাব (অতঃপর পুনরুত্থিত হব) সেটাতো দূরতম বিষয়।

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ③

(৪) অথচ আমরা ভালভাবেই জানি, মাটি তাদের দেহ থেকে কূটুকু গ্রাস করে। আর আমাদের কাছে রয়েছে সুরক্ষিত কিতাব।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ④

(৫) বরং তারা সত্য আসার পর তাতে মিথ্যারোপ করেছে। ফলে তারা সংশয়ে পড়ে গেছে।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِیْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑤

তাফসীর :

(১) গুরুত্ব : উম্মে হিশাম বিনতে হারেছাহ আনছারী (রাঃ) বলেন, আমি এক বছরের বেশী সময় ধরে প্রতি জুম'আর খুৎবায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যবান থেকে সূরা ক্বা-ফ শুনে মুখস্থ করেছি' *(মুসলিম হা/৮৭৩)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাতে সূরা ক্বা-ফ ও ক্বামার পাঠ করতেন' *(মুসলিম হা/৮৯১)*। তিনি ফজরের ছালাতেও এটি পাঠ করতেন *(মুসলিম হা/৪৫৮)*। ق 'ক্বা-ফ' আরবী বর্ণমালার অন্যতম বর্ণ। যা পবিত্র কুরআনের ১৪টি খণ্ডিত বর্ণের অন্যতম। যেগুলি ভাষাগর্বী আরবদের অহংকার চূর্ণ করার জন্য ২৯টি সূরার প্রথমে এসেছে। এতে সূক্ষ্ম তাৎপর্যসমূহ রয়েছে। যে বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত (সূরা বাক্বারাহ্র শুরুতে الٓمّٓ ① -এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 'শপথ মর্যাদামণ্ডিত কুরআনের'। এর মাধ্যমে আল্লাহ কুরআনের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছেন। যার ব্যাখ্যায় তিনি অন্যত্র বলেছেন, لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ– 'সামনে বা পিছনে কোন দিক থেকেই এতে কোনরূপ মিথ্যা প্রবেশ করে না। এটি মহা প্রজ্ঞাময় ও মহা প্রশংসিত (আল্লাহ্র) পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪২)*। এই শপথের জওয়াব হ'ল পরের দু'টি আয়াত। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅত ও মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করা। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, ص؛ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ– بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ– 'ছোয়াদ; শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের'। 'কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তারা ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় লিপ্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/১-২)*। শেষের কথাগুলিই হ'ল শপথের জওয়াব। কুরআনে এ ধরনের শপথ অনেক স্থানে এসেছে *(ইবনু কাছীর)*।

(২) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ 'বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন দেখে বিস্ময়বোধ করে'। ফেরেশতা না হয়ে মানুষের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, এতে তারা বিস্মিত হয়েছিল। যেমনটি পূর্বেকার উম্মতগুলি বিস্মিত হয়েছিল। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ– 'এটা কি লোকদের জন্য বিস্ময়কর হয়েছে যে, আমরা তাদেরই মধ্যকার একজন ব্যক্তির নিকট প্রত্যাদেশ করেছি যে, তুমি লোকদের সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট যথোপযুক্ত মর্যাদা রয়েছে। (অথচ) অবিশ্বাসীরা বলে যে, এ লোকটি প্রকাশ্য জাদুকর' *(ইউনুস ১০/২)*। বস্তুতঃ এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা আল্লাহ বলেন, اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করে থাকেন' *(হজ্জ ২২/৭৫)*। যেমন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে জিব্রীল ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ এবং মানুষের মধ্য থেকে নবী-রাসূলগণ *(শাওকানী)*।

(৩) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا 'যখন আমরা মরে যাব ও মাটি হয়ে যাব (অতঃপর পুনরুত্থিত হব) সেটাতো দূরতম ব্যাপার'। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফেরদের দ্বিতীয় বিস্ময়ের বস্তু ছিল পুনরুত্থান বা ক্বিয়ামত। ফেরাঊন হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট একই ধরনের প্রশ্ন করে বলেছিল, فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى 'তাহ'লে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি (যারা তোমাদের রব-এর উপাসনা করেনি)?' জওয়াবে মূসা (আঃ) বলেছিলেন, عِلْمُهَا

عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى– ‘তাদের খবর আমার প্রতিপালকের নিকট (তাক্বদীরে) লিপিবদ্ধ আছে। আমার প্রতিপালক কোন বিষয়েই উদাসীন নন এবং কোন বিষয় তিনি বিস্মৃত হন না’ *(ত্বোয়াহা ২০/৫১-৫২)*।

(৪) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ‘আমরা ভালভাবে জানি, মাটি তাদের দেহ থেকে কতটুকু গ্রাস করে’। অবিশ্বাসীদের উত্তরে আল্লাহ একথা বলেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মাটি মানব দেহের সবকিছু খেয়ে ফেলে কেবল তার মেরুদণ্ডের নিম্নস্থ অস্থিখণ্ড (عَجْبُ الذَّنَبِ) ব্যতীত। তা থেকেই তাকে সৃষ্টি করা হবে এবং তাতেই তার দেহ কাঠামো তৈরী হবে’।[১৫৩] মানুষের চুল ও লালা, আঙ্গুলের ছাপ এবং তার দেহের ডিএনএ পরীক্ষা করে সবকিছুই এখন মানুষ টের পাচ্ছে। অতএব মাটি হয়ে যাওয়া মানুষের ঐ দেহাংশ থেকে তার পূর্ণ দেহ তৈরী করা আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ ব্যাপার।

وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ‘আর আমাদের কাছে রয়েছে সুরক্ষিত কিতাব’। অর্থ لَوْحٌ مَحْفُوظٌ ‘সুরক্ষিত ফলক’ *(বুরূজ ৮৫/২২)*। যাতে বান্দার আমলনামা লিপিবদ্ধ থাকে। যা থেকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের হিসাব নেওয়া হবে এবং কর্মফল নির্ধারিত হবে।

(৫) بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ ‘বরং তারা সত্যের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেছে’। অর্থ কুরআনে মিথ্যারোপ করেছে। এর অর্থ মুহাম্মাদ (ছাঃ) বা ইসলামও হ’তে পারে *(কুরতুবী)*। فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ অর্থ فِى أَمْرٍ مُخْتَلِفٍ وَمُلْتَبِسٍ اَوْ مُخْتَلِطٍ ‘তারা মতভেদ পূর্ণ, দ্বিধান্বিত বা তালগোল পাকানো অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে’। যেমন তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কখনো বলেছে কবি, কখনো গণৎকার, কখনো জাদুকর, কখনো পাগল, কখনো মিথ্যাবাদী ইত্যাদি। অথচ আগে বলত ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত)। তারা কখনো তালগোল পাকিয়ে ফেলত *(কুরতুবী)*। এভাবে তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত ও নিশ্চিত হ’তে পারত না। সেকারণ আল্লাহ বলেন, إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ– يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ– قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ– الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ– يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ– ‘তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত’। ‘এটি (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে পথভ্রষ্ট’। ‘ধ্বংস হৌক মিথ্যাবাদীরা’। ‘যারা ভ্রান্তির মধ্যে (পরকাল থেকে) উদাসীন হয়ে আছে’। ‘যারা (তাচ্ছিল্য ভরে) জিজ্ঞেস করে ক্বিয়ামত কবে হবে?’ *(যারিয়াত ৫১/৮-১২)*। ক্বিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের বলা হবে,–أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ– مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ

---

১৫৩. বুখারী হা/৪৮১৪; মুসলিম হা/২৯৫৫; মিশকাত হা/৫৫২১।

‘তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক অবিশ্বাসী, উদ্ধতকে’। ‘কল্যাণকর্মে সর্বাধিক বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে’ *(ক্বা-ফ ৫০/২৪-২৫)*। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, -الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ‘সত্য কেবল তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ’তে আসে। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ *(আলে ইমরান ৩/৬০)*। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় সন্দেহবাদ থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦

(৬) তারা কি তাদের (মাথার) উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে আমরা সেটি নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোনরূপ ফাটল নেই?

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧

(৭) আর পৃথিবীকে আমরা প্রসারিত করেছি এবং তাতে পাহাড় সমূহ স্থাপন করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকলপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজি।

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨

(৮) প্রত্যেক বিনীত ব্যক্তির জন্য যা চাক্ষুষ জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩

(৯) আর আমরা আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে বাগান ও শস্য বীজ উদ্গত করি।

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠

(১০) এবং দীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষসমূহ, যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুরের মোচা।

رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١

(১১) বান্দাদের জীবিকা হিসাবে। আর আমরা এর দ্বারা জীবিত করি মৃত জনপদকে। বস্তুতঃ এভাবেই হবে পুনরুত্থান।

তাফসীর :

(৬) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ ‘তারা কি তাদের (মাথার) উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে আমরা সেটি নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি?’ অবিশ্বাসীদের সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য আল্লাহ এখান থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত ৬টি আয়াতে নিজের বড় বড় সৃষ্টির উদাহরণ সমূহ তুলে ধরেছেন। যার শুরুতেই তিনি আকাশ সৃষ্টির কথা এনেছেন। যা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও হতবুদ্ধিকারী। কোন মানুষের পক্ষে যা সৃষ্টি করা কখনোই সম্ভব নয়। যেমনটি আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন- الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ–

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ– ‘তিনি স্তরে স্তরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? আবার দৃষ্টি ফিরাও। কোন ফাটল দেখতে পাও কি?’ ‘অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও। তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে’ *(মুল্ক ৬৭/৩-৪)*।

(৭) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ‘আর পৃথিবীকে আমরা প্রসারিত করেছি’। অত্র আয়াতে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুক্কায়িত রয়েছে যে, পৃথিবী প্রসারিত হ’লেও সেটি মূলতঃ গোলাকার। কেননা প্রসারিত বস্তুর শেষ প্রান্ত থাকে। কিন্তু পৃথিবীর কোন প্রান্তসীমা নেই। যেমন ফুটবল গোলাকার বিধায় তার কোন শেষ নেই। পিঁপড়া যেমন গোলাকার কলসীর সর্বত্র ছুটে বেড়ায়, মানুষ ও সৃষ্টজীব তেমনি গোলাকার পৃথিবীর সর্বত্র ছুটে বেড়ায়। কিন্তু এর শেষ খুঁজে পায় না। আবার পারস্পরিক চৌম্বিক আকর্ষণের ফলে কখনো ছিটকে পড়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যায় না। এখানে مَدَدْنَاهَا ‘আমরা তাকে প্রসারিত করেছি’ বলার অর্থ মূলতঃ এটাই। কেননা অব্যাহত প্রশস্ততা কেবল তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবী গোল হবে। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا– ‘আকাশের পর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন’ *(নাযে‘আত ৭৯/৩০)*।

وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ‘এবং তাতে পাহাড় সমূহ স্থাপন করেছি’ অর্থ ‘আমরা পৃথিবীতে দৃঢ় স্থিত পাহাড় সমূহ স্থাপন করেছি। যাতে পৃথিবী তার বাসিন্দাদের ভারে টলে না পড়ে *(কাশশাফ, ইবনু কাছীর)*।

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ– ‘আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকলপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজি’। مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ অর্থ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ حَسَنٍ مِنَ النَّبَاتَاتِ ‘নয়নাভিরাম উদ্ভিদরাজি’ *(কুরতুবী)*। এখানে نَوْعٌ না বলে زَوْجٌ বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট। আর এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানের আরেকটি গূঢ় রহস্য যে, শক্তির উৎস যে অণু, সেটাও ইলেকট্রন ও প্রোটন দু’ভাগে বিভক্ত। উভয়ে উভয়কে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। যার ফলে পৃথিবী ছিটকে পড়া থেকে টিকে আছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ– ‘আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার’ *(যারিয়াত ৫১/৪৯)*। ক্বিয়ামতের দিন জোড়ার এই আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন হবে এবং সবকিছু ধ্বংস হবে। কেবলমাত্র আল্লাহ্র চেহারা অবশিষ্ট থাকবে *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

(৯) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا ‘আর আমরা আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে বাগান ও শস্য বীজ উদ্গত করি’। এখানে বৃষ্টিকে ‘বরকতময়’ বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টজীবের প্রবৃদ্ধির উৎস হ’ল বৃষ্টি। বৃষ্টির

মধ্যে তিনি জীবনদায়িনী শক্তি সৃষ্টি করেছেন। যা কেবল আল্লাহই সৃষ্টি করেন ও তা বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে যেখানে ইচ্ছা বর্ষণ করেন। فَأَنْبَتْنَا بِهِ বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উদ্ভিদ জগতের জীবন ও ক্রমবর্ধন বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। অত্র আয়াতে বৃষ্টিপাতের সূত্র ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ নিহিত রয়েছে।

(১০) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ 'এবং দীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষসমূহ, যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুরের মোচা'। بَاسِقَاتٍ অর্থ طِوَالاً شَاهِقَاتٍ 'দীর্ঘ উঁচু' *(ইবনু কাছীর)*। طَلْعٌ অর্থ খেজুরের মোচা বা মঞ্জরী। যা থেকে বেরিয়ে পরে কাঁদিতে রূপান্তরিত হয়। نَضِيدٌ অর্থ مُتَرَاكِبٌ 'গুচ্ছ গুচ্ছ'। যতক্ষণ তা মোচার মধ্যে থাকে *(কুরতুবী)*।

(১১) رِزْقًا لِّلْعِبَادِ 'বান্দাদের জীবিকা হিসাবে। আর আমরা এর দ্বারা জীবিত করি মৃত জনপদকে'। كَذَلِكَ الْخُرُوجُ 'বস্তুতঃ এভাবেই হবে পুনরুত্থান'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক-মৃত রূপে। অতঃপর যখন আমরা তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সেটি চাঙ্গা হয় ও ফুলে ওঠে। এভাবে যিনি ওটাকে জীবিত করেন, তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবিতকারী। নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৯)*।

৬ থেকে ১১ পর্যন্ত ৬টি আয়াতে সৃষ্টি, লয় ও পুনঃসৃষ্টির উদাহরণ টেনে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, মৃত শস্যবীজ থেকে যেভাবে উদ্ভিদের জন্ম হয়, মৃত যমীনকে যেভাবে বৃষ্টি দিয়ে সজীব করা হয়, মৃত মানুষকেও তেমনি পুনরায় সৃষ্টি করা হবে।

(১২) তাদের পূর্বে মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, কূয়াবাসীরা ও ছামূদ সম্প্রদায়।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّأَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾

(১৩) এবং 'আদ, ফেরাউন ও লূতের সম্প্রদায়।

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾

(১৪) এবং জঙ্গলবাসীরা ও তুব্বা' সম্প্রদায়। তাদের প্রত্যেকে রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি অবধারিত হয়েছিল।

وَأَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

(১৫) তাহ'লে কি আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেই অক্ষম হয়ে পড়েছি? বরং ওরা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হয়েছে। **(রুকূ ১)**

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

(১৬) নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমরা জানি তার অন্তর তাকে যেসব কুমন্ত্রণা দেয়। বস্তুতঃ আমরা তার গর্দানের মূল শিরার চাইতেও নিকটে থাকি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

(১৭) যখন দু'জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ করে।

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

(১৮) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

তাফসীর :

১২, ১৩ ও ১৪ আয়াতগুলিতে বিগত যুগে আল্লাহ্র গযবে পুরাপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত ছয়টি সহ মোট আটটি সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা স্ব স্ব যুগের নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং তাদের অবাধ্যতা করেছিল। তাদের মধ্যে প্রথম ছিল নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়। যারা মহা প্লাবনে ডুবে সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। 'কূয়াবাসী' বলতে একটি কূয়াকেন্দ্রিক জনপদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা তাদের নবীকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং একজন মাত্র কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি তার উপর ঈমান এনেছিল। পরে লোকেরা উক্ত নবীকে একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করেছিল। ফলে তারা গযবে ধ্বংস হয়। তবে ইবনু জারীর এর দ্বারা 'আছহাবুল উখদূদ'কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যাদের কয়েক হাযার মুমিনকে দীর্ঘ কূয়া সমূহের মধ্যে ফেলে হত্যা করা হয়েছিল।[১৫৪] যাহহাকের বর্ণনা মতে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মবর্ষে ইয়ামনের বুকে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা বুরূজ ৫ আয়াত)*। 'জঙ্গলবাসীরা' বলতে শু'আয়েব (আঃ)-এর কওমকে বুঝানো হয়েছে। যারা প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। অতঃপর ঘনকৃষ্ণ মেঘমালারূপে আগুন এসে তাদের জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। 'তুব্বা' হ'ল ইয়ামনের বাদশাহদের লকব *(ইবনু কাছীর)*।

(১৫) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ 'তাহ'লে কি আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেই অক্ষম হয়ে পড়েছি?' অর্থ أفعجزنا عن الإبداء بالخلق 'তাহ'লে কি আমরা পুনরায় সৃষ্টি করতে অক্ষম

১৫৪. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফুরক্বান ৩৮ আয়াত; 'আছহাবুল উখদূদ' বিষয়ে হা.ফা.বা. প্রকাশিত তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা বুরূজের তাফসীর পাঠ করুন।

হয়ে গেছি?' عَيِيَ يَعْيَا عِيًّا أَيْ الْعَجْزُ 'অক্ষম হওয়া'। এর অর্থ اَلتَّعَبُ 'ক্লান্ত হওয়া' নয়। আর এটাই হ'ল প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ অর্থ *(ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ 'আমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। অথচ এতে আমাদের কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' *(ক্বা-ফ ৫০/৩৮)*। এর মধ্যে অবিশ্বাসীদের প্রতি ধমকি রয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বস্তু প্রথম বারের চাইতে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা সহজ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- 'তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ। বস্তুতঃ আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(রূম ৩০/২৭)*। তিনি বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ- 'আর মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, হাড্ডিগুলি কে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে?' 'তুমি বলে দাও, ওগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার ওগুলিকে সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে সুবিজ্ঞ' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي، كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ- আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, আর বলে কে আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবে যেভাবে আমাকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল? অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য বেশী সহজ নয় পুনরায় সৃষ্টি করার চাইতে'।[১৫৫]

بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ অর্থ بَلْ هُمْ فِي حَيْرَةٍ مِنَ الْبَعْثِ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ 'বরং তারা পুনরুত্থান সম্পর্কে সত্য ও মিথ্যার মাঝে দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে'। لَبِسَ يَلْبِسُ لَبْسًا اي اشتبه عليه الأمر 'কোন বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে পড়া'। মৃত্যুর পর ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হওয়া এবং নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়ার বিষয়ে অবিশ্বাসীরা সন্দেহ-দ্বন্দ্বের মাঝে দোদুল্যমান ছিল। তাদের ভিতরের সেই আসল কথাটাই আল্লাহ এখানে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

---

১৫৫. বুখারী হা/৪৯৭৪; মিশকাত হা/২০ 'ঈমান' অধ্যায়।

Contents

অত্র আয়াতে তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। ১. بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ছীগাহ মা'রিফাহ বা নির্দিষ্টবাচক শব্দ আনা হয়েছে। ২. فِي لَبْسٍ ছীগাহ নাকিরাহ বা অনির্দিষ্টবাচক শব্দ এবং ৩. مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ অনির্দিষ্টবাচক শব্দ আনা হয়েছে। এর মধ্যে সূক্ষ্ম তাৎপর্য এই যে, بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ নির্দিষ্টবাচক শব্দ আনা হয়েছে 'প্রথম সৃষ্টির গুরুত্ব ও বড়ত্ব বুঝানোর জন্য। যেমন يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন' *(শূরা ৪২/৪৯)*। এখানে الذُّكُورَ নির্দিষ্টবাচক শব্দ ব্যবহার করে পুত্র সন্তানের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কেননা পুরুষ শক্তিশালী ও সমাজ পরিচালনায় অগ্রগামী। তাছাড়া পুরুষ আদমে'র পাঁজর থেকে স্ত্রী 'হাওয়া'কে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে নারী স্বভাবতঃ পুরুষের অনুগত এবং সেকারণেই পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্বশীল বলা হয়েছে *(নিসা ৪/৩৪)*। এখানেও তেমনি প্রথম সৃষ্টির গুরুত্ব ও বড়ত্ব বুঝানোর জন্য بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ নির্দিষ্টবাচক শব্দ আনা হয়েছে।

পক্ষান্তরে خَلْقٍ جَدِيدٍ অনির্দিষ্টবাচক শব্দে আনা হয়েছে প্রথম সৃষ্টির তুলনায় তার কম গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। একইভাবে لَبْسٍ-কে অনির্দিষ্টবাচক শব্দে আনা হয়েছে অবিশ্বাসীদের সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের গুরুত্বহীনতা ও তার প্রতি তাচ্ছিল্য বুঝানোর জন্য *(ক্বাসেমী)*। যা মানুষের জন্য আদৌ উচিত ছিল না। কেননা সে নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়নি এবং নিজ ইচ্ছায় সে মৃত্যুবরণ করবে না। একইভাবে নিজ ইচ্ছায় সে পুনরুত্থিত হবে না। সবকিছুর পিছনে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। যিনি অদৃশ্য থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। এ বিশ্বাস প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দৃঢ়ভাবে থাকা আবশ্যক। অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দিয়ে তাই আল্লাহ অন্যত্র বলেন, زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ– 'কাফেররা ধারণা করে যে, তারা পুনরুত্থিত হবে না। বল, অবশ্যই হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আর এটি আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ' *(তাগাবুন ৬৪/৭)*।

(১৬) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমরা জানি তার অন্তর তাকে যেসব কুমন্ত্রণা দেয়'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ– 'তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদের গোপন কথা ও শলা পরামর্শগুলি শুনি না? অবশ্যই শুনি। আমাদের দূতেরা তাদের কাছ

থেকে সবই লিপিবদ্ধ করে' *(যুখরুফ ৪৩/৮০)*। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর নিযুক্ত ফেরেশতারা সবকিছু শোনেন ও তা লিপিবদ্ধ করেন। আল্লাহ মানুষের ভিতর-বাহির সব খবর রাখেন। তার দেহ, মন ও কর্মকাণ্ড সবই তাঁর সৃষ্টি। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ 'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কিছু কর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৬)*। আল্লাহ কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দা কর্মের বাস্তবায়নকারী এবং এতে সে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُـــورًا 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহ্‌র ৭৬/৩)*।

وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ 'এবং আমরা জানি তার অন্তর তাকে যেসব কুমন্ত্রণা দেয়'। الْوَسْوَسَةُ اَىْ حَدِيثُ النَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ الْخَفِـــيِّ 'কুমন্ত্রণা অর্থ মনের কথা যা গোপন কথার স্থলাভিষিক্ত' *(কুরতুবী)*। মনের মধ্যে খটকা সৃষ্টি করেই শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। এ থেকে বাঁচার জন্য সূরা নাস পড়তে হয়। তবে 'মনের খটকা' শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِى عَنْ أُمَّتِى مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যা তারা তাদের অন্তরে কল্পনা করে। যতক্ষণ না তারা সেটি প্রকাশ করে অথবা কর্মে বাস্তবায়ন করে'।[১৫৬] পক্ষান্তরে যদি সে কোন সৎকর্মের সংকল্প করে এবং তা বাস্তবায়ন নাও করে, তবু তার জন্য সে নেকী পায়। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً–

'নিশ্চয় আল্লাহ নেকী ও পাপ সমূহ লেখেন। অতঃপর যখন বান্দা কোন সৎকর্মের সংকল্প করে, কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন করে না, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। আর যখন সেটি বাস্তবায়ন করে, তখন তার জন্য দশ নেকী থেকে সাতশত নেকী এমনকি তার চাইতে বহুগুণ বেশী নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যখন সে কোন মন্দ কর্মের সংকল্প করে, কিন্তু

১৫৬. বুখারী হা/২৫২৮; মুসলিম হা/১২৭; মিশকাত হা/৬৩।

আল্লাহ্র ভয়ে সেটি করে না, তখন তার জন্য আল্লাহ একটি পূর্ণ নেকী লেখেন। আর যদি সে করে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য একটি গোনাহ লেখেন'।[১৫৭]

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 'বস্তুতঃ আমরা তার গর্দানের মূল শিরার চাইতেও নিকটে থাকি'। حَبْلِ الْوَرِيدِ অর্থ حَبْلُ الْعَاتِقِ 'গর্দানের মূল দু'টি শিরা যা কণ্ঠনালীর দু'পাশ দিয়ে ঘাড়ের দিকে চলে গেছে' *(কুরতুবী)*। যাকে 'প্রাণ শিরা' বলা হয়। যা কাটলে মানুষ মারা যায়। এর দ্বারা নৈকট্যের তুলনা বুঝানো হয়েছে।

কুরতুবী বলেন, ক্ষমতা, জ্ঞান ও দর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তার নিকটবর্তী থাকেন *(কুরতুবী)*। যামাখশারী বলেছেন, والمراد : قُرْبَ عِلْمِهِ مِنْه 'এর অর্থ : তার বিষয়ে জ্ঞানের নৈকট্য'। বায়যাভী, জালালায়েন, নাসাফী ও মাযহারী একই কথা বলেছেন।

পক্ষান্তরে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'আমরা তার নিকটবর্তী' অর্থ 'আমাদের ফেরেশতারা তার নিকটবর্তী'। যারা এর অর্থ 'ইল্ম' বা জ্ঞান বলেন, তারা পালিয়ে বাঁচেন। যাতে হুলূল ও ইত্তিহাদ[১৫৮] আবশ্যিক না হয়ে পড়ে। যা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ। এর পরের দু'টি আয়াতই তার প্রমাণ। তাছাড়া একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ– 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। অর্থাৎ ফেরেশতারা কুরআন নাযিল করেছে আল্লাহ্র হুকুমে এবং তারাই এর হেফাযতকারী।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, কুরআনে কোথাও আল্লাহ্র নৈকট্যের গুণ সকল বস্তুর নিকটবর্তী হিসাবে বর্ণিত হয়নি। বরং তাঁর এ গুণটি কুরআনে এসেছে খাছভাবে, আমভাবে নয়। অর্থাৎ যখন বান্দা তাকে ডাকে, তখন তিনি তার নিকটবর্তী হন।

তিনি বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ– 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি তাঁকে ডাকে তিনি তার নিকটবর্তী হন। যেমন ছহীহায়নে এসেছে, খায়বর যুদ্ধে বিজয় শেষে ফেরার পথে ছাহাবীগণ জোরে জোরে 'আল্লাহু আকবর' বলতে থাকলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে লোকসকল! তোমরা শান্ত

---

১৫৭. বুখারী হা/৬৪৯১, ৭৫০১; মুসলিম হা/১৩১, ১২৯; মিশকাত হা/২৩৭৪।
১৫৮. 'হুলূল' অর্থ স্বয়ং আল্লাহ তার দেহে প্রবেশ করেন এবং 'ইত্তিহাদ' হ'ল আল্লাহ ও বান্দা এক হয়ে যাওয়া।

হও। কেননা তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা ডাকছ এমন সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী এবং তিনি তোমাদের সাথে আছেন। নিশ্চয়ই যারা তাকে ডাকে, তিনি তাদের বাহনের গর্দানের চাইতে নিকটে থাকেন'।[১৫৯] একইভাবে নবী ছালেহ (আঃ) তার কওমের লোকদের বলেছিলেন, إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ– 'নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক একান্ত নিকটে এবং দো'আ কবুলকারী' *(হূদ ১১/৬১)*। আর এটা স্পষ্ট যে, قَرِيبٌ مُّجِيبٌ 'নিকটবর্তী ও দো'আ কবুলকারী' কথাটি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার সাথে যুক্ত। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থীদের ক্ষমা করার জন্য তিনি নিকটবর্তী ও দ্রুত জবাবদানকারী। তিনি ক্বারীব-কে মুজীব-এর সঙ্গে মিলিয়েছেন। আর এটা জানা কথা যে, প্রত্যেক বস্তুর জন্য তিনি জবাবদানকারী নন, বরং জবাব কেবল তাকেই দেওয়া হয়, যে তার নিকটে চায় ও তাকে আহ্বান করে। একইভাবে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টিও। আর আল্লাহ্র সামী', বাছীর, গফূর, শাকূর, মুজীব, ক্বারীব প্রত্যেকটি নামই স্বতন্ত্র (مطلق) অর্থবোধক। যা প্রত্যেক বস্তুর সাথে যুক্ত নয়। বরং সংশ্লিষ্ট অবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এক্ষণে وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 'আমরা গর্দানের মূল শিরার চাইতেও তার নিকটবর্তী' *(ক্বাফ ৫০/১৬)* আয়াতটির অর্থ 'ফেরেশতাদের মাধ্যমে তার নিকটবর্তী' (قُربُهُ إِلَيْهِ بِالْمَلَائِكَةِ)। এটিই পূর্ববর্তী সালাফ মুফাসসিরগণ থেকে সুপরিচিত। তারা বলেন, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ 'আমরা তোমাদের চাইতে তার অধিক নিকটবর্তী' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮৫)* অর্থ, মালাকুল মঊত তার পরিবারের লোকদের চাইতে তার অধিক নিকটবর্তী থাকে। কিন্তু তারা তাকে ও অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে দেখতে পায় না।

একদল বিদ্বান এই নৈকট্যের অর্থ বলেছেন, بِالْعِلْمِ 'জ্ঞান দ্বারা'। কেউ বলেছেন, জ্ঞান, শক্তি ও দর্শন দ্বারা। এইসব ব্যাখ্যা দুর্বল। তাঁরা নৈকট্য (الْقُرْبُ) শব্দটিকে 'সাথে থাকা' (الْمَعِيَّةُ) শব্দের ন্যায় ধারণা করেছেন। সালাফের নিকট যার অর্থ 'জ্ঞান' (الْعِلْمُ)। যেমন আল্লাহ বলেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم 'তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক' *(হাদীদ ৫৭/৪)*। এর অর্থ তিনি তোমাদের সাথে আছেন তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে। যদিও তাঁর সত্তা আরশের উপর সমুন্নীত। ইবনু আব্দিল বার্র ও অন্যান্য বিদ্বানগণ এ ব্যাখ্যার উপরে ছাহাবী ও তাবেঈগণের ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। যাতে কেউ

১৫৯. বুখারী হা/৪২০৫; মুসলিম হা/২৭০৪ (৪৬) প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৩০৩।

মতভেদ করেননি। বস্তুতঃ কুরআনে প্রত্যেক বস্তুর সাথে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নৈকট্যের গুণ বর্ণিত হয়নি। বরং নৈকট্যের কথা এসেছে বিশেষ অবস্থায়। যখন বান্দা তাকে আহ্বান করে।[১৬০]

(১৭) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ 'যখন দু'জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ করে'। تَلَقَّى يَتَلَقَّى تَلَقِّيًا مُتَلَقٍّ অর্থ মিলিত হওয়া, সম্ভাষণ জানানো। এখানে مُتَلَقِّيَانِ 'দু'জন সম্ভাষণকারী' অর্থ দু'জন গ্রহণকারী ফেরেশতা। যারা মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন। মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ, হাসান প্রমুখ তাবেঈগণ বলেন, ডাইনের ফেরেশতা সৎকর্ম লেখেন এবং বামের ফেরেশতা মন্দকর্ম লেখেন। হাসান বাছরী বলেন, মৃত্যুর সাথে সাথে আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়। যা ক্বিয়ামতের দিন খোলা হবে এবং বলা হবে, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا– 'তুমি পাঠ কর তোমার আমলনামা । আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৪; কুরতুবী)*।

আল্লাহ বান্দার সব কর্ম সম্পর্কে জানেন ও দেখেন, তথাপি লেখক ফেরেশতা নিযুক্ত করার কারণ হ'ল, বিচারের সময় প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং তার কর্মসমূহের দৃঢ় ভিত্তি প্রদর্শন করা। এখানে দ্বিবচনের স্থলে قَعِيدٌ একবচন আনা হয়েছে এজন্য যে, বাক্যটি ছিল عَنِ الْيَمِينِ قَعِيْدٌ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ 'ডাইনে একজন উপবিষ্ট ও বামে একজন উপবিষ্ট'। একই মর্মের হওয়ায় প্রথম قَعِيدٌ বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর قَعِيدٌ অর্থ أَكِيلٌ وَنَدِيمٌ 'দায়িত্বশীল ও সাথী' *(কুরতুবী)*।

(১৮) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে' অর্থাৎ মানুষ যখন যে কথা বলে, তখনই তা রেকর্ড করার জন্য লিপিকার ফেরেশতা সদা তৎপর থাকে। কেবল কথাই নয়, তার সকল কর্মই লিপিবদ্ধ করা হয়। এখানে مِنْ قَوْلٍ বা 'কথা' বলা হয়েছে আধিক্যের দিকে লক্ষ্য করে। কেননা মানুষের কথা তার কর্মের চেয়ে বেশী। অন্যত্র তার কর্ম লিপিবদ্ধ করার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ–كِرَامًا كَاتِبِينَ– يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ– 'অথচ তোমাদের উপরে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে'। 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ'। 'তারা জানেন তোমরা যা কর'

১৬০. তাফসীর ক্বাসেমী; মাজমু' ফাতাওয়া ৫/৪৯৩-৯৫।

(ইনফিত্বার ৮২/১০-১২)। আধুনিক যুগের সিসিটিভি ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ডার কি এর বাস্তব প্রমাণ নয়? তবে বান্দা খালেছ তওবা করলে সেটি মাফ হয়। বাকীটা রয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, –يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকটেই রয়েছে মূল কিতাব’ *(রা‘দ ১৩/৩৯; যুমার ৩৯/৫৩; তাহরীম ৬৬/৮)*। কম্পিউটারের ফাইল থেকে অপ্রয়োজনীয় লেখাগুলি যেভাবে মিটিয়ে দেওয়া হয়।

لَفَظَ يَلْفِظُ لَفْظًا অর্থ নিক্ষেপ করা। যেমন বলা হয় لَفَظَ الطَّعَامَ ‘সে মুখ থেকে খাদ্য ফেলে দিয়েছে’। সেখান থেকে এসেছে لَفْظٌ অর্থ মুখগহ্বর থেকে নিক্ষেপ করা কথা। إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ‘তখনই তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে’। জাওহারী বলেন, الْعَتِيدُ الشَّيْءُ الْحَاضِرُ الْمُهَيَّأُ ‘উপস্থিত ও সদা প্রস্তুত বস্তু’। فَرَسٌ عَتَدٌ وَعَتِدٌ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا الْمُعَدُّ لِلْجَرْيِ ‘ঐ ঘোড়া, যা দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত’ *(কুরতুবী)*।

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿۱۹﴾

(১৯) আর মৃত্যু যন্ত্রণা আসবেই সুনিশ্চিতভাবে। যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿۲۰﴾

(২০) আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। সেটা হবে প্রতিশ্রুত দিন। **(রুকূ ২)**

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿۲۱﴾

(২১) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে; সঙ্গে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী।

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿۲۲﴾

(২২) তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। অতঃপর আমরা তোমার সম্মুখ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজকে তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿۲۳﴾

(২৩) এ সময় তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত।

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۲۴﴾

(২৪) (বলা হবে) তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক অবিশ্বাসী ও উদ্ধতকে।

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿۲۵﴾

(২৫) কল্যাণকর্মে বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে।

(২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করত। অতএব তোমরা উভয়ে ওকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।	الَّذِیْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِیٰهُ فِی الْعَذَابِ الشَّدِیْدِ﴿۲۶﴾
(২৭) তার সহচর (শয়তান) বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমি তাকে অবাধ্য করিনি। বরং সে ছিল দূরতম ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।	قَالَ قَرِیْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَیْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِیْ ضَلٰلٍۭ بَعِیْدٍ﴿۲۷﴾
(২৮) (আল্লাহ বলবেন,) তোমরা আমার নিকট ঝগড়া করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে সাবধান করেছিলাম।	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَیَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَیْكُمْ بِالْوَعِیْدِ﴿۲۸﴾
(২৯) আমার নিকট কথার কোন রদবদল হয় না, আর আমি বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নই।	مَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیْدِ﴿۲۹﴾

তাফসীর :

(১৯) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ‘আর মৃত্যু যন্ত্রণা আসবেই সুনিশ্চিতভাবে। যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে’। এখানে وَجَاءَتْ অতীত কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে মৃত্যুর নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য *(কাশশাফ)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ‘আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না নিশ্চিত বিষয়টি তোমার নিকটে উপস্থিত হয়’ *(হিজর ১৫/৯৯)*। এখানে ‘নিশ্চিত বিষয়’ বলে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যেটি ভবিষ্যতে আসবেই।

مَالَ عَنْهُ وَعَدَلَ অর্থ حَادَ يَحِيدُ حُيُودًا ‘মৃত্যু যন্ত্রণা’। شِدَّةُ الْمَوْتِ অর্থ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ‘কারু থেকে মুখ ফিরানো ও ফিরে যাওয়া’। সেখান থেকে تَحِيْدُ অর্থ تَفِرُّ مِنْهُ وَتَمِيلُ عَنْهُ ‘তুমি মৃত্যু থেকে পালাতে ও মুখ ফিরাতে’ *(কুরতুবী)*।

আর মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা। যা বাহির থেকে অনেক সময় মানুষ বুঝতে পারে না। তবে অধিকাংশ বুঝতে পারেন। এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুকালীন ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সম্মুখে একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি তাতে বারবার হাত ডুবাচ্ছিলেন ও মুখে বুলাচ্ছিলেন। আর বলছিলেন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে যন্ত্রণাসমূহ’। অতঃপর তিনি তার হাত উঁচু করলেন ও বলতে থাকলেন, فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ‘সর্বোচ্চ বন্ধুর নিকটে’। এরপর তাঁর রূহ কবয

হয়ে গেল এবং হাতটি ঢলে পড়ল’।[১৬১]

(২০) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ‘আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। সেটা হবে প্রতিশ্রুত দিন’। এটি হ’ল শেষবারের ফুঁক। আর এটিই হবে পুনরুত্থানের দিন। শিঙ্গায় ফুঁক দু’বার হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ– ‘আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। অতঃপর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হবে, তবে যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। অতঃপর শিঙ্গায় আরেকটি ফুঁক দেওয়া হবে। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে’ *(যুমার ৩৯/৬৮)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالَ : أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ : أَبَيْتُ قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ : أَبَيْتُ قَالَ : أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ : أَبَيْتُ قَالَ : ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَىْءٌ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهْوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

‘উভয় ফুঁকের মধ্যবর্তী সময়কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, চল্লিশ। কিন্তু এই চল্লিশ; দিন, মাস, না বছর তা বলতে তিনি অস্বীকার করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ঐ সময় এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার স্পর্শে মরা-সড়া নিশ্চিহ্ন মানুষ সব বেঁচে উঠবে এবং স্ব স্ব মেরুদণ্ডের নিম্নদেশের অস্থিখণ্ড অবলম্বন করে ক্বিয়ামতের দিন তার অবয়ব গঠিত হবে। কেননা মানুষের অস্থিসমূহের ঐ অংশটুকু বিনষ্ট হবে না’।[১৬২]

ফুঁক দানকারী ফেরেশতার নাম ‘ইস্রাফীল’ হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের সনদ কেউ ছহীহ কেউ যঈফ বলেছেন।[১৬৩] সে হিসাবে উক্ত ফেরেশতার নাম ‘মালাকুছ ছূর’ বা শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা বলা উচিৎ। যেমনভাবে রূহ কবযকারী ফেরেশতাকে ‘আযরাঈল’ না বলে ‘মালাকুল মঊত’ বা মৃত্যুর ফেরেশতা বলা হয়।

(২১) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ‘যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে; সঙ্গে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী’। অর্থাৎ দু’জন ফেরেশতা। একজন তাকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিবে। অন্যজন সাক্ষী হিসাবে তার আমলনামা সাথে

১৬১. বুখারী হা/৬৫১০; মিশকাত হা/৫৯৫৯।
১৬২. বুখারী হা/৪৯৩৫; মুসলিম হা/২৯৫৫; মিশকাত হা/৫৫২১।
১৬৩. হায়ছামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৮৩১০; সুয়ূতী, জামে‘উল কাবীর হা/১১১; আলবানী, যঈফুত তারগীব হা/২০৮২।

করে নিয়ে যাবে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। مَعَهَا 'তার সঙ্গে থাকবে' বাক্যটি 'অবস্থা' (حَالٌ) বর্ণনাকারী হিসাবে مَحَلٌّ النَّصْبِ হয়েছে *(কাশশাফ)*। مَعَهَا স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে نَفْسٌ স্ত্রীলিঙ্গ থেকে حال হওয়ার কারণে। আর نَفْسٌ অর্থ ব্যক্তি। চাই তিনি পুরুষ হৌন বা নারী হৌন।

(২২) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا 'তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। অতঃপর আমরা তোমার সম্মুখ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি'। حَدِيْدٌ অর্থ قَوِيٌّ نَافِذٌ 'শক্তিশালী সুতীক্ষ্ণ'। حَدٌّ অর্থ ধার, তীক্ষ্ণ। সেখান থেকে حَدِيْدٌ অর্থ লোহা। যা শক্ত ও যাকে ধারালো করা যায়। এখানে 'দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর' হওয়ার অর্থ সেদিন তার গোপন কর্ম সমূহ তার সামনে প্রখর হয়ে ফুটে উঠবে। অনেকে 'দৃষ্টি' বলতে 'অন্তর্দৃষ্টি'(بَصَرُ الْقَلْبِ) বলেছেন *(কুরতুবী)* দু'টিই সম্ভব। কেননা বাহ্যদৃষ্টির মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। এখানে 'তুমি' বলে মানব জাতিকে বুঝানো হয়েছে। এক কক্ষ থেকে দরজা খুলে অপর কক্ষে প্রবেশ করলে যে অবস্থা হয়, মৃত্যুর পর মানুষ তার দুনিয়াবী জীবন শেষে পরকালীন জীবনে প্রবেশ করার পর একই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। যে জীবন সম্পর্কে সে দুনিয়াতে উদাসীন ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর সেখানে প্রবেশ করে সে সবকিছুই চাক্ষুষ দেখবে, যা সে ইতিপূর্বে কুরআন-হাদীছের মাধ্যমে জেনেছিল। অতঃপর তখন তার দৃষ্টি হবে প্রখর ও সুতীক্ষ্ণ। সবকিছুই তার চোখের সামনে ভাসবে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ– 'সেদিন তারা কত সুন্দরভাবেই না শুনবে ও দেখবে, যেদিন তারা আমাদের কাছে আসবে। অথচ যালেমরা আজ স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে' *(মারিয়াম ১৯/৩৮)*। সেদিন অবিশ্বাসীরা বলবে, وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ 'আর যদি তুমি সেই দৃশ্য দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে নত শিরে দাঁড়িয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা (পরকালের বাস্ত বতা) দেখলাম ও শুনলাম। এখন তুমি আমাদের (দুনিয়াতে) ফেরৎ পাঠাও, আমরা সৎকর্ম সম্পাদন করব। আমরা এখন দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছি' *(সাজদাহ ৩২/১২)*। কিন্তু না। তাদের জন্য দুনিয়ার দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে। আর ফিরে আসতে পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ– 'আর তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। অথচ মূর্তিপূজারী ও কবরপূজারীরা ধারণা করে যে, মৃত্যুর পরেও তারা তাদের ভক্তদের আহ্বান শুনতে পায় ও তাদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে।

উল্লেখ্য যে, নবী ও শহীদগণ কবরে জীবিত থাকেন ও রিযিক প্রাপ্ত হন *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)* অর্থ মৃত্যু পরবর্তী বরযখী জীবনে তাঁরা জীবিত থাকেন ও রিযিক প্রাপ্ত হন, দুনিয়াবী জীবনে নয়। বরযখী জীবনে থেকে দুনিয়াবী জীবনের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা কারু নেই। যামাখশারী বলেন, এখানে فِي غَفْلَةٍ বা উদাসীনতাকে فِي غِطَاءٍ বা 'পর্দা' বলা হয়েছে এজন্য যে, দুনিয়াতে সে চোখ থাকতেও দেখেনি, কান থাকতেও শোনেনি, জ্ঞান থাকতেও বুঝেনি। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তার সব উদাসীনতা চলে যাবে। তখন সে সবকিছু সরাসরি প্রত্যক্ষ করবে' *(কাশশাফ)*।

(২৩) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ 'এ সময় তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত'। عَتُدَ يَعْتُدُ عَتَاداً অর্থ সদা প্রস্তুত থাকা। সেখান থেকে عَتِيدٌ অর্থ مُعْتَدٍ مُحْضَرٌ، مَحْفُوْظٌ بِلاَ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ 'কোনরূপ কমবেশী ছাড়াই সদা প্রস্তুত ও সুরক্ষিত' *(ইবনু কাছীর)*। যা চাহিবামাত্র পেশ করা হবে। যেভাবে সিডি-ডিভিডিতে অনুপুঙ্খভাবে সবকিছু রেকর্ড থাকে সেটি এডিট করার পূর্বে। এভাবে কুরআনের প্রতিটি কথাই আধুনিক বিজ্ঞান স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে। অথচ সন্দেহবাদী ও হঠকারীরা কিছুই মানতে চায় না। দুর্ভোগ তাদের জন্য।

(২৪) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ '(বলা হবে) তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক অবিশ্বাসী ও উদ্ধতকে'। أَلْقِيَا এর অর্থ চালক ও সাক্ষী 'দুইজন ফেরেশতা' হ'তে পারে। তবে এটা আবশ্যিক নয়। কেননা জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য একজন ফেরেশতাকেও বলা হ'তে পারে। খলীল ও আখফাশ বলেন, আরবদের বিশুদ্ধ বাকরীতি হ'ল দ্বিবচন ব্যবহার করে একজনকে বুঝানো। ফার্রা বলেন, যেমন একজনের উদ্দেশ্যে বলা হয়, قُومَا عَنَّا 'তোমরা দু'জন আমাদের থেকে উঠে যাও'। এর কারণ হ'ল, সর্বদা মানুষের সর্বনিম্ন সাহায্যকারী থাকে একজন। যেমন জাহেলী আরবের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরাউল ক্বায়েস (৫০০-৫৪০ খৃ.) তার মৃত প্রেয়সীর পরিত্যক্ত ভিটাকে লক্ষ্য করে শোকগাথা রচনার শুরুতে বলছেন,

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ + بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

'তোমরা দু'জন থাম আমরা কেঁদে নেই আমার প্রেয়সী ও তার বাস্তুভিটাকে স্মরণ করে। যা দাখূল ও হাওমেলের মাঝখানে রাস্তার মোড়ে অবস্থিত' *(ঐ, মু'আল্লাক্বা)*। এখানে দু'জনকে বললেও তিনি মূলতঃ নিজেকে বলেছেন। যা একবচন *(কুরতুবী)*। অতএব অত্র আয়াতের أَلْقِيَا অর্থ 'তোমরা উভয়ের' বদলে 'তুমি' নিক্ষেপ কর' বলে একজন ফেরেশতা হ'তে পারে। كُلَّ كَفَّارٍ অর্থ كُلَّ كَافِرٍ 'প্রত্যেক অবিশ্বাসী'। যদিও كَفَّارٍ

আধিক্য বোধক বিশেষ্য (مُبَالَغَةٌ)। عَنِيْدٍ অর্থ عَانِدٌ وَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَهُوَ يَعْرِفُهُ 'উদ্ধত এবং হক জানার পরেও তার বিরোধিতাকারী'। عَنَدَ يَعْنِدُ عُنُوْدًا اَيْ خَالَفَ وَرَدَّ الْحَقَّ অর্থ দম্ভের সাথে বিরোধিতা করা ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা'। عَنِيْدٌ বহুবচনে عُنُدٌ যেমন رَغِيْفٌ বহুবচনে رُغُفٌ *(কুরতুবী)*।

(২৫) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ 'কল্যাণকর্মে বাধা দানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে'। مَنَّاعٍ আধিক্য বোধক বিশেষ্য (مُبَالَغَةٌ)। অর্থ সর্বাধিক বাধা দানকারী। কিন্তু এখানে مَانِعٌ বা প্রত্যেক বাআদানকারীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন পূর্বের আয়াতে كَفَّارٍ বলে প্রত্যেক কাফেরকে বুঝানো হয়েছে। لِلْخَيْرِ অর্থ কল্যাণকর্ম, যা যাকাত প্রদান সহ আল্লাহ্‌র পথে সকল প্রকার ব্যয়কে শামিল করে। এছাড়া সকল ধরনের কল্যাণময় কথা ও কর্মকে বুঝায়, যে কাজে কাফের-মুনাফিকরা কখনো উৎসাহী হয় না। مُعْتَدٍ 'সীমালংঘনকারী'। এখানে তাওহীদকে অস্বীকারকারী, আল্লাহ্‌র বিধান অমান্যকারী ও সীমালংঘনকারী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। اعْتَدَى يَعْتَدِي اعْتِدَاءً অর্থ সীমালংঘন করা, যুলুম করা ইত্যাদি। সেখান থেকে مُعْتَدٍ অর্থ যালেম। مُرِيْبٌ অর্থ 'সন্দেহে পতিত ব্যক্তি' বা 'সন্দেহ পোষণকারী'। এখানে অর্থ شَاكٌّ فِي التَّوْحِيدِ 'আল্লাহ্‌র একত্বে সন্দেহ পোষণকারী'। আর এরা হ'ল মুশরিক। أَرَابَ يُرِيْبُ إِرَابَةً مِنَ الرَّيْبِ 'সন্দেহে পতিত হওয়া' *(কুরতুবী)*।

(২৬) فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ 'কঠিন শাস্তিতে' বলে জাহান্নামের শাস্তির আধিক্য বুঝানো হয়েছে।

(২৭) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ 'তার সহচর (শয়তান) বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমি তাকে অবাধ্য করিনি। বরং সে ছিল দূরতম ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত'। قَرِينُهُ বা 'তার সহচর' বলতে এখানে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ– 'যে ব্যক্তি দয়াময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমরা তার জন্য এক শয়তানকে নিযুক্ত করি। যে তার সাথী হয়' *(যুখরুফ ৪৩/৩৬)*। শয়তান সেদিন নিজের ছাফাই গেয়ে বলবে যে, আমি তাকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য করিনি। বরং সে নিজেই অবাধ্য হয়েছে। যদিও শয়তানই মানুষকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হ'তে প্ররোচিত করে। যেমন সে বলবে,

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

‘যখন সবকিছুর ফায়ছালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন। আর আমি তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলাম তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর আমার তো কোনরূপ আধিপত্য ছিল না কেবল এতটুকু যে, আমি তোমাদের ডেকেছি আর তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না, বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধার করতে পারব না, তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। তোমরা যে ইতিপূর্বে আল্লাহ্র সাথে আমাকে শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয়ই যারা যালেম তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(ইব্রাহীম ১৪/২২)*। একইভাবে মুনাফিকদের কপট আচরণকে শয়তানের আচরণের সাথে তুলনা করে আল্লাহ বলেন, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ- ‘তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন বলে আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি’। ‘অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। আর এটাই হ’ল যালেমদের কর্মফল’ *(হাশর ৫৯/১৬-১৭)*।

مَا أَطْغَيْتُهُ অর্থ مَا أَضْلَلْتُهُ ‘আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি’ *(ইবনু কাছীর)*। طَغَى يَطْغَى طُغْيَانًا অর্থ ‘অবাধ্য হওয়া’। সেখান থেকে باب افعال -এর অর্থে اَطْغَي ‘অবাধ্য করা’। আর আল্লাহ্র অবাধ্য হ’লেই তবে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে।

(২৯) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ‘আমার নিকট কথার কোন রদবদল হয় না, আর আমি বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নই’। এখানে القَوْلُ বা ‘কথা’ বলতে যে কথা দুনিয়াতেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে, একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না এবং আমি বান্দাদের উপর যুলুমকারী নই। ‘রদবদল হয় না’ অর্থ আল্লাহ্র ন্যায়বিচার ও ন্যায়নীতির কোন রদবদল হয় না। একথার মধ্যে মুরজিয়া বা শৈথিল্যবাদীদের প্রতিবাদ রয়েছে। তারা বলেন, কুরআনে বর্ণিত ‘দুঃসংবাদ’ الْوَعِيدِ অর্থ ‘ভয় প্রদর্শন’ (التَّخْوِيفُ) মাত্র। এগুলি

আল্লাহ কার্যকর করবেন না। কারণ আল্লাহ দয়ালু। তিনি যা ওয়াদা করেন, তা পূর্ণ করেন' *(রাযী, ক্বাসেমী)*। তাদের এই দাবী যদি সঠিক হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ সকল পাপীকে ক্ষমা করে দিতেন। কাউকে শাস্তি দিতেন না। জাহান্নাম সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ এটাই হ'ল ন্যায়বিচারের দাবী যে, সৎকর্মশীলরা পুরস্কৃত হবে ও দুষ্কর্মীরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এক্ষণে মুরজিয়াদের দাবী অনুযায়ী যদি আল্লাহ সব পাপীকে ক্ষমা করে দেন, তাহ'লে তার ন্যায়বিচারের দাবী অর্থহীন হয়ে যাবে।

ظَلَّامٌ আধিক্যবোধক বিশেষ্য (مُبَالَغَةٌ) এসেছে। এটি কর্তৃকারকে ظَالِمٌ অর্থেও এসে থাকে। যেমন فَعَّالٌ অর্থ فَاعِلٌ হয়ে থাকে *(ক্বাসেমী)*। দ্বিতীয়তঃ এটি দুনিয়ার অত্যাচারী শাসকদের রীতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়ে থাকতে পারে। যারা বিনা দোষে বা লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়ে থাকে *(ক্বাসেমী)*। আর দুনিয়ার রীতি এটাই যে, শক্তিমানরা সর্বদা দুর্বলদের উপর যুলুম করে। অথচ সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্র রীতি হ'ল এর বিপরীত। তিনি কখনোই কারু প্রতি যুলুম করেন না এবং কখনোই একের পাপে অন্যকে শাস্তি দেন না। বরং যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষেই কেবল শাস্তি দিয়ে থাকেন *(ইবনু কাছীর)*। ক্বিয়ামতের দিন বিচারকালে তাঁর আরশের উপর লেখা থাকবে, إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي 'নিশ্চয়ই আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করবে'।[১৬৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ– 'যদি মুমিন জানত আল্লাহ্র নিকট কত কঠোর শাস্তি রয়েছে, তাহ'লে কেউ জান্নাতের আকাংখা করত না। অপর পক্ষে যদি কাফের জানত আল্লাহ্র নিকট কত দয়া রয়েছে, তাহ'লে কেউ তাঁর জান্নাত থেকে নিরাশ হ'ত না'।[১৬৫]

(৩০) সেদিন আমরা জাহান্নামকে বলব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে, আরও কি আছে?

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾

(৩১) আর জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের নিকটবর্তী করা হবে, দূরবর্তী নয়।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾

(৩২) এটা হ'ল সেই প্রতিদান যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক তওবাকারী ও (আল্লাহ্র বিধানের)

هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾

১৬৪. বুখারী হা/৩১৯৪; মুসলিম হা/২৭৫১; মিশকাত হা/২৩৬৪।
১৬৫. মুসলিম হা/২৭৫৫; মিশকাত হা/২৩৬৭।

হেফাযতকারীর জন্য।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِۨ

(৩৩) যে ব্যক্তি দয়াময় (আল্লাহ)-কে না দেখে ভয় করেছে এবং বিনীত হৃদয়ে আগমন করেছে।

ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ

(৩৪) তোমরা এতে প্রবেশ কর শান্তির সাথে। আর এটা হ'ল চিরস্থায়ী হবার দিন।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

(৩৫) সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং আমাদের নিকট রয়েছে অতিরিক্ত আরও কিছু।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ

(৩৬) আর আমরা তাদের পূর্বেকার বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা ছিল তাদের চাইতে শক্তিতে অনেক প্রবল। তারা দেশে-দেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু তাদের পালাবার কোন পথ ছিল কি?

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ

(৩৭) নিশ্চয়ই এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যার মধ্যে অনুধাবন করার মত হৃদয় রয়েছে এবং যে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ

(৩৮) আমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। অথচ এতে আমাদের কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

(৩৯) অতএব তারা যা কিছু বলে তুমি তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ তার পবিত্রতা বর্ণনা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ

(৪০) আর পবিত্রতা বর্ণনা কর রাত্রির কিছু অংশে এবং সিজদাসমূহের শেষে।

তাফসীর :

(৩০) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ 'সেদিন আমরা জাহান্নামকে বলব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে, আরও কি আছে?' হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, জাহান্নামে অব্যাহতভাবে জিন-ইনসান নিক্ষিপ্ত হ'তে থাকবে। আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, هَلْ مِنْ مَزِيـــدٍ؟ 'আরও কি আছে?' যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাতে পা রাখেন এবং জাহান্নাম বলে ক্বাৎ ক্বাৎ 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'। অন্যদিকে জান্নাতকে আল্লাহ বৃদ্ধি করতে থাকবেন। এমনকি তার জন্য নতুন সৃষ্টি করবেন। যাদের দিয়ে জান্নাতের অতিরিক্ত স্থান সমূহ পূর্ণ করা হবে। যারা সেখানে বসবাস করবে'।[১৬৬]

মিসরের খ্যাতনামা মুফাসসির ত্বানত্বাভী জাওহারী (১৮৫৯-১৯৪০ খৃ.) বলেন, ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন তারিখে মিসরীয় অধ্যাপক কামেল কীলানী আমাকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়ে বলেন যে, খ্যাতনামা আমেরিকান প্রাচ্যবিদ ফিনকেল একদিন আমাকে বলেন, কুরআনের মু'জেযা হওয়ার ব্যাপারে তোমার রায় বর্ণনা কর। আমি বললাম, তাহ'লে আসুন আমরা জাহান্নামের প্রশস্ততার ব্যাপারে অন্ততঃ বিশটি বাক্য তৈরী করি। অতঃপর আমরা উক্ত মর্মে বাক্যগুলি তৈরী করলাম। যেমন, إِنَّ جَهَنَّمَ وَاسِعَةٌ جِدًّا، إِنَّ جَهَنَّمَ لَأَوْسَعُ مِمَّا تَظُنُّونَ، إِنَّ سِعَةَ جَهَنَّمَ لاَ يَتَصَوَّرُهَا عَقْلُ إِنْسَانٍ– 'নিশ্চয়ই জাহান্নাম অতীব প্রশস্ত' 'নিশ্চয়ই জাহান্নাম তোমরা যা ধারণা কর তার চেয়ে অবশ্যই প্রশস্ত' 'নিশ্চয়ই জাহান্নামের প্রশস্ততা কল্পনা করতে পারে না মানুষের জ্ঞান' ইত্যাদি। অতঃপর তিনি বললেন, কুরআন কি উক্ত মর্মে এর চাইতে উন্নত অলংকারবিশিষ্ট কোন বাক্য প্রয়োগ করতে পেরেছে? জবাবে আমি বললাম, আমরা কুরআনের সাহিত্যের কাছে শিশু মাত্র। শুনে তিনি হতবাক হয়ে বললেন, সেটা কি? আমি তখন সূরা ক্বাফ-এর ৩০ আয়াতটি পাঠ করলাম, يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟ 'যেদিন আমরা জাহান্নামকে বলব, ভরে গেছ কি? সে বলবে, আরো আছে কি?' *(ক্বা-ফ ৫০/৩০)*। আয়াতটি শুনে তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, তুমি সত্য বলেছ; হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ।[১৬৭] আমরা মনে করি এর পরবর্তী আয়াতে জান্নাতীদের পুরস্কার সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তা একইভাবে অনন্য ও অসাধারণ। যেমন বলা হয়েছে, لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ– 'সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং আমাদের কাছে রয়েছে আরও অধিক' *(ক্বাফ ৫০/৩৫)*। অমনিভাবে জাহান্নামীদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا– 'অতএব তোমরা স্বাদ আস্বাদন করো। এখন আমরা তোমাদের কিছুই বৃদ্ধি করব না শাস্তি ব্যতীত' *(নাবা ৭৮/৩০)*।

---

১৬৬. বুখারী হা/৬৬৬১; মুসলিম হা/২৮৪৮; মিশকাত হা/৫৬৯৫।
১৬৭. ত্বানত্বাভী জাওহারী (১৮৫৯-১৯৪০ খৃ.), আল-জাওয়াহের ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি) তাফসীর সূরা ক্বাফ ৩০ আয়াত, ১২/১০৭-০৮ পৃ.।

Contents

বস্তুতঃ অল্প কথায় সুন্দরতম আঙ্গিকে এমন আকর্ষণীয় বাক্যশৈলী আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষে সম্ভব নয়। আর এভাবেই আরবদের উপরে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যারা ছিল সেযুগে শুদ্ধভাষিতায় বিশ্বসেরা। সেজন্য তারা নিজেদেরকে 'আরব' (عَرَب) অর্থাৎ শুদ্ধভাষী বলত এবং অনারবদেরকে 'আজম' (عَجَم) অর্থাৎ 'বোবা' বলে অভিহিত করত *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৮০৪-০৫ পৃ.)*।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরে ঝগড়া করবে। জাহান্নাম বলবে, আমাকে কেবল অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর জান্নাত বলবে, ব্যাপার কি? আমার মধ্যে কেবল দুর্বল শ্রেণী, নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করছে? তখন আল্লাহ জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার রহমত। তোমার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাইব অনুগ্রহ করব। অতঃপর জাহান্নামকে বলবেন, তুমি আমার আযাব। তোমার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হ'তে যাকে চাইব শাস্তি দিব। আর তোমাদের প্রত্যেককে পূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তার পা তাতে রাখবেন এবং জাহান্নাম বলবে, قَـطْ قَـطْ 'যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। অতঃপর জান্নাত পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ নতুন নতুন মাখলূক সৃষ্টি করবেন'।[১৬৮]

উল্লেখ্য যে, জান্নাত ও জাহান্নামের এই কথোপকথন আদৌ কোন রূপক বা কাল্পনিক বিষয় নয়, বরং বাস্তব। কেননা আল্লাহ যেমন মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন, অন্যকেও তেমনি দিতে পারেন। যেমন দুনিয়াতেই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গাছ হেঁটে এসেছে।[১৬৯] তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়েছে এবং ভক্ষণের খাদ্য ও হাতে রাখা পাথর খণ্ড তাসবীহ পাঠ করেছে।[১৭০] নেকড়ে ও গাভী কথা বলেছে।[১৭১] আখেরাতে মানুষের মুখ বন্ধ করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। এমনকি তাদের দেহচর্ম ও ত্বক বলবে, أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ 'আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/২১)*। এমনকি যমীন সেদিন তার উপরে বান্দারা যা কিছু করেছে, তার সাক্ষ্য বর্ণনা করবে আল্লাহর হুকুমে *(যিলযাল ৯৯/৪-৫)*। অতএব হে মানুষ! তোমার সদাসঙ্গী অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী থেকে সাবধান হও! এগুলিকে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে ব্যবহার কর।

---

১৬৮. বুখারী হা/৪৮৫০; মুসলিম হা/২৮৪৬; মিশকাত হা/৫৬৯৪।

১৬৯. দারেমী হা/১৬, ২৩; মিশকাত হা/৫৯২৪-২৫।

১৭০. বুখারী হা/৩৫৭২, ৩৫৭৯; মুসলিম হা/২২৭৯ (৬); মিশকাত হা/৫৯০৯-১০; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/১১৪৬, আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে; হাদীছ ছহীহ।

১৭১. বুখারী হা/৩৪৭১; মুসলিম হা/২৩৮৮; মিশকাত হা/৬০৪৭।

هَلِ امْتَلَأْتِ ‘তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?’ এটি হ’ল اِسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ বা অস্বীকার বাচক প্রশ্ন। অর্থাৎ জাহান্নাম তখনও পূর্ণ হয়নি। সে আরও বেশী চাইবে। আল্লাহ বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ– ‘এভাবে তোমার প্রভুর বাণী পূর্ণতা লাভ করবে যে, অবশ্যই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব জিন ও ইনসান সবাইকে দিয়ে’ *(হূদ ১১/১১৯; সাজদাহ ৩২/১৩)*।

(৩১) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ‘আর জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের নিকটবর্তী করা হবে, দূরবর্তী নয়’। غَيْرَ بَعِيدٍ ‘দূরবর্তী নয়’ কথাটি এখানে তাকীদ হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ জান্নাত অবশ্যই তার নিকটবর্তী হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ– فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ– قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ– كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ– ‘অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে’। ‘সুউচ্চ জান্নাতে’। ‘যার ফলসমূহ থাকবে নাগালের মধ্যে’। ‘(বলা হবে) তোমরা খুশীমনে খাও ও পান কর বিগত দিনে যেসব সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/২১-২৪)*।

(৩২) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ‘এটা হ’ল সেই প্রতিদান যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক তওবাকারী ও (আল্লাহ্র বিধানের) হেফাযতকারীর জন্য’। এখানে هَذَا ‘এই’ অর্থ هَذَا الْجَزَاءُ ‘এই প্রতিদান’। جَزَاءٌ পুংলিঙ্গ হওয়ার কারণে هَذَا পুংলিঙ্গ হয়েছে। যদিও এর দ্বারা জান্নাতকে (الْجَنَّةُ) বুঝানো হয়েছে, যা স্ত্রীলিঙ্গ’। أَوَّابٌ অর্থ تَوَّابٌ বা তওবাকারী। অর্থাৎ رَجَّاعٌ إِلَى اللهِ عَنِ الْمَعَاصِي ‘পাপ থেকে আল্লাহ্র দিকে অধিক প্রত্যাবর্তনকারী’। حَفِيظٌ অর্থ الْحَافِظُ لِأَمْرِ اللهِ ‘আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের হেফাযতকারী’ *(কুরতুবী)*। মোটকথা যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র ভয়ে পাপ থেকে বিরত ছিল এবং পাপ করলেও তওবা করে ফিরে এসেছিল এবং আল্লাহ্র বিধান সমূহ মেনে জীবন যাপন করেছিল, তাদের জন্যই জান্নাত নির্ধারিত। আর এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছিলেন নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে যা জানতে পারবে।

(৩৩) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ‘যে ব্যক্তি দয়াময় (আল্লাহ)-কে না দেখে ভয় করেছে এবং বিনীত হৃদয়ে আগমন করেছে’। بِقَلْبٍ مُنِيبٍ অর্থ بِقَلْبٍ مُطِيعٍ ‘অনুগত হৃদয়ে’।

আর অনুগত হৃদয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন ইব্রাহীম (আঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, –وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ – إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ‘নিশ্চয়ই নূহের দলভুক্ত ছিল ইব্রাহীম’। ‘যখন সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে’ *(ছাফফাত ৩৭/৮৩-৮৪)*। এখানে নমরূদের জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত ইব্রাহীমকে নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যখন তিনি কারু কাছে সাহায্য না চেয়ে সরাসরি বলেছিলেন, حَسْبِىَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ‘আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর অভিভাবক’ *(বুখারী হা/৪৫৬৪)*। নিঃসন্দেহে এঁরা হ’লেন ঐ সকল মুমিন যারা নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে ও আল্লাহ্র ভয়ে যাদের দু’চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। এঁরাই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ছায়া পাবেন’।[১৭২] অতঃপর وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ অর্থ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مُنِيبٍ إِلَيْهِ خَاضِعٍ لَدَيْهِ ‘যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে বিশুদ্ধ চিত্তে ও তাঁর অনুগত বান্দা হিসাবে’ *(ইবনু কাছীর)*।

(৩৪) اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ‘তোমরা এতে প্রবেশ কর শান্তির সাথে’। অর্থ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর শান্তির সাথে’। এর অর্থ আযাব থেকে নিরাপত্তার সাথে অথবা আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে ‘সালাম’ ও সম্ভাষণের সাথে। যেমন অন্যত্র এসেছে, سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ‘অসীম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে তাদেরকে বলা হবে, ‘সালাম’ *(ইয়াসীন ৩৬/৫৮)*। এটি পূর্বের আয়াতে বর্ণিত مَنْ خَشِيَ ‘যে ব্যক্তি দয়াময়কে ভয় করত’ এর সাথে যুক্ত। তবে অত্র আয়াতে مَنْ বহু বচনে এসেছে *(কুরতুবী)*।

ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ‘আর এটা হ’ল চিরস্থায়ী হবার দিন’। অর্থ يَوْمُ الْخُلُوْدِ فِى الْجَنَّةِ ‘জান্নাতে চিরস্থায়ী হবার দিন’ *(ত্বাবারী)*। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেউ একবার জান্নাতে প্রবেশ করলে সেখান থেকে আর সে ফিরে আসে না। কিন্তু জাহান্নামে প্রবেশ করলে সেখান থেকে ফিরে আসার সুযোগ থাকে। যদি কেউ খালেছ মনে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে থাকে। কেননা কবীরা গোনাহগার মুমিন অবশেষে রাসূল (ছাঃ)-এর সুফারিশে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে জান্নাতে ফিরে আসবে। অতঃপর তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।[১৭৩] অবশ্য কাফের-মুশরিকদের জন্য ক্বিয়ামতের দিনটি হবে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবার দিন। কেননা আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ– ‘আহলে কিতাবদের মধ্যে

১৭২. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
১৭৩. বুখারী হা/৭৫১০; মুসলিম হা/১৯৩; মিশকাত হা/৫৫৭৩।

যারা কুফরী করে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে। এরা হ'ল সৃষ্টির অধম' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا- إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا- 'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং (শেষনবীর আগমনবার্তা গোপন করে) যুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না', 'জাহান্নামের পথ ব্যতীত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ' *(নিসা ৪/১৬৮-৬৯)*। 'যুলুম করেছে' অন্য অর্থে 'শিরক করেছে'। যেমন আল্লাহ বলেন, -الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে (জাহান্নাম থেকে) নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করল, সে ব্যক্তি মহাপাপের অপবাদ দিল' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*।

(৩৫) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 'সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং আমাদের নিকট রয়েছে অতিরিক্ত আরও কিছু'। مَزِيدٌ বা 'অতিরিক্ত' হ'ল আল্লাহকে সরাসরি দেখার সৌভাগ্য। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، 'যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও আরও কিছু অতিরিক্ত' *(ইউনুস ১০/২৬)*। ছুহায়েব রূমী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُرْفَعُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلاَ: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ-

'যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তাদের বলবেন, তোমরা কি আরও কিছু চাও? আমি সেটা তোমাদের অতিরিক্ত দেব। তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাগুলিকে উজ্জ্বল করেননি। আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেননি? অতঃপর তাঁর পর্দা উন্মোচিত হবে। তখন তারা সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের প্রতিপালককে

দেখার এই মুহূর্তটির চাইতে প্রিয়তর কোন কিছুই তাদের দেওয়া হবে না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ইউনুস ২৬ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন'।[১৭৪] আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ- إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ- 'সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে'। 'তাদের প্রতিপালকের দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*।

ইমাম মালেক (রহঃ)-কে কিছু লোকের কথা বলা হ'ল যে, তারা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেন 'সেদিন তারা তাদের প্রতিপালকের দেওয়া 'ছওয়াবের দিকে' (إِلَى ثَوَابِهِ) তাকিয়ে থাকবে। একথা শুনে ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) বলেন, كَذَبُوا 'ওরা মিথ্যা বলেছে'। তাহ'লে তারা ঐ আয়াত থেকে কোথায় সরে গেছে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ- 'কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ হ'তে বঞ্চিত থাকবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। অতঃপর তিনি বলেন, মানুষ ক্বিয়ামতের দিন নিজ চোখে আল্লাহকে দেখবে। যদি সেদিন মুমিনগণ স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে না পান, তাহ'লে কেন আল্লাহ সেদিন কাফেরদের থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবেন?[১৭৫]

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন, أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ يُوقِنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ فِي الْمَعَادِ لَمَا عَبَدَهُ فِي الدُّنْيَا- 'আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস (শাফেঈ)-এর নিকট এটা স্পষ্ট না হ'ত যে, সে তার প্রভুকে আখেরাতে দেখতে পাবে, তাহ'লে সে কখনো দুনিয়াতে তার ইবাদত করতো না' *(কুরতুবী)*।

উক্ত হাদীছের টীকায় মিশকাতের মুহাক্কিক শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, কিছু মুক্বাল্লিদ তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তির প্রতি অন্ধ অনুসরণের কারণে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দর্শনকে অস্বীকার করে। অথচ তাদের নিকট কুরআন ও সুন্নাহ রয়েছে। কুরআনকে তারা ব্যর্থ করেছে রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে। আর সুন্নাহ্তে তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে 'খবরে ওয়াহেদ' বলে। অথচ হাদীছবিশারদগণের নিকট এটি পরিষ্কার যে, আল্লাহকে দর্শনের হাদীছ সমূহ 'মুতাওয়াতির' যা অবিরত ধারায় বর্ণিত এবং যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই *(মিশকাত ৫৬৬৩ হাদীছের টীকা)*।

চরমপন্থী খারেজীগণ ও যুক্তিবাদী মু'তাযিলাগণ ধারণা করেন যে, ক্বিয়ামতের দিন কোন মানুষ আল্লাহকে দেখতে পাবে না। সেকারণ তারা إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থ করেন, إِلَى ثَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'তাদের প্রতিপালকের ছওয়াবের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১০/১৫৮; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাফসীর সূরা ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩ ও মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫ আয়াত)*।

---

১৭৪. মুসলিম হা/১৮১; সূরা ইউনুস ১০/২৬; মিশকাত হা/৫৬৫৬ 'আল্লাহ্র দর্শন' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪১৩।

১৭৫. শারহুস সুন্নাহ ১৫/২৩০, হা/৪৩৯৩-এর পূর্বে; মিশকাত হা/৫৬৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪১৯।

Contents

মু‘তাযিলাগণ ‘আল্লাহ্র হাত’ অর্থ করেছেন ‘কুদরত ও নে‘মত’, ‘আল্লাহ্র চেহারা’ অর্থ কেউ করেছেন ‘আল্লাহ্র সত্তা’ কেউ করেছেন ‘কিবলা’, কেউ করেছেন ‘ছওয়াব ও বদলা’, কেউ বলেছেন এটি ‘অতিরিক্ত’। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) ‘আল্লাহ্র হাত’ ও ‘চেহারা’র এসব গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[১৭৬]

(৪১) আর তুমি মনোযোগ দিয়ে শোন! যেদিন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ

(৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিতভাবে সেই ভয়ংকর নিনাদ শুনতে পাবে; সেদিনই হবে পুনরুত্থান দিবস।

يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ

(৪৩) আমরাই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি এবং আমাদের দিকেই হবে সকলের প্রত্যাবর্তন।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ

(৪৪) যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে মানুষ দ্রুত ছুটে আসবে। আর এভাবে জমা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ

(৪৫) আমরা ভালভাবে জানি যা তারা বলে। আর তুমি তাদের উপর যবরদস্তিকারী নও। অতএব তুমি উপদেশ দাও কুরআন দ্বারা, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ

(রুকূ ৩)

তাফসীর :

(৩৬) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ‘আর আমরা তাদের পূর্বেকার বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা ছিল তাদের চাইতে শক্তিতে অনেক প্রবল’। অত্র আয়াতে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে মক্কার যালেম নেতাদের অত্যাচারে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। ইতিপূর্বেকার নূহ, ‘আদ, ছামূদ, লূত, শু‘আয়েব, ফেরাঊন প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলি নিঃসন্দেহে কুরায়েশদের চাইতে বহুগুণ বেশী শক্তিশালী ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের মৃত্যু ও

১৭৬. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ ডক্টরেট থিসিস (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬ খৃ.) ১১৬ পৃ.। গৃহীত : ইবনুল ক্বাইয়িম, ‘মুখ্তাছার ছাওয়া‘একুল মুরসালাহ’ সংক্ষেপায়ন : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনুল মূছেলী (মাকতাবা রিয়ায আল-হাদীছাহ, তারিখ বিহীন) ২/১৫৩-১৭৪ ও ১৭৪-১৮৮ পৃ.।

www.ahlehadeethbd.org

ধ্বংসকে এড়াতে পারেনি। কুরায়েশ যালেমরাও পারবে না। এর মধ্যে সকল যুগের যালেমদের বিরুদ্ধে ধৈর্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে। هَلْ مِنْ مَحِيصٍ অর্থ هَلْ مِنْ مَفَرٍّ كَانَ لَهُمْ مِنْ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ 'আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত ও পূর্ব নির্ধারণ থেকে তাদের পালাবার কোন পথ ছিল কি?' *(ইবনু কাছীর)*। حَاصَ يَحِيْصُ حَيْصًا অর্থ عَدَلَ وَ حَادَ 'ফিরে যাওয়া, হটে যাওয়া'। সেখান থেকে مَحِيصٍ অর্থ مَحِيدٌ وَمَهْرَبٌ 'পালাবার স্থান' *(কুরতুবী)*।

(৩৭) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যার মধ্যে অনুধাবন করার মত হৃদয় রয়েছে এবং যে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে'। ذِكْرَى অর্থ تَذْكِرَةٌ وَمَوْعِظَةٌ 'স্মরণিকা ও উপদেশ'। যেমন কুরআন নাযিলের কারণ হিসাবে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ– 'যাতে সে ভয় প্রদর্শন করতে পারে জীবিতদের এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৯-৭০)*। 'জীবিতদের' বলার মধ্যে ভূপৃষ্ঠে বসবাসরত জিন-ইনসান সহ সকল জীবিত প্রাণীর জন্য শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) একমাত্র নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। এখানে ভণ্ডনবীদের কোন অবকাশ নেই।

قَلْبٌ অর্থ قَلْبٌ يَتَدَبَّرُ بِهِ 'ঐ হৃদয় যা দিয়ে সে উপলব্ধি করে'। أَلْقَى السَّمْعَ 'কান পেতে দেয়' অর্থ اسْتَمَعَ 'মনোযোগ দিয়ে শোনে'। যেমন আরবরা বলে, أَلْقِ إِلَيَّ 'আমার দিকে তোমার কানটা দাও'। شَهِيدٌ অর্থ شَاهِدُ الْقَلْبِ 'হৃদয়কে হাযির রেখে' *(কুরতুবী)*। এক কথায় গভীর মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা। নিঃসন্দেহে যারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে ও এর মর্ম অনুধাবন করে, তারাই হ'ল সৌভাগ্যবান। যেমন আল্লাহ বলেন, فَبَشِّرْ عِبَادِ– الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ– 'অতএব তুমি সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে'। 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*।

(৩৮) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 'আমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যকার সবকিছুকে সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে'। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ

الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢) 'বল, তোমরা কি সেই সত্তাকে অস্বীকার করবে, যিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে? অথচ তোমরা তার সমকক্ষ নির্ধারণ করে থাক। তিনি তো জগৎসমূহের পালনকর্তা' (৯)। 'তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন ও তাতে কল্যাণ দান করেছেন। আর তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন চার দিনে। তলবকারীদের চাহিদা মোতাবেক' (১০)। 'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ। অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় যা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা এলাম স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে' (১১)। 'অতঃপর আকাশমণ্ডলীকে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আকাশে তার নির্দেশ প্রেরণ করলেন। আর আমরা দুনিয়ার আকাশকে নক্ষত্ররাজি দিয়ে সুশোভিত করলাম এবং তাকে করলাম (দুনিয়ার জন্য) সুরক্ষা ছাদ স্বরূপ। বস্তুতঃ এটি হ'ল মহা পরাক্রান্ত মহা বিজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৯-১২)*।

আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন রবি ও সোম দুই দিনে, এর মধ্যেকার খাদ্য সম্ভার মঙ্গল ও বুধ দুই দিনে এবং আকাশমণ্ডলী বৃহস্পতি ও শুক্র দুই দিনে। অতঃপর শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে আদমকে সৃষ্টি করেন' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা হামীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ১২ আয়াত)*। ক্বাতাদাহ ও কালবী বলেন, 'অত্র আয়াতটি নাযিল হয় মদীনার ইহূদীদের প্রতিবাদে। তারা বলত যে, আল্লাহ রবিবার থেকে শুক্রবার ছয়দিনে যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছেন। সেকারণ এদিন তারা ছুটি পালন করে থাকে'। অথচ আল্লাহ্র কোন বিশ্রাম নেই। তাঁর কোন তন্দ্রা নেই বা নিদ্রা নেই *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। তাই ইহূদীদের উক্ত দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ বলেন, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ এই সৃষ্টিকর্মে 'আমাদের কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে অপারগ হননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী' *(আহক্বাফ ৪৬/৩৩)*। তিনি বলেন, لَخَلْقُ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ– ‘আসমান ও যমীন সৃষ্টি অবশ্যই অনেক বড় মানুষ সৃষ্টির চাইতে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা’ *(মুমিন/গাফের ৪০/৫৭)*। তিনি আরও বলেন,–أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ؟ بَنَاهَا ‘তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি নির্মাণ করেছেন’ *(নাযে‘আত ৭৯/২৭)*। তিনি আয়াতুল কুরসীর শেষে বলেন, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ‘তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। আর এ দু’য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহীয়ান’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

(৩৯) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ‘অতএব তারা যা কিছু বলে তুমি তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ তার পবিত্রতা বর্ণনা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে’। অত্র আয়াতে কাফেরদের মিথ্যারোপের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-কে ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য রাসূল (ছাঃ) হ’লেও সকল যুগের সনিষ্ঠ মুমিনদের প্রতি উক্ত উপদেশ প্রদান করা হয়েছে *(কুরতুবী)*। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে বলতে ফজর ও আছরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বে কেবল ফজর ও আছরের ছালাত ফরয ছিল।

নবুঅতের প্রথম এক বছর রাসূল (ছাঃ) ও উম্মতের উপর ক্বিয়ামুল লায়েল বা তাহাজ্জুদের ছালাত ওয়াজিব ছিল। পরে উম্মতের জন্য উক্ত হুকুম রহিত করা হয়। অতঃপর মি‘রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার মাধ্যমে পিছনের সব হুকুম মানসূখ হয়। কিন্তু সেগুলির মধ্যে এখানে ফজর ও আছরের ছালাতের কথা বলা হয়েছে। যা সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে’ *(ইবনু কাছীর)*।

জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদিন রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন, তোমরা সত্বর তোমাদের প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমরা তাঁকে দেখবে, যেভাবে এই চন্দ্রকে দেখছ। তাতে তোমরা কোনরূপ সন্দেহে পড়বে না। সুতরাং (শয়তানের নিকট) পরাজিত না হয়ে যদি তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বের ও সূর্যাস্তের পূর্বের ছালাত আদায় করতে পার, তবে সেটাই কর। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন,–وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ– ‘এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ তার পবিত্রতা বর্ণনা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে’ *(ক্বা-ফ ৩৯)*।[১৭৭]

---

১৭৭. বুখারী হা/৪৮৫১ ‘তাফসীর’ অধ্যায়, উক্ত আয়াত অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৫।

এর মধ্যে ফজর ও আছর দুই ওয়াক্ত ছালাতের বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ– 'ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বের ছালাত আদায় করবে অর্থাৎ ফজর ও আছরের ছালাত'।[১৭৮] তিনি বলেন, مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার ছালাত অর্থাৎ ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৭৯] তিনি আরও বলেন, 'রাত্রির ফেরেশতা দল ও দিবসের ফেরেশতা দল ফজরে ও আছরের ছালাতের সময় একত্রিত হয়। তাদের বিদায়ী দল তাদের প্রতিপালকের নিকট গিয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাদেরকে ছেড়ে এসেছি ছালাত অবস্থায় এবং আগত দল সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা এসে তাদের পেয়েছি ছালাতরত অবস্থায়'।[১৮০] তিনি বলেন, مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِى ذِمَّةِ اللهِ ... مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ– 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করে, সে আল্লাহ্র যিম্মায় চলে যায়।... যে ব্যক্তি তাকে সেই যিম্মা থেকে বের করে নিতে চাইবে (অর্থাৎ তার জান-মাল ও ইযযতের উপর হস্তক্ষেপ করবে), আল্লাহ তাকে উপুড়মুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[১৮১]

(৪০) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ– 'এবং পবিত্রতা বর্ণনা কর রাত্রির কিছু অংশে এবং সিজদাসমূহের শেষে'। 'রাত্রির কিছু অংশে' বলতে 'তাহাজ্জুদ' যা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ আদায় করতেন *(মুযযাম্মিল ৭৩/২-৩)*। وَأَدْبَارَ السُّجُودِ 'আর সিজদা সমূহের শেষে' বলতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ ছালাত শেষের তাসবীহ সমূহ। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণের দরিদ্র ব্যক্তিরা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ধনীরা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী নে'মত সমূহ নিয়ে গেল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটা কি? তারা বলল, তারা ছালাত আদায় করেন, যেমন আমরা করি। তারা ছিয়াম রাখেন, যেমন আমরা রাখি। তারা ছাদাক্বা করেন, যেমন আমরা করি। তারা গোলাম আযাদ করেন, যেমন আমরা করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তু শিক্ষা দিবনা, যা করলে তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের নাগাল পাবে এবং পরবর্তীদের অগ্রগামী হবে। আর তোমাদের চাইতে কেউ উত্তম হবে না কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে সেটি করবে তোমাদের মত। তোমরা প্রত্যেক ছালাতের শেষে ৩৩ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পাঠ কর। রাবী বলেন, অতঃপর তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের ধনশালী ভাইয়েরা এটা শুনে

---

১৭৮. মুসলিম হা/৬৩৪; মিশকাত হা/৬২৪।
১৭৯. বুখারী হা/৫৭৪; মুসলিম হা/৬৩৫; মিশকাত হা/৬২৫।
১৮০. বুখারী হা/৫৫৫; মুসলিম হা/৬৩২; মিশকাত হা/৬২৬।
১৮১. মুসলিম হা/৬৫৭; মিশকাত হা/৬২৭।

তারাও আমল শুরু করেছে, যেমনটি আমরা করছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি এটা যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন'।[১৮২] ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) অত্র হাদীছটিকে فِيمَا أَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ অর্থাৎ 'যেসব বিষয়কে জাহমিয়ারা অস্বীকার করে' অনুচ্ছেদে এনেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৭)*। মু'তাযিলা, ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরক্বা জাহমিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। যারা আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করে। সেই সাথে তারা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দর্শনে অবিশ্বাস করে।

وَأَدْبَارَ السُّجُودِ– 'এবং সিজদাসমূহের শেষে' অর্থ মাগরিবের পরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত হ'তে পারে। একথা বর্ণিত হয়েছে হযরত ওমর, আলী, তাঁর পুত্র হাসান, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু উমামাহ প্রমুখ এবং মুজাহিদ, ইকরিমা, শা'বী, নাখাঈ, হাসান বাছরী, ক্বাতাদাহ প্রমুখ তাবেঈ থেকে *(ইবনু কাছীর)*।

أَدْبَارَ ও إِدْبَارَ দু'টিই পড়া যায়। একবচনে دُبُرٍ অর্থ 'পিছন'। أَدْبَرَ الشَّيْءُ إِدْبَارًا إِذَا وَلَّى 'যখন কোন বস্তু পিছন ফিরে যায়' *(কুরতুবী)*।

(৪১) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ 'আর তুমি মনোযোগ দিয়ে শোন! যেদিন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে'। وَاسْتَمِعْ 'তুমি মনোযোগ দিয়ে শোন' বলে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতকে নির্দেশ করা হয়েছে। يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ 'যেদিন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে' এর দ্বারা শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁকদানকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। তাছাড়া এর মধ্যে ক্বিয়ামত দিবসের ভয়ংকর নিনাদের ভয়াবহ অবস্থা বুঝানো হয়েছে *(ক্বাসেমী)*। মনে হবে যেন নিনাদটি নিকট থেকেই হচ্ছে।

(৪২) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ 'যেদিন মানুষ নিশ্চিতভাবে সেই ভয়ংকর নিনাদ শুনতে পাবে; সেদিনই হবে পুনরুত্থান দিবস'। এর দ্বারা ক্বিয়ামত দিবসের ভয়ংকর নিনাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যাতে মনে হবে যে পৃথিবীর সকল স্থান থেকে একসাথে একই নিনাদ শোনা যাচ্ছে। يَوْمُ الْخُرُوجِ 'বের হবার দিন' অর্থ يَوْمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُورِ 'কবরসমূহ থেকে বের হবার দিন'। অতঃপর সবাই আল্লাহ্র নিকটে সমবেত হবে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(৪৩) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ 'আমরাই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি'। এটি কেবল দুনিয়াতে হবে। কেননা আখেরাতে কারু হায়াত-মউত নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى– 'সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না' *(আ'লা ৮৭/১৩)*।

---

১৮২. বুখারী হা/৮৪৩; মুসলিম হা/৫৯৫; মিশকাত হা/৯৬৫।

(৪৪) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ‘যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে মানুষ দ্রুত ছুটে আসবে’। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ- خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ- مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ- ‘অতএব তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (আর অপেক্ষা কর সেদিনের) যেদিন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) আহ্বান করবে এক ভয়ংকর বস্তুর দিকে’। ‘যেদিন তারা অবনত নেত্রে কবরসমূহ থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়’। ‘আর ছুটতে থাকবে আহ্বানকারীর দিকে। সেদিন অবিশ্বাসীরা বলবে, আজকে বড়ই কঠিন দিন’ *(ক্বামার ৫৪/৬-৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً- ‘যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন। অতঃপর তোমরা (পুনর্জন্মের খুশীতে) সপ্রশংস চিত্তে তাঁর ডাকে সাড়া দিবে এবং ভাববে যে, স্বল্প সময়ই তোমরা কবরে অবস্থান করেছিলে’ *(ইসরা ১৭/৫২)*। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ‘মাটি ফেঁড়ে সেদিন আমিই প্রথম বের হব’।[১৮৩]

ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ- ‘আর এভাবে জমা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ’। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ- ‘তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’ *(লোকমান ৩১/২৮)*।

(৪৫) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ‘আমরা ভালভাবে জানি তারা যা বলে’। মক্কার মুশরিক নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে যেমন নির্যাতন ও কষ্ট দান করেছে, সেজন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে অত্র আয়াতের মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়েছেন। সাথে সাথে কাফেরদের প্রতি ধমকিও দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ- ‘আর আমরা ভালভাবে জানি ওরা যেসব কথা বলে তাতে তোমার হৃদয় সংকুচিত হয়’। ‘অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও’। ‘আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, যতক্ষণ না মৃত্যু তোমার নিকট উপস্থিত হয়’ *(হিজর ১৫/৯৭-৯৯)*।

১৮৩. তিরমিযী হা/৩১৪৮; বুখারী হা/২৪১২; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০৮; মিশকাত হা/৫৭৬১।

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ‘আর তুমি তাদের উপর যবরদস্তিকারী নও’। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, –فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ– لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ‘অতএব তুমি উপদেশ দাও। তুমি তো কেবল উপদেশদাতা মাত্র’। ‘তুমি তাদের উপরে দারোগা নও’ *(গাশিয়াহ ৮৮/২১-২২)*। তিনি বলেন, –لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ‘তাদেরকে হেদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৭২)*। একই মর্মে তিনি বলেন, إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ– ‘নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি ভালবাস। বরং আল্লাহই যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করে থাকেন। আর তিনিই হেদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*। এর মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। যদিও মাদানী জীবনে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়’ *(হজ্জ ২২/৩৯)*। কিন্তু মূলনীতি একই রয়ে যায়। যা সাধারণ অবস্থায় সর্বদা প্রযোজ্য।

যেমন মাদানী জীবনে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِيْنٍ، ... ‘বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল...’ *(আলে ইমরান ৩/১৬৪; জুম‘আ ৬২/২)*।

مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ অর্থ مَنْ يَخَافُ عَذَابِى ‘যে আমার শাস্তিকে ভয় করে’। আসলে ছিল وَعِيدِي ওয়াক্বফের কারণে ي বিলুপ্ত করে তার বদলে শেষ হরফের নীচে ‘যের’ রাখা হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কঠিন শাস্তিকে ভয় করার ও তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

॥ সূরা ক্বা-ফ সমাপ্ত ॥

اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو لقاءك

آخر تفسير سورة ق، فلله الحمد والمنة

সূরা যারিয়াত (ঝঞ্ঝাবায়ু)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা আহক্বাফ ৪৬/মাক্কী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৫১, পারা ২৬, রুকূ ৩, আয়াত ৬০, শব্দ ৩৬০, বর্ণ ১৫১০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ ঝঞ্ঝাবায়ুর, وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ①

(২) শপথ মেঘমালার, فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ②

(৩) শপথ নৌযান সমূহের, فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ③

(৪) শপথ ফেরেশতাগণের, فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ④

(৫) তোমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑤

(৬) আর কর্মফল দিবস অবশ্যই আসবে। وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ⑥

তাফসীর :

(১-৪) وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ‘শপথ ঝঞ্ঝাবায়ুর’। ১-৪ আয়াতে বর্ণিত চারটি বিষয়ে শপথ করে আল্লাহ ৫ ও ৬ আয়াতে বর্ণিত একটি বিষয়ের নিশ্চয়তা ব্যক্ত করেছেন যে, বিচার দিবস অবশ্যই আসবে। আর আল্লাহ যে বস্তুর শপথ করেন তার উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত হয়।

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا অর্থ الرِّيَاحُ لِأَنَّهَا تَذْرُوْ التُّرَابَ وَغَيْرَهُ ‘ঝঞ্ঝাবায়ু’। কেননা তা ধূলাবালি ও অন্যান্য বস্তুসমূহ উড়িয়ে নিয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেয়’। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, تَذْرُوْهُ الرِّيَاحُ ‘বায়ু প্রবাহ তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়’ *(কাহফ ১৮/৪৫)*। فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا অর্থ السَّحَابُ، لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَطَرَ ‘মেঘমালা। কেননা তা বৃষ্টি বহন করে’। الْوِقْرُ অর্থ ‘বোঝা’। فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا অর্থ السُّفُنُ لِأَنَّهَا تَجْرِي بِالرِّيَاحِ يُسْرًا ‘নৌযান সমূহ। কেননা এগুলি বায়ু দ্বারা চালিত হয় নরম গতিতে’। فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا অর্থ اَلْمَلَائِكَةُ، لِأَنَّهَا تَأْتِى بِأَمْرٍ مُخْتَلِفٍ ‘ফেরেশতামণ্ডলী। কেননা তারা বিভিন্ন কাজ করে থাকে’। যেমন জিব্রীল ‘অহি’ বহন করেন এবং গযব নাযিল সহ অন্যান্য বড় বড় কাজ সমূহ করেন। মীকাঈল ‘বৃষ্টি বর্ষণ’ করেন। নির্ধারিত ফেরেশতা ‘শিঙ্গায় ফুঁক’ দেন। মালাকুল মঊত ‘জান কবয’ করেন ইত্যাদি *(কাশশাফ, কুরতুবী)*।

(৫-৬) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ 'তোমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য'। প্রথম চারটি শপথের পর অত্র দু'টি আয়াতে পরপর জওয়াব এসেছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে যে ছওয়াব ও শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে, তা অবশ্যই সত্য এবং তা অবশ্যই আসবে। যাতে কোন মিথ্যা নেই। এখানে لَصَادِقٌ বলে لَصِدْقٌ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মাছদারের স্থলে কর্তৃকারক আনা হয়েছে। অতঃপর وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ 'আর কর্মফল দিবস অবশ্যই আসবে' বলে বুঝানো হয়েছে যে, اِنَّ الْجَزَاءَ نَازِلٌ بِكُمْ 'কর্মফল অবশ্যই তোমরা পাবে' *(কুরতুবী)*।

(৭) শপথ সৌন্দর্যময় আকাশের।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧
(৮) তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।	اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨
(৯) এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে পথভ্রষ্ট।	يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝٩
(১০) ধ্বংস হৌক মিথ্যাবাদীরা।	قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝١٠
(১১) যারা ভ্রান্তির মধ্যে (পরকাল থেকে) উদাসীন হয়ে আছে।	الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝١١
(১২) যারা (তাচ্ছিল্য ভরে) জিজ্ঞেস করে ক্বিয়ামত কবে হবে?	يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٢
(১৩) (বলে দাও) যেদিন তারা আগুনের মধ্যে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।	يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝١٣
(১৪) (এবং বলা হবে) তোমরা তোমাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর। এটাই সেই শাস্তি, যার জন্য তোমরা (দুনিয়াতে) ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলে।	ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۗ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝١٤

তাফসীর :

(৭) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ 'শপথ সৌন্দর্যময় আকাশের'। সূরার প্রথমে ১ থেকে ৪ আয়াতে চারটি বস্তুর শপথ করে বলা হয়েছিল যে, ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে।

ذَاتِ الْحُبُكِ অর্থ ذَاتِ الطُّرُقِ 'রাস্তাসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ'। একবচনে الْحِبَاكُ أَوْ الْحَبِيْكَةُ। যেমন كِتَابٌ-এর বহুবচন كُتُبٌ এবং طَرِيقَةٌ-এর বহুবচন طُرُقٌ। প্রবল বায়ুতে ধূলাবালির মধ্যে ও পানির মধ্যে যে রাস্তা সমূহ তৈরী হয়, তাকেই মূলতঃ حُبُكٌ বলা

হয়। সেখান থেকে এসেছে, حُبُكُ الشِّعْرِ ‘কবিতার সৌন্দর্য সমূহ, যা হরকত ও বচন সমূহের মাধ্যমে তৈরী হয়।

এখানে আকাশকে ذَاتِ الْحُبُكِ বলে সেখানকার গ্রহ ও নক্ষত্র রাজির কক্ষপথ সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতটি সৌর বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই শপথের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের মত ও পথের ভিন্নতা ও দিশাহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন রাস্তা সমূহের গন্তব্য ও দূরত্ব ভিন্ন ভিন্ন থাকে *(ক্বাসেমী)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ذَاتِ الْحُبُكِ অর্থ ذَاتُ الْبَهَاءِ وَالْجَمَالِ وَالْحُسْنِ وَالإِسْتِوَاءِ– ‘স্বচ্ছ, সুন্দর, উত্তম ও সমুন্নত’ *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ সবদিক দিয়েই আকাশমণ্ডলী তুলনাহীন। তার শপথ করার কারণে এর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বিজ্ঞানী বান্দাদের উৎসাহিত করেছেন, আকাশ গবেষণায় রত হওয়ার জন্য এবং সেখানে লুক্কায়িত কল্যাণ সমূহ খুঁজে বের করে মানবতার কল্যাণে লাগানোর জন্য। এর মধ্যে প্রশ্ন লুকিয়ে আছে যে, মানুষ মহাকাশ গবেষণা করবে। অথচ তার যিনি স্রষ্টা, যিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নীত, তাঁকে কি তারা স্বীকার করবে না? তাঁর কাছে কি তারা সিজদাবনত হবে না? মহাকাশ এত সুন্দর, তার স্রষ্টা না জানি কত সুন্দর; জান্নাতে তাঁকে সরাসরি দেখার সৌভাগ্য যার হবে, সেই-ই তো সত্যিকারের সৌভাগ্যবান। আল্লাহ বলেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ– إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ– ‘সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে’। ‘তাদের প্রতিপালকের দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে’ *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*। তিনি আরও বলেন, فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ‘অতএব বরকতময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা!’ *(মুমিনূন ২৩/১৪)*।

(৮) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ‘তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত’। যেমন তারা কুরআনকে বলেছে কবিতা, জাদু, পুরাকালের কাহিনী ইত্যাদি। রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছে, কবি, জাদুকর, পাগল ইত্যাদি।

(৯) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ‘এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে পথভ্রষ্ট’। أَفَكَ يَأْفِكُ أَفْكًا অর্থ صَرَفَهُ عَنِ الشَّيْءِ ‘সে তাকে কোন বস্তু থেকে ফিরিয়েছে’ *(কুরতুবী)*। এখানে عَنْهُ ‘তার থেকে’ অর্থ عَنِ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ وَالْقُرْآنِ ‘ মুহাম্মাদ ও কুরআনের উপর ঈমান আনা থেকে’ *(কুরতুবী)*। مَنْ أُفِكَ অর্থ مَنْ صُرِفَ ‘যাদের ফিরানো হয়েছে’। এর দ্বারা কুরায়েশ নেতাদের বুঝানো হয়েছে এবং যুগে যুগে সকল অবিশ্বাসীকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি তাদের নাম নেওয়া হয়নি তাদের নিকৃষ্টতার আধিক্য বুঝানোর জন্য এবং অন্যান্য অবিশ্বাসীদের শামিল করার জন্য।

অত্র আয়াতে একটি মৌলিক সত্য দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ও কুরআনই সত্য। এর বিপরীত সবই মিথ্যা। যারা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট। এর মধ্যে কুরআনের বিরোধী ও কুরআনের দাবীদার উভয় দলের প্রতি প্রচ্ছন্ন ধমকি রয়েছে। যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও কুরআনকে পেয়েও তা অমান্য করে চলে।

(১০) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ 'ধ্বংস হৌক মিথ্যাবাদীরা' অর্থ لُعِنَ الْكَذَّابُونَ 'মিথ্যাবাদীরা অভিশপ্ত হৌক'! *(কুরতুবী)*। এর ব্যাখ্যায় মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) স্বীয় খুৎবায় বলেন, هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ 'সন্দেহবাদীরা ধ্বংস হৌক!' অর্থাৎ যারা ক্বিয়ামতে অবিশ্বাস করে বা সন্দেহ পোষণ করে, তারা ধ্বংস হৌক! যেমন আল্লাহ অন্যত্র এদের লক্ষ্য করে বলেছেন, قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ 'ধ্বংস হৌক মানুষ! সে কতই না অকৃতজ্ঞ' *('আবাসা ৮০/১৭; কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। خَرَصَ إِخْتَرَصَ অর্থ خَلَقَ إِخْتَلَقَ 'মনগড়া কথা বলা' *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, –وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ 'অধিকাংশ মানুষ মনগড়া কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে কাফেররা বলেছিল, إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ 'এগুলি মনগড়া উক্তি ছাড়া কিছুই নয়' *(ছোয়াদ ৩৮/৭)*। সেকারণ-قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ এর বিস্তৃত অর্থ হ'ল, –لُعِنَ الْآخِذُونَ بِالتَّخْمِيْنِ مَعَ تَرْكِ دَلائِلِ الْيَقِينِ 'দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ সমূহ ত্যাগ করে অনুমানকে ধারণকারীরা অভিশপ্ত হৌক' *(ক্বাসেমী)*।

(১১) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ 'যারা ভ্রান্তির মধ্যে (পরকাল থেকে) উদাসীন হয়ে আছে'। فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ অর্থ فِيْ سِتْرٍ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ لاَهُوْنَ 'আখেরাতের বিষয় থেকে অন্ধকারের পর্দার মধ্যে উদাসীন'।

(১২) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ 'যারা (তাচ্ছিল্য ভরে) জিজ্ঞেস করে ক্বিয়ামত কবে হবে?' أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ অর্থ مَتَى يَوْمُ الْجَزَاءِ 'কবে সে প্রতিফলের দিন'?

(১৩) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ '(বলে দাও) যেদিন তারা আগুনের মধ্যে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে'। يُفْتَنُونَ অর্থ يُخْتَبَرُونَ 'পরীক্ষিত হবে'। এখানে অর্থ فِى النَّارِ يُحْرَقُونَ 'আগুনে পুড়বে' বা يُعَذَّبونَ 'শাস্তিপ্রাপ্ত হবে' *(কুরতুবী)*।

(১৪) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ অর্থ ذُوقُوا عَذَابَكُمْ 'তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর'। অতঃপর هَذِهِ না বলে هَذَا বলা হয়েছ একারণে যে, এখানে الْفِتْنَةُ অর্থ الْعَذَابُ যা পুংলিঙ্গ' *(কুরতুবী)*।

অবিশ্বাসীদের শাস্তির বর্ণনা শেষে আল্লাহ অতঃপর বিশ্বাসী ও আল্লাহভীরুদের পুরস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করছেন।-

(১৫) সেদিন মুত্তাক্বীগণ জান্নাতে ও ঝর্ণা সমূহের মাঝে থাকবে।	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝١٥
(১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দান করবেন। নিশ্চয়ই তারা ইতিপূর্বে ছিল সৎকর্মশীল।	ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ۝١٦
(১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত।	كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝١٧
(১৮) এবং রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।	وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝١٨
(১৯) আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক ছিল।	وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۝١٩
(২০) আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে নিদর্শনসমূহ।	وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝٢٠
(২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। অথচ তোমরা কি তা অনুধাবন করবে না?	وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝٢١
(২২) আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয়সমূহ।	وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝٢٢
(২৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার শপথ, তোমাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মতই এটি সত্য। **(রুকূ ১)**	فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ۝٢٣

তাফসীর :

(১৫) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ 'মুত্তাক্বীগণ জান্নাতে ও ঝর্ণা সমূহের মাঝে থাকবে'। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ- وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে (জান্নাতে) সুশীতল ছায়াতলে ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে'। 'এবং ফল-মূলের মধ্যে, যা তারা কামনা করবে'। '(বলা হবে,) তোমরা যেসব সৎকর্ম করেছিলে তার প্রতিদানে তোমরা (আজ) খুশী মনে খাও ও পান কর' *(মুরসালাত ৭৭/৪১-৪৩)*। এখান থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত পাঁচটি আয়াতে মুত্তাক্বীদের পরকালীন পুরস্কার ও দুনিয়াতে তাদের কর্মনীতি ও উত্তম বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণিত হয়েছে। যা সকল মুত্তাক্বীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিঃসন্দেহে এগুলি সর্বোত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

(১৬) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ 'এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দান করবেন'। আয়াতাংশটি বাক্যে حال হয়েছে। অর্থ 'মুত্তাক্বীগণ জান্নাতে ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে থাকা অবস্থায় যেসব নে'মত ও আনন্দ সমূহ তাদের প্রতিপালক তাদের দান করবেন, তারা তা গ্রহণ করবে' *(ইবনু কাছীর)*।

(১৭) كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 'তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত'। يَهْجَعُونَ অর্থ يَنَامُونَ 'তারা ঘুমাত'। هَجَعَ يَهْجَعُ هُجُوعًا অর্থ اَلْخَفِيْفُ مِنَ النَّوْمِ 'হালকা নিদ্রা' *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً 'রাত্রিতে (ছালাতে) দণ্ডায়মান হও কিছু অংশ ব্যতীত' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২)*।

(১৮) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 'এবং রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত'। السَّحَرُ অর্থ 'শেষ রাত্রি'। যখন দো'আ কবুল হওয়ার আশা করা যায় *(কুরতুবী)*। এখান থেকেই বলা হয়, 'সাহারী' খাওয়া। أَسْحَارُ বহুবচন আনার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেবল একটি রাতে নয়, বরং বহু রাতের শেষ প্রহরে তারা এরূপ করে থাকে। আগের আয়াতে 'তারা রাত্রিতে কম ঘুমায়' এবং অত্র আয়াতে 'তারা শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করে' অর্থ এটা নয় যে, প্রতি রাত্রিতে ইবাদত ও শেষ রাতে প্রার্থনা। বরং দু'টিই একসাথে হয়ে থাকে এবং 'ছালাতের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করাটাই উত্তম' *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ– 'আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট চাইবে, আমি তাকে তা দান করব, কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'।[১৮৪]

অতঃপর এর কারণ হিসাবে আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে, তারা দুনিয়ায় থাকতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করত। (১) তারা আগ রাতে ঘুমিয়ে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ত। (২) তারা নিয়মিত দানশীল ছিল। প্রার্থী ও বঞ্চিত মানুষের হক তারা নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছায় আদায় করত। যার মধ্যে বাৎসরিক ফরয ছাদাক্বা হিসাবে যাকাত আদায় করা ছাড়াও ছিল নফল ছাদাক্বা সমূহ। যা তারা সর্বদা প্রদান করত।

---

১৮৪. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।

সৎকর্মের ব্যাখ্যায় প্রথমটি দৈহিক ইবাদত এবং পরেরটি আর্থিক ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا ‘কৃপণতা ও ঈমান একজন বান্দার মধ্যে কখনো একত্রিত হ’তে পারে না’।[185] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِى جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ‘কৃপণতা ও ঈমান একজন মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে কখনো একত্রিত হ’তে পারে না’ *(আহমাদ হা/৯৬৯১)*। আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– ‘অতএব তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। আর তাঁর কথা শোন ও মান্য কর এবং (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ’তে মুক্ত তারাই সফলকাম’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

বনু তামীমের জনৈক ব্যক্তি উবাই বিন কা‘ব (রাঃ)-কে বলল, وَاللهِ قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا نَقُومُ ‘আল্লাহ্‌র কসম! আমরা রাতের বেলায় কমই ইবাদতে জেগে থাকি’। তখন উবাই বললেন, طُوبَى لِمَنْ رَقَدَ إِذَا نَعَسَ، وَاتَّقَى اللهَ إِذَا اسْتَيْقَظَ ‘সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যার তন্দ্রা এলে ঘুমিয়ে যায়। অতঃপর জেগে উঠে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাজ করে’ *(ইবনু কাছীর)*। জনৈক কবি বলেন, قُمْ قُمْ يَا حَبِيْــبِى كَمْ تَنَامُ + طَالِبُ الْجَنَّةِ لاَ يَنَامُ ‘ওঠ ওঠ হে আমার বন্ধু! কত আর ঘুমাবে! জান্নাতের সন্ধানী তো ঘুমায় না’।

(১৯) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ‘আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক ছিল’। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ– لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ– ‘যাদের ধন-সম্পদে হক নির্ধারিত রয়েছে’। ‘প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য’ *(মা‘আরিজ ৭০/২৪-২৫)*। ‘প্রার্থী’ বলতে যে ব্যক্তি অভাবের কারণে প্রার্থী হয়। ‘বঞ্চিত’ অর্থ ‘সম্পদহীন’ *(কুরতুবী)*। এজন্য কাউকে নির্দিষ্টভাবে বলার উপায় নেই। কেননা যেকোন ব্যক্তি যেকোন সময় এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হ’তে পারে। এজন্য মুসলমানদের বায়তুল মালে তার অংশ রয়েছে। তেমনিভাবে প্রত্যেক মুসলমানের নিজস্ব সম্পদে অন্যের হক রয়েছে। কেননা সম্পদহীনকে দিয়েই আল্লাহ সম্পদশালীকে পরীক্ষা করেন।

কোন মানুষ এমনকি পশু-পক্ষীর ক্ষেত্রেও এটা হ’তে পারে। যেমন মক্কা সফরকালে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট একটি কুকুর এসে দাঁড়ায়। তিনি তার প্রতি একটা বকরীর রান ছুঁড়ে দেন এবং বলেন, লোকেরা বলে যে, ‘সে বঞ্চিত’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ চতুস্পদ জন্তু হ’লেও মানুষের সম্পদে তারও হক আছে। সে বঞ্চিত নয়।

---

১৮৫. নাসাঈ হা/৩১১০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৮১; মিশকাত হা/৩৮২৮।

حَقٌّ অর্থ 'অধিকার'। এটা কোন 'করুণা' নয়। কেননা আল্লাহ তার এক বান্দার মাধ্যমে অন্য বান্দাকে সাহায্য করেন। সে হিসাবে এই 'হক' অর্থ 'ছাদাক্বা'। কেননা বান্দার মাল তার নিজস্ব নয়, বরং আল্লাহ্‌র। সে আল্লাহ্‌র দেওয়া মালের ব্যবহারকারী মাত্র। যেখানে আল্লাহ্‌র বিধান মতেই তাকে তা ব্যবহার করতে হয়। কেননা মনিবের বিধি-বিধান মেনে কাজ করাই অধীনের কর্তব্য। এতে ব্যত্যয় ঘটালে সে অবশ্যই মনিবের কাছে দায়ী হবে।

'হক' বা 'ছাদাক্বা' দু'ধরনের : একটি ফরয ছাদাক্বা। যা মুমিনের বার্ষিক সঞ্চয়ের শতকরা আড়াই ভাগ। যাকে 'যাকাত' বলা হয়। আরেকটি রয়েছে ফসলের যাকাত। যাকে 'ওশর' বলা হয়। যা উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগ বা ২০ ভাগের এক ভাগ। অন্যটি হ'ল 'নফল ছাদাক্বা'। যা বছরের সবসময় দিতে হয়। আল্লাহ্‌র ভাষায় وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 'আমরা তাদেরকে যে রূযী দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে' *(বাক্বারাহ ২/৩)*।

(২০) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ 'আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে নিদর্শনসমূহ'। ইতিপূর্বের আয়াতগুলিতে কাফের ও মুমিনের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা শেষে এবার পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে এবং মানুষের নিজের মধ্যেও ক্বিয়ামতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেদিকে জ্ঞানী ও দৃঢ় বিশ্বাসী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।-

পৃথিবীতে নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে, যেমন শুষ্ক খড়কুটো হয়ে যাওয়ার পরেও সেই মরা ঘাস ও উদ্ভিদ থেকে পুনরায় অংকুরোদ্গম হচ্ছে আল্লাহ্‌র হুকুমে। তাঁর হুকুমেই সেখান থেকে জীব-জন্তুর খাদ্য তৈরী হচ্ছে। যা খেয়ে তারা শক্তি সঞ্চয় করছে। তাছাড়া পর্যটক বান্দারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিগত অবিশ্বাসীদের ধ্বংসাবশেষ দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, আল্লাহ্‌র হুকুমে তারা শক্তিমান হয়েছিল। আবার তার হুকুমেই তারা ধ্বংস হয়েছে। তাদের পরেও পৃথিবী পুনরায় আবাদ হয়েছে ও এগিয়ে চলেছে।

(২১) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ 'এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। অথচ তোমরা কি তা অনুধাবন করবে না?' অতঃপর মানুষের নিজের মধ্যে ক্বিয়ামতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ- 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি'। 'অতঃপর আমরা তাকে (পিতা-মাতার মিশ্রিত) শুক্রবিন্দুরূপে (মায়ের গর্ভে) নিরাপদ আধারে সংরক্ষণ করি'। 'অতঃপর আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে। তারপর জমাট রক্তকে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে। অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিসমূহকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। অতঃপর আমরা ওকে একটি নতুন সৃষ্টিরূপে পয়দা করি।

অতএব কল্যাণময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা!' *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*। তিনি অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ- 'আর সে আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, কে হাড্ডিগুলিকে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে?' 'তুমি বলে দাও, ওগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সেগুলি সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে সুবিজ্ঞ' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮-৭৯)*। যেমন মানুষ দুধ পান করছে। সেটাই হযম হয়ে পেশাব ও পায়খানা হয়ে দেহের দু'টি দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেটাই আবার মায়ের স্তন দিয়ে বেরিয়ে সন্তানের জীবন ধারনের ব্যবস্থা করছে। যেমন আল্লাহ গবাদিপশুর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ- 'নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের থেকে বিশুদ্ধ দুধ পান করাই যা পানকারীদের জন্য অতীব উপাদেয়। যা নিঃসৃত হয় উক্ত পশুর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হ'তে' *(নাহল ১৬/৬৬)*।

أَفَلاَ تُبْصِرُونَ 'অথচ তোমরা কি তা অনুধাবন করবে না?' بَصُرَ يَبْصُرُ بَصَرًا অর্থ দেখা। بَصَرٌ অর্থ চোখ। কিন্তু এখানে অর্থ চোখের দেখা নয়, বরং হৃদয় দিয়ে দেখা বা অনুধাবন করা। অর্থাৎ بَصُرَ بَصَرًا وبَصَارَةً اى عَلِمَ 'কোন বস্তু জানা ও অনুধাবন করা' *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। একে বলা হয়, بَصَرُ الْقَلْبِ لِيَعْرِفُوا كَمَالَ قُدْرَةِ اللهِ 'হৃদয়ের চক্ষু। যেন তা দিয়ে তারা আল্লাহ্র পূর্ণ কুদরত অনুধাবন করতে পারে' *(কুরতুবী)*। এই চোখের অধিকারীদের প্রতিই কুরআনের চিরন্তন আহ্বান, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ 'অতএব হে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ হাছিল কর' *(হাশর ৫৯/২)*। যদিও এরূপ মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম। কিন্তু এঁরাই পৃথিবী পরিচালনা করে থাকেন। যদি এঁরা আল্লাহ্র দাসত্ব করেন, তাহ'লে পৃথিবী সুন্দর থাকে। কিন্তু যদি এরা শয়তানের দাসত্ব করেন, তাহ'লে পৃথিবী অশান্তিতে ভরে যায়। অত্র আয়াতে সত্যিকারের আল্লাহভীরু জ্ঞানীদের প্রতি চিন্তা-গবেষণার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রক্ত ছাড়া দেহ বাঁচেনা। অথচ প্রতি ১০০ বা ১২০ দিনের মধ্যে দেহের রক্ত কণিকাগুলি মারা যাচ্ছে। অতঃপর তা আবার নতুনভাবে জন্ম নিচ্ছে। হঠাৎ মানসিক আঘাত পেয়ে সে হতাশ হয়ে পড়ছে। অথচ পরক্ষণেই সে নতুন স্বপ্নে চমকে উঠছে। দেহ-মনে জীবনের শিহরণ জেগে উঠছে। এভাবে মানুষের জন্ম ও মৃত্যু, তার শৈশব ও কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব, তার অজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ, তার অসুস্থতা ও সুস্থতা লাভ, তার নিদ্রা

ও জাগরণ সবকিছুর মধ্যে সর্বদা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের খেলা চলছে। অথচ সে নিজের মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করছে। সে একবারও ভাবেনা যে, দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল না। মৃত্যুতেও তার কোন হাত থাকবে না। একইভাবে পুনরুত্থানেও তার কিছু করার থাকবে না। যিনি তাকে জীবন ও মৃত্যু দেন, তিনিই তাকে পুনর্জীবিত করবেন ও সারা জীবনের কর্মের হিসাব নিবেন।

প্রতিদিনের খাদ্যের প্রতিক্রিয়া নিয়ে দিন যাপন করছে মানুষ। একইভাবে প্রতিদিনের কর্মের রেকর্ড নিয়ে তার রূহ চলে যাবে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে। এতে অবিশ্বাসের কি আছে? বরং এটাই তো স্বাভাবিক এবং এটাই তো যুক্তির দাবী। আপনি একজনকে একটি কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবেন। অথচ তার কাজের হিসাব নিবেন না। এটা কি হ'তে পারে? মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার দাসত্ব করার জন্য। আপনি সেটা করলেন কি-না, তার জবাবদিহি করবেন না? আর সেই চূড়ান্ত হিসাবের দিনটাই তো হ'ল ক্বিয়ামতের দিন।

(২২) وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 'আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয়সমূহ'। আকাশে রিযিক অর্থ বৃষ্টি। যা হ'ল سَبَبُ الْأَقْوَاتِ বা সকল রূযীর উৎস *(ক্বাসেমী)*। যা না হ'লে পৃথিবীতে মানুষ ও জীবজন্তু, ঘাস-পাতা বা উদ্ভিদ কিছুই সৃষ্টি হ'ত না এবং কিছুই বাঁচতোনা। মহাশূন্যে বৃষ্টি কিভাবে সৃষ্টি হয়, কিভাবে তা পরিচালিত হয়, কিভাবে তার স্পর্শে মৃত যমীন পুনর্জীবন লাভ করে। সবকিছুতেই রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার খোরাক।[১৮৬] সাঈদ বিন জুবায়ের বলেন, এর অর্থ হ'ল বরফ *(কুরতুবী, ত্বাবারী)*। এটাও হ'তে পারে। কেননা পর্বতশৃঙ্গে জমাট বরফমালা থেকেই নদী সমূহের সৃষ্টি হয়। যা মানুষের রূযীর উৎস।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্বতশৃঙ্গ সমূহের মধ্যে রয়েছে, (১) হিমালয় পর্বতমালা। যা ভারত, নেপাল, ভুটান, চীন ও পাকিস্তানসহ এশিয়া মহাদেশের পাঁচটি দেশে বিস্তৃত। যার সর্বোচ্চ এভারেস্ট চূড়ার উচ্চতা ৮৮৪৮ মিটার বা ২৯,০২৯ ফুট। যা থেকে নির্গত হয়েছে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বড় বড় নদী ও তাদের শাখা নদী সমূহ। হিমালয়ের অন্যতম তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের উচ্চতা ৮৫৮৬ মি. বা ২৮,১৬৯ ফুট; যা বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত ঠাকুরগাঁ-পঞ্চগড় থেকেও দেখা যায়। (২) আন্দিজ পর্বতমালা। যা দক্ষিণ আমেরিকার সাতটি দেশ আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু ও ভেনিজুয়েলা জুড়ে পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা। যার সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা ৬৯৬১ মিটার বা ২২,৮৩৮ ফুট। (৩) আল্পস পর্বতমালা। যা ইউরোপ মহাদেশের জার্মানী হ'তে ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত। যার সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা ৪৮০৮ মিটার বা ১৫,৭৭৬ ফুট। এতদ্ব্যতীত রয়েছে ৫৪ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত বরফে ঢাকা এন্টার্কটিকা মহাদেশ। যা সবই পৃথিবীর প্রাণীজগতের জন্য অফুরন্ত পানির উৎস।

---

১৮৬. এজন্য সূরা নাবা ১৪ আয়াতের তাফসীর পাঠ করুন।

এছাড়াও আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগ পানির প্রধান উৎস পাঁচটি মহাসাগরের অফুরন্ত পানি রাশি থেকে সূর্যকিরণের মাধ্যমে সৃষ্ট ও প্রতিদিন উত্থিত বাষ্প থেকে যে মেঘমালা সৃষ্টি হয়, অতঃপর যা থেকে পুনরায় পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, সেখানেও রয়েছে মহাকাশ ও মহাসাগরের মধ্যে এক অদৃশ্য সেতুবন্ধন। কোন্ সে অদৃশ্য শক্তি, যিনি এভাবে প্রতি মুহূর্তে বান্দার জন্য অবিরতভাবে রুযীর ব্যবস্থা করছেন? নিশ্চয় যেকোন মানুষের অবচেতন মন থেকে উত্তর বেরিয়ে আসবে, তিনি আল্লাহ। *ফাতাবা-রাকাল্লা-হু আহসানুল খালেক্বীন!* (অতএব বরকতময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা!)।

وَمَا تُوعَدُونَ ‘এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় সমূহ’। এর অর্থ আসমানী গযব, ঝড় ও ঝঞ্ঝাবায়ু, জান্নাত ও জাহান্নাম, ভাল ও মন্দ সবই হ’তে পারে। এ যুগের যমীনী গযব যেমন পানিতে আর্সেনিক দূষণ, দাবানল, খরা, ফসলে বরকত নষ্ট হওয়া এবং আসমানী গযব যেমন নানা ধরনের মরণঘাতি ভাইরাস সমূহ। যা সর্বদা মানুষকে ভীত ও তাড়িত করছে। অথচ সবই হচ্ছে মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবে। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ‘আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও’ *(হূদ ১১/১১৭)*। খ্যাতনামা তাবেঈ হাসান বাছরী (রহঃ) আকাশে বৃষ্টি দেখলে বলতেন, এর মধ্যে তোমাদের রিযিক রয়েছে। কিন্তু তোমরা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছ তোমাদের পাপের কারণে’ *(কাশশাফ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ জান্নাত। কেননা সেটি রয়েছে সাত আসমানের উপরে আরশের নীচে *(কাশশাফ, ইবনু কাছীর)*।

(২৩) إِنَّهُ لَحَقٌّ ‘নিশ্চয় এটি সত্য’। ক্বিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম এবং আসমানে মানুষের রিযিক সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় যে সত্য, সেটির তাকীদ করার জন্য আল্লাহ প্রথমে আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের শপথ করেছেন। কারণ এগুলি কোন মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অতঃপর পুনরায় তাকীদ করার জন্য মানুষের পরস্পরে কথোপকথনের সত্যতার সাথে তুলনা করেছেন। কারণ কথা বলার গুণই হ’ল অন্য সকল প্রাণীর ঊর্ধ্বে মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটাকে যেমন মানুষ অস্বীকার করতে পারে না, তেমনি আসমানী বিষয়গুলির সত্যতাকেও মানুষ অস্বীকার করতে পারে না।

مِثْلَ مَا আসলে ছিল كَمِثْلِ। ك বিলুপ্ত করার কারণে مِثْلَ যবর যুক্ত হয়েছে। অথবা এটি তাকীদ হিসাবে এসেছে لَحَقٌّ حَقًّا مِثْلَ نُطْقِكَ থেকে। مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ-এর মধ্যে مِثْلَ মুযাফ হয়েছে أَنَّكُمْ-এর দিকে। مَا অতিরিক্ত *(কুরতুবী)*।

(২৪) তোমার নিকটে ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর এসেছে কি?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾
(২৫) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক!) জবাবে সেও বলল, সালাম। (মনে মনে বলল,) এরা তো অপরিচিত লোক।	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾
(২৬) অতঃপর সে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং (তাদের আপ্যায়নের জন্য) একটা ভূনা বাছুর নিয়ে এল।	فَرَاغَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾
(২৭) অতঃপর সেটি তাদের সামনে রাখল। সে বলল, আপনারা কি খাবেন না?	فَقَرَّبَهٗۤ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٧﴾
(২৮) এতে তাদের ব্যাপারে তার মনে ভয় উপস্থিত হ'ল। তারা বলল, ভয় পাবেন না। অতঃপর তারা তাকে একটি বিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।	فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾
(২৯) তখন তার স্ত্রী চীৎকার দিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং মুখ চাপড়ে বলল, আমি তো বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা!	فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ﴿٢٩﴾
(৩০) তারা বলল, এভাবেই হবে। আপনার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময় ও মহাবিজ্ঞ।	قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٠﴾

তাফসীর :

(২৪) حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ 'ইব্রাহীমের মেহমানদের খবর'। এখানে খবরকে 'হাদীছ' (حَدِيثُ) বলার মাধ্যমে 'হাদীছ' শব্দের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। যামাখশারী বলেন, (هَلْ أَتاكَ) تَفْخِيمٌ لِلْحَدِيثِ، وَتَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِلْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا عَرَفَهُ بِالْوَحْيِ– 'প্রশ্নবোধক বাক্যের মাধ্যমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, 'হাদীছ' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিজস্ব জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি আল্লাহ তাঁকে অহি-র মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে থাকেন' *(কাশশাফ, ক্বাসেমী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى– إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى– 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না'। 'এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

ضَيْفٌ অর্থ ‘মেহমান’। শব্দটি একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন صَوْمٌ (ছওম) একবচনে ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট আগত মেহমান একাধিক ছিলেন। যেটি বাক্যের শেষে اَلْمُكْرَمِينَ বহুবচনের শব্দের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা সুন্দর যুবকদের বেশ ধারণ করে এসেছিলেন। তারা কতজন ও কোন কোন ফেরেশতা ছিলেন, সেবিষয়ে কুরআন কিছু বলেনি। কেননা এটি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ছিলেন তিনজন। জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীল। অন্যান্য কথাও এসেছে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। তারা যে মানুষের বেশ ধরে এসেছিলেন, তার প্রমাণ হ’ল ইব্রাহীম তাদের আপ্যায়নের জন্য ভূনা বাছুর পেশ করেন। কেননা নবী হিসাবে তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, ফেরেশতারা খানাপিনা করেনা।

(২৫) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ‘যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক!) জবাবে সেও বলল, সালাম। (মনে মনে বলল,) এরা তো অপরিচিত লোক’। এর দ্বারা সালামের উত্তরে সালাম দেওয়া প্রমাণিত হয়। যেটা মুহাম্মাদী শরী‘আতে চালু আছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا– ‘আর যখন তোমরা সম্ভাষণ প্রাপ্ত হও, তখন তার চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ প্রদান কর অথবা ওটাই প্রত্যুত্তর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী’ *(নিসা ৪/৮৬)*।

(২৬) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ অর্থ فَذَهَبَ إِلَى زَوْجِهِ خَفِيَّةً ‘তিনি তার স্ত্রীর কাছে গেলেন চুপে চুপে’। কেননা তখন তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। সাধারণতঃ স্ত্রীকে ‘পরিবার’ বলা হয়। কারণ স্ত্রীই হ’লেন গৃহকত্রী এবং তিনিই হ’লেন পরিবার সৃষ্টির উৎস। তার গর্ভ থেকেই সন্তানাদি আসে। যাদের নিয়ে পরিবার সৃষ্টি হয়। رَاغَ ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় কেবল ‘চুপে চুপে যাওয়া’ অর্থে *(কাশশাফ, ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। بِعِجْلٍ سَمِينٍ ‘ভূনা বাছুর’। যা অন্য আয়াতে এসেছে, بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ‘ভূনা বাছুর’ *(হূদ ১১/৬৯)*। سَمِينٌ অর্থ ‘মোটা’ বা ‘ঘিয়ে ভাজা’ দু’টিই হ’তে পারে। কিন্তু আল্লাহ্র ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত। অর্থাৎ ঘিয়ে ভাজা। عِجْلٌ অর্থ ‘গরুর বাছুর’। তবে কোন কোন আরবী উপভাষায় এর অর্থ ‘বকরী’ اَلشَّاةُ এসেছে *(কুরতুবী)*। অতএব সেটি হওয়াও বিচিত্র নয়।[১৮৭]

১৮৭. বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী-১ ‘ইব্রাহীম (আঃ)’ অধ্যায়।

(২৭) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ 'অতঃপর সেটি তাদের সামনে রাখল। সে বলল, আপনারা কি খাবেন না?' এর মধ্যে মেহমান আপ্যায়নের আদব বর্ণিত হয়েছে। টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে মেহমানকে বলা, যা খুশী খান; এটার মধ্যে কোন আন্তরিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায় না। যেটি আজকাল অনেকের মধ্যে দেখা যায়। খানা যদি মেহমানের উদরের সাথে সাথে তার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে সেটাই হবে সত্যিকারের আপ্যায়ন এবং এটাই হ'ল ইসলামী শিষ্টাচার। এর বাইরে সবই প্রাণহীন লৌকিকতা মাত্র। ইব্রাহীম (আঃ) মেহমানদারীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'মেহমানওয়ালা' (أَبُو الضَّيْفَانِ) বলা হ'ত *(নবীদের কাহিনী ১/১৪২)*। এখানে কুরআন তার মেহমানদারীর প্রশংসা করেছে অন্যদের শিক্ষাদানের জন্য।

(২৮) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً 'এতে তাদের ব্যাপারে তার মনে ভয় উপস্থিত হ'ল'। ঘটনাটি অন্যত্র বিস্তারিত এসেছে। যেমন সূরা হূদ ৭০-৭৬ আয়াত সমূহে।فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً অর্থ أَحَسَّ مِنْهُمْ فِي نَفْسِهِ خَوْفًا 'তাদের থেকে তিনি মনের মধ্যে ভয় অনুভব করলেন' *(কুরতুবী)*। কারণ তিনি ভাবলেন, এরা কোন খারাব উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে কি-না *(ক্বাসেমী)*।

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ 'তারা তাকে একটি বিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল'। এর দ্বারা 'ইসহাক'-এর সুসংবাদ বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ইসমাঈলের সুসংবাদ দেওয়ার সময় বলা হয়েছিল, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ 'অতঃপর আমরা তাকে একটি সহনশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/১০১)*। পরবর্তীতে কুরবানীর মহা পরীক্ষায় দৃঢ় থাকার মাধ্যমে তাঁর সে গুণটিই প্রমাণিত হয়েছে *(ছাফফাত ৩৭/১০২-১০৭)*।

(২৯) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ 'তখন তার স্ত্রী চীৎকার দিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং মুখ চাপড়ে বলল, আমি তো বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা!'। فِي صَرَّةٍ অর্থ فِي صَيْحَةٍ وَضَجَّةٍ 'চিৎকার দিয়ে ও অস্থির হয়ে'। فَصَكَّتْ وَجْهَهَا 'সে তার মুখ চাপড়ালো'। صَكَّ يَصُكُّ صَكًّا অর্থ الضَّرْبُ 'মারা'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, صَكَّتْ অর্থ لَطَمَتْهُ 'সে তাকে থাপ্পড় মারল' *(কুরতুবী)*। সুফিয়ান ছওরী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, বিস্ময়কর কিছু শুনলে নিজের চেহারায় থাপ্পড় মারা নারীদের অন্যতম স্বভাব। এখানে সেটাই অর্থ *(কুরতুবী)*।

وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ 'আর সে বলল, আমি তো বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা!'। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, – قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَّهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ 'তখন

সে (খুশীতে) বলে উঠল, হায় পোড়া কপাল! আমি সন্তান প্রসব করব; অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামীও বৃদ্ধ। এটাতো আশ্চর্য বিষয়!' *(হূদ ১১/৭২)*।

উল্লেখ্য যে, এ সময় বিবি সারাহ্র বয়স ছিল ৯০ বা ৯৯ বছর এবং তার স্বামী ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল ১০০ বা ১২০ বছর *(কুরতুবী)*। পরে তিনি ইসহাকের মা হন। অতঃপর ইসহাক ইয়াকূবের পিতা হন। অতঃপর তাঁর ঔরসে ইউসুফ সহ পরবর্তীতে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী ও রাসূলের জন্ম হয়। ফলে নিজেকে বন্ধ্যা ভাবতেন যিনি, তিনিই হয়ে গেলেন উম্মুল আম্বিয়া বা নবীগণের মা। যিনি স্বামী ইব্রাহীমের সাথে কেন'আন বা ফিলিস্তীনে বসবাস করতেন। অন্যদিকে মক্কায় নির্বাসিত স্ত্রী হাজেরার গর্ভজাত ইসমাঈল যার বয়স তখন ছিল ১৩/১৪ বছর, পরবর্তীতে ইসমাঈল হয়ে গেলেন 'আবুল আরব' বা আরব জাতির পিতা। তার মাধ্যমে আরব এলাকা এবং ইসহাকের মাধ্যমে শাম এলাকায় তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটে। বর্তমানে যার পূরাটা মধ্যপ্রাচ্য এলাকা বলে পরিচিত। আল্লাহ সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মালিক।

(৩০) قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ 'তারা বলল, এভাবেই হবে। আপনার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন'। যেমন অন্যত্র এসেছে, قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ– 'তারা বলল, আপনি কি আল্লাহ্র কাজে বিস্মিত হচ্ছেন? হে নবী পরিবার! আপনাদের উপর আল্লাহ্র রহমত ও বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত ও মর্যাদামণ্ডিত' *(হূদ ১১/৭৩)*। আরও এসেছে, قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ– قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ– 'তারা বলল, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি। অতএব আপনি হতাশা গ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না'। 'ইব্রাহীম বলল, পথভ্রষ্টরা ব্যতীত তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হ'তে কে হতাশ হয়?' *(হিজর ১৫/৫৫-৫৬)*। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে ইসহাক জন্মের সুসংবাদ দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ 'আর আমরা তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের। সে ছিল নবী ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত' *(ছাফফাত ৩৭/১১২)*। একই সাথে তাদেরকে ইসহাকের ঔরসে ইয়াকূব জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا 'আর আমরা তাকে (ইব্রাহীমকে) দান করেছিলাম (সন্তান হিসাবে) ইসহাক ও ইয়াকূবকে। তাদের প্রত্যেককে আমরা হেদায়াত দান করেছিলাম' *(আন'আম ৬/৮৪)*। অর্থাৎ তাঁরা উভয়ে নবী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাদের বংশের শেষনবী হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছিল। আল্লাহ সকল ক্ষমতার মালিক।

(২৬ পারা শেষ)

(২৭ পারা শুরু)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣١﴾

(৩১) ইব্রাহীম বলল, হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ! তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

(৩২) তারা বলল, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿٣٣﴾

(৩৩) যাতে আমরা তাদের উপর মেটেল পাথর নিক্ষেপ করি।

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾

(৩৪) যা তোমার প্রতিপালকের নিকট সীমালংঘন কারীদের জন্য চিহ্নিত রয়েছে।

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) অতঃপর সেখানে যারা মুমিন ছিল, আমরা তাদের বের করে নিলাম।

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾

(৩৬) আর সেখানে আমরা একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলিম পাইনি।

وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٣٧﴾

(৩৭) সেখানে আমরা একটি (গযবের) নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য, যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে।

وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

(৩৮) আর (শাস্তির) নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে। যখন আমরা তাকে ফেরাঊনের কাছে পাঠিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণসহ।

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾

(৩৯) অতঃপর সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, এ ব্যক্তি জাদুকর অথবা পাগল।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿٤٠﴾

(৪০) ফলে আমরা তাকে ও তার সেনাদলকে পাকড়াও করলাম। অতঃপর তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এভাবে সে নিন্দিত হ'ল।

তাফসীর :

(৩২) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ 'তারা বলল, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি'। তারা যে লূতের সম্প্রদায় ছিল, সেটি বলা হয়েছে সূরা আনকাবূত ৩১-৩৫ আয়াতে।

www.ahlehadeethbd.org

(৩৬) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‘আর সেখানে আমরা একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলিম পাইনি’। এখানে ‘মুসলিম’ ও ‘মুমিন’ দু’টি একই মর্মে এসেছে। আগের আয়াতে ‘মুমিনীন’ বলার কারণে অত্র আয়াতে ‘মুসলিমীন’ বলা হয়েছে, যাতে পুনরুক্তি না হয়’ *(কুরতুবী)*। তাছাড়া বলা হয়েছে যে, ‘ঈমান হ’ল বিশ্বাসের নাম। আর ‘ইসলাম’ হ’ল বাহ্যিক আনুগত্যের নাম। ফলে প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নয়। যেমনটি সূরা হুজুরাত ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে। ৩৫ আয়াতে তাদেরকে ‘মুমিন’ বলা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম *(কুরতুবী)*। অতঃপর ৩৬ আয়াতে তাদের ‘মুসলিম’ বলা হয়েছে মূলতঃ তাকীদ হিসাবে।[১৮৮]

(৩৭) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً ‘সেখানে আমরা একটি (গযবের) নিদর্শন রেখেছি তাদের জন্য, যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে’। আর তা হ’ল পুরা ‘সাদূম’ শহরকে তার অধিবাসীদেরসহ আকাশে উঠিয়ে উপুড় করে মাটিতে আছড়ে ফেলে ধ্বংস করে দেওয়া *(হূদ ১১/৮২)*। ‘বাহরে লূত’ (লূত সাগর) বা ‘বাহরে মাইয়েত’ (মৃত সাগর) নামে যা আজও বর্তমান রয়েছে।[১৮৯]

(৩৯) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون ‘অতঃপর সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, এ ব্যক্তি জাদুকর অথবা পাগল’। অর্থ أَعْرَضَ فِرْعَوْنُ بِوَجْهِهِ ‘ফেরাঊন মুখ ফিরিয়ে নিল’। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ‘যখন আমরা মানুষের উপর অনুগ্রহ করি, তখন সে এড়িয়ে যায় ও দূরে সরে যায়’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৫১)*। মূলতঃ رُكْنُ الشَّيْءِ অর্থ جَانِبُهُ الْأَقْوَى ‘বস্তুর শক্তিশালী অংশ’। যেমন লূত (আঃ) নিরুপায় হয়ে বলেছিলেন,- لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ‘হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন শক্তি থাকত অথবা আমি যদি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় পেতাম!’ *(হূদ ১১/৮০)*। সে হিসাবে এখানে فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ অর্থ হ’তে পারে, فَأَعْرَضَ بِجُمُوعِه وبِجُنُودِهِ ‘অতঃপর ফেরাঊন তার দলবল ও সৈন্য-সামন্তসহ মুখ ফিরিয়ে নিল’ *(কুরতুবী, কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তন)*।[১৯০]

---

১৮৮. দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী-১ ‘লূত (আঃ)’ অধ্যায় ১/১৬১-৬২ পৃ.।
১৮৯. দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী ‘লূত (আঃ)’ অধ্যায় ১/১৬০ পৃ.।
১৯০. দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী ‘হযরত মূসা ও হারূণ (আঃ)’ অধ্যায় ২/৩৯-৪০ পৃ.।

وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۝

(৪১) আর (নিদর্শন রয়েছে) 'আদ-এর কাহিনীতে। যখন আমরা তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ ঝঞ্ঝাবায়ু।[১৯১]

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۝

(৪২) এটা যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল, তাকেই খড়কুটোর মত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ۝

(৪৩) আর (নিদর্শন রয়েছে) ছামূদ-এর কাহিনীতে। যখন তাদের বলা হয়, তোমরা কিছুকাল ভোগ করে নাও।[১৯২]

فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

(৪৪) অতঃপর তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। ফলে মহা নিনাদ তাদের পাকড়াও করল, যা তারা দেখছিল।

فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ۝

(৪৫) এরপর তারা উঠেও দাঁড়াতে পারল না এবং বাধাও দিতে পারল না।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

(৪৬) তাদের পূর্বে আমরা ধ্বংস করেছিলাম নূহের কওমকে। তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।[১৯৩] **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(৪২) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ 'এটা যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল, তাকেই খড়কুটোর মত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল'। كَالرَّمِيمِ অর্থ كَالشَّيْءِ الْهَشِيمِ 'বিচূর্ণ বস্তু'। يُقَالُ لِلنَّبْتِ إِذَا يَبِسَ وَتَفَتَّتَ: رَمِيمٌ وَهَشِيمٌ 'সবুজ উদ্ভিদ যখন শুকিয়ে যায় ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, তখন সেটিকে বিচূর্ণ ও খড়কুটো বলা হয়' *(কুরতুবী)*। এর দ্বারা কওমে 'আদ-এর উপর গযবের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে।

(৪৩-৪৬) ৪৩-৪৫ আয়াতে আল্লাহ কওমে ছামূদের ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ৪৬ আয়াতে কওমে নূহ-এর ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী-১ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)*।

---

১৯১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী 'হযরত হূদ (আঃ)' অধ্যায় ১/৭৬-৯০ পৃ.।
১৯২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী 'হযরত ছালেহ (আঃ)' অধ্যায় ১/৯২-১০৩ পৃ.।
১৯৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নবীদের কাহিনী 'হযরত নূহ (আঃ)' অধ্যায় ১/৫১-৬৯ পৃ.।

Contents

(৪৭) আমরা স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি। আর আমরা অবশ্যই এর সম্প্রসারণকারী।[১৯৪]

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيۡدٍ وَّاِنَّا لَمُوۡسِعُوۡنَ ﴿۴۷﴾

(৪৮) আর আমরা পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি। অতঃপর আমরা কতই না সুন্দর বিস্তৃতকারী।

وَالۡاَرۡضَ فَرَشۡنٰهَا فَنِعۡمَ الۡمٰهِدُوۡنَ ﴿۴۸﴾

(৪৯) আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।[১৯৫]

وَمِنۡ كُلِّ شَىۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ ﴿۴۹﴾

(৫০) অতএব তোমরা দ্রুত আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও। আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হ'তে স্পষ্ট সতর্ককারী।

فَفِرُّوۡۤا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّىۡ لَـكُمۡ مِّنۡهُ نَذِيۡرٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۵۰﴾

(৫১) তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে উপাস্য নির্ধারণ করো না। আমি তাঁর পক্ষ হ'তে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।

وَلَا تَجۡعَلُوۡا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّىۡ لَـكُمۡ مِّنۡهُ نَذِيۡرٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۵۱﴾

তাফসীর :

(৪৭) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ 'আমরা স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি। আর আমরা অবশ্যই এর সম্প্রসারণকারী'। লূত, মূসা, কওমে 'আদ, ছামূদ ও নূহের সম্প্রদায়ের ধ্বংস কাহিনী বর্ণনার পর এবার আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি ও তার বিশালতার বর্ণনা দিচ্ছেন জ্ঞানীদের হেদায়াতের জন্য।

بِأَيْدٍ অর্থ بِقُوَّةٍ 'ক্ষমতাবলে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। آدَ يَئِيْدُ أَيْدًا وآدًا অর্থ শক্ত হওয়া। সেখান থেকে মাছদার أَيْدٌ 'শক্তি'। أَيَّدَ অর্থ শক্তিশালী করা *(মিছবাহুল লুগাত)*। এখানে 'ক্ষমতাবলে' বলার মধ্যে তাঁর একক ক্ষমতাবলেই যে আকাশ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই বিশাল সৃষ্টিতে যে তার কোন শরীক নেই, সেটা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে বিশালতম সৃষ্টি হিসাবে মহাকাশের যে কোন তুলনা নেই, সেটাও বুঝানো হয়েছে। অতএব আকাশ সৃষ্টির তুলনায় কি পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সহজ নয়? হঠকারীদের তালাবদ্ধ জ্ঞানের দুয়ারগুলি খুলে দেওয়ার জন্য অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে।

---

১৯৪. এই সাথে সূরা নাবা ৬ আয়াতের তাফসীর পাঠ করুন।
১৯৫. এই সাথে সূরা নাবা ৮ আয়াতের তাফসীর পাঠ করুন।

لَمُوسِعُونَ অর্থ وَسَّعْنَا أَرْجَاءَهَا ‘আমরা আকাশের কিনারা সমূহ সম্প্রসারিত করি’ *(ইবনু কাছীর)*। অথবা এর অর্থ এও হ’তে পারে যে, ‘তিনি যেমন পৃথিবীতে নতুন নতুন জনপদের সৃষ্টি করছেন, মহাকাশেও তেমনি নিত্য-নতুন নক্ষত্ররাজি ও তাদের কক্ষপথ সমূহ সৃষ্টি করে চলেছেন। যখন তা পুরাপুরি গঠিত হয়ে যায়, তখন তা পৃথিবীর দূরবীন বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। এক হাযার (বরং ১৩০০) কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে যে নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেছে, হ’তে পারে তা এই পর্যায়েরই এক নবতর সৃষ্টি। কিংবা পূর্ব-সৃষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের পৃথিবীর দূরতম পাল্লাভেদী টেলিস্কোপে নতুন করে ধরা পড়া’।[১৯৬]

অত্র আয়াতটি মহাকাশ বিজ্ঞানের একটি মৌলিক উৎস। কেননা মহাকাশ যে ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে আয়াতটি তার অকাট্য দলীল। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এখন তার প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন।[১৯৭]

(৪৮) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا ‘আর আমরা পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি’। অত্র আয়াতে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার প্রমাণ নিহিত রয়েছে। কেননা প্রত্যেক বিছানারই প্রান্ত রয়েছে। অথচ পৃথিবীর কোন প্রান্তসীমা খুঁজে পাওয়া যায় না।

(৪৯) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ‘আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি’। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তাই বেজোড়।[১৯৮] অতএব সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা এক নয় এবং সৃষ্টি কখনো সৃষ্টিকর্তার অংশ নয়। যেমন অনেক ছূফীবাদী দার্শনিক বলে থাকেন যে, ‘যত কল্লা তত আল্লাহ’। তারা পরমাত্মার সাথে আত্মার মিল হওয়াকে ‘ফানা ফিল্লাহ’ বলেন। এগুলি সবই শিরকী আক্বীদা। কেননা বান্দার সত্তা ও আল্লাহ্র সত্তা এক নয় এবং বান্দার আত্মা কখনো আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে লীন হয়ে যেতে পারে না।

(৫০) فَفِرُّوا إِلَى اللهِ ‘অতএব তোমরা দ্রুত আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও’। অর্থ فِرُّوا مِنْ مَعَاصِيهِ إِلَى طَاعَتِهِ ‘তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্যতা হ’তে তাঁর আনুগত্যের দিকে দ্রুত ধাবিত হও’ *(কুরতুবী)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ–فِرُّوا إِلَى اللهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ‘তোমরা তোমাদের পাপসমূহ থেকে তওবা করার মাধ্যমে দ্রুত আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও’ *(কুরতুবী)*। অথবা فِرُّوْا مِنْ عِقَابِهِ إِلَى رَحْمَتِهِ بِالْإِيْمَانِ بِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ ‘তোমরা দ্রুত ধাবিত হও তাঁর শাস্তি থেকে তাঁর রহমতের দিকে, তাঁর উপর ঈমান আনার মাধ্যমে ও তাঁর আনুগত্যপূর্ণ সৎকর্ম সমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে’ *(ক্বাসেমী)*।

১৯৬. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব (ঢাকা : ইফাবা, ১ম সংস্করণ ২০০৩ খৃ.) ১১৯ পৃ.।
১৯৭. দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা নাবা ১২, নাযে‘আত ২৮ ও শাম্স ৫ আয়াতের তাফসীর।
১৯৮. বিস্তারিত দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা ফজর ৩ আয়াতের তাফসীর।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, وَكَرَّرَ قَوْلَهُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالطَّاعَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ، لِيَعْلَمَ أَنَّ الْإِيْمَانَ لاَ يَنْفَعُ إِلاَّ مَعَ الْعَمَلِ، كَمَا أَنَّ الْعَمَلَ لاَ يَنْفَعُ إِلاَّ مَعَ الْإِيْمَانِ– 'আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী' কথাটি ৫০ ও ৫১ আয়াতে পরপর দু'বার বলা হয়েছে। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ধাবিত হ'তে নির্দেশ দানের পর এবং পরের আয়াতে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করতে নিষেধ করার পর। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আমল ব্যতীত ঈমান কোন ফায়েদা দিবে না। যেভাবে ঈমান ব্যতীত আমল কোন কাজে আসবে না'। তাঁর এই ব্যাখ্যা ভুল। কেননা আমল ছাড়াই কেবল ঈমান অনেক সময় জান্নাতে প্রবেশের কারণ হ'তে পারে।

উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা যামাখশারী তার মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী কবীরা গোনাহগার ফাসেক মুমিনদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলতে চেয়েছেন। কেননা তাদের ধারণা মতে কবীরা গোনাহের কারণে তার ঈমান কোন কাজে আসবে না। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত তো কবীরা গোনাহগারদের জন্যেই হবে। তিনি বলেন, شَفَاعَتِى لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى 'আমার শাফা'আত হবে আমার উম্মতের কবীরা গোনাহগারদের জন্য'।[১৯৯] যার ফলে তারা অবশেষে জান্নাতে যাবে তাদের খালেছ ঈমানের কারণে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ– 'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আতে সবচেয়ে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে খালেছ অন্তরে বলেছে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'।[২০০] অতএব অত্র আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হ'ল, لاَ تَنْفَعُ الْعِبَادَةُ مَعَ الْإِشْرَاكِ 'শিরকযুক্ত ইবাদত কোন কাজে আসবে না'। ৫০ আয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করে না, তাকে তাঁর ইবাদত করতে বলা হয়েছে এবং ৫১ আয়াতে ইবাদতকারীকে বলা হয়েছে যেন সে তার ইবাদতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে শরীক না করে। উভয় আয়াতেই এর মন্দ পরিণতির ব্যাপারে তাকে সতর্ক করা হয়েছে *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

(৫২) এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছে, তখনই তারা তাকে বলেছে জাদুকর অথবা পাগল।

كَذٰلِكَ مَآ أَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

(৫৩) তারা কি তাদেরকে মিথ্যারোপের জন্য

أَتَوَاصَوْا بِهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾

১৯৯. আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; তিরমিযী হা/২৪৩৫; মিশকাত হা/৫৫৯৮ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ, আনাস (রাঃ) হ'তে।

২০০. বুখারী হা/৯৯; মিশকাত হা/৫৫৭৪ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

Contents

অছিয়ত করে গেছে? বরং ওরা হ'ল অবাধ্য সম্প্রদায়।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾

(৫৪) অতএব তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এতে তুমি নিন্দিত হবে না।

وَّذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

(৫৫) আর তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

(৫৬) আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে।

مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾

(৫৭) আমি তাদের নিকট থেকে কোন রিযিক চাই না এবং চাইনা যে তারা আমাকে আহার যোগাবে।

إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾

(৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ হ'লেন সবচেয়ে বড় রিযিকদাতা ও কঠিন শক্তির অধিকারী।

فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ أَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾

(৫৯) সুতরাং যালেমদের প্রাপ্য তাই, যা তাদের বিগত সাথীদের প্রাপ্য ছিল। অতএব তারা যেন আমার নিকট তা দ্রুত কামনা না করে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

(৬০) অতঃপর অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের জন্য, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে। **(রুকূ ৩)**

তাফসীর :

(৫২) كَذٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 'এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছে, তখনই তারা তাকে বলেছে জাদুকর অথবা পাগল'। এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, কেবল তোমার কওম তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং তোমার পূর্বেকার রাসূলদেরকেও তাদের কওম প্রত্যাখ্যান করেছে ও তাচ্ছিল্য ভরে জাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে অপবাদ দিয়েছে। অতএব তুমি ধৈর্য্যের সাথে আল্লাহ্র পথে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যাও। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 'অতএব তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, যেমন ধৈয্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ' *(আহক্বাফ ৪৬/৩৫)*।

(৫৩) أَتَواصَوْا بِهِ 'তারা কি তাদেরকে মিথ্যারোপের জন্য অছিয়ত করে গেছে?' অর্থ أَوْصَى أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ بِالتَّكْذِيبِ অর্থ তাদের পূর্ববতীরা কি পরবর্তীদেরকে নবীগণের

প্রতি মিথ্যারোপের জন্য অছিয়ত করে গেছে? এটি ‘ধিক্কার ও বিস্ময়’ অর্থে এসেছে *(কুরতুবী)*। সাধারণ উপদেশকে ‘নছীহত’ এবং মৃত্যুকালীন উপদেশকে সাধারণতঃ ‘অছিয়ত’ বলা হয়। যেটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে যেকোন জোরালো উপদেশকে ‘অছিয়ত’ বলে অভিহিত করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের উপদেশ দেওয়ার সময় অনেক সময় ‘অছিয়ত’ শব্দ ব্যবহার করতেন। যেমন তিনি বলেন, أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ‘আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির এবং আমীরের কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার অছিয়ত করছি’।[২০১]

আল্লাহ এখানে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলছেন, তাদের পূর্ববর্তীরা সবাই কি তাদেরকে এভাবে নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপের অছিয়ত করে গেছে? অথচ তাদের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। বরং এটাই সঠিক যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই একটি ব্যাপারে সমান যে, তারা সকলে ছিল অবাধ্য। নিখাদ বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতার কারণে তারা নবীগণের দাওয়াত কবুল করেনি। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হ’তে হয়েছে। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শেষনবীর প্রকৃত অনুসারী সমাজ সংস্কারক নেতা-কর্মীদেরও সকল যুগে একই অবস্থার মুকাবিলা করতে হবে।

(৫৪) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ‘অতএব তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এতে তুমি নিন্দিত হবে না’। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারীদের এড়িয়ে চল। এতে আল্লাহ্র নিকট তোমার কোন দোষ হবে না। কারণ তুমি উপদেশ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছ। যেমন অন্যত্র এসেছে, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً ‘অতএব তুমি ওদের এড়িয়ে চল এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। আল্লাহ্ই তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যথেষ্ট’ *(নিসা ৪/৮১)*।

(৫৫) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ‘আর তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে’। এখানে ‘মুমিন’ অর্থ مَنْ قَدَّرَ اللهُ إِيْمَانَهُ ‘যাদের তাক্বদীরে আল্লাহ ঈমান লিখে রেখেছেন’ অথবা যারা ঈমান এনেছে *(ক্বাসেমী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ– ‘আমরা ভালভাবে জানি তারা যা বলে। আর তুমি তাদের উপর যবরদস্তি কারী নও। অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তুমি তাকে উপদেশ দাও কুরআনের মাধ্যমে’ *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*। এখানে মুমিনদের নির্দিষ্ট করা হয়েছে এজন্য যে, তারাই কেবল কুরআন দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। হঠকারীরা নয়।

২০১. আবুদাঊদ হা/৪৬০৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬৫, রাবী ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ)।

(৫৬) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে'। এটি তাওহীদে ইবাদতের প্রধান দলীল। আক্বীদা ও আমলে আল্লাহ্র দাসত্ব করাকে ইবাদত বলা হয়। আর এই ইবাদতের জন্যই আল্লাহ জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। কুরায়েশরা আল্লাহ্র উপর ও নবী ইব্রাহীমের উপর বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তারা শেষনবীর উপর ঈমান আনেনি। এ যামানার ক্বাদিয়ানীরাও শেষনবীর উপর ঈমান আনেনি। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ্র বিধান মানতো না। বরং তারা আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করত এবং নিজেদের মনগড়া বিধান মান্য করত। ফলে তাদের মধ্যে তাওহীদে রুবূবিয়াত ছিল, কিন্তু তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত ছিল না। যা ব্যতীত কেউ 'মুসলিম' হ'তে পারে না। এই বিশ্বাসগত বিরোধের কারণেই তাদের রক্ত হালাল করা হয়। যুগে যুগে তাওহীদ ও শিরকের এ দ্বন্দ্ব থাকবেই। কিন্তু আল্লাহ্র নিকট সফলকাম বান্দা কেবল তারাই, যারা সর্বাবস্থায় তাওহীদে ইবাদতের অনুসারী হবে।

إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ অর্থ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, إِلاَّ لِآمُرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ 'কেবল এজন্য যে, আমি তাদেরকে আদেশ করব আমার ইবাদতের জন্য'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ– 'অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তওবা ৯/৩১)*। মুজাহিদ বলেন, إِلاَّ لِآمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ 'কেবল এজন্য যাতে আমি তাদেরকে আদেশ ও নিষেধ করতে পারি'। ইকরিমা বলেন, إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ وَيُطِيعُوْنِ فَأُثِيبَ الْعَابِدَ وَأُعَاقِبَ الْجَاحِدَ– 'কেবল এজন্য যাতে তারা আমার ইবাদত করে ও আনুগত্য করে। অতঃপর আমি ইবাদতকারীকে পুরস্কার দিব এবং অস্বীকারকারীকে শাস্তি দিব' *(কুরতুবী)*।

إِنَّمَا خَلَقْتُهُمْ لِآمُرَهُمْ بِعِبَادَتِي، لاَ لِاِحْتِيَاجِي إِلَيْهِمْ 'নিশ্চয় আমি তাদের সৃষ্টি করেছি যাতে আমি তাদেরকে আমার ইবাদতের জন্য নির্দেশ দিতে পারি, তাদের নিকট আমার কোন প্রয়োজন মিটানোর জন্য নয়' *(ইবনু কাছীর)*। অতঃপর রিযিকের কথা বলেছেন এজন্য যে, বান্দার দুনিয়াবী জীবনে প্রধান লক্ষ্য থাকে মাল অর্জন করা। অতএব যাতে রিযিক অর্জনের সময় সে আল্লাহ্র বিধান মান্য করে ও আখেরাত ভুলে না যায়, সেদিকে ইঙ্গিত করেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

৫৬ ও ৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, আমরা জিন ও ইনসান সৃষ্টি করি নাই আমার ইবাদতের কারণে ব্যতীত। তাদের সবার কাছ থেকে এটি ব্যতীত আমি আর

কিছুই চাইনি। এক্ষণে যদি তুমি বল, যদি আল্লাহ সেটা চাইতেন, তাহ'লে তারা সবাই ইবাদতকারী হয়ে যেত। আমি বলব, আল্লাহ কেবল বান্দার স্বেচ্ছাকৃত ইবাদত চেয়েছেন, বাধ্যগত ইবাদত নয়। কেননা তিনি তাদের দু'টিই করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি চাওয়া সত্ত্বেও অনেকে তার ইবাদত পরিত্যাগ করেছে। কেননা যদি তিনি বাধ্য করতেন, তাহ'লে তাদের সকলের নিকট থেকে সেটা পাওয়া যেত' *(কাশশাফ)*। এখানে তিনি তার রীতি অনুযায়ী 'যদি তুমি বল, তবে আমি বলব' বলে আহলে সুন্নাতের বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যদিও আহলে সুন্নাতের নামে যে প্রশ্ন তিনি উল্লেখ করেছেন, সেটি আহলে সুন্নাতের বক্তব্য নয় এবং তার জবাবও তিনি দেননি। কেননা আহলে সুন্নাতের আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ্র এই রাজত্বে তিনি যেটা চান, সেটাই হয়। পক্ষান্তরে মু'তাযেলী আক্বীদা হ'ল, বান্দা যেটা করে, সেটাই আল্লাহ্র হুকুম' *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। এর অর্থ দাঁড়ায় বান্দা চুরি করলেও সেটি আল্লাহ্র হুকুম। এতে আল্লাহকে দায়ী করা হয়, বান্দা নির্দোষ হয়ে যায়। যা মারাত্মক ভ্রান্তি। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা হ'ল বান্দা পাপ করলে সে তার নিজের ইচ্ছায় সেটা করে এবং এজন্য সে দায়ী হয়। আল্লাহ তাকে বাধা দেননা, যদিও তিনি এতে নাখোশ হন। যেমন তিনি বলেন, وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ– 'আর তিনি তার বান্দাদের কুফরীতে খুশী হন না' *(যুমার ৩৯/৭)*। এক্ষণে আয়াতের সঠিক অর্থ হবে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلاَّ لِآمُرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ 'আমি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব আমার ইবাদতের জন্য'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً 'অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে' *(তওবা ৯/৩১; কুরতুবী)*।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, এটাই আল্লাহর নির্দেশ হলে বান্দা কিভাবে কুফরী করতে পারে? উত্তর এই যে, বান্দার দেহ সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আল্লাহ্র হুকুমে হয় তার জন্ম ও মৃত্যু, তার সুস্থতা ও অসুস্থতা, তার যৌবন ও বার্ধক্য। কিন্তু তার জ্ঞান ও বিবেককে আল্লাহ স্বাধীন রেখেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। সে ইচ্ছা করলে কৃতজ্ঞ হ'তে পারে, ইচ্ছা করলে অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে *(দাহর ৭৬/৩)*। অত্র আয়াতটি আহলে সুন্নাতের আক্বীদা মতে তাওহীদে ইবাদতের পক্ষে বড় দলীল।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِى الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ. فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِى صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِى شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِى–

‘আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন সবচাইতে কম ও হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহ’লে তুমি কি সবকিছুর বিনিময়ে এই শাস্তি থেকে মুক্তি চাইতে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি যখন আদমের ঔরসে ছিলে তখন আমি তোমার কাছে এর চাইতে সহজ বিষয় কামনা করেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ’।[২০২]

অত্র হাদীছে মানুষকে সৃষ্টির সূচনায় প্রদত্ত ‘আহ্দে আলাস্তু’র কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন আমরা সবাই আল্লাহকে ‘রব’ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ *(আ‘রাফ ৭/১৭২)*। কিন্তু দুনিয়াতে এসে যখন আমরা কেউ অস্বীকার করে নাস্তিক ও বস্তুবাদী হয়েছি। আবার কেউ আল্লাহকে স্বীকার করার পরেও শিরকে লিপ্ত রয়েছি। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ– ‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে’ *(ইউসুফ ১২/১০৬)*। আর এটাই বাস্তব যে, অল্পসংখ্যক জান্নাতী বান্দা ছাড়া অধিকাংশ লোকই মুমিন হবে না। যেমন আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ– ‘তুমি যতই চাও না কেন অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাসকারী নয়’ *(ইউসুফ ১২/১০৩)*। তবুও মুমিনকে সবকিছুর বিনিময়ে জান্নাত লাভে সচেষ্ট থাকতে হবে। বস্তুতঃ এর মধ্যেই রয়েছে মুমিন জীবনের পরীক্ষা। যাতে ব্যর্থ হ’লে সে দুনিয়া ও আখেরাত দু’টিই হারাবে। আল্লাহ আমাদেরকে সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদতের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

(৫৯) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ ‘সুতরাং যালেমদের প্রাপ্য তাই, যা তাদের বিগত সাথীদের প্রাপ্য ছিল। অতএব তারা যেন আমার নিকট তা দ্রুত কামনা না করে’। ذَنُوبًا অর্থ نَصِيبًا مِنَ الْعَذَابِ ‘আযাবের অংশ’ *(ইবনু কাছীর)*। এখানে অর্থ نَصِيبًا وَافِرًا مِنَ الْعَذَابِ ‘পরিপূর্ণ আযাব’ *(ক্বাসেমী)*। فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ অর্থ لاَ يَطْلُبُوا مِنِّي أَنْ أُعَجِّلَ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ ‘তারা যেন আমার কাছে না চায় যে, আমি দ্রুত তাদেরকে সেটা দেই সময় হওয়ার আগেই’ *(ক্বাসেমী)*। অথবা এর অর্থ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ نُزُولَ الْعَذَابِ بِهِمْ ‘তারা যেন তাদের উপর আযাব নাযিলের বিষয়ে ব্যস্ততা না দেখায়’। তাতে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন নূহের কওম তাকে বলেছিল, قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ– ‘হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে

২০২. বুখারী হা/৩৩৩৪; মুসলিম হা/২৮০৫; মিশকাত হা/৫৬৭০।

বিতণ্ডা করেছ এবং অনেক বেশী করেছ। অতএব তুমি যে শাস্তির ভয় আমাদের দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস যদি তুমি সত্যবাদী হও' *(হূদ ১১/৩২)*। ফলে তাদের উপর ব্যাপক বিধ্বংসী মহা প্লাবনের গযব নেমে আসে। যাতে তারা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় *(হূদ ১১/৩৬-৩৯)*।

(৬০) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ 'অতঃপর অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের জন্য, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে'। مِنْ يَوْمِهِمُ 'তাদের প্রতিশ্রুত সেই দিন' হ'ল ক্বিয়ামতের দিন *(ইবনু কাছীর)* অথবা বদরের যুদ্ধের দিন। যেদিন তারা মুসলিম বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়। একটি হ'ল দুনিয়াবী আযাব। অন্যটি হ'ল আখেরাতের আযাব। অবিশ্বাসীরা দু'টিই ভোগ করবে। তবে সূরার শুরুতে চারটি বস্তুর শপথ করে ৫ ও ৬ আয়াতে 'কর্মফল দিবস অবশ্যই আসবে' বলে যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে, সূরার শেষে বর্ণিত 'প্রতিশ্রুত দিবস'-এর অর্থ ক্বিয়ামত দিবস হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং বদরের দিবস হওয়াটাও সম্ভব পূর্বাপর সম্পর্কের কারণে। কেননা এগুলি হ'ল দুনিয়াবী আযাব' *(আবুস সঊদ, ক্বাসেমী)*। যেটা আল্লাহ যালেমদের জন্য নির্ধারণ করে রাখেন। যেমন তিনি বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– '(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা অবশ্যই তাদের লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*। যেমনটি আল্লাহ কুরায়েশ যালেমদের জন্য নির্ধারিত করেছিলেন বদরের দিনকে। যেদিন মুসলিম বাহিনীর হাত দিয়েই তিনি ১১ জন কুরায়েশ নেতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এটি ছিল তাদের জন্য দুনিয়াবী আযাব। এছাড়া আখেরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিতো আছেই। অবিশ্বাসী ও যালেমরা দু'টি আযাবই ভোগ করবে। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সকল প্রকার আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং উভয় জগতে মঙ্গল দান করুন- আমীন!

॥ সূরা যারিয়াত সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الذاريات، فلله الحمد والمنة

সূরা তূর (তূর পাহাড়)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা সাজদাহ ৩২/মাক্কী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৫২, পারা ২৭, রুকূ ২, আয়াত ৪৯, শব্দ ৩১২, বর্ণ ১২৯৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ তূর পাহাড়ের। وَالطُّوْرِ ①

(২) শপথ লিপিবদ্ধ কিতাবের, وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ②

(৩) উন্মুক্ত পত্রে। فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ③

(৪) শপথ আবাদ গৃহের। وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ④

(৫) শপথ সুউচ্চ ছাদের। وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ⑤

(৬) শপথ উত্তাল সমুদ্রের। وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ⑥

(৭) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই আসবে। اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑦

(৮) একে প্রতিহত করার কেউ নেই। مَا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ⑧

তাফসীর :

(১) وَالطُّورِ ‘শপথ তূর পাহাড়ের’। অর্থ طُورِ سَـــيْنَاءَ ‘সিনাই পাহাড়’ *(মুমিনূন ২৩/২০)*। যেখানে মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছিলেন ও তাঁকে নবুঅত দান করেছিলেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(২) وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ‘শপথ লিপিবদ্ধ কিতাবের’। অর্থ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ ‘সুরক্ষিত ফলক’ যাতে কুরআন এবং অন্যান্য ইলাহী কিতাব লিপিবদ্ধ আছে *(বুরূজ ৮৫/২১-২২; ক্বাসেমী)*। মানুষ যা দুনিয়াতে পাঠ করে এবং ফেরেশতারা পাঠ করে লওহে মাহফূযে *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ- فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ- لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ- ‘নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন’। ‘যা ছিল সুরক্ষিত কিতাবে’। ‘পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করেনি’ *(ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৭৭-৭৯)*। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ।

(৩) فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ অর্থ فِيْ صَحِيْفَةٍ مَفْتُوْحَةٍ ‘উন্মুক্ত পত্রে’। এটি পূর্বের আয়াতের সাথে যুক্ত *(ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ

لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُـــورًا– 'প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমরা তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। আর ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে বের করে দেখাব একটি আমলনামা, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে' *(ইসরা ১৭/১৩; তাকভীর ৮১/১০)*। আর আল্লাহ তাকে বলবেন, –اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/১৪)*।

(৪) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ 'শপথ আবাদ গৃহের'। অর্থ اَلْكَعْبَةُ الْمَعْمُوْرَةُ بِالْحُجَّاجِ وَالْعُمَّـــارِ وَالطَّـــائِفِيْنَ 'কা'বাগৃহ। যা হজ্জ ও ওমরাহকারী এবং তাওয়াফকারীদের দ্বারা সদা পরিপূর্ণ' অথবা بَيْتٌ فِي السَّمَاءِ حِيَالَ الْكَعْبَةِ مِـــنَ الْـــأَرْضِ 'পৃথিবীর কা'বাগৃহ বরাবর আসমানের বায়তুল মা'মূর'। যেখানে দৈনিক সত্তুর হাযার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কিন্তু কখনোই আর পুনরায় প্রবেশ করার সুযোগ পায় না *(বুখারী হা/৩২০৭)*। অর্থাৎ সর্বদা ইবাদতকারী ফেরেশতা দ্বারা ভরপুর থাকে *(ক্বাসেমী)*। ক্বাসেমী এখানে কা'বাগৃহকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, –وَهَذَا الْبَلَدِ الْـــأَمِينِ 'শপথ এই নিরাপদ নগরীর' *(তীন ৯৫/৩)*।

(৫) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ 'শপথ সুউচ্চ ছাদের'। অর্থ السَّمَاءُ الَّتِي هِيَ سَقْفُ الْأَرْضِ 'আকাশ। যা পৃথিবীর ছাদ' *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا 'আর আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদে পরিণত করেছি' *(আম্বিয়া ২১/৩২)*।[২০৩]

(৬) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ 'শপথ উত্তাল সমুদ্রের'। অর্থ اَلْبَحْرُ الْمَمْلُوْءُ المجموعُ مَاؤُهُ بَعْضُهُ فِيْ بَعْضٍ 'উদ্বেলিত সমুদ্র, যার ঢেউসমূহ পরস্পরের উপর উত্তাল হয়ে পড়ে'। অথবা এর অর্থ মুজাহিদ বলেন, اَلْبَحْرُ الْمُوقَدُ 'জ্বলন্ত সমুদ্র' *(কুরতুবী)*। যেটি ক্বিয়ামতের দিন হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 'যেদিন সমুদ্রগুলি অগ্নিগর্ভ হবে' *(তাকভীর ৮১/৬)*। ক্বাসেমী প্রথমটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। سَجَرْتُ التَّنُّورَ 'আমি চুলা জ্বালিয়েছি' *(কুরতুবী)*। السَّجْرُ অর্থ الإِيْقَادُ أَوِ الإِمْتِلاَءُ 'জ্বালানো অথবা ভরানো' *(ক্বাসেমী)*।[২০৪]

---

২০৩. 'আকাশ' সম্পর্কে জানার জন্য তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা নাবা ১২ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

২০৪. এ বিষয়ে জানার জন্য 'তাফসীরুল কুরআন' ৩০তম পারা সূরা তাকভীর ৬ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

(৭-৮) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِـــعٌ ‘নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যই আসবে’। উপরের ৬টি আয়াতে বর্ণিত পাঁচটি বস্তুর শপথ করে ৮ম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, مَا لَهُ مِنْ دَافِـــعٍ ‘একে প্রতিহত করার কেউ নেই’ *(তূর ৫২/৮)*। অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসকে বাধা দেবার কেউ নেই *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১; মুরসালাত ৭৭/৭)*। এটি পূর্ববর্তী কসম সমূহের জওয়াব *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

জুবায়ের বিন মুত্ব‘ইম (রাঃ) বলেন, আমি (কাফির থাকা অবস্থায়) বদর যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মদীনায় গেলাম। এসময় আমি মাগরিবের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সূরা তূর পড়তে শুনলাম। অতঃপর যখন তিনি ৭ ও ৮ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন তা শুনে আমার হৃদয় যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আমি আযাব নাযিলের ভয়ে তখনই মুসলমান হয়ে গেলাম। আমি ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না।[২০৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, – وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِى قَلْبِـــى ‘আর এটাই ছিল প্রথম ঘটনা যা আমার হৃদয়ে ঈমানকে স্থিতি দান করে’ *(বুখারী হা/৪০২৩)*।

(৯) যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে। يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾

(১০) এবং পর্বতমালা চালিত হবে তীব্রভাবে। وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾

(১১) দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য। فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

(১২) যারা খেল-তামাশায় মত্ত। الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴿١٢﴾

(১৩) সেদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾

(১৪) (বলা হবে) এটাই হ’ল সেই আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾

(১৫) এটা কি জাদু, নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? أَفَسِحْرٌ هٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾

(১৬) তোমরা এতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর বা না কর সবই সমান। তোমরা তো কেবল তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছ। اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوْا، سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ط إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

২০৫. বুখারী হা/৩০৫০, ৪৮৫৪; মুসলিম হা/৪৬৩ প্রভৃতি।

তাফসীর :

(৯) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَآءُ مَوْرًا অর্থ تَتَحَرَّكُ السَّمَآءُ تَحْرِيكًا 'যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে' *(ইবনু কাছীর)*। কেবল আন্দোলিত হবে না, বরং ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/১; ইনফিত্বার ৮২/১)*। يَوْمَ-এটি উহ্য ক্রিয়া اُذْكُرْ-এর 'কর্ম' হওয়ায় শেষ অক্ষর যবরযুক্ত হয়েছে। অর্থ তুমি স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন...।

(১০) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا 'এবং পর্বতমালা চালিত হবে তীব্রভাবে'। অর্থ تَسِيرُ كَسَيْرِ السَّحَابِ 'পাহাড়গুলি মেঘ সমূহের ন্যায় চালিত হবে'। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، 'তুমি পর্বতমালাকে দেখে স্থিত মনে কর। অথচ এগুলি সেদিন মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে' *(নমল ২৭/৮৮)*।

(১১) فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 'দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য'। অর্থ 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য ঐদিন আল্লাহ্র শাস্তির কারণে দুর্ভোগ' *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। وَيْلٌ কালেমা ব্যবহৃত হয় هَالِكٌ বা ধ্বংসন্মুখ ব্যক্তির জন্য। এখানে শুরুতে فاء এসেছে 'প্রতিফল' (الْمُجَازَاةُ) বুঝানোর জন্য *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ তাদের অন্যায় কর্মের মন্দফলের জন্যই তাদের সকল দুর্ভোগ।

(১২) اَلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَّلْعَبُونَ 'যারা খেল-তামাশায় মত্ত'। অর্থ اَلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْبَاطِلِ، وَيَتَّخِذُونَ دِينَهُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا– 'যারা মিথ্যার মধ্যে ডুবে থাকে এবং তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু মনে করে' *(ইবনু কাছীর)*।

(১৩) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا 'সেদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে'। অর্থ يُدْفَعُونَ إِلَى جَهَنَّمَ بِشِدَّةٍ 'জাহান্নামের দিকে কঠোরভাবে ফিরিয়ে নেওয়া হবে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। دَعَّ يَدُعُّ دَعًّا অর্থ 'কঠোরভাবে ধমকানো'। যেমন আল্লাহ বলেন, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ– 'সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়' *(মাঊন ১০৭/২)*।

(১৪-১৬) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ '(বলা হবে) এটাই হ'ল সেই আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে'। পরপর তিনটি আয়াত এসেছে জাহান্নামবাসীদের প্রতি ধিক্কার ও বিদ্রূপ হিসাবে। জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে এই ধিক্কার দিবে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

যেমন অন্যত্র এসেছে, – اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ‘আজ তোমরা এতে প্রবেশ করো। কারণ তোমরা এতে অবিশ্বাস করতে’ *(ইয়াসীন ৩৬/৬৪; যুমার ৩৯/৭২)*।

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٧﴾

(১৭) নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও সুখ-সম্ভোগে।

فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ، وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾

(১৮) তাদের প্রতিপালক তাদের যা দিবেন তা তারা খুশীমনে ভোগ করবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

(১৯) তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ খুশী মনে খাও ও পান কর।

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ، وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾

(২০) তারা সারিবদ্ধ আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসবে এবং আমরা তাদেরকে বিবাহ দিব আয়ত লোচনা হূরদের সাথে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ، اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

(২১) যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী, আমরা তাদেরকে তাদের সন্তানদের সাথে মিলিয়ে দেব। আর আমরা তাদের কর্মফল দানে আদৌ কমতি করব না। বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

(২২) আর আমরা তাদেরকে অতিরিক্ত দেব ফল-মূল ও গোশত, যা তারা কামনা করবে।

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾

(২৩) সেখানে তারা পরস্পরে পানপাত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। অথচ সেখানে কোন অনর্থক কথা ও পাপের কথা থাকবে না।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾

(২৪) তাদের সেবায় পদচারণা করবে কিশোররা, যেন তারা সুরক্ষিত মণি-মুক্তা।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

(২৫) তারা পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

(২৬) এবং বলবে, ইতিপূর্বে আমরা আমাদের পরিবারে আতংকিত ছিলাম।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

(২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾

(২৮) নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে আল্লাহকে ডাকতাম। নিশ্চয় তিনি বড়ই কল্যাণকারী ও পরম দয়ালু। **(রুকূ ১)**

فَذَكِّرْ فَمَاۤ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾

(২৯) অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক। তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহে তুমি গণৎকার নও বা পাগল নও।

তাফসীর :

(১৭) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّنَعِيمٍ ‘নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও সুখ-সম্ভোগে’। পূর্বের আয়াতগুলিতে কাফেরদের মন্দ পরিণতি বর্ণনার পর এখান থেকে ২৮ আয়াত পর্যন্ত পরপর ১২টি আয়াতে মুত্তাক্বীদের শুভ ফলাফলের বর্ণনা দান করা হয়েছে। আর এটা হ’ল কুরআনের ‘মাছানী’ (مَثَانِي) নীতি। যেকারণ এখানে জাহান্নামের বর্ণনার পরেই জান্নাতের বর্ণনা এসেছে।

(২০) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ‘তারা সারিবদ্ধ আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসবে’। وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ‘এবং আমরা তাদেরকে বিবাহ দিব আয়ত লোচনা হূরদের সাথে’। حُوْرٌ একবচনে حَوْرَاءُ অর্থ بَيْضَاءُ ‘স্বচ্ছ ধবধবে সাদা’। عِينٌ একবচনে عَيْنَاءُ অর্থ وَاسِعَةُ الْعَيْنَيْنِ ‘প্রসারিত চক্ষু বিশিষ্ট’। মুজাহিদ বলেন, حَوْرَاءُ বলা হয়েছে এজন্য যে, لِأَنَّهُ يَحَارُ الطَّرْفُ فِي حُسْنِهَا ‘অত্যন্ত সৌন্দর্য্যের কারণে সেদিকে ফিরে দৃষ্টি হয়রান হয়ে পড়ে’। আবু ‘আমর বলেন, আদম সন্তানের মধ্যে কোন ‘হূর’ নেই। সুন্দরী নারীদেরকে তাদের সাথে সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয় মাত্র। زَوَّجْنَاهُمْ অর্থ نَكَحنَاهُم ‘আমরা তাদেরকে বিবাহ দিব’। এটাই প্রকাশ্য অর্থ। যদিও কোন কোন বিদ্বান এর অর্থ করেছেন, قَرَّنَّاهُمْ ‘আমরা তাদেরকে মিলিয়ে দেব’ *(শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর)*। এটি দূরতম ব্যাখ্যা।

(২১) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ‘যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী’। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানদারগণের ঊর্ধ্বতন দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং অধস্তন পুত্র-পৌত্রী, কন্যা-নাতনী, যারা জান্নাতী হবে তাদের সকলের

সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে। কেবল সন্তান-সন্ততি নয়, তাদের জান্নাতী স্ত্রী ও স্বামীরাও স্ব স্ব স্বামী ও স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ– 'তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর' *(যুখরুফ ৪৩/৭০)*। তিনি আরও বলেছেন, هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ– 'তারা ও তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়াতলে সুসজ্জিত আসনে ঠেস দিয়ে বসবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৫-৫৬)*।

وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 'আর আমরা তাদের কর্মফল দানে আদৌ কমতি করব না'। অর্থ وَمَا نَقَصْنَاهُمْ مِنْ ثَوَابِ عَمَلِهِمْ شَيْئًا 'আমরা তাদের সৎকর্মের ছওয়াব থেকে কিছুমাত্র হ্রাস করব না' *(ক্বাসেমী)*। বরং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের ছওয়াব বৃদ্ধি করে দিবেন। যেমন মৃত্যুর পরেও ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্র নেকীসমূহ তাদের আমলনামায় যুক্ত হবে। এমনকি তাদের সন্তানদের দো'আ ও ক্ষমাপ্রার্থনা তাদের জন্য খুবই ফলদায়ক হবে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ– 'নিশ্চয় আল্লাহ তার সৎকর্মশীল বান্দার মর্যাদা জান্নাতে উচ্চ করবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আমার জন্য এটা হ'ল? জবাবে আল্লাহ বলবেন, 'তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে'।[২০৬]

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ– 'বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কৃতকর্মের জন্য দায়ী'। যেমন অন্যত্র এসেছে, كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ– 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩৮)*। আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى– وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى– 'আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত'। 'আর তার কর্ম অচিরেই দেখা হবে' *(নাজম ৫৩/৩৯-৪০)*। তিনি বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ– وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ– 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। কেবল অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করা ব্যতীত মুক্তির কোন পথ নেই *(যুমার ৩৯/৫৩; তাহরীম ৬৬/৮)*।

---

২০৬. আহমাদ হা/১০৬১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; সনদ হাসান, ছহীহাহ হা/১৫৯৮।

(২২) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ‘আর আমরা তাদেরকে অতিরিক্ত দেব ফল-মূল ও গোশত, যা তারা কামনা করবে’। অর্থ أَكْثَرْنَا لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةً مِنَ اللهِ، أَمَدَّهُمْ بِهَا غَيْرَ الَّذِي كَانَ لَهُمْ ‘তাদের প্রাপ্যের বাইরে আমরা তাদেরকে এগুলি দ্বারা বেশী বেশী দেব আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে অতিরিক্ত হিসাবে’ *(কুরতুবী)*। ফলমূল ও গোশতের কথা বলার কারণ হ’ল, মানুষ এগুলিকে দুনিয়াতে বেশী পসন্দ করে *(ইবনু কাছীর)*। এর অর্থ এটাও হ’তে পারে, زِدْنَاهُمْ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ، مَا ذُكِرَ ‘সময়ে সময়ে আমরা তাদেরকে নে‘মত সমূহ বৃদ্ধি করে দেব, যা বলা হবে’ *(ক্বাসেমী)*।

(২৩) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا ‘সেখানে তারা পরস্পরে পানপাত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। অথচ সেখানে কোন অনর্থক কথা ও পাপের কথা থাকবে না’। يَتَنَازَعُونَ অর্থ يَتَجَاذَبُونَ عَلَى سَبِيْلِ الْمُدَاعَبَةِ، وَيَتَعَاطَوْنَ عَلَى سَبِيْلِ التَّكْرِيْمِ ‘তারা পরস্পরে খেলাচ্ছলে শরাবের পাত্র টানাটানি করবে এবং পরস্পরকে প্রদান করবে সম্মানের উদ্দেশ্যে’ *(ত্বানত্বাভী, আত-তাফসীরুল ওয়াসীত্ব)*। অর্থাৎ মুমিন ও তার স্ত্রী-সন্তানেরা ও খাদেমরা খুশীতে শরাবের পাত্র সমূহ নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে *(কুরতুবী)*।

(২৬) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ এবং বলবে, ইতিপূর্বে আমরা আমাদের পরিবারে আতঙ্কিত ছিলাম। مُشْفِقِينَ অর্থ خَائِفِينَ مِنْ عَذَابِ اللهِ ‘আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে ভীত ছিলাম’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(২৭) فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ‘অতঃপর আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন’। اَلسَّمُوم অর্থ اَلرِّيْحُ الْحَارَّةُ ‘উত্তপ্ত বায়ু’। এর দ্বারা ‘জাহান্নাম’ বুঝানো হয়েছে। হাসান বাছরী বলেন, ‘সামূম’ হ’ল জাহান্নামের নাম সমূহের অন্যতম *(কুরতুবী)*।

(২৮) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ‘নিশ্চয়ই আমরা ইতিপূর্বে আল্লাহকে ডাকতাম’। نَدْعُوْهُ অর্থ نَعْبُدُهُ ‘তাঁর ইবাদত করতাম’ *(কুরতুবী)*। অথবা نَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ ‘তার নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে প্রার্থনা করতাম’ *(ইবনু কাছীর)*। আর সেই স্নেহের কারণেই তিনি আমাদের গোনাহ সমূহকে ছোট করে দেখেছেন ও ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, الْبَرُّ অর্থ اللَّطِيفُ ‘স্নেহশীল’ *(কুরতুবী)*।

(২৯) فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ ‘অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক। তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহে তুমি গণৎকার নও বা পাগল নও’। فَذَكِّرْ অর্থ ذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ ‘তুমি

কুরআন দ্বারা উপদেশ দাও' *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, –فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيدِ 'অতএব তুমি উপদেশ দাও কুরআন দ্বারা, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে' *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*।

(৩০) নাকি তারা বলতে চায় যে, সে একজন কবি। আমরা তার মৃত্যু ঘটার অপেক্ষায় আছি।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝
(৩১) বলে দাও! তোমরা অপেক্ষায় থাক। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।	قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝
(৩২) তাদের বিবেক কি তাদের এই মিথ্যারোপে প্ররোচিত করে? নাকি তারা আসলেই এক অবাধ্য সম্প্রদায়?	اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝
(৩৩) নাকি তারা বলে যে, এটি তার মনগড়া কথা! বরং ওরা এটাতে বিশ্বাসই করে না।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝
(৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়, তাহ'লে অনুরূপ একটি কুরআন ওরা নিয়ে আসুক!	فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝
(৩৫) তারা কি কোন কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা?	اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝
(৩৬) নাকি তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং আসলেই তারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়।	اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝
(৩৭) নাকি তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে। নাকি তারাই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক?	اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝
(৩৮) নাকি তাদের নিকট কোন সিঁড়ি আছে, যা বেয়ে তারা উপরে গিয়ে আল্লাহ্র কথা শুনে আসে? যদি থাকে, তাহ'লে তাদের সেই শ্রবণকারী সুস্পষ্ট প্রমাণসহ উপস্থিত হউক!	اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝
(৩৯) নাকি তাঁর জন্য কন্যা সন্তান ও তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান?	اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝
(৪০) নাকি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা সেই বোঝায় কাবু হয়ে পড়েছে?	اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝
(৪১) নাকি তাদের কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান আছে,	اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

যা তারা লিপিবদ্ধ করে?

(৪২) নাকি তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতঃপর কাফেররাই হবে চক্রান্তের শিকার।

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

(৪৩) নাকি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য আছে? অথচ তারা যাদের শরীক করে, আল্লাহ সেসব থেকে পবিত্র।

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

তাফসীর :

(৩০) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ‘নাকি তারা বলতে চায় যে, সে একজন কবি। আমরা তার মৃত্যু ঘটার অপেক্ষা করছি’। যাহহাক বলেন, বনু আব্দিদ্দার রাসূল (ছাঃ)-কে ‘কবি’ বলে অভিহিত করেছিল। তাদের ধারণা ছিল বিগত কবিদের ন্যায় তিনিও সত্বর মারা যাবেন। তাছাড়া তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ যুবক বয়সে মারা গেছেন। সে হিসাবে তার ছেলেও সত্বর মারা যাবে’ *(কুরতুবী)*। ইবনু ইসহাক বলেন, কুরায়েশ নেতারা ‘দারুন নাদওয়া’তে পরামর্শ বৈঠকে মুহাম্মাদ সম্পর্কে বলেছিল, ওকে বন্দী করে রাখ। অতঃপর তার মৃত্যুর অপেক্ষা কর। কেননা তার পূর্বের কবি যুহায়ের, নাবেগাহ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর সে তো তাদেরই মত একজন কবি। জবাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়’ *(ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর)*। আধুনিক যুগে ‘আমৃত্যু কারাদণ্ডে’র বিধান সম্ভবতঃ ফেলে আসা জাহেলী আরবের অনুকরণ মাত্র।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ‘কবি’ বলার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ– ‘এটা কোন কবির কথা নয়। বস্তুতঃ তোমরা কমই বিশ্বাস করে থাক’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/৪১)*।

আখফাশ বলেন, رَيْبَ الْمَنُونِ আসলে ছিল إِلَى رَيْبِ الْمَنُونِ। হরফে জার বিলুপ্ত করায় رَيْبَ الْمَنُونِ হয়েছে। رَيْبَ অর্থ حَوَادِثَ ‘দুর্ঘটনা সমূহ’ এবং مَنُوْن অর্থ ‘মৃত্যু’ *(কুরতুবী)*।

সুদ্দী আবু মালেক হ’তে এবং তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন যে, কুরআনে رَيْبَ অর্থ شَكٌّ ‘সন্দেহ’ সূরা তূরের একটি স্থান ব্যতীত। আর সেটি হ’ল رَيْبَ الْمَنُونِ অর্থ قَوَارِعُ الدَّهْرِ ‘কালচক্র’ *(ইবনু কাছীর)*।

(৩১) قُلْ تَرَبَّصُوا ‘বলে দাও! তোমরা অপেক্ষায় থাক। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম’। تَرَبَّصُوا অর্থ اِنْتَظِرُوا ‘তোমরা অপেক্ষা কর’। ‘আমি ও তোমাদের

Contents

সাথে অপেক্ষায় থাকলাম' বলার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের মাধ্যমে কার্যকর হয় বদরের যুদ্ধে কুরায়েশদের চরম পরিণতি বরণের মধ্য দিয়ে *(কুরতুবী)*।

(৩২) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَـذَا 'তাদের বিবেক কি তাদের এই মিথ্যারোপে প্ররোচিত করে? নাকি তারা আসলেই এক অবাধ্য সম্প্রদায়?' أَحْلاَمُهُـمْ অর্থ عُقُـولُهُمْ 'তাদের জ্ঞান' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। প্রকৃত জ্ঞান হ'ল কুরআনের জ্ঞান। যাতে কোন ভুল নেই। যা সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড। অথচ অবিশ্বাসীরা সেই শাশ্বত জ্ঞান হ'তে দূরে থেকে নিজেদের জ্ঞানকে বড় করে দেখে। সেকারণ তারা ক্বিয়ামতের দিন বলবে, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّـعِيرِ- 'যদি আমরা সেদিন (নবীদের কথা) শুনতাম ও তা অনুধাবন করতাম, তাহ'লে আজ জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম না' *(মুল্ক ৬৭/১০)*। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীরা নিজেদেরকে যত বড় জ্ঞানী ভাবুক, তারা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী নয়। যারা তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনেনা, তার বিধান মানেনা, নিজের ভবিষ্যৎ কল্যাণের খবর রাখে না, তার জীবনের পরিণতি জানেনা, তারা কিভাবে জ্ঞানী হ'তে পারে? পক্ষান্তরে মুমিনরা বৈষয়িক জ্ঞানে যদি কিছু কমও থাকেন, তবুও তারাই প্রকৃত জ্ঞানী। কারণ তারা তাদের নিশ্চিত গন্তব্য জানেন এবং সেখানে মুক্তির জন্য সর্বদা পাথেয় সঞ্চয় করেন।

(৩৩) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ 'নাকি তারা বলে যে, এটি তার মনগড়া কথা! বরং ওরা এটাতে বিশ্বাসই করে না'। تَقَوَّلَهُ অর্থ اخْتَلَقَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ 'সে তার নিজের পক্ষ থেকে কুরআন বানিয়ে বলছে' *(ইবনু কাছীর)*। التَّقَـوُّلُ অর্থ تَكَلُّـفُ الْقَـوْلِ 'বানিয়ে কথা বলা'। যা সাধারণতঃ মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন تَقَوَّلَ عَلَيْهِ অর্থ كَذَبَ عَلَيْهِ 'সে তার উপর মিথ্যারোপ করেছে' *(কুরতুবী)*।

(৩৪) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِـهِ 'যদি তারা সত্যবাদী হয়, তাহ'লে অনুরূপ একটি কুরআন ওরা নিয়ে আসুক!' এখানে 'হাদীছ' বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এটি ছাড়াও আরও অনেক স্থানে এরূপ বলা হয়েছে। যেমন اَللهُ نَـزَّلَ أَحْسَـنَ الْحَـدِيثِ 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন' *(যুমার ৩৯/২৩)*। এটি কুরআনে বর্ণিত ক্রম অনুযায়ী কাফেরদের প্রতি আল্লাহ্র ৬ষ্ঠ চ্যালেঞ্জ। যা মক্কায় ৫টি চ্যালেঞ্জের সর্বশেষ। এরপর মদীনায় চ্যালেঞ্জ করা হয় সূরা বাক্বারাহ ২৩ আয়াতের মাধ্যমে। চ্যালেঞ্জের আয়াতগুলি হ'ল যথাক্রমে মদীনায় বাক্বারাহ ২/২৩ এবং মক্কায় ইউনুস ১০/৩৮, হূদ ১১/১৩, ইসরা ১৭/৮৮, ক্বাছাছ ২৮/৪৯ ও তূর ৫২/৩৪।

(৩৫) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ 'তারা কি কোন কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা?' ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ অর্থ مِنْ غَيْرِ رَبٍّ 'সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের কর্ম নির্ধারণ করেছেন'। এছাড়াও অর্থ হ'তে পারে مِنْ غَيْرِ اَبٍ وَلاَ اُمٍّ 'পিতা ও মাতা ছাড়াই' *(কুরতুবী)*।

(৩৭) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ 'নাকি তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে। নাকি তারাই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক?' خَزَآئِنُ رَبِّكَ অর্থ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ 'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাণ্ডার সমূহ'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, وَهُوَ الْمَطَرُ وَالرِّزْقُ 'সেটি হ'ল বৃষ্টি ও রিযিক'। অথবা مَفَاتِيحُ الرَّحْمَةِ 'অনুগ্রহের চাবি সমূহ' *(কুরতুবী)*। الْمُصَيْطِرُونَ অর্থ الْمُسَلَّطُونَ الْجَبَّارُونَ 'জবর দখলকারী, যবরদস্তিকারী' *(কুরতুবী)*। অথচ আল্লাহ বলেন, فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ 'তিনি যা চান তাই করেন' *(বুরূজ ৮৫/১৬)*।

(৩৮) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُونَ فِيهِ 'নাকি তাদের নিকট কোন সিঁড়ি আছে যা বেয়ে উপরে গিয়ে তারা আল্লাহ্র কথা শুনে আসে?' যেমনটি ইতিপূর্বে ক্ষমতাগর্বী ফেরাউন দাবী করেছিল। সে তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে বলেছিল, يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ 'হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। যাতে আমি আকাশের দরজা সমূহে পৌঁছে যেতে পারি' *(মুমিন/গাফের ৪০/৩৬)*। হ্যাঁ, মানব জাতির মধ্যে একজনই মাত্র পৌঁছেছিলেন আল্লাহ্র কাছে। যিনি তাঁকে বোরাকের বৈদ্যুতিক সিঁড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন *(ইসরা ১৭/১)*। তিনি হ'লেন শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

(৩৯) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ 'নাকি তাঁর জন্য কন্যা সন্তান ও তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান?' অত্র আয়াতে কুরায়েশ নেতাদের সীমাহীন বোকামীকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। তারা কন্যা সন্তানকে 'আল্লাহ্র সন্তান' আর পুত্র সন্তানকে 'নিজেদের সন্তান' বলত। কারণ মেয়েরা হ'ল দুর্বল জাতি। এরা যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে পারে না। এরা পরিবারের বোঝা স্বরূপ। তাছাড়া তাদের বানোয়াট সামাজিক বিধান মতে কন্যা সন্তান পিতা বা স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিছ হয় না। অতএব ওরা আল্লাহ্র সন্তান। অথচ ঐ বোকারা দেখে না যে, ঐ নারীদের গর্ভ থেকেই আল্লাহ তাদের বের করে এনেছেন। তাদের বুকের দুধ খেয়েই তারা বড় হয়েছে। নারী জাতি না থাকলে পুরুষ জাতির অস্তিত্বই পৃথিবীতে থাকতো না। অতএব যে আল্লাহ মায়ের গর্ভ থেকে জীবন্ত সন্তান বের করে আনেন, তিনি কি কবর থেকে জীবন্ত মানুষের পুনরুত্থান ঘটাতে পারেন না?

(৪০) أَمْ تَسْـــأَلُهُمْ أَجْـــرًا 'নাকি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা সেই বোঝায় কাবু হয়ে পড়েছে?' একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْـــرَمٍ مُّثْقَلُـــونَ– 'তুমি কি তাদের কাছে মজুরী চাও যে তারা বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে?' *(ক্বলম ৬৮/৪৬)*। مَغْرَمٌ وَ غَرَامَةٌ অর্থ জরিমানা, লোকসান, ক্ষতি, ঋণ ইত্যাদি। বহুবচনে غَرَامَاتٌ ও مَغَارِمٌ আর مُغْرَمٌ অর্থ 'ক্ষতিগ্রস্ত'।

অত্র আয়াতে দ্বীনের প্রচারক ও আল্লাহ্র পথে সমাজ সংস্কারকদের দুনিয়াবী স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দাওয়াতী কাজ করার প্রতি নির্দেশনা রয়েছে। নবীগণের দাওয়াতে দুনিয়াবী স্বার্থের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা কেবল আল্লাহ্র নিকটেই এর পুরস্কার কামনা করতেন। যেমন নিজ কওমের নিকট নূহ (আঃ)-এর বক্তব্য ছিল, لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ، 'এ দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে' *(হূদ ১১/২৯)*। এমনি করে বলেছেন প্রায় সকল নবী।[২০৭]

(৪২) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا 'নাকি তারা চক্রান্ত করতে চায়? তাহ'লে কাফেররাই হবে চক্রান্তের শিকার'। اَلْمَكِيْدُوْنَ অর্থ اَلْمَمْكُوْرُ بِهِمْ 'তারাই চক্রান্তের শিকার হবে' *(কুরতুবী)*। আর কূট চক্রান্ত খোদ চক্রান্তকারীকেই ধ্বংস করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ – 'অথচ কূট চক্রান্ত কেবল চক্রান্তকারীকেই বেষ্টন করে রাখে। তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের ধ্বংস রীতির অপেক্ষা করছে?' *(ফাত্বির ৩৫/৪৩)*। এখানে পূর্ববর্তী ধ্বংস প্রাপ্ত জাতি সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে কুরায়েশ চক্রান্তকারীরা বদরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল।

كَادَ يَكَادُ كَيْداً অর্থ مَكَرَ يَمْكُرُ مَكْرًا 'চক্রান্ত করা'। এটি কেবল বান্দার ক্ষেত্রে। আল্লাহ্র ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে 'কৌশল করা'। যেমন وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ অর্থ 'আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী' *(আলে ইমরান ৩/৫৪; আনফাল ৮/৩০)*।

এর অর্থ এটা নয় যে, (ক) 'তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম ষড়যন্ত্রকারী' *(আনফাল ৮/৩০)*। একইভাবে এসেছে, (খ) আল্লাহ বলেন, إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ 'নিশ্চয় আমার কৌশল বা ষড়যন্ত্র অতি

---

২০৭. হূদ ১১/২৯ (নূহ); وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَـــى رَبِّ الْعَـــالَمِينَ শো'আরা ২৬/১০৯ (নূহ), ১২৭ (হূদ), ১৪৫ (ছালেহ), ১৬৪ (লূত), ১৮০ (শু'আয়েব)।

শক্ত' *(আ'রাফ ৭/১৮৩)*। (গ) فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا 'কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্র ইখতিয়ারে' *(রা'দ ১৩/৪২)*। (ঘ) لاَ يَضِلُّ رَبِّي 'আমার প্রতিপালক পথভ্রষ্ট হন না' *(ত্বোয়াহা ২০/৫২)*। (ঙ) اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ 'আল্লাহ তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫)*।[২০৮]

(৪৩) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ؟ 'নাকি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য আছে?' অত্র আয়াতে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করার মূর্খতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধিক্কার সহ বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এইসব হঠকারীদের একটা মাছিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও নেই। যেমন আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ- مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ-

'হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোন। আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, তারা কখনো একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে এজন্যে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়ে শক্তিহীন (অর্থাৎ পূজারী ও দেবতা উভয়েই ব্যর্থ)'। 'তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা বুঝে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও পরাক্রান্ত' *(হাজ্জ ২২/৭৩-৭৪)*।

وَإِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾

(৪৪) যদি তারা আকাশ থেকে কোন খণ্ড পতিত হ'তে দেখে, তখন তারা বলে এটি পুঞ্জীভূত মেঘখণ্ড।

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾

(৪৫) অতএব ছাড় ওদেরকে, যতদিন না ওরা প্রকম্পনের দিনের সম্মুখীন হয়।

يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾

(৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত কোনই কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।

وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

(৪৭) নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না।

---

২০৮. বাংলাভাষায় বহুল প্রচলিত কোন কোন তাফসীরে বর্তমানে এরূপ অনুবাদ দেখা যাচ্ছে। যা মারাত্মক ভ্রান্তি।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

(৪৮) আর তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর। কেননা তুমি আমাদের চোখের সামনেই রয়েছ। আর তুমি তোমার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা কর যখন তুমি ওঠ।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

(৪৯) এবং রাত্রির কিছু অংশে ও তারকারাজির অস্তগমনের পর তুমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(৪৪) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا 'যদি তারা আকাশ থেকে কোন খণ্ড পতিত হ'তে দেখে'। এটিও কাফেরদের মূর্খতা ও হঠকারিতার জওয়াবে নাযিল হয়। কেননা তারা বলত, فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ– 'অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হও, তাহ'লে আকাশ থেকে একটি খণ্ড আমাদের উপর নিক্ষেপ কর' *(শো'আরা ২৬/১৮৭)*। কেউ বলত, أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ قَبِيلاً– 'অথবা আকাশকে টুকরা টুকরা করে আমাদের উপরে ফেলবে যেমন তুমি ধারণা ব্যক্ত করে থাক। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে সামনে হাযির করবে' *(ইসরা ১৭/৯২)*। অথচ যদি আকাশ থেকে কোন টুকরা ফেলা হ'ত, তাহ'লে তারা বলত, سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ 'ওটা পুঞ্জীভূত মেঘখণ্ড' *(তূর ৫২/৪৪)*। এটি আকাশের কোন খণ্ড নয়। এ ধরনের বাজে কথা দু'ধরনের লোক বলত। এক- যারা ছিল স্বার্থপর ও হঠকারী এবং দুই- যারা ছিল তাদের অন্ধ অনুসারী। মুশরিকদের মধ্যে উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল *(কুরতুবী)*। যারা আজও আছে।

الْكِسَفُ বহুবচনে 'টুকরা'। الْقِطْعَةُ অর্থ الْكِسْفُ جَمْعُ كِسْفَةٍ مِثْلَ سِدْرٍ وَسِدْرَةٍ *(কুরতুবী)*। কুরআনে একবচন ও বহুবচন দু'টি শব্দই এসেছে। رَكَمَ يَرْكُمُ رَكْمًا،

رَكَمَ الشَّيْءَ : كَوَّمَهُ ، جَمَعَهُ وأَلْقَى بَعْضَه عَلَى بَعْضٍ অর্থ 'স্তূপ করা'।

(৪৫) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ 'অতএব ছাড় ওদেরকে, যতদিন না ওরা প্রকম্পনের দিনের সম্মুখীন হয়'। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনের সম্মুখীন না হয় *(ইবনু কাছীর)*। হিজরতকালে সূরা হজ্জ ৩৯ আয়াতে জিহাদের হুকুম নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় এই বিধান ছিল। পরে ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধে কাফেরদের সশস্ত্র মুকাবিলা করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করা হয়। কোন জনপদে মুসলমান দুর্বল থাকলে শক্তিশালী

কাফেরদের তারা উপেক্ষা করে চলবে। তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা করা যাবে না। তাতে হিতে বিপরীত হবে এবং ইসলামের স্বাভাবিক দাওয়াত বন্ধ হয়ে যাবে।

فِيهِ يُصْعَقُونَ ‘যেদিনে তারা প্রকম্পিত হবে’। অনেকে يُصْـــعَقُونَ অর্থ يَمُوتُـــونَ ‘তারা মৃত্যুবরণ করবে’ বলেছেন যেটি ক্বিয়ামতের দিন প্রথম শিঙ্গায় ফুঁকদানের সাথে সাথে হবে *(কুরতুবী)*। صَعِقَ يَصْعَقُ صَعْقًا وصُعَاقًا ‘মূর্ছা যাওয়া, মৃত্যু হওয়া’। صَعِقَ الرَّعْدُ : اِشْتَدَّ صَوْتُهُ ‘কঠোর নিনাদ’।

(৪৭) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ‘নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে’। কাফেরদের নানাবিধ দুনিয়াবী শাস্তি, রোগ-শোক, অপমান-লাঞ্ছনা ইত্যাদি এবং কবরের শাস্তি রয়েছে, যা জাহান্নামের শাস্তির অতিরিক্ত। অথচ তারা এগুলিকে আল্লাহ্র শাস্তি মনে করে না। কেননা তারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে না এবং তাঁর অদৃশ্য শাস্তি সম্পর্কে তারা জানে না। মুমিনদেরও বিপদাপদ হয়। কিন্তু সেগুলি হয় তাদের জন্য ঈমানের পরীক্ষা। যাতে ধৈর্য ধারণ করলে তারা পরকালে লাভবান হবে। কিন্তু অবিশ্বাসীরা সেটা পাবে না। ফলে তাদের জন্য কেবল ক্ষতি আর ক্ষতি।

(৪৮) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ‘আর তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর’। অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে কাফেদের নানাবিধ কষ্টদানে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে অভয় বাণী শুনানো হয়েছে যে, তুমি সর্বদা আমাদের সামনে আছ। আমরা তোমাকে দেখছি ও তোমার কথা শুনছি। অতএব শত্রুদের হাত থেকে আমরাই তোমাকে হেফাযত করব। حِينَ تَقُومُ ‘যখন তুমি ওঠ’ অর্থ ‘যখন তুমি শয্যাত্যাগ কর বা ঘুম থেকে উঠো’ *(ইবনু কাছীর)*।

যেমন ঘুম থেকে ওঠার দো‘আ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ– ‘সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান’।[২০৯] অথবা এর দ্বারা যেকোন নেকীর মজলিস থেকে ওঠা বুঝানো হ’তে পারে *(কুরতুবী)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) মজলিস ভঙ্গের দো‘আ হিসাবে বলেন, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ– ‘মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মজলিস ভঙ্গের পূর্বে এই দো‘আ পাঠ করলে মজলিস চলাকালীন তার ভাল কথাগুলি তার জন্য

২০৯. বুখারী হা/৬৩২৪; মিশকাত হা/২৩৮২ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৬।

ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাঙ্কিত থাকবে। এছাড়া তার বাড়তি কথা সমূহের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং এই দো'আ উক্ত গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে'।[২১০] সেকারণ এই দো'আকে كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ বা 'মজলিসের কাফফারা' বলা হয়।[২১১]

(৪৯) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ 'আর রাত্রির কিছু অংশে ও তারকারাজির অস্ত গমনের পর তুমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর'। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ 'আর পবিত্রতা বর্ণনা কর রাত্রির কিছু অংশে এবং সিজদাসমূহের শেষে' *(ক্বাফ ৫০/৪০)*। এখানে إِدْبَارَ ও أَدْبَارَ দু'টিই পড়া যায়। একবচনে دُبْرٌ ও دُبُرٌ *(কুরতুবী)*। এর দ্বারা তাহাজ্জুদের ছালাত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'।[২১২] হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর ফজরের ছালাতের আগ পর্যন্ত ১১ রাক'আত ছালাত পড়তেন। প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরাতেন এবং শেষে এক রাক'আত বিতর পড়তেন। অতঃপর পঞ্চাশ আয়াত পাঠের মত সময় শুয়ে থাকতেন। অতঃপর ফজরের আযান শেষ হ'লে উঠে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। অতঃপর ডানকাতে শুতেন। যতক্ষণ না মুওয়াযযিন ইক্বামতের জন্য আসত। অতঃপর তিনি বের হ'তেন'।[২১৩]

---

২১০. নাসাঈ হা/১৩৪৪; আহমাদ হা/২৪৫৩০; তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৫০, ২৪৩৩; 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

২১১. আবুদাঊদ হা/৪৮৫৯; মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০; ইবনু কাছীর।

২১২. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯ 'ছওম' অধ্যায় 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

২১৩. বুখারী হা/৯৯৪; মুসলিম হা/৭৩৬; মিশকাত হা/১১৮৮ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে রাত্রির এই বিশেষ নফল ছালাত তিন রাক'আত বিতরসহ ১১ রাক'আত ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন,

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২)[২১৪] চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন।[২১৫]

অতঃপর ফজর ছালাতের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত সম্পর্কে মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا- 'ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চাইতে উত্তম'।[২১৬] তিনি আরও বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ- 'রাসূল (ছাঃ) নফল ছালাত সমূহের মধ্যে ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত (সুন্নাত) ছালাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন'।[২১৭]

॥ সূরা তূর সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الطور، فلله الحمد والمنة

---

২১৪. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮ ।

২১৫. (১) বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ, হা/১১৪৭; (২) মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, হা/১৭২৩; (৩) তিরমিযী হা/৪৩৯; (৪) আবুদাঊদ হা/১৩৪১; (৫) নাসাঈ হা/১৬৯৭; (৬) মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ৭৪, হা/২৬৩; (৭) আহমাদ হা/২৪৮০১; (৮) ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৬৬; (৯) বুলূগুল মারাম হা/৩৬৭; (১০) তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৪৩৭; (১১) বায়হাক্বী ২/৪৯৬ পৃঃ, হা/৪৩৯০; (১২) ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫-এর ভাষ্য, ২/১৯১-১৯২; (১৩) মির'আতুল মাফাতীহ হা/১৩০৬-এর ভাষ্য, ৪/৩২০-২১।

২১৬. মুসলিম হা/৭২৫; মিশকাত হা/১১৬৪; ইবনু কাছীর।

২১৭. বুখারী হা/১১৬৯; মুসলিম হা/৭২৪; মিশকাত হা/১১৬৩।

সূরা নজম (নক্ষত্ররাজি)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। তবে ৩২ আয়াতটি মাদানী। সূরা ইখলাছ ১১২/মাক্কী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৫৩, পারা ২৭, রুকূ ৩, আয়াত ৬২, শব্দ ৩৫৯, বর্ণ ১৪০৫

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ নক্ষত্ররাজির যখন তা অস্তমিত হয়। وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ①

(২) তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি বা বিভ্রান্ত হননি। مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ②

(৩) তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ③

(৪) সেটি অহি ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়। اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ④

(৫) তাকে শিক্ষাদান করে মহা শক্তিশালী (একজন ফেরেশতা)। عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ⑤

(৬) মহা শক্তিধর। অতঃপর সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ⑥

তাফসীর :

(১) وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ‘শপথ নক্ষত্ররাজির যখন তা অস্তমিত হয়’। اَلنَّجْمُ অর্থ নক্ষত্র। যা একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। هَوَي অর্থ غَابَ اَوْ سَقَطَ ‘অস্তমিত হয় বা পতিত হয়’। অস্তমিত প্রতিদিন হয়। কিন্তু পতিত হবে ক্বিয়ামতের দিন। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ– ‘যেদিন নক্ষত্র সমূহ খসে পড়বে’ *(তাকভীর ৮১/২)*। এখানে অস্তমিত হওয়ার অর্থটি অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা এটা মানুষ প্রতিদিন দেখে। এতে বিস্ময়ের বা ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া এটি যে কারু আনুগত্য করে এবং কারু হুকুমে প্রতিদিন ওঠে ও ডোবে, সেটাও চাক্ষুষ দেখা যায়। এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশালতম সৃষ্টি। এদের উদয় ও অস্ত কিংবা পতিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, যা মানুষের ক্ষমতা ও কল্পনার অতীত। এই মহাসৃষ্টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এবং এটি যে মানুষের মহাকল্যাণে সৃষ্ট, সেটা বুঝানোর জন্যই আল্লাহ নক্ষত্ররাজির কসম করেছেন। যেমন কুরআনের বড়ত্ব বুঝানোর জন্য একই মর্মের কসম আল্লাহ অন্যত্র করেছেন। তিনি বলেন, فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ– وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ– إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ– فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ– لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ– تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ–

‘অতঃপর আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের’। ‘অবশ্যই এটি একটি মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে’। ‘নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন’। ‘যা ছিল সুরক্ষিত কিতাবে’। ‘পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করেনি’। ‘এটি জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট হ’তে অবতীর্ণ’ *(ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৭৫-৮০)*।

(২) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ‘তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি বা বিভ্রান্ত হননি’। এটি হ’ল পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত শপথের জওয়াব। অর্থাৎ নক্ষত্ররাজির ন্যায় মহাসৃষ্টির কসম করে আল্লাহ বলছেন যে, মুহাম্মাদ পথভ্রষ্ট হননি বা তিনি বিভ্রান্ত নন। এর দ্বারা অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসী যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পথভ্রষ্ট বলে, তাদের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে।

(৩-৪) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوحَى ‘তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। সেটি অহি ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়’। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) শরী‘আত বিষয়ে নিজ খেয়াল-খুশীমত কিছু বলেন না। বরং সবকিছু তিনি আল্লাহ্র অহি মোতাবেক বলেন। এর মধ্যে কুরআন ও হাদীছ দু’টিই যে আল্লাহ্র অহী সেটি পরিষ্কারভাবে বুঝানো হয়েছে। শুধু কুরআন হ’লে اِنْ هَذَا ‘এটি’ বলা হ’ত। কিন্তু اِنْ هُـــوَ ‘সেটি’ বলে النُّطْـــقُ ‘তাঁর কথা’ বুঝানো হয়েছে, যা তিনি দ্বীনের বিষয়ে বলে থাকেন। আর সেটি হ’ল কুরআন ও হাদীছ দু’টিই।

যেমন মিক্বদাদ বিন মা‘দীকারিব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنِّـــى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَـــهُ ‘আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার মত আরেকটি’ (আর সেটি হ’ল হাদীছ) *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৪)*। তরুণ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) বলেন,

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِى قُرَيْشٌ فَقَالُوا إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا- فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّى إِلاَّ حَقٌّ-

‘আমি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ মুখস্ত করার জন্য তিনি যখনই যা বলতেন, তা লিখে রাখতাম। কুরায়েশরা এতে আমাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সব কথা লিখে রাখ। অথচ তিনি একজন মানুষ। তিনি ক্রুদ্ধ ও সন্তুষ্ট সকল

অবস্থায় কথা বলেন। একথা শুনে আমি লেখা থেকে বিরত হ'লাম। অতঃপর আমি বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উত্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, أُكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّى إِلاَّ حَقٌّ– 'তুমি লেখ। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমার থেকে হক ব্যতীত কোন কথা বের হয় না' *(আহমাদ হা/৬৫১০)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, –مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ 'তিনি স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বললেন, এ থেকে হক ব্যতীত কোন কথা বের হয় না' *(হাকেম হা/৩৫৯)*।[২১৮]

অত্র হাদীছ ও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর থেকে সত্য ব্যতীত কোন কথা বের হয় না। এমনকি কোন ঘটনায় তিনি স্বীয় ইজতিহাদ মতে সিদ্ধান্ত দিলেও সেটি আল্লাহ্র অহী মোতাবেকই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا– 'নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না' *(নিসা ৪/১০৫)*। সেই সাথে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের ন্যায় হাদীছও আমলের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا– 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। তিনি আরও বলেছেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

(৫-৬) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى– ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى 'তাকে শিক্ষাদান করে মহা শক্তিশালী (একজন ফেরেশতা)।' 'যে মহা শক্তিধর। অতঃপর সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল'।

২১৮. আহমাদ হা/৬৫১০; হাকেম হা/৩৫৯; আবুদাঊদ হা/৩৬৪৬; ছহীহাহ হা/১৫৩২।

Contents

ইনি জিব্রীল। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ– 'তুমি বল! যে ব্যক্তি জিব্রীলের শত্রু হয় এজন্য যে, সে আল্লাহ্র হুকুমে তোমার হৃদয়ে কুরআন নাযিল করে থাকে। যা তার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা' *(বাক্বারাহ ২/৯৭)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ– ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ– مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ– 'নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বাহকের (জিব্রীলের) আনীত বাণী'। 'যিনি শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকটে মর্যাদাবান'। 'যিনি সকলের মান্যবর ও সেখানকার বিশ্বাসভাজন' *(তাকভীর ৮১/১৯-২১)*। এ ব্যাপারে সকল মুফাসসির একমত। কেবল হাসান বাছরী বলেছেন, 'ইনি হ'লেন স্বয়ং আল্লাহ' *(কুরতুবী)*।

(৭) তখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিল। وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۞

(৮) অতঃপর সে নিকটবর্তী হ'ল। তারপর আরও কাছাকাছি হ'ল। ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۞

(৯) ফলে তাদের মাঝে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল বা তারও কম। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞

(১০) অতঃপর আল্লাহ (জিব্রীলের মাধ্যমে) তার বান্দার নিকট যা অহী করার তা করলেন। فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۞

(১১) তার হৃদয় মিথ্যা বলেনি, যা সে দেখেছে। مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۞

(১২) তাহ'লে তোমরা কি এ বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ۞

তাফসীর :

(৭) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى 'তখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিল'। জিব্রীলকে তার ছয়শো ডানা বিশিষ্ট নিজ আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মোট দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার হেরা গুহায় নুযূলে অহীর পর সাময়িক বিরতি শেষে এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজের সফরে সিদরাতুল মুনতাহায় *(ইবনু কাছীর)*। যেমন মাসরূক্ব বলেন, 'আমি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তখন আমি বললাম আল্লাহ কি বলেননি যে, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ– 'অবশ্যই তিনি তাকে (জিব্রীলকে) দেখেছেন প্রকাশ্য দিগন্তে' *(তাকভীর ৮১/২৩)* এবং وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى– 'নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল' *(নজম ৫৩/১৩)*। জবাবে তিনি

বললেন, আমিই ছিলাম এই উম্মতের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল। তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন জিব্রীল। আর তিনি তাকে তার নিজ আকৃতিতে যার উপরে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কখনোই দেখেননি দু'বার ব্যতীত। প্রথমবার তাকে দেখেন আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণকালে, যার বিশাল আকৃতি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে আবৃত করে ফেলেছিল'।[২১৯] এখানে প্রথম বারেরটির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ একদিন তিনি আবত্বাহ (اَلْــاَبْطَحْ) উপত্যকায় ছিলেন। এমন সময় জিব্রীলকে আকাশে ছয়শো ডানা বিশিষ্ট তার নিজ আকৃতিতে দেখলেন। যাতে দিগন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি নীচে নেমে আসেন ও তার অতি নিকটবর্তী হন। এরপর তাকে 'অহী' করেন *(ইবনু কাছীর; বুখারী হা/৪৮৫৭; তিরমিযী হা/৩২৭৭)*।

(৮) ثُمَّ دَنَــا فَتَــدَلَّى 'অতঃপর সে নিকটবর্তী হ'ল। তারপর আরও কাছাকাছি হ'ল'। এখানে دَنا ও تَــدَلَّى দু'টি শব্দ একই অর্থ বহন করে। তবে تَــدَلِّي অর্থ تَعَلَّــقَ 'লেগে থাকা'। এর দ্বারা খুব কাছাকাছি হওয়া বুঝানো হয়েছে।

একদিন আবু লাহাবের পুত্র উতাইবা বিন আবু লাহাব এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমি সূরা নাজমের ১ ও ৮ আয়াত (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) দু'টিকে অস্বীকার করি, বলেই সে হেঁচকা টানে রাসূল (ছাঃ)-এর গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলল এবং তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। অথচ এই হতভাগা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা। যে তার পিতার কথা মত রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলছূমকে তালাক দেয়। তার ভাই উৎবা একইভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর অপর কন্যা রুক্বাইয়াকে তালাক দেয়। পরে যার বিয়ে হয় হযরত ওছমান (রাঃ)-এর সাথে । তাঁর মৃত্যুর পর উম্মে কুলছূমের সাথে ওছমান (রাঃ)-এর বিবাহ হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তখন উতায়বাকে বদ দো'আ করে বলেন, اَللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًــا مِــنْ كِلاَبِــكَ– 'হে আল্লাহ! তুমি এর উপরে তোমার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও'।[২২০]

(৯) فَكَانَ قَابَ قَوْسَــيْنِ أَوْ أَدْنَــى 'উভয়ের দূরত্ব দুই ধনুক বা তারও কম' বলে এটা আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে أَوْ أَدْنَى অর্থ بَلْ أَدْنَــى 'বরং আরও নিকটে' *(কুরতুবী; ক্বাসেমী)*। এর দ্বারা অহী গ্রহণের ও তা সর্বাধিক মনোযোগের সাথে শ্রবণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ জিব্রীল মুহাম্মাদের নিকটবর্তী হ'লেন, যখন তিনি পৃথিবীতে

---

২১৯. আহমাদ হা/২৬০৮২; মুসলিম হা/১৭৭; ইবনু কাছীর।

২২০. তাফসীর ইবনু কাছীর; কুরতুবী; হাকেম হা/৩৯৮৪, হাকেম ছহীহ বলেছেন, যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৩০ পৃ.।

অবতরণ করেন। এমনকি তাঁর ও মুহাম্মাদের মধ্যে দুই ধনুক বা তার চাইতে কম দূরত্ব ছিল *(ইবনু কাছীর)*।

(১০) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَـــى 'অতঃপর আল্লাহ (জিব্রীলের মাধ্যমে) তার বান্দার নিকট যা অহী করার তা করলেন'। অর্থ জিব্রীল অহী করেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তরে। এখানে اِلَي مُحَمَّدٍ (মুহাম্মাদের নিকট) না বলে اِلَي عَبْدِهِ 'তার বান্দার নিকট' বলা হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার কারণে অথবা বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে। কারণ 'আল্লাহ্র দাস' হওয়ার মধ্যেই মানুষের সর্বোচ্চ সম্মান নিহিত রয়েছে'। এখানে দু'টি অর্থ হ'তে পারে। এক- জিব্রীল আল্লাহ্র বান্দা মুহাম্মাদের নিকট অহি করেন। দুই- আল্লাহ জিব্রীলের মাধ্যমে তার বান্দা মুহাম্মাদের নিকট অহি করেন। দু'টি অর্থই সঠিক *(ইবনু কাছীর)*। অতঃপর مَا أَوْحَـــى 'যা অহী করার' বলে অহি-র বিষয়বস্তুটি উহ্য রাখার মধ্যে অহীর উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। কারণ অস্পষ্টতা আসে বড়ত্বের সীমাহীনতা বুঝানোর জন্য। যা বলে শেষ করা যায় না' *(ক্বাসেমী)*।

(১১) مَا كَـــذَبَ الْفُـــؤَادُ مَـــا رَأَى 'তার হৃদয় মিথ্যা বলেনি, যা সে দেখেছে'। অর্থাৎ মুহাম্মাদ জিব্রীলকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তার অহী নিক্ষেপকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন *(ক্বাসেমী)*। এই দেখাতে তিনি আদৌ সন্দেহে পতিত হননি যে, এটি কোন শয়তানী প্রতারণা। বরং তিনি যে আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা, সে বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন। যেটি অন্যত্র বলা হয়েছে, -وَمَا هُـــوَ بِقَـــوْلِ شَـــيْطَانٍ رَّجِـــيمٍ 'এটা (কুরআন) বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়' *(তাকভীর ৮১/২৫)*।

জিব্রীলকে রাসূল (ছাঃ) স্বচক্ষে দেখেছিলেন, না হৃদয় দিয়ে দেখেছিলেন, সে বিষয়ে হযরত আনাস (রাঃ), হাসান বাছরী, ইকরিমা প্রমুখ বলেন, তিনি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। কিন্তু ইবনু কাছীর বলেন, وَمَنْ رَوَى عَنْهُ بِالْبَصَرِ فَقَدْ أَغْرَبَ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنِ الصَّحَابَةِ 'যে ব্যক্তি ইবনু মাসঊদ থেকে চোখে দেখার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, সে ব্যক্তি 'অভিনব' (أَغْرَبُ) কথা বলেছেন। কেননা জিব্রীলকে চোখে দেখার বিষয়ে ছাহাবীগণ থেকে বিশুদ্ধভাবে কিছু বর্ণিত হয়নি' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। অথচ তাবেঈ বিদ্বান মাসরূক্ব-এর প্রশ্নের উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ বিষয়টি আমার পূর্বে উম্মতের কেউ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনি। তিনি বলেছিলেন, إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَـــمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِى خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَـــرَّتَيْنِ 'তিনি জিব্রীল ব্যতীত কেউ নন। যাকে আমি তার সৃষ্টিগত আকৃতিতে কখনো দেখিনি এই দু'বার ব্যতীত...। তিনি এটি অস্বীকার করাকে فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَـــةَ 'আল্লাহ্র উপর সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ'

বলে অভিহিত করেন।[২২১] আর এটি তিনি দেখেছিলেন 'আবত্বাহ' (الأَبْطَح) প্রান্তরে। যখন রাসূল (ছাঃ) হেরা গুহা থেকে মক্কায় নিজ বাড়ীতে ফিরছিলেন *(ইবনু কাছীর)*।

যামাখশারী প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন, أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ بِقَلْبِهِ، وَلَمْ يُشَكَّ فِيْ أَنَّ مَا رَآهُ حَقٌّ 'তিনি জিব্রীলকে দেখেছেন স্বীয় চক্ষু দিয়ে এবং তাকে চিনেছেন স্বীয় হৃদয় দিয়ে। আর তিনি যা দেখেছেন তা সত্য হওয়ার ব্যাপারে তিনি কোনই সন্দেহ করেননি' *(কাশশাফ)*।

বস্তুতঃ যতবারই জিব্রীল অহি নিয়ে এসেছেন, ততবারই রাসূল (ছাঃ) তাকে হৃদয় দিয়ে চিনেছেন। এমনকি হেরা গুহায় তাকে স্পষ্টভাবে অনুভব করেছেন ও ছাহাবীদের মজলিসে তার মনুষ্যবেশে উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুমে তাকে স্বরূপে দেখেছেন মাত্র দু'বার। যা অত্র আয়াতগুলিতে ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

(১২) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى 'তাহ'লে তোমরা কি এ বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে?'। অবিশ্বাসীরাই এটা নিয়ে বিতর্ক করে। অণু-পরমাণু সহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রায় সবই অদৃশ্য। অথচ সেগুলি নিয়ে কেউ বিতর্ক করে না। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাদের দেখা বিষয়টি নবীদের জন্য খাছ। যা অন্যদের জন্য সম্ভব নয়। বিশেষ করে যখন তাঁরা সেটি বারবার দেখেন *(ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ এখানে পরের আয়াতেই বলেছেন, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى 'নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল' *(নাজম ৫৩/১৩)*।

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿١٣﴾	(১৩) নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾	(১৪) সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে।
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾	(১৫) তার নিকটে আছে জান্নাতুল মাওয়া।
اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾	(১৬) যখন বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল যা তাকে আচ্ছাদিত করে।
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾	(১৭) এতে তার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেনি বা তা সীমালংঘনও করেনি।
لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾	(১৮) অবশ্যই সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শন সমূহ থেকে কিছু দেখেছিল।

২২১. মুসলিম হা/১৭৭; তিরমিযী হা/৩০৬৮।

তাফসীর :

(১৩-১৪) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى- عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ‘নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল’। ‘সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে’। এটি ছিল মি‘রাজের রাত্রিতে সপ্তম আকাশে এবং প্রথমটি ছিল দুনিয়াতে মক্কায় *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ জিব্রীলকে তিনি দ্বিতীয়বার স্বরূপে দেখেন মি‘রাজের সময় সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। ‘মুনতাহা’ অর্থ সর্বশেষ। ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে যে, وَهِىَ فِى السَّمَآءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا- ‘এটি হ’ল সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটি কুল গাছ সদৃশ বৃক্ষ, যেখানে পৃথিবী থেকে যা কিছু সৎকর্ম ও অসৎকর্ম উঠানো হয়, তা সে ধারণ করে এবং উপর থেকে যা কিছু ছওয়াব ও গযব নাযিল হয়, সেটাও সে ধারণ করে’।[২২২]

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে সূরা বনু ইস্রাঈলের ১ম আয়াতে ‘ইসরা’ এবং সূরা নাজমের ১৩ থেকে ১৮ পর্যন্ত ৬ আয়াতে ‘মি‘রাজ’ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।[২২৩]

(১৫) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ‘তার নিকটে আছে জান্নাতুল মাওয়া’। عِنْدَهَا ‘তার নিকটে’ অর্থ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ‘সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে’। اَلْمَأْوَي অর্থ اَلْمَبِيْتُ ‘বসবাসের স্থান’। এটি সপ্তম আকাশে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে অবস্থিত। বলা হয়েছে যে, এটাই সেই জান্নাত সেখানে আদম (আঃ) বহিস্কৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত ছিলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘এটি আল্লাহ্র আরশের ডান পাশে অবস্থিত। হাসান বাছরী বলেন, মুত্তাক্বীদের আত্মাগুলি এখানে অবস্থান করে। এটি আরশের নীচে হওয়ায় আরশের নে‘মত সমূহ দ্বারা ও সুগন্ধি দ্বারা তারা তৃপ্ত হয়’ *(কুরতুবী)*। আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দাদের আত্মাগুলি এখানে অবস্থান করে *(ক্বাসেমী)*।

(১৬) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ‘যখন বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল যা তাকে আচ্ছাদিত করে’। অর্থাৎ মুহাম্মাদ জিব্রীলকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে দেখেন এমন অবস্থায়, যখন বৃক্ষটিকে মুমিনদের রূহ সমূহ এবং ফেরেশতাগণ আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। যারা তার উপরে পতিত হচ্ছিল এবং চারদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছিল *(ক্বাসেমী)*।

(১৭) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ‘এতে তার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেনি বা তা সীমালংঘনও করেনি’। অর্থাৎ এই দেখার ব্যাপারে মুহাম্মাদের দৃষ্টি আদৌ বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালংঘন করেনি।

---

২২২. মুসলিম হা/১৭৩; মিশকাত হা/৫৮৬৫, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে; ক্বাসেমী।
২২৩. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ২০৭ পৃ.।

(১৮) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْـــرَى ‘অবশ্যই সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শন সমূহ থেকে কিছু দেখেছিল’। অর্থাৎ জিব্রীলকে। যা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র মহান নিদর্শনাবলীর অন্যতম। এখানে জিব্রীলের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তার বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করার জন্য’ *(ক্বাসেমী)*।

১৩ থেকে ১৮ পর্যন্ত ৬টি আয়াতে মে‘রাজের ঘটনা আংশিকভাবে এসেছে। যদিও ৫ থেকে ১৮ পর্যন্ত ১৪টি আয়াতে কেবল জিব্রীল (আঃ) সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে রাসূল (ছাঃ) যে ‘অহী’ ব্যতীত কোন কথা বলেন না, সেটি নিশ্চিত করা হয়েছে ৩ ও ৪ আয়াতে। আর অহী বাহক জিব্রীল (আঃ) কেমন উচ্চ মর্যাদার ফেরেশতা ছিলেন, সেটি বর্ণিত হয়েছে বাকী আয়াতগুলিতে। যেমন বর্ণিত হয়েছে সূরা তাকভীরে ১৯ থেকে ২৩ পাঁচটি আয়াতে। সূরা নাজম সূরা তাকভীরের পরে নাযিল হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ- ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ- مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ- وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ- وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُـــبِينِ- ‘নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বাহকের (জিব্রীলের) আনীত বাণী’। ‘যিনি শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকটে মর্যাদাবান’। ‘যিনি সকলের মান্যবর ও সেখানকার বিশ্বাসভাজন’। ‘তোমাদের সাথী (মুহাম্মাদ) পাগল নন’। ‘তিনি অবশ্যই তাকে (জিব্রীলকে) দেখেছেন প্রকাশ্য দিগন্তে’ *(তাকভীর ৮১/১৯-২৩)*। দু’টির বর্ণনায় পার্থক্য এই যে, সূরা নাজমের বর্ণনায় (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) জিব্রীলের নৈকট্যের আধিক্য বুঝানো হয়েছে। যার দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদাকে আরো উচ্চ করা হয়েছে।

সারকথা হ’ল, কুরআনের যা কিছু রাসূল (ছাঃ) বলেন, সেটি তার নিজ ইচ্ছায় বলেন না। বরং সেটি আল্লাহ্র ‘অহি’ বা তাঁর বাণী, যা আল্লাহ্র হুকুমে ফেরেশতা জিব্রীল রাসূল (ছাঃ)-কে শিক্ষা দেন। যিনি অতীব ক্ষমতাশালী ও অতুল্য আমানতদার। যিনি সর্বোচ্চ দিগন্তে থাকেন। আবার নীচে নেমে এসেও তাঁকে নিকট থেকে শিক্ষা দেন। এগুলি সবই সত্য। যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই এবং এতে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। রাসূল (ছাঃ) যেমন তাকে তার স্বরূপে দুনিয়াতে দেখেছেন সর্বোচ্চ দিগন্তে। তেমনি সপ্তম আকাশেও দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহাতে। অতএব সূরা নাজমের আয়াতগুলি মূলতঃ সূরা তাকভীরের আয়াতগুলির ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে। আর এটাই সর্বসম্মত বিষয় যে, কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা করে।

আয়াতগুলি মুনাফিক ও অযথা বিতর্ককারীদের প্রতিবাদে নাযিল হয়েছে এবং অহী-র সত্যতার ব্যাপারে শপথ করে বলা হয়েছে। যা এমন একজন ব্যক্তির মুখ থেকে তারা শুনছে, যিনি তাদের নিকট পূর্ব থেকেই সত্যবাদী হিসাবে পরিচিত। এরপরেও যদি তারা ‘অহি’ ও কুরআনকে এবং মুহাম্মাদকে অস্বীকার করে, তাহ’লে যিদ ও হঠকারিতার মন্দ

পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। যেমনটি পূর্ববর্তী গযবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলির ভাগ্যে হয়েছে। যা সূরার শেষদিকে বলা হয়েছে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ৫ হ'তে ৮ পর্যন্ত আয়াতগুলির সর্বনাম সমূহ জিব্রীলের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। যেমনটি বলেছেন, হযরত আয়েশা ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ)। তাছাড়া আয়াতগুলির পূর্বাপর সম্পর্ক সেটাই প্রমাণ করে *(ক্বাসেমী)*।

أَفَرَءَيْتُمُ اللَّٰتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾

(১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে?

وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾

(২০) এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্পর্কে?

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾

(২১) তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান?

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾

(২২) তাহ'লে এটি তো হবে অন্যায় বণ্টন?

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾

(২৩) এগুলি স্রেফ কিছু নাম ব্যতীত নয়। যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ। এর পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং যা তাদের মনে আসে তাই করে। অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের হেদায়াত এসে গেছে।

أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾

(২৪) মানুষ যা চায় তাই কি পায়?

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

(২৫) অতএব পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব কল্যাণই আল্লাহ্‌র হাতে। **(রুকূ ১)**

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾

(২৬) আকাশসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুফারিশ কাজে আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে চান ও যার উপর সন্তুষ্ট হন তাকে অনুমতি দেন।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾

(২৭) যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

(২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে। আর সত্যের মুকাবিলায় ধারণার কোন মূল্য নেই।

(২৯) অতএব তুমি তাকে এড়িয়ে চল যে আমাদের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং যে পার্থিব জীবন ছাড়া কিছুই কামনা করে না।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

(৩০) ঐ পর্যন্তই তাদের জ্ঞানের সীমা। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন কে তার রাস্তা হ'তে বিচ্যুত এবং কে সুপথ প্রাপ্ত।

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾

তাফসীর :

(১৯-২০) أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى- وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে?'। 'এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্পর্কে?'। অত্র দু'টি আয়াতে আরবদের পূজিত তিনটি প্রসিদ্ধ দেবতার নাম পরপর এসেছে সম্ভবতঃ তিনটি দেবীর পরপর মর্যাদাগত স্তর বুঝানোর জন্য। যা আরবদের মধ্যে ছিল। ২০ আয়াতে اَلثَّالِثَـــةَ الْأُخْرَى বলা হয়েছে। অথচ আরবরা দ্বিতীয়টির জন্য أُخْرَى 'অন্যটি' শব্দ ব্যবহার করে তৃতীয়টির জন্য নয়। কিন্তু এখানে তৃতীয়টির জন্য أُخْرَى ব্যবহার করা হয়েছে সম্ভবতঃ আয়াত সমূহের পূর্বাপর অন্তঃমিলের জন্য। যেমনটি এসেছে مَـــآرِبُ أُخْـــرَى 'তাছাড়া অন্যান্য কাজও করি' *(ত্বোয়াহা ২০/১৮)*।

পূর্বের আয়াতগুলিতে অহি-র সত্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে বর্ণনার পর এবার মুশরিকদের মনগড়া উপাস্য ও আল্লাহ্র সঙ্গে মূর্খতাসূলভ আচরণ সমূহের প্রতিবাদ করা হয়েছে ১৯ থেকে ২৩ আয়াতগুলিতে। প্রথমেই বলা হয়েছে তাদের বড় তিনটি দেবতার অসারতা সম্পর্কে। যারা লাত, ওযযা ও মানাত নামে খ্যাত। তারা এগুলিকে কা'বার ন্যায় সম্মান করত। এখানে তারা তাওয়াফ করত ও পশু যবহ করত *(ইবনু কাছীর)*। 'লাত' ছিল মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৯০ কি. মি. দূরে ত্বায়েফে বনু ছাক্বীফদের, 'ওযযা' ছিল মক্কা থেকে উত্তর-পূর্বে ত্বায়েফের পথে ৪০ কিলোমিটার দূরে নাখলা উপত্যকায় কুরায়েশ ও বনু কিনানাদের এবং 'মানাত' ছিল মক্কা থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে মদীনার পথে সাগরতীরে কুদাইদের 'মুশাল্লাল' নামক স্থানে বনু খোযা'আহ ও বনু হুযায়েলদের। যা মদীনার আউস-খাযরাজ ও অন্যান্যদের দ্বারা পূজিত হ'ত।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলীকে 'মুশাল্লাল'-এ পাঠিয়ে 'মানাত' দেবী মূর্তি চূর্ণ করে দেন। মক্কা বিজয়ের এক সপ্তাহ পর ২৫শে রামাযান খালেদ বিন ওয়ালীদকে নাখলায় পাঠিয়ে 'ওযযা' মূর্তিকে ধ্বংস করে দেন। এক বছর পর রামাযান মাসে বনু ছাক্বীফ নেতারা মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করলে রাসূল (ছাঃ) কুরায়েশ নেতা আবু

Contents

সুফিয়ান-এর নেতৃত্বে মুগীরাহ বিন শো'বা ছাক্বাফীকে পাঠান এবং তারা গিয়ে 'লাত' মূর্তি ধ্বংস করে দেন।[২২৪] অতঃপর তারা সেখানে ত্বায়েফের মসজিদ নির্মাণ করেন *(ইবনু কাছীর)*। এতে বুঝা যায় যে, শিরক ও বিদ'আত হটানোর জন্য কেবল উপদেশই যথেষ্ট নয়, বরং ক্ষমতা থাকলে মুসলমান সেগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিবে।

(২১-২২) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى– تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى 'তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান?'। 'তাহ'লে এটি তো হবে অন্যায় বণ্টন?'। কাফের-মুশরিকরা পুত্র সন্তানকে নিজেদের এবং কন্যা সন্তানকে আল্লাহ্র বলত। অত্র আয়াতে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা ফেরেশতাদেরকে ও তাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলিকে আল্লাহ্র কন্যা বলত *(নাহল ১৬/৫৭; তূর ৫২/৩৯; নাজম ৫৩/২৭)*। তারা তাদের পূজা করত এই ধারণায় যে, এরা তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে *(ইউনুস ১০/১৮)*। এদেরকে তারা আল্লাহ্র শরীক ভাবত। অথচ তারাই আবার নিজেদের কন্যা সন্তানদের জীবন্ত পুঁতে মেরে ফেলত ও পুত্র সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। তারা মনে করত কন্যা সন্তান যুদ্ধ-বিগ্রহে ও আয়-উপার্জনে অক্ষম। যুদ্ধে পরাজিত হ'লে তারা প্রতিপক্ষের ভোগের বস্তু হবে। এজন্য তারা কন্যা সন্তানকে সম্পত্তির অংশ দিত না। এমনকি তারা অনেক সময় সমাজে লোক-লজ্জার কারণ হয়। অতএব জন্মের সাথে সাথে এদের মেরে ফেলাই উত্তম। এভাবে কন্যা সন্তান তাদের নিকট ঘৃণিত হওয়া সত্ত্বেও তারা ফেরেশতা ও মূর্তিকে 'নারী' কল্পনা করত ও তাদের পূজা দিত। পুত্র সন্তান যা কাজে লাগে, সেগুলি তাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান যা কাজে লাগেনা, সেগুলি আল্লাহ্র জন্য। এই ভাগ-বণ্টন ছিল নিঃসন্দেহে অন্যায় ও অযৌক্তিক। এগুলি তাদের বানোয়াট কিছু নাম ছাড়া কিছুই নয় *(কাশশাফ, ক্বাসেমী)*।

قِسْمَةٌ ضِيزَى অর্থ قِسْمَةٌ جَائِرَةٌ عَنِ الْعَــدْلِ 'ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত অত্যাচার মূলক বণ্টন' *(কুরতুবী)*। ضِيزَى আসলে ছিল ضُيزَى ইসমে তাফযীল স্ত্রীলিঙ্গ فُعْلَى-এর ওযনে। কিন্তু ى-এর সঙ্গে মিলানোর জন্য যোয়াদকে যের দিয়ে ضِــيزَى করা হয়েছে। কেননা আরবী ভাষায় فِعْلَــى ওযনে কোন ছিফাত নেই *(কুরতুবী)*। অথবা এটি মাছদার হ'তে পারে। ذَكَرَ يَذْكُرُ ذِكْرَى যেমন ضَازَ يَضِيْزُ ضِيْزَى *(ক্বাসেমী)*।

হিন্দুরা যে কালী, দুর্গা, স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতির নারী মূর্তি বানিয়ে সেসবের পূজা করে; সম্ভবতঃ এগুলি জাহেলী যুগের অনুকরণ। অত্র দু'টি আয়াতে এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হিন্দুদের মা পূজার বিপরীতে মুসলমান নামধারীরা বাবার পূজারী হয়েছে। যেমন দয়াল বাবা, খাজা বাবা, ল্যাংটা বাবা, পাগলা

২২৪. দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৫০-৫১; ৬৪৫ পৃ.; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।

বাবা, বাবা মাইজভাণ্ডারী ইত্যাদি। আরও যে কত 'বাবা'র মাযার দেশের আনাচে-কানাচে পূজিত হচ্ছে, তার হিসাব কে রাখবে?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অদ্বৈতবাদী ছূফী আবু ইয়াযীদ বিস্তামী ওরফে বায়েযীদ বোস্তামী (১৮৮-২৬১ হি.) ইরানের বিস্তাম শহরে সমাধিস্থ হ'লেও এবং কখনো বাংলাদেশে না এলেও চট্টগ্রাম মহানগরীতে তার নামে বায়েযীদ বোস্তামীর ভুয়া কবরে পূজা হচ্ছে। একইভাবে শাহ আলী বাগদাদী (আনুমানিক ৭৯৩-৮৯২ হি.)-এর কবর ঢাকার মীরপুরে পূজিত হচ্ছে। এগুলি সবই ধর্মের নামে কবরপূজারীদের বিনা পুঁজির ব্যবসার ফাঁদ মাত্র।

(২৩) إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَآءٌ سَـــمَّيْتُمُوهَا 'এগুলি স্রেফ কিছু নাম ব্যতীত নয়। যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ'। অত্র আয়াতে কাফের-মুশরিকদের মূর্তিপূজার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। বিশেষ করে মক্কার কাফের-মুশরিকদের, যারা ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের হাতে গড়া তাওহীদের মর্মকেন্দ্র কা'বাগৃহকে বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে ভরে শিরকের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। তাদের দেওয়া দেব-দেবীর নামগুলি ছিল তাদের কল্পনা প্রসূত নাম। যেসবের কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَـــقِّ شَـــيْئًا– 'ওদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না' *(ইউনুস ১০/৩৬)*।

(২৪) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى 'মানুষ যা চায় তাই কি পায়?'। যেমন অন্যত্র এসেছে, وَمَـــا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَنْ يَّشَآءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًـــا– 'আর তোমরা (আল্লাহ্‌র পথের) ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(দাহ্‌র ৭৬/৩০)*। যেমন তারা চেয়েছিল নবুঅত তাদের মধ্য থেকে আসুক। যেমন আল্লাহ বলেন, –وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِـــيمٍ 'তারা বলল, কেন এই কুরআন (মক্কা ও ত্বায়েফের) দুই জনপদের কোন একজন নেতার উপর নাযিল হ'ল না?' *(যুখরুফ ৪৩/৩১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِـــنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّـــا وَّلاَ نَصِـــيرًا– 'না তোমাদের বৃথা আকাঙ্ক্ষায় কোন কাজ হবে, না আহলে কিতাবদের মিথ্যা আকাঙ্ক্ষায় কোন কাজ হবে। বরং যে মন্দ কর্ম করবে সে তার মন্দ ফল ভোগ করবে। আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কাউকে সে বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না' *(নিসা ৪/১২৩)*।

(২৫) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى 'অতএব পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব কল্যাণই আল্লাহ্‌র হাতে'। বাক্যে الْآخِرَةُ 'পরবর্তী'-কে আগে আনা হয়েছে এবং الْـــأُولَى 'পূর্ববর্তী'-কে শেষে আনা হয়েছে সম্ভবতঃ পূর্বের আয়াতের সাথে অন্তঃমিলের জন্য। যেমনটি অত্র সূরার শেষের

তিনটি আয়াত ব্যতীত সবগুলির শেষে রয়েছে। অথবা আখেরাত যে নিশ্চিত সেটা বুঝানোর জন্য। অথবা প্রত্যেক কাজের শেষ ফল যেটা বান্দার অজানা থাকে, সেটা যে স্রেফ আল্লাহ জানেন, সেটা বুঝানোর জন্য। সবকিছুই আল্লাহ এককভাবে করেন। তাঁর কোন শরীক নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ– ‘তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় কর্ম পরিচালনা করেন। অতঃপর (দুনিয়া শেষে) সেগুলি তাঁর নিকট পৌঁছবে (ক্বিয়ামতের) এমন এক দিনে, যার (দীর্ঘতার) পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাযার বছরের সমান’ *(সাজদাহ ৩২/৫)*। তিনি বলেন, بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، ‘বরং সকল কিছু তো আল্লাহ্রই হাতে’ *(রা‘দ ১৩/৩১)*। –فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ‘তিনি যা চান তাই করেন’ *(বুরূজ ৮৫/১৬)*। আর সত্য তো কেবল সেটাই, যেটা তিনি করেন ও বলেন। তা কখনোই মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ– ‘বস্তুতঃ যদি সত্য তাদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হ’ত, তাহ’লে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। বরং আমরা তাদেরকে উপদেশ (কুরআন) প্রদান করেছি। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়’ *(মুমিনূন ২৩/৭১)*।

(২৬) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ ‘আকাশসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুফারিশ কাজে আসবে না...’। এর মাধ্যমে আল্লাহ ঐসব লোককে ধমক দিয়েছেন, যারা ফেরেশতাদের পূজা করে ও তাদের অসীলায় আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে। অথচ আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া সেদিন ফেরেশতারা তাঁর সাথে কথা বলতে পারবে না। যেমন বলা হয়েছে, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا– ‘যেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে’ *(নাবা ৭৮/৩৮)*। যখন ফেরেশতাদেরই এই অবস্থা, তখন হে মূর্খরা তোমরা কিভাবে আশা কর যে, তোমাদের হাতে গড়া ছবি-মূর্তি ও কল্পিত দেব-দেবীরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে? অথচ আল্লাহ্র নাযিলকৃত সকল কিতাবে এসবের অসারতা বর্ণিত হয়েছে এবং সকল নবী-রাসূল এসব থেকে নিষেধ করেছেন?

مَلَكٌ একবচন হ’লেও তা বহুবচন অর্থে এসেছে। অর্থাৎ সকল ফেরেশতা। যাদের কারু কোন সুফারিশ কাজে আসবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ– ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার ব্যাপারে আমাদেরকে বাধা

দিতে পারে’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/৪৭)*। এখানে أَحَدٍ অর্থ সকলে। তাছাড়া كَـــمْ-এর পরের শব্দ একবচন হ’লেও তা বহুবচনের অর্থ দেয় *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, كَمْ مِنْ فِئَـــةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّـــابِرِينَ– ‘আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*। এখানে فِئَـــةٍ একবচনের হ’লেও তা বহুবচনের অর্থে এসেছে। আল্লাহ আরও বলেন, كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِـــنِينَ– ‘বছরের হিসাবে তোমরা পৃথিবীতে কতদিন ছিলে?’ *(মুমিনূন ২৩/১১২)*। এখানে عَدَدَ একবচনের হ’লেও তা বহুবচনের অর্থে এসেছে। একইভাবে كَمْ مِنْ مَلَـــكٍ ‘কত ফেরেশতা রয়েছে’ অর্থ সকল ফেরেশতা। যাদের কারু কোন সুফারিশ কাজে আসবে না।

(২৭) إِنَّ الَّـــذِينَ لاَ يُؤْمِنُـــونَ بِالْـــآخِرَةِ ‘যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে’। তারা ফেরেশতাদেরকে ‘নারী’ গণ্য করে *(যুখরুফ ৪৩/১৯; ছাফফাত ৩৭/১৫০)*। এমনকি তারা তাদেরকে ‘আল্লাহ্‌র কন্যা’ বলে *(নাহল ১৬/৫৭; ছাফফাত ৩৭/১৪৯)*। অথচ তারা জানে না যে, ফেরেশতারা নূরের সৃষ্টি।[২২৫] তারা জিন-ইনসানের মত কামনা-বাসনার অধীনস্ত নয়।

(২৮) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِـــنْ عِلْـــمٍ ‘অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে’। ফেরেশতা বা মূর্তি কোন বিষয়ে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান নেই। স্রেফ কল্পনা ব্যতীত। যা শয়তানের তাড়না ছাড়া কিছু নয়। আয়াতের শেষে একটি মৌলিক কথা বলা হয়েছে যে, সত্যের মুকাবিলায় কল্পনার কোন মূল্য নেই। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অহি-র বিধান ‘কুরআন’ ও ‘সুন্নাহ’ কেবল সত্য। এর বিরপীতে সবই ধারণা-কল্পনা ও মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। সত্যের মুকাবিলায় যা ধ্বংস হ’তে বাধ্য। আল্লাহ বলেন, بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُـــمُ الْوَيْلُ مِمَّـــا تَصِـــفُونَ– ‘বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর তা ওটাকে চূর্ণ করে দেয়। ফলে তা মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা যেসব কথা বল সেজন্য আফসোস’ *(আম্বিয়া ২১/১৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَـــدِيثِ، ‘তোমরা অহেতুক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা অহেতুক ধারণা হ’ল সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা’।[২২৬]

---

২২৫. মুসলিম হা/২৯৯৬; আহমাদ হা/২৫২৩৫; মিশকাত হা/৫৭০১, আয়েশা (রাঃ) হ’তে।
২২৬. বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।

(২৯) فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى 'অতএব তুমি তাকে এড়িয়ে চল যে আমাদের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং যে পার্থিব জীবন ছাড়া কিছুই কামনা করে না'। এখানে عَـــنْ ذِكْرِنَا অর্থ عَنِ الْقُـــرْآنِ وَالْإِيْمَـــانِ 'কুরআন ও ঈমান থেকে' *(কুরতুবী)*। অথবা যেকোন একটি হ'তে পারে। এরা স্রেফ দুনিয়াদার। দুনিয়া পাবার লক্ষ্যে এরা সব কাজ করে। এদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِـــي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِـــيبٍ– 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ– 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য জান্নাত সদৃশ'।[২২৭] কারণ মুমিন কখনো স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারে না। সে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যের অধীনে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে। কিন্তু কাফের হয় স্বেচ্ছাচারী ও দুনিয়াপূজারী। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا 'হে আল্লাহ! তুমি দুনিয়াকে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়ে পরিণত করো না এবং সেটাকেই আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না'।[২২৮]

(৩০) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ 'ঐ পর্যন্তই তাদের জ্ঞানের সীমা'। এর মধ্যে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের প্রতি চরম ধমকি রয়েছে। যারা সর্বদা জ্ঞানের বড়াই করে থাকে। অথচ কুয়োর ব্যাঙ কেবল কূয়ার ভিতরটুকু জানে, তার বাইরে সে কিছুই জানে না।

(৩১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র। যাতে তিনি অসৎ কর্মীদের প্রতিফল এবং সৎকর্মীদের উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾

(৩২) যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোটখাট পাপ ব্যতীত, (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী। তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ

২২৭. মুসলিম হা/২৩৯২; মিশকাত হা/৫১৫৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
২২৮. তিরমিযী হা/৩৫০২, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে; ইবনু কাছীর।

فِیۡ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِکُمۡ ۚ فَلَا تُزَکُّوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ ؕ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اتَّقٰی ﴿۳۲﴾	মাটি থেকে এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের গর্ভে ছিলে বাচ্চা হিসাবে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি সর্বাধিক অবগত কে আল্লাহকে ভয় করে। **(রুকূ ২)**
اَفَرَءَیۡتَ الَّذِیۡ تَوَلّٰی ﴿۳۳﴾	(৩৩) তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
وَ اَعۡطٰی قَلِیۡلًا وَّ اَکۡدٰی ﴿۳۴﴾	(৩৪) আর দান করে সামান্য এবং তা বন্ধ করে দেয়।
اَعِنۡدَهٗ عِلۡمُ الۡغَیۡبِ فَهُوَ یَرٰی ﴿۳۵﴾	(৩৫) তার নিকটে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা সে দেখে?
اَمۡ لَمۡ یُنَبَّاۡ بِمَا فِیۡ صُحُفِ مُوۡسٰی ﴿۳۶﴾	(৩৬) তাকে কি জানানো হয়নি যা মূসার কিতাবে ছিল?
وَ اِبۡرٰهِیۡمَ الَّذِیۡ وَفّٰۤی ﴿۳۷﴾	(৩৭) এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছিল?
اَلَّا تَزِرُ وَازِرَۃٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰی ﴿۳۸﴾	(৩৮) আর তা এই যে, একের বোঝা অন্যে বহন করবে না।

তাফসীর :

(৩১) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ‘নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র’। এর মাধ্যমে তিনি অবিশ্বাসী দাম্ভিকদের হুঁশিয়ার করেছেন যে, আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর হাতে। যাতে তিনি তাঁর ইচ্ছামত দুষ্কর্মীদের জাহান্নামে শাস্তি দিতে পারেন এবং সৎকর্মীদের জান্নাতে পুরস্কার দিতে পারেন। এতে তাঁকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই *(ক্বাসেমী)*। অতএব তোমরা সাবধান হও এবং ইসলাম কবুল কর ও তার বিধান মেনে চল।

(৩২) اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَـوَاحِشَ ‘যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ’তে বেঁচে থাকে’। অত্র আয়াতটিতে পূর্বের আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মশীলদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। كَبَآئِرَ الْإِثْمِ বা ‘বড় বড় পাপ সমূহ’ অর্থ ‘কবীরা গোনাহ’। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হ’ল আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করা। আর الْفَـوَاحِشَ অর্থ ‘অশ্লীল কর্মসমূহ’। যার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হ’ল যেনা করা। যার শাস্তি হিসাবে ‘হদ’ বা দণ্ডবিধি রয়েছে *(কুরতুবী)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ

تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا : {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}-

‘জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকটে কোন্ পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাবে (অর্থাৎ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা)। সে বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া’। রাসূল (ছাঃ)-এর একথারই সত্যায়ন করে আল্লাহ (নেককার ব্যক্তিদের প্রশংসায়) আয়াত নাযিল করেন, وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَّفعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا- ‘যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না। আর যারা মানুষ হত্যা করে না যা আল্লাহ হারাম করেছেন। কেবল ন্যায় সঙ্গত কারণ ব্যতীত এবং যারা ব্যভিচার করেনা। যারা এগুলি করবে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে’ *(ফুরক্বান ২৫/৬৮)*।[২২৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانِ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ- ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ হ’তে আরেক জুম‘আ, এক রামাযান হ’তে আরেক রামাযান এর মধ্যবর্তী সকল গোনাহের জন্য কাফফারা হবে যদি কবীরা গোনাহ সমূহ হ’তে বিরত থাকা যায়’।[২৩০] আর এটাই সঠিক যে, لاَ صَغِيْرَةَ فِي الْاِصْرَارِ وَلاَ كَبِيْرَةَ فِي الْاِسْتِغْفَارِ ‘বারবার ছগীরা গোনাহ করলে সেটি আর ছগীরা থাকে না এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তা আর কবীরা থাকে না’। আর আল্লাহ হ’লেন وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ‘প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী’ *(নাজম ৫৩/৩২)*। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ- ‘বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(যুমার ৩৯/৫৩)*। তিনি বলেন, وَتُوبُوآ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- ‘আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(নূর ২৪/৩১)*।

---

২২৯. বুখারী হা/৬৮৬১; মুসলিম হা/৮৬; মিশকাত হা/৪৯।
২৩০. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।

وَهِيَ الصَّغَائِرُ الَّتِي لاَ يَسْلَمُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهَا অর্থ ‘ছোট পাপ’। কুরতুবী বলেন, إِلاَّ اللَّمَمَ إِلاَّ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ وَحَفِظَـــه– ‘ঐসব ছগীরা গোনাহ যা থেকে বাঁচা যায় না, কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আল্লাহ বাঁচান ও হেফাযত করেন’ *(কুরতুবী)*। হযরত আবু হুরায়রা, ইবনু আব্বাস, শা‘বী প্রমুখ বলেছেন, এর অর্থ كُلُّ مَا دُونَ الزِّنَـــى ‘যেনা ব্যতীত অন্য সকল পাপ’ *(কুরতুবী)*।

ইবনু কাছীর এ বিষয়ে বিদ্বানগণের অনেকগুলি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। যেমন (১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, هُوَ الرَّجُلُ يُلِمُّ بِالْفَاحِشَةِ ثُـــمَّ يَتُـــوْبُ ‘যে ব্যক্তি ফাহেশা কাজ করেছে। অতঃপর তওবা করেছে’ (২) তাঁর থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, اِلاَّ مَا سَـــلَفَ ‘পূর্বের পাপ সমূহ যা গত হয়ে গেছে সেগুলি ব্যতীত’। (৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি যেনা করেছে। অতঃপর তওবা করেছে এবং পুনরায় তা করেনি। যে চুরি করেছে। অতঃপর তওবা করেছে এবং পুনরায় তা করেনি। যে মদ্যপান করেছে। অতঃপর তওবা করেছে এবং পুনরায় তা করেনি। আর এটাই হ’ল ‘ইলমাম’ *(কুরতুবী)*।

এরই দলীল রয়েছে অত্র আয়াতে যেখানে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ– أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ– ‘যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কে আছে? আর যারা জেনেশুনে স্বীয় কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা প্রদর্শন করে না’। ‘ঐসব লোকদের জন্য প্রতিদান হ’ল তাদের পালনকর্তার পক্ষ হ’তে ক্ষমা ও জান্নাত। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সৎকর্মশীলদের জন্য কতইনা সুন্দর প্রতিদান!’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৫-৩৬)*। (৪) মুজাহিদ বলেন, اَلَّذِي يُلِمُّ بِالذَّنْبِ ثُمَّ يَدَعُهُ ‘যে ব্যক্তি কোন পাপ করেছে। অতঃপর সেটি পরিত্যাগ করেছে’ (৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি ‘লামাম’-এর ব্যাখ্যা এর চাইতে সুন্দর পাইনি যা আবু হুরায়রা দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي

وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করে রেখেছেন। যা সে অবশ্যই লাভ করবে। যেমন- চোখের যেনা হ'ল দেখা, জিহ্বার যেনা হ'ল কথা বলা এবং মন সেটার আকাংখা করে ও কামনা করে। অতঃপর গুপ্তাঙ্গ সেটাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।[২৩১]

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ 'তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী'। যামাখশারী বলেন, 'তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী' যেহেতু তিনি কবীরা গোনাহ সমূহ হ'তে বেঁচে থাকার বিনিময়ে ছগীরা গোনাহ সমূহ এবং তওবার কারণে কবীরা গোনাহ সমূহ মাফ করে দেন' *(কাশশাফ)*। এটি তাঁর মু'তাযেলী ব্যাখ্যা। কিন্তু আহলে সুন্নাতের নিকট এর ব্যাখ্যা হ'ল, উক্ত বিষয়টি ছাড়াও তিনি স্রেফ অনুগ্রহ বশে বান্দাকে ক্ষমা করতে পারেন।

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ 'তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন মাটি থেকে'। অর্থাৎ তিনি তোমাদের ভাল-মন্দ সবকিছু জানেন যখন তিনি তোমাদের পিতা আদমকে সৃষ্টি করেন মাটি থেকে। অতঃপর তার সন্তানদের বের করেন তার পিঠ থেকে পিপীলিকার ন্যায়। অতঃপর তাদেরকে দু'ভাগ করেন। একভাগ জান্নাতী ও একভাগ জাহান্নামী।[২৩২]

وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ 'এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের গর্ভে ছিলে বাচ্চা হিসাবে'। اَجِنَّةٌ একবচনে جَنِيْنٌ অর্থ الْوَلَدُ مَا دَامَ فِي الْبَطْنِ 'বাচ্চা যতক্ষণ মায়ের গর্ভে থাকে'। سُمِّيَ جَنِينًا لِاجْتِنَانِهِ وَاسْتِتَارِهِ একে 'জানীন' বলা হয় পেটের মধ্যে গোপন থাকার কারণে এবং পর্দার মধ্যে থাকার কারণে *(কুরতুবী)*। সেখানে ১২০ দিন বয়সে আল্লাহ তার আজাল (আয়ুষ্কাল), আমল, রিযিক এবং সে জান্নাতী না জাহান্নামী চারটি বিষয় লিখে দেন।[২৩৩] তাবেঈ বিদ্বান মাকহূল (মৃ. ১১২ হি.) বলেন, 'আমরা আমাদের মায়ের গর্ভে বাচ্চা ছিলাম। সেখান থেকে আমাদের কেউ গর্ভচ্যুত হ'ল। অতঃপর আমরা বাকী রয়ে গেলাম এবং দুধ পান করতে থাকলাম। সেখান থেকে আমাদের অনেকে ধ্বংস হ'ল। অতঃপর আমরা বাকী রয়ে গেলাম এবং সাবালক হ'লাম। সেখান থেকে আমাদের অনেকে ধ্বংস হ'ল। অতঃপর আমরা বাকী রয়ে গেলাম এবং যুবক হ'লাম। সেখান থেকে আমাদের অনেকে ধ্বংস হ'ল। অতঃপর আমরা বৃদ্ধ হ'লাম। এরপর আমরা আর কিসের জন্য অপেক্ষা করব'? *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

২৩১. বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; আহমাদ হা/৮৯১৯; মিশকাত হা/৮৬, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
২৩২. আহমাদ হা/১৭৬২৯, ২৪৫৫, ২১২৭০; মিশকাত হা/১২০-২২, আবু আব্দুল্লাহ, ইবনু আব্বাস ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হ'তে।
২৩৩. বুখারী হা/৩২০৮; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে।

لاَ تَمْدَحُوهَا وَلاَ تُثْنُوا عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ وَأَقْرَبُ إِلَى অর্থ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُم الْخُشُوعِ 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কেননা এটি রিয়া থেকে অনেক দূরে এবং আল্লাহ্‌ভীতির অনেক নিকটে' *(কুরতুবী)*। ছাবেত বিন হারেছ আনছারী (রাঃ) বলেন, ইহূদীদের কোন সন্তান মারা গেলে তারা বলত 'ছিদ্দীক' (সত্যবাদী)। কথাটি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, كَذَبَتْ يَهُودُ مَا مِنْ نَسَمَةٍ يَخْلُقُهَا اللهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِلاَّ أَنَّهُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، 'ইহূদীরা মিথ্যা বলেছে। কেননা মায়ের গর্ভে এমন কোন সন্তান আল্লাহ সৃষ্টি করেন না যে হতভাগ্য অথবা সৌভাগ্যবান হয় না'। অতঃপর অত্র আয়াতটি নাযিল হয় هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم শেষ পর্যন্ত।[২৩৪] হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে ও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(কুরতুবী)*। মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ– 'যখন তোমরা প্রশংসাকারীদের দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারো'।[২৩৫]

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, প্রাপ্য ব্যক্তিকে যথাযথ প্রশংসা করা যাবে না। যেমন হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ– 'কোন ব্যক্তি ভাল কাজ করলে তাতে লোকেরা তার প্রশংসা করলে বা তাকে ভালবাসলে, সেটিকে আপনি কি মনে করেন? জবাবে তিনি বললেন, এটি মুমিনের জন্য অগ্রিম সুসংবাদ'।[২৩৬] অর্থাৎ আল্লাহ তার উত্তম কাজের দু'টি পুরস্কার দেন। একটি দুনিয়াতে, আর সেটি হ'ল মানুষের প্রশংসা। অন্যটি আখেরাতে, আর সেটি হ'ল যা আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে প্রস্তুত করে রেখেছেন *(মিরক্বাত)*।

আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ 'অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর' *(যোহা ৯৩/১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ– 'যে ব্যক্তি কিছু দান করল, অতঃপর সে তা পেল। তার উচিত হ'ল বিনিময়ে কিছু প্রদান করা (অর্থাৎ দো'আ করা)। যদি কিছু না পায়, তাহ'লে তার উচিত প্রশংসা করা। কেননা যে ব্যক্তি প্রশংসা করল, সে ব্যক্তি শুকরিয়া আদায় করল। আর যে ব্যক্তি চুপ থাকল, সে অকৃতজ্ঞ হলো'।[২৩৭]

২৩৪. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৩৬৮; যঈফাহ হা/৬১১৬, সনদ যঈফ; কুরতুবী হা/৫৭১৬।
২৩৫. মুসলিম হা/৩০০২; মিশকাত হা/৪৮২৬, মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) হ'তে।
২৩৬. মুসলিম হা/২৬৪২; মিশকাত হা/৫৩১৭, আবু যার (রাঃ) হ'তে।
২৩৭. আবুদাঊদ হা/৪৮১৩; তিরমিযী হা/২০৩৪; ছহীহাহ হা/৬১৭, জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে ।

Contents

أَخْلَصَ الْعَمَلَ 'তিনি সর্বাধিক অবগত কে আল্লাহকে ভয় করে' অর্থাৎ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى 'কে আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ইখলাছের সাথে আমল করে এবং কে وَاتَّقَى عُقُوبَـــةَ اللهِ– আল্লাহ্র শাস্তিকে সর্বাধিক ভয় করে?' *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَّشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُــونَ فَتِــيلاً– 'তুমি কি ঐ ব্যক্তিদের দেখোনি, যারা নিজেদের পবিত্রতা যাহির করে। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র করেন। আর তারা সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না' *(নিসা ৪/৪৯)*।

(৩৩-৩৪) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى– وَأَعْطَى قَلِيلاً وَّأَكْدَى 'তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর দান করে সামান্য এবং তা বন্ধ করে দেয়'। কুরায়েশ নেতা অলীদ বিন মুগীরাহ, নযর বিন হারেছ, আবু জাহল প্রমুখদের বিষয়ে নাযিল হ'তে পারে *(কুরতুবী)*। তবে এটি সকল যুগের কৃপণ স্বভাবের লোকদের চরিত্র বর্ণনায় নাযিল হয়েছে। যেমন এখানে একজন অবাধ্য ও কৃপণ ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে যে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দান করে সামান্য, অতঃপর সেটাও বন্ধ করে দেয়। أَكْدَى অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَطَاعَ قَلِــيلاً ثُـــمَّ قَطَعَـــهُ 'সে আনুগত্য করে কম। অতঃপর তা বন্ধ করে দেয়'। মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়ের, ইকরিমা, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বলেন, লোকেরা যখন কূয়া খুঁড়তে গিয়ে কোন পাথর পায়, তখন খনন কাজ পরিত্যাগ করে। তখন তারা বলে, أَكْدَيْنَا 'আমরা খনন কাজ পরিত্যাগ করলাম' *(ইবনু কাছীর)*। أَكْدَى كَدْوًا و كُدُوًّا فَهِيَ كَادِيَةٌ إِذَا أَبْطَأَ نَبَاتُهَـــا 'যখন দেরীতে অংকুর বের হয়'। أَكْدَى الرَّجُلُ إِذَا قَلَّ خَيْرُهُ 'যখন ব্যক্তির কল্যাণ হ্রাস পায়' وَأَعْطَـــى قَلِيلاً وَّأَكْدَى অর্থ قَطَعَ الْقَلِيلَ 'কম পরিমাণটুকুও বন্ধ করে দেয়' *(কুরতুবী)*।

(৩৫) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى 'তার নিকটে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা সে দেখে?' অর্থাৎ ছাদাক্বা বন্ধ করে সে কি ভেবেছে যে, তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে? তবে সে কি তার ভবিষ্যতের খবর জানে? অথচ আল্লাহ বলেন, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ– 'আর তোমরা যা কিছু (তাঁর পথে) পথে ব্যয় করবে, তিনি তার বদলা দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা' *(সাবা ৩৪/৩৯)*। তিনি আরও বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ– 'অতএব তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর কথা শোন ও মান্য কর এবং

(আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। এটিই তোমাদের কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত তারাই সফলকাম'। 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সেটি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। তিনি গুণগ্রাহী ও সহনশীল' *(তাগাবুন ৬৪/১৬-১৭)*। তাছাড়া ছাদাক্বা বন্ধ করে কি সে নিজেকে পবিত্র এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম মনে করে? *(ক্বাসেমী)*।

(৩৬) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى 'তাকে কি জানানো হয়নি যা মূসার কিতাবে ছিল?'। ৩৬ থেকে ৪১ পর্যন্ত ৬টি আয়াতে অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। 'তাকে কি জানানো হয়নি যা মূসার কিতাবে ছিল?' বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ৩৮ থেকে ৪১ পর্যন্ত ৪টি আয়াতের বক্তব্য নতুন কিছু নয়। বরং এগুলি বিগত নবীগণের যামানা থেকেই রয়েছে। আর তা এই যে, একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪)* এবং প্রত্যেকে তার কর্ম অনুযায়ী ফলাফল পাবে *(নাজম ৫৩/৩৯; যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। অতএব হে অবিশ্বাসী! আল্লাহ্র অনুগত হও এবং নিজেকে পাপ থেকে বাঁচাও!

(৩৭) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى 'এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছিল?' ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিশেষণে الَّذِي وَفَّى 'যে তার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছিল' বলার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা অধিকতর উন্নীত করা হয়েছে। প্রত্যেক নবীই স্ব স্ব দায়িত্ব পূরণ করে থাকেন। কিন্তু ইব্রাহীমের ক্ষেত্রে উক্ত গুণটি বিশেষভাবে বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সমূহ পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। রিসালাত যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেই সাথে তাঁর জীবনে সংঘটিত মহা পরীক্ষা সমূহে তিনি পূর্ণভাবে ও যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যা তাকে মানবজাতির নেতা হওয়ার জন্য যোগ্য করে তোলে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ– 'আর যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কতগুলি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল, তখন তার প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। সে বলল, আমার বংশধরগণ থেকেও। তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার সীমালংঘন কারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*।

(৩৮) أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى 'আর তা এই যে, একের বোঝা অন্যে বহন করবে না'। একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে আন'আম ১৬৪, ইসরা ১৫, ফাত্বির ১৮, যুমার ৭ প্রভৃতি আয়াত সমূহে। একজনের পাপের বোঝা যেমন অন্যে বইবে না, একজনের সৎকর্মের পুরস্কার তেমনি আরেক জন পাবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ– ‘যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন’ *(হামীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*। কারণ আল্লাহ কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করবেন না। যেমন তিনি বলেন, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ... وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ– ‘অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের দো‘আ কবুল করলেন এই মর্মে যে, পুরুষ হৌক নারী হৌক আমি তোমাদের কোন কর্মীর কর্মফল বিনষ্ট করব না। তোমরা পরস্পরে এক (অতএব কর্মফলে সবাই সমান)।... বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার’ *(আলে ইমরান ৩/১৯৫)*।

দুর্ভাগ্য! বিদ‘আতীরা কতই না উদ্ধত যে, তারা চ্যালেঞ্জ করে বলে, এটি বিদ‘আত হ’লে তার পাপের বোঝা আমরাই বহন করব। অথচ আল্লাহ বলেন, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ– ‘ফলে ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদের পাপভার যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। সাবধান! কতই না নিকৃষ্ট ভার যা তারা বহন করে’ *(নাহল ১৬/২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا– ‘যে ব্যক্তি কাউকে পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্য ঠিক সেই পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে। অথচ এতে তাদের নিজ গোনাহ সমূহে কোনরূপ কমতি হবে না’।[২৩৮]

(৩৯) আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত। وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

(৪০) আর তার কর্ম অচিরেই দেখা হবে। وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾

(৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَآءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾

(৪২) আর তোমার পালনকর্তার নিকটেই রয়েছে সবকিছুর সমাপ্তি। وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٢﴾

(৪৩) আর তিনিই হাসান ও তিনিই কাঁদান। وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿٤٣﴾

(৪৪) এবং তিনিই মারেন ও তিনিই বাঁচান। وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾

(৪৫) আর তিনিই সৃষ্টি করেন পুরুষ ও নারী জোড়ায় وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ

২৩৮. মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।

وَالْأُنْثٰى ﴿٤٥﴾ জোড়ায়।

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾ (৪৬) শুক্রাণু হ'তে, যখন তা (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়।

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرٰى ﴿٤٧﴾ (৪৭) আর পুনরায় জীবিত করার দায়িত্ব তাঁরই।

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنٰى وَأَقْنٰى ﴿٤٨﴾ (৪৮) তিনি ধনশালী করেন ও ধনের মুখাপেক্ষী করেন।

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾ (৪৯) আর তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক।

তাফসীর :

(৩৯) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى 'আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত'-এর অর্থ অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ বলেন, অন্যের কুরআন পাঠের ছওয়াব মৃত ব্যক্তির প্রতি পৌঁছবে না। কেননা এটি তার আমল নয় বা অর্জন নয়। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে এ বিষয়ে কোনরূপ আদেশ বা ইঙ্গিত দেননি। এ ব্যাপারে কোন ছাহাবী থেকেও কিছু বর্ণিত হয়নি। যদি এতে কোন কল্যাণ থাকত, তাহ'লে তারাই সর্বাগ্রে একাজ করতেন। বস্তুতঃ ইবাদত বিষয়ে সবকিছু নির্ভর করে দলীলের উপর। কোনরূপ রায় বা ক্বিয়াসের মাধ্যমে সেখান থেকে মুখ ফিরানো যাবে না। তবে মৃতের জন্য দো'আ করা বা তার জন্য ছাদাক্বার নেকী পৌঁছার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল রয়েছে এবং এতে সকলে একমত' *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। অতএব মৃতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত কুরআন ও কলেমাখানী, কুলখানী ও চেহলাম ইত্যাদি অনুষ্ঠান ইসলামের মধ্যে নতুনভাবে সৃষ্ট বিদ'আত মাত্র *(বিস্তারিত দ্রঃ হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'কুরআন ও কলেমাখানী' বই)*।

রবী' বিন আনাস (রহঃ) বলেন, 'উক্ত আয়াতে কাফেরের আমলের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর মুমিন তার নিজের কর্মফল পাবে এবং অন্যেরা তার জন্য যে সৎকর্ম করবে, সেটাও পাবে' *(কুরতুবী)*। যেমন সন্তানের দো'আ, ছাদাক্বা, উপকারী ইলম ও হজ্জ ইত্যাদি। এখানে إِلاَّ مَا سَعَى অর্থ إِلاَّ مَا نَوَي 'সে নিয়ত করে' হ'তে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[২৩৯] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ– 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষ স্ব স্ব নিয়তের উপর পুনরুত্থিত হবে'।[২৪০] তাছাড়া অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন আল্লাহ বলেছেন, إِذَا هَمَّ عَبْدِى بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ

২৩৯. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে।
২৪০. ইবনু মাজাহ হা/৪২২৯-৩০; আহমাদ হা/৯০৭৯; ছহীহুল জামে' হা/২৩৭৯, আবু হুরায়রা ও জাবের (রাঃ) হ'তে।

عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً– 'যখন আমার বান্দা কোন সৎকর্মের সংকল্প করে, অথচ তা সম্পন্ন করতে পারে না, আমি তার জন্য একটি নেকী লিখি। আর যদি সম্পন্ন করে, তাহ'লে আমি তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ ছওয়াব লিখি। পক্ষান্তরে যদি একটি গোনাহের সংকল্প করে, অথচ তা সম্পন্ন করে না, আমি তার জন্য কোন গোনাহ লিখি না। আর যদি সেটা করে, তাহ'লে আমি তার জন্য একটি গোনাহ লিখি'।[২৪১] তিনি বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِىْ 'আমি আমার বান্দার সংকল্পের নিকটে থাকি'।[২৪২]

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যে তিনটি আমলের নেকী মাইয়েতের আমলনামায় পৌঁছবে বলে ছহীহ হাদীছে এসেছে *(মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩)* এগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে মাইয়েতের আমল। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ– 'মানুষের সবচেয়ে পবিত্র রূযী হ'ল তার নিজের উপার্জন। আর সন্তান তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত'।[২৪৩] অতঃপর ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হ'ল ওয়াক্বফের ন্যায়। এটিও তার আমলের অবশিষ্টাংশ। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ– 'আমরাই মৃতদের জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা তারা পিছনে ছেড়ে যায়। আর প্রত্যেক বস্তু আমরা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি' *(ইয়াসীন ৩৬/১২)*। অতঃপর তার উপকারী ইলম, যা সে রেখে যায় ও মানুষ যার অনুসরণ করে, সেটিও তার আমলের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَــنْ تَبِعَــهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا– 'যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়াতের পথে ডাকে, তার জন্য তার অনুসারীদের ন্যায় পুরস্কার রয়েছে। যেখানে তার অনুসারীদের পুরস্কারে কোন কমতি করা হবে না' *(ইবনু কাছীর)*।[২৪৪]

(৪০) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 'আর তার কর্ম অচিরেই দেখা হবে'। অর্থ أَنَّ عَمَلَهُ سَوْفَ يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'সত্বর ক্বিয়ামতের দিন তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُــونَ– 'তুমি বলে দাও যে, তোমরা কাজ করে

---

২৪১. মুসলিম হা/১২৮; বুখারী হা/৬৪৯১; মিশকাত হা/২৩৭৪, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে।
২৪২. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২২৬৪, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
২৪৩. নাসাঈ হা/৪৪৬৪; ইবনু মাজাহ হা/২১৩৭, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে।
২৪৪. মুসলিম হা/২৬৭৪; আবুদাঊদ হা/৪৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/২০৬; মিশকাত হা/১৫৮, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

যাও। অতঃপর অচিরে তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন' *(তওবা ৯/১০৫)*। সেদিন সে ভাল-মন্দ দু'টিরই ফলাফল পাবে। তবে দুনিয়াতেও কিছু পাওয়া অসম্ভব নয়। যেমন সৎকর্মের ফলে দুনিয়াতে মানুষের প্রশংসা ও ভালবাসা পাওয়া সম্পর্কে ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ 'এটি মুমিনের অগ্রিম দুনিয়াবী সুসংবাদ'।[২৪৫] অনুরূপভাবে দুনিয়াতে মন্দ ফল পাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ- '(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা তাদের লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*। আর মুমিনের জীবনে বিপদাপদ আসে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। যাতে সে তাতে ধৈর্য্যের সাথে উত্তীর্ণ হয় এবং জান্নাত পাওয়ার যোগ্য হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ سَقَمٍ وَلاَ حَزَنٍ حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلاَّ كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ- 'মুমিনের কোন কষ্ট, ক্লান্তি, অসুখ, দুঃখ, এমনকি কোন দুশ্চিন্তা হয়না, যা তাকে আচ্ছন্ন করে, যার দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ থেকে মার্জনা করেন না'।[২৪৬] তিনি আরও বলেন, لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ- 'মুমিন পুরুষ ও নারীর জীবনে, তার সম্পদে, তার সন্তান-সন্ততিতে সর্বদা বিপদাপদ হতেই থাকবে, যতদিন না সে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়। এমন অবস্থায় তার উপর কোন গোনাহ থাকবে না'।[২৪৭]

(৪১) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَآءَ الْأَوْفَى 'অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে'। অর্থ يُجْزَى سَعْيُهُ جَزَآءً وَافِرًا لاَ يُبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا 'তার আমলের পুরস্কার পূর্ণভাবে দেওয়া হবে। তা থেকে কিছুমাত্র কম করা হবে না' *(ক্বাসেমী)*। الأَوْفَى অর্থ الْأَوْفَرَ 'সর্বোচ্চভাবে পূর্ণ' *(ইবনু কাছীর)*। একই মর্মে অন্যত্র বলা হয়েছে, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ- 'আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল

২৪৫. মুসলিম হা/২৬৪২; মিশকাত হা/৫৩১৭, আবু যার (রাঃ) হ'তে।
২৪৬. মুসলিম হা/২৫৭৩; বুখারী হা/৫৬৪১।
২৪৭. তিরমিযী হা/২৩৯৯; মিশকাত হা/১৫৬৭, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। আর এটাই ছিল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত এবং মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্র সর্বশেষ আহ্বান। আল্লাহ্র এই সতর্কবাণী শোনার মত কোন মানুষ আছে কি?

(৪২) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى 'আর তোমার পালনকর্তার নিকটেই রয়েছে সবকিছুর সমাপ্তি'। الْمُنْتَهَى অর্থ الْمَعَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের দিনের প্রত্যাবর্তন' *(ইবনু কাছীর)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى 'অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রত্যাবর্তনস্থল' *('আলাক্ব ৯৬/৮)*। যেদিনের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى– 'অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না' *(আ'লা ৮৭/১৩)*। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ইয়ামনে দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হ'লে তিনি সেখানে গিয়ে আওদ গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, يَا بَنِي أَوْدٍ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَعْلَمُونَ الْمَعَادَ إِلَى اللهِ ثُمَّ إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى النَّارِ، وَإِقَامَةٌ لاَ ظَعْنَ فِيهِ وَخُلُودٌ لاَ مَوْتٌ فِي أَجْسَادٍ لاَ تَمُوتُ– 'হে বনু আওদ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর দূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। তোমরা জানো, সকলের প্রত্যাবর্তন হ'ল আল্লাহ্র নিকট। অতঃপর হয় জান্নাতে, নয় জাহান্নামে। সেখানেই অবস্থান, যেখান থেকে আর সফর নেই। সেখানেই চিরস্থায়ী হবে এমন দেহে যা মৃত্যুবরণ করে না'।[২৪৮]

তবে এটি হবে কাফের-মুনাফিকদের জন্য। কিন্তু কবীরা গোনাহগার মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আতে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পাবে যারা শিরক করেনি[২৪৯] এবং যারা খালেছ অন্তরে বলেছে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।[২৫০]

মানুষ ক্বিয়ামত সম্পর্কে যেমন সন্দেহ করে, তেমনি কেউ কেউ খোদ আল্লাহ সম্পর্কেও সন্দেহ করে। অথচ আল্লাহ যেমন সত্য, ক্বিয়ামত তেমনি সত্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَآءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ– 'লোকেরা পরস্পরে প্রশ্ন করতে থাকবে। অবশেষে বলবে, এটি আল্লাহ্র সৃষ্টি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাহ'লে কে আল্লাহ্কে সৃষ্টি করেছে? যখন এরূপ কিছু তোমাদের মনে উদয় হবে, তখন সে যেন

২৪৮. হাকেম হা/২৮১, ১/১৫৭; ছহীহাহ হা/১৬৬৮।

২৪৯. তিরমিযী হা/২৪৩৫, ২৪৪১; আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; মিশকাত হা/৫৫৯৮, ৫৬০০, আনাস ও আওফ বিন মালেক (রাঃ) হ'তে।

২৫০. বুখারী হা/৯৯, ৬৫৭০; মিশকাত হা/৫৫৭৪, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

বলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে ও তাঁর রাসূলগণের উপরে'।[২৫১] সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, -تَفَكَّرُوا فِي آلاَءِ اللهِ وَلاَ تَتَفَكَّرُوا فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহে গবেষণা কর। মহান আল্লাহকে নিয়ে গবেষণা করো না' *(ছহীহাহ হা/১৭৮৮)*।

(৪৩) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى 'আর তিনিই হাসান ও তিনিই কাঁদান'। অর্থাৎ তিনিই বান্দার মধ্যে হাসি-কান্না এবং এতদুভয়ের কারণসমূহ সৃষ্টি করেন। আর দু'টি পৃথক বস্তু *(ইবনু কাছীর)*। যামাখশারী বলেন, 'আল্লাহ হাসি ও কান্নার শক্তি সৃষ্টি করেন'। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা এই যে, আল্লাহ কেবল হাসি ও কান্নার শক্তি সৃষ্টি করেন না, বরং খোদ হাসি-কান্না সৃষ্টি করেন *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

(৪৪) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا 'এবং তিনিই মারেন ও তিনিই বাঁচান'। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন, -الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে। আর তিনি মহা পরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুল্ক ৬৭/২)*।

(৪৫-৪৬) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى 'আর তিনিই সৃষ্টি করেন পুরুষ ও নারী জোড়ায় জোড়ায়'। 'শুক্রাণু হ'তে, যখন তা (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى- أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنَى- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى- أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتَى- 'মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?' 'সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না?' 'অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যস্ত করেন'। 'অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী'। 'তবুও কি তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৬-৪০)*। এখানে উত্তরে বলতে হয়, سُبْحَانَكَ فَبَلَى 'হ্যাঁ। তুমি মহাপবিত্র' *(আবুদাঊদ হা/৮৮৪)*।

বস্তুতঃ কেবল প্রাণীজগত নয়, বরং অণু-পরমাণুসহ সৃষ্টিজগতের সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট। কেবলমাত্র আল্লাহ বেজোড়। কেননা তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, -إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন। অতএব হে কুরআনের অনুসারীগণ তোমরা বিত্র কর'।[২৫২] অত্র হাদীছটি রাত্রিতে এক রাক'আত বিতর পড়ার অন্যতম দলীল।

---

২৫১. মুসলিম হা/১৩৪ (২১২-২১৩); মিশকাত হা/৬৬ 'ঈমান' অধ্যায় 'মনের খটকা' অনুচ্ছেদ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
২৫২. তিরমিযী হা/৪৫৩; আবুদাঊদ হা/১৪১৬; মিশকাত হা/১২৬৬ আলী (রাঃ) হ'তে।

(৪৭) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى 'আর পুনরায় জীবিত করার দায়িত্ব তাঁরই'। মৃত শুক্রাণু থেকে জীবনের সৃষ্টি এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার মধ্যে রয়েছে পুনরুত্থানের বাস্তব প্রমাণ। আর এগুলি স্রেফ আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ– 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়ের গর্ভাশয়ে কি আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(লোকমান ৩১/৩৪)*।

অত্র আয়াতে عَلَيْهِ 'তাঁর উপরে'-এর ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي الْحِكْمَةِ، لِيُجَازِىَ عَلَى الْإِحْسَانِ وَالْإِسَاءَةِ 'ভাল ও মন্দের বদলা দেওয়ার হেকমতের কারণে তাঁর উপর এটি ওয়াজিব' *(কাশশাফ)*। এটি মু'তাযেলী আক্বীদার বিপর্যস্ত রূপ। যাকে তারা বান্দার 'কল্যাণ ও হেকমত' বলে থাকে। মু'তাযেলী আক্বীদার মধ্যে এর চাইতে আর বড় বিপর্যয় আর কি আছে, যা রাজাধিরাজ আল্লাহ্র উপরে কোন কাজ করার জন্য বাধ্যতা আরোপ করে? অথচ এটাই সঠিক আক্বীদা যে, আল্লাহ কোন কাজে বাধ্য নন। বরং তিনি যখন চাইবেন তখন পুনরুত্থান করবেন।

(৪৮) أَغْنَى وَأَقْنَى অর্থ أَغْنَى وَأَفْقَرَ 'অভাবমুক্ত করেন ও অভাবী করেন' *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ– 'আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন, যাকে ইচ্ছা সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (বান্দার কল্যাণের) সার্বিক বিষয়ে অবহিত' *('আনকাবূত ২৯/৬২)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী দান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। সুলায়মান তায়মী বলেন, أَغْنَى وَأَقْنَى অর্থ أَغْنَى نَفْسَهُ وَأَفْقَرَ خَلْقَهُ إِلَيْهِ 'আল্লাহ নিজেকে অভাবমুক্ত করেছেন এবং সৃষ্টিকে তাঁর মুখাপেক্ষী করেছেন'। ইবনু যায়েদ বলেন, أَغْنَى مَنْ شَاءَ وَأَفْقَرَ مَنْ شَاءَ 'তিনি যাকে চান ধনী করেন এবং যাকে চান অভাবী করেন'।

জাওহারী বলেন, قَنِيَ يَقْنَى قِنًى যেমন غَنِيَ يَغْنَى غِنًى অর্থ أَقْنَاهُ اللهُ مَـــا অর্থ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يُقْتَنَى 'আল্লাহ তাকে দান করেন যা তাকে সচ্ছল করে' *(কুরতুবী)*।

আল্লাহ কেন এটা করেন, তার জওয়াবে তিনি অন্যত্র বলেন, أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ- 'তবে কি তারা তোমার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করবে। আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি। যাতে তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে। বস্তুতঃ তারা যা কিছু জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের রহমত অনেক উত্তম' *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। অতএব হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান করার অর্থনীতির কথা যারা বলেন, তারা অজ্ঞতা বশে এটা বলেন অথবা তারা শয়তানী প্রতারণার শিকার হয়েছেন। কারণ সেটা হ'লে সমাজ ও সংসার অচল হয়ে যাবে। উন্নয়নের চাকা বন্ধ হবে। সুতরাং সমাজের গতিশীলতার স্বার্থেই উঁচু-নীচু ভেদাভেদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের হালাল-হারামের বিধান অনুযায়ী পারস্পরিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু থাকলে সমাজে মানবিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। যা কখনোই গাছতলা ও পাঁচতলার মত বৈষম্য সৃষ্টি করবে না।

(৪৯) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى 'আর তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক'। اَلشِّعْرَي 'শি'রা নক্ষত্র হ'ল সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র, যাকে আরবদের একটি দল পূজা করত' *(ইবনু কাছীর)*। সম্ভবতঃ সেটি মঙ্গলগ্রহ হবে। রাতের আকাশে যা অন্যগুলির চাইতে হলুদাভ ও জ্বলজ্বলে দেখা যায়। বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যার পূজা কর, আল্লাহ তার সৃষ্টিকর্তা।

(৫০) আর তিনিই প্রথম 'আদের কওমকে ধ্বংস করেছেন।	وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ۝٥٠
(৫১) এবং ছামূদের কওমকেও। তাদের কাউকে তিনি অবশিষ্ট রাখেননি।	وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَى ۝٥١
(৫২) আর এদের পূর্বে ছিল নূহের সম্প্রদায়। তারা সীমালংঘন করেছিল ও অবাধ্যতা করেছিল।	وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۝٥٢
(৫৩) আর ছিল বস্তী উল্টানো সম্প্রদায়। যাদের আবাসভূমিকে তিনি উপরে উঠিয়ে উল্টে নিক্ষেপ করেছিলেন।	وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ۝٥٣
(৫৪) অতঃপর সেটিকে গ্রাস করল এক সর্বব্যাপী গ্রাস।	فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ۝٥٤

(৫৫) এখন তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহে সন্দেহ পোষণ করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰی﴿۵۵﴾
(৫৬) এই সতর্ককারী পূর্বেকার সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত।	هٰذَا نَذِیۡرٌ مِّنَ النُّذُرِ الۡاُوۡلٰی﴿۵۶﴾
(৫৭) ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে।	اَزِفَتِ الۡاٰزِفَةُ﴿۵۷﴾
(৫৮) আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়।	لَیۡسَ لَهَا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ﴿۵۸﴾
(৫৯) তাহ'লে তোমরা কি এই বাণী থেকে বিস্মিত হচ্ছো?	اَفَمِنۡ هٰذَا الۡحَدِیۡثِ تَعۡجَبُوۡنَ﴿۵۹﴾
(৬০) আর হাসছ অথচ কাঁদছ না?	وَتَضۡحَكُوۡنَ وَلَا تَبۡكُوۡنَ﴿۶۰﴾
(৬১) বস্ত্ততঃ তোমরা উদাসীন।	وَاَنۡتُمۡ سٰمِدُوۡنَ﴿۶۱﴾
(৬২) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর। **(রুকূ ৩; সিজদা)**	فَاسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ وَاعۡبُدُوۡا﴿۶۲﴾

তাফসীর :

(৫০) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُوْلَى 'আর তিনিই প্রথম 'আদের কওমকে ধ্বংস করেছেন'। এরা ছিল নূহ (আঃ)-এর পরবর্তী দ্বিতীয় ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। এদের নবী ছিলেন হূদ (আঃ)। এই দাম্ভিকরা তাদের নবীকে অস্বীকার করেছিল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ– 'অতঃপর আদ সম্প্রদায়! তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দম্ভ করেছিল এবং বলেছিল, আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তাহ'লে তারা কি দেখেনি, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? অথচ তারা আমাদের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করত' *(হামীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। যাদেরকে সাত রাত ও আট দিন অবিরামভাবে প্রবাহিত প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল *(হা-ক্কাহ ৬৯/৬-৭)*।[২৫৩]

(৫১) وَثَمُودَ فَمَآ أَبْقَى 'এবং ছামূদের কওমকেও। তাদের কাউকে তিনি অবশিষ্ট রাখেননি'। আদ-এর পরবর্তী তৃতীয় ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি হ'ল ছামূদ সম্প্রদায়। এদের নবী ছিলেন ছালেহ (আঃ)। তাঁকে তারা অস্বীকার করেছিল। এরা পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে মযবুত গৃহ সমূহ নির্মাণ করত *(ফজর ৮৯/৯)*। যাদেরকে প্রচণ্ড নিনাদের মাধ্যমে

২৫৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ নবীদের কাহিনী-১ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।

ধ্বংস করা হয়েছিল *(হূদ ১১/৬৭)*। যাদের ধ্বংসাবশেষ ‘হিজর’ নামক স্থানে আজও বিদ্যমান রয়েছে।[২৫৪]

(৫২) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ‘আর এদের পূর্বে ছিল নূহের সম্প্রদায়’। নূহ, আদ, ছামূদ, লূত, শো‘আয়েব ও ফেরাঊন সহ বিগত যুগে পৃথিবীতে ছয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির প্রথম ছিল নূহ (আঃ)-এর কওম। এদেরকে আল্লাহ সর্বব্যাপী প্লাবনে ধ্বংস করেন *(বাক্বারাহ ২/৫০)*।[২৫৫]

(৫৩) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ‘আর ছিল বস্তী উল্টানো সম্প্রদায়’। এরা হ’ল লূত (আঃ)-এর কওম। যারা মাদায়েন তথা জর্ডানের নিকটবর্তী সাদূম নগরীতে বসবাস করত। এরা সমকামী ছিল। নারীদের চাইতে পুরুষদের প্রতি এরা বেশী আসক্ত ছিল। এটি ছিল মানব স্বভাবের উল্টা। সেকারণ তাদেরকে তাদের নগরী সমেত উপরে তুলে উল্টে নিক্ষেপের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয় *(হূদ ১১/৮২)*। এই ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে ‘মৃত সাগর’ বা ‘লূত সাগর’ নামে খ্যাত।[২৫৬]

أَهْوَى অর্থ قَلَّبَ ‘উল্টে দেওয়া’। এক্ষণে أَهْوَى অর্থ رَفَعَهَا جِبْرِيلُ ثُمَّ أَهْوَى بِهَا إِلَى الْأَرْضِ ‘জিব্রীল শহরটিকে আকাশে উঠিয়ে নেন। অতঃপর তাকে উল্টে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন *(কুরতুবী)*।

(৫৪) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ‘অতঃপর সেটিকে গ্রাস করল এক সর্বব্যাপী গ্রাস’। অর্থাৎ আসমানী গযব শহরটিকে সবদিক দিয়ে গ্রাস করে ফেলল *(ক্বাসেমী)*। যাতে তাদের পালাবার কোন পথ থাকল না। আল্লাহ্র ভাষায়, فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ– ‘অতঃপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে গেল, তখন আমরা ঐ ভূখণ্ডের উপরিভাগকে নিম্নমুখী করে দিলাম এবং তার উপরে ক্রমাগত ধারায় মেটেল পাথর বর্ষণ করতে থাকলাম’ *(হূদ ১১/৮২)*।

(৫৫) فَبِأَيِّ آلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ‘এখন তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহে সন্দেহ পোষণ করবে?’ অর্থ فَبِأَيِّ نِعَمِ رَبِّكَ تَشُكُّ ‘অবশেষে তুমি তোমার পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহে সন্দেহ পোষণ করবে?’ *(কুরতুবী)*। آلَآءِ একবচনে أَلْوُ، إِلْيُ، أَلْيُ অর্থ নে‘মত, অনুগ্রহ *(মিছবাহুল লুগাত)*।

---

২৫৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ নবীদের কাহিনী-১ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।
২৫৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ নবীদের কাহিনী-১ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।
২৫৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ নবীদের কাহিনী-১ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।

تَتَمَارَى অর্থ تَرْتَابُ وَ تُجَادِلُ 'তুমি সন্দেহ পোষণ করবে বা ঝগড়া করবে' *(ক্বাসেমী)*। مِرْيَةٌ মাছদার হ'তে। যার অর্থ সন্দেহ, ঝগড়া। যেমন আল্লাহ বলেন, أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ– 'জেনে রাখ এরা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। জেনে রেখো, তিনি সবকিছুকেই বেষ্টন করে আছেন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৫৪)*। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَبِأَيِّ آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ– 'অবশেষে তোমরা (হে মানুষ ও জিন!) তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নে'মতকে মিথ্যা বলবে? *(রহমান ৫৫/১৩)*। এখানে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র কোন কোন অনুগ্রহে সন্দেহ পোষণ করবে ও ঝগড়া করবে? তিনিই ধনী ও গরীব সৃষ্টি করার মালিক। তিনিই রাসূল প্রেরণ করেন ও তার শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করেন। সবই তাঁর একক এখতিয়ারে হয়ে থাকে' *(ক্বাসেমী)*।

(৫৬) هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى 'এই সতর্ককারী পূর্বেকার সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত'। এখানে هَذَا বলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। একই মর্মে অন্যত্র বলা হয়েছে, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ– 'তুমি বলে দাও, আমি নতুন কোন রাসূল নই। আমি জানিনা আমার ও তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহি করা হয়। আর আমি তো কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র' *(আহক্বাফ ৪৬/৯)*। বলা হয়েছে, يٰسٓ– وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ– إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ– 'প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ'। 'নিশ্চয়ই তুমি প্রেরিত রাসূলগণের অন্যতম' *(ইয়াসীন ৩৬/২-৩)*।

(৫৭) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে'। অর্থ اقْتَرَبَتِ الْقَرِيبَةُ 'নিকটবর্তী বস্তুটি নিকটবর্তী হয়েছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামত' *(ইবনু কাছীর)*। أَزِفَ يَأْزَفُ أَزَفًا أَيْ دَنَا অর্থ নিকটবর্তী হওয়া *(কুরতুবী)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا– وَنَرَاهُ قَرِيبًا 'অবিশ্বাসীরা ঐদিনটাকে বহু দূরে মনে করে। অথচ আমরা ওটাকে নিকটবর্তী মনে করি' *(মা'আরেজ ৭০/৬-৭)*। قُرُبَ 'নিকটবর্তী হওয়া'। এখানে ক্বিয়ামতকে آزِفَةٌ বলা হয়েছে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে। যাতে মানুষ দ্রুত তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কেননা যেকোন আগমনকারীই নিকটবর্তী' *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে' *(ক্বামার ৫৪/১)*।

(৫৮) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ ‘আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়’। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ– ‘তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে ক্বিয়ামত কখন হবে? বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকের নিকটেই রয়েছে। তার নির্ধারিত সময় কেবল তিনিই প্রকাশ করে দিবেন’ *(আ‘রাফ ৭/১৮৭; নাযে‘আত ৭৯/৪২-৪৪)*।

(৫৯) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ‘তাহ’লে তোমরা কি এই বাণী থেকে বিস্মিত হচ্ছো?’। এখানে ‘এই হাদীছ বা বাণী’ অর্থ ‘কুরআন’। যা থেকে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যার মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে *(ক্বাসেমী)*। কাফেররা কুরআনের কথাগুলি শুনে বিস্মিত হয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। তারই প্রতিবাদে আয়াতটি এসেছে ‘ধমকযুক্ত প্রশ্ন’ (اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيخٍ) হিসাবে *(কুরতুবী)*।

(৬০) وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ ‘আর হাসছ অথচ কাঁদছ না?’। এখানে ‘তোমরা হাসছ’ কথাটি এসেছে ‘বিদ্রুপাত্মক ভাবে’ (اِسْتِهْزَاءً)। ‘অথচ কাঁদছ না’ কথাটি এসেছে ‘আযাবের ভয় দেখানো’ অর্থে (خَوْفًا مِنَ الْوَعِيدِ)। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ– ‘ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে যতক্ষণ না দুধ তার পালানে পুনরায় প্রবেশ করে’ (অর্থাৎ সে কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না)।[২৫৭] একই রাবী হ’তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ ছায়া দিবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। যাদের অন্যতম হ’ল ঐ শ্রেণীর লোক, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ‘যারা নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তার দু’চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়’।[২৫৮]

(৬১) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ‘বস্তুতঃ তোমরা উদাসীন’। سَامِدُونَ অর্থ لاَهُونَ ‘উদাসীন’ *(ক্বাসেমী)*। অথবা غَافِلُونَ وَمُعْرِضُونَ ‘উদাসীন ও পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী’ *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ কুরআনের উপদেশ ও শিক্ষা থেকে তারা উদাসীন থাকে এবং এর আয়াত সমূহকে অহংকার বশে এড়িয়ে চলে। বর্তমান যুগের হঠকারীরা এথেকে উপদেশ গ্রহণ করবে কি? যারা সর্বতোভাবে কুরআন ও কুরআনের শিক্ষাকে এড়িয়ে চলে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুরআন ও হাদীছ মুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক ভাবে চেষ্টা করে। অথচ মুমিনরা

---

২৫৭. তিরমিযী হা/ ১৬৩৩, ২৩১১; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।
২৫৮. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১ ‘মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

এর বিপরীত। তারা কুরআন পাঠ করে। কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করে এবং কুরআন শুনে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا– ‘আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি পায়’ *(ইসরা ১৭/১০৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً– ‘যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহ’লে তোমরা কাঁদতে বেশী, হাসতে কম’।[২৫৯]

(৬২) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ‘সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর’। অর্থ فَاعْبُدُوهُ دُوْنَ مَنْ سِوَاهُ ‘অতএব তোমরা সবকিছু ছেড়ে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত কর’ *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ তোমরা কুরআন শুনে হাসি-ঠাট্টা করছ? অথচ আল্লাহ্‌র গযবের ভয়ে কাঁদছনা? এরপরেও তোমরা উদাসীন রয়েছ? অতএব বাঁচতে চাইলে তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর ও তাঁর ইবাদত কর।

এটাই হ’ল মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম সূরা, যাতে সিজদা ছিল *(ইবনু কাছীর)*। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এই সূরা পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদা করেন। তখন কা‘বা চত্বরে উপস্থিত সবাই সিজদা করে একজন ব্যতীত। যে ব্যক্তি এক মুষ্টি মাটি উঠিয়ে তাতে সিজদা করে। পরবর্তীতে আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হ’তে দেখেছি’।[২৬০]

তিনি বলেন, একজন মাত্র ব্যক্তি মুঠিতে মাটি নিয়ে তাতে সিজদা করে এবং বলে যে, ‘এটাই আমার জন্য যথেষ্ট’। এই ব্যক্তি হ’ল উমাইয়া বিন খালাফ। রাবী বলেন, পরে ঐ ব্যক্তিকে আমি বদরের যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয়ে মরতে দেখেছি’।[২৬১] ইবনু কাছীর বলেন, অন্যান্য সূত্রে ঐ ব্যক্তির নাম ‘উৎবাহ বিন রবী‘আহ’ বলা হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। বদরের যুদ্ধ শুরুর প্রথমেই তিনি নিহত হন।[২৬২] যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা নজম পাঠ করেন। কিন্তু সিজদা করেননি’।[২৬৩] এর দ্বারা কারণবশতঃ সিজদা না করা জায়েয বুঝানো হয়েছে *(মির‘আত)*।

॥ সূরা নজম সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة النجم، فلله الحمد والمن

---

২৫৯. বুখারী হা/৬৬৩৭; মিশকাত হা/৫৩৩৯ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে; ‘আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ও ধৈর্যধারণ’ অনুচ্ছেদ।

২৬০. বুখারী হা/৪৮৬৩ ‘তাফসীর’ অধ্যায়, ‘সূরা নজম ৬২ আয়াত’ অনুচ্ছেদ। এই সাথে পাঠ করুন : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘গারানীক্ব কাহিনী’ অনুচ্ছেদ ১৫২-৫৫ পৃ.।

২৬১. বুখারী হা/৩৮৫৩, ৪৮৬৩; মুসলিম হা/৫৭৬; আবুদাঊদ হা/১৪০৬; মিশকাত হা/১০৩৭।

২৬২. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২৯৭ পৃ.।

২৬৩. বুখারী হা/১০৭২-৭৩; মুসলিম হা/৫৭৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১০২৬।

সূরা ক্বামার (চন্দ্র)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা ত্বারেক ৮৬/মাক্কী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৫৪, পারা ২৭, রুকূ ৩, আয়াত ৫৫, শব্দ ৩৪২, বর্ণ ১৪৩৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।	اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①
(২) তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তাহ'লে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে যে, এটা তো চিরাচরিত জাদু।	وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ②
(৩) তারা মিথ্যারোপ করে ও নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর প্রতিটি কাজই স্থিরীকৃত।	وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ③
(৪) তাদের কাছে নিশ্চিতভাবে এসে গেছে কিছু খবর। যার মধ্যে রয়েছে সতর্কবাণী;	وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ④
(৫) যা পরিপূর্ণ জ্ঞান। তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসেনি।	حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ⑤
(৬) অতএব তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (আর অপেক্ষা কর সেদিনের) যেদিন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) আহ্বান করবে এক ভয়ংকর বস্তুর দিকে।	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ⑥
(৭) যেদিন তারা অবনত দৃষ্টিতে কবরসমূহ থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত।	خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ⑦
(৮) আর ছুটতে থাকবে আহ্বানকারীর দিকে। সেদিন অবিশ্বাসীরা বলবে, আজকে বড়ই কঠিন দিন।	مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑧

তাফসীর :

(১-২) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ 'ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে' অর্থ দুনিয়া ধ্বংসের কিনারে পৌঁছে গেছে'। যেমন আল্লাহ বলেন, -اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ 'মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন। অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে' *(আম্বিয়া*

أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ– (২১/১)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেছে (অর্থাৎ আসবেই)। অতএব ওটার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তারা যাদের শরীক করে, সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে' *(নাহল ১৬/১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى– 'আমি ও ক্বিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এই দু'টি আঙ্গুলের মত কাছাকাছি। এটা বলে তিনি শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি মিলিয়ে দেখালেন'।[২৬৪]

وَانْشَقَّ الْقَمَرُ 'চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে'। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যতম মু'জিযা। যা মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা বহির্ভূত। কেবলমাত্র আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতায় এটি সম্ভব হয়েছিল। এটি ছিল নবী জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। যা ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জুবায়ের বিন মুত'ইম ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম) প্রমুখ ছাহাবীগণ থেকে অবিরত ধারায় বর্ণিত হয়েছে। এটি 'মুতাওয়াতির' হাদীছের পর্যায়ভুক্ত *(ইবনু কাছীর)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কার নেতারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জমা হয় এবং বলে, যদি তুমি সত্যবাদী (সত্যনবী) হও, তাহ'লে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাও। যার অর্ধেক পড়বে আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর এবং বাকী অর্ধেক পড়বে কু'আইক্বি'আন পাহাড়ের উপর। জবাবে রাসূল (ছাঃ) তাদের বললেন, 'যদি আমি এটা করি, তাহ'লে তোমরা ঈমান আনবে কি? তারা বলল, হ্যাঁ। সেটি ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলেন। তখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) মুশরিক নেতাদের ডেকে বলেন, হে অমুক! হে অমুক! তোমরা সাক্ষী থাক'।[২৬৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলেন, اَللَّهُمَّ اشْـــهَدْ 'আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' *(মুসলিম হা/২৮০০ (৪৫)*। আনাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ–صلى الله عليه وسلم– أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا– 'মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ নিদর্শন দেখাতে বলে। তখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে হেরা পাহাড়ের দু'পাশে পড়ে যায়'।[২৬৬]

---

২৬৪. মুসলিম হা/৮৬৭; বুখারী হা/৪৯৩৬, ৬৫০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৫;তিরমিযী হা/২২১৪; মিশকাত হা/১৪০৭।

২৬৫. আবু নু'আইম ইস্ফাহানী, দালায়েল হা/২০৪, ১/২৪৪ পৃ.। হাদীছটির সনদ দুর্বল। কিন্তু বিষয়বস্তু (اصل الحديث) সঠিক।- মুহাক্কিক কুরতুবী হা/৫৭৩৬।

২৬৬. বুখারী হা/৩৮৬৮; মুসলিম হা/২৮০২; মিশকাত হা/৫৮৫৪।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়। তখন কুরায়েশরা বলল, এসব মুহাম্মাদের জাদু। সুতরাং তোমরা বহিরাগত মুসাফিরদের জিজ্ঞেস কর। কেননা মুহাম্মাদ সমস্ত মানুষকে জাদু করতে পারবে না। অতঃপর বহিরাগতদের জিজ্ঞেস করা হ'ল এবং তারাও একই সাক্ষ্য দিল।[২৬৭]

তারীখে ফিরিশতায় বর্ণিত হয়েছে যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার এই দৃশ্য ভারতের মালাবারের জনৈক মহারাজা স্বচক্ষে দেখেন এবং তা নিজের রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করেন। পরে আরব বণিকদের মুখে ঘটনা শুনে তখনকার রাজা 'সামেরী' উক্ত রোজনামচা বের করেন। অতঃপর তাতে ঘটনার সত্যতা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান। যদিও সামরিক নেতা ও সমাজনেতাদের ভয়ে তিনি ইসলাম গোপন রাখেন'।[২৬৮]

শিক্ষণীয় : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষণীয় এই যে, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র সবই মানুষের অনুগত ও মানুষের কল্যাণে সৃষ্ট এবং তাদেরই সেবায় নিয়োজিত। এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানীদের জন্য অফুরন্ত গবেষণার উৎস। আর তা এই যে, মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্ররাজি কোনটাই নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়নি এবং কোনটাই নিজ ইচ্ছায় চলে না। তাদের উপর একজন সুনিপূণ ও সুদক্ষ পরিচালক ও ব্যবস্থাপক রয়েছেন। যিনি বিশ্ব চরাচরের ধারক। আর তিনিই হ'লেন আল্লাহ। এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি ছয় দিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হয়েছেন। তিনি কর্ম পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন সুফারিশকারী নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' *(ইউনুস ১০/৩)*।

(৩) وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ 'আর প্রতিটি কাজই স্থিরীকৃত'। এর অর্থ كُلُّ أَمْرٍ وَاقِعٌ يومَ القيامةِ 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক কর্মীর ভাল-মন্দ ফলাফল স্থিরীকৃত হবে' *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। অত্র আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, হঠকারীদের চরিত্রই হ'ল কুরআন-হাদীছের উপর মিথ্যারোপ করা ও নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা। তাদের দাবী অনুযায়ী চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পরেও তারা তাদের অবিশ্বাসে

---

২৬৭. আবুদাঊদ ত্বায়ালেসী হা/২৪৪৭ সনদ ছহীহ; কুরতুবী হা/৫৭৩৭; ইবনু কাছীর; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ১১৭-১১৮ পৃ.।

২৬৮. মুহাম্মাদ ক্বাসেম হিন্দুশাহ ফিরিশতা, তারীখে ফিরিশতা (ফার্সী হ'তে উর্দূ অনুবাদ : লাক্ষ্ণৌ ছাপা, ১৩২৩/১৯০৫) ১১শ অধ্যায় 'মালাবারের শাসকদের ইতিহাস' ২/৪৮৮-৮৯ পৃ.; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১১৮ পৃ.।

অটল রইল। অথচ তারা জানেনা যে, প্রতিটি কাজই স্থিরীকৃত ও পূর্ব নির্ধারিত। বিশ্বাসীগণ তাদের বিশ্বাসের পুরস্কার পাবে জান্নাতে। অবিশ্বাসীগণ তাদের অবিশ্বাসের শাস্তি পাবে জাহান্নামে *(কুরতুবী)*। এর মধ্যে অবিশ্বাসীদের প্রতি তীর্যক বিদ্রুপ রয়েছে।

(৪) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ 'তাদের কাছে নিশ্চিতভাবে এসে গেছে কিছু খবর। যার মধ্যে রয়েছে সতর্কবাণী'। مِنَ الْأَنْبَاءِ 'কিছু খবর' অর্থ مِنْ بَعْضِ الْأَنْبَاءِ مِـــنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ 'বিগত উম্মতগুলির উপর আযাবের কিছু খবর'। مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ অর্থ زَجْرٌ عَنِ الشِّرْكِ وَالتَّمَادِيْ عَلَي التَّكْـــذِيْبِ 'যার মধ্যে রয়েছে শিরক ও মিথ্যারোপের উপর অটল থাকার বিরুদ্ধে ধমকি' *(ইবনু কাছীর)*।

مُزْدَجَـــرٌ আসলে ছিল مُتْتَجَـــرٌ প্রথম 'তা'-কে 'ঝা' এবং পরের 'তা'-কে 'দাল' দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে সহজে উচ্চারণের জন্য। কেননা 'ঝা' ও 'দাল' দু'টিই জাহরের ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত, যা উঁচু স্বরে পড়তে হয়। পক্ষান্তরে 'তা' হ'ল হাম্স-এর ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত, যা ক্ষীণ স্বরে পড়তে হয় *(কুরতুবী)*। মাছদার হ'ল زَجْرٌ অর্থ 'ধমকানো'। زَجَرَ وَازْدَجَرَ 'সে ধমকিয়েছে'। এর মাধ্যমে একই আযাব উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর আসতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। সাথে সাথে সতর্কবাণী রয়েছে শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে এবং রয়েছে রিসালাত ও ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে।

(৫) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّـــذُرُ 'যা পরিপূর্ণ জ্ঞান। তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসেনি'। حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ অর্থ كَامِلٌ بَلَغَ غَايَةَ الْكَمَـــالِ 'পরিপূর্ণ জ্ঞান, যা পূর্ণতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে'। এর দ্বারা 'কুরআন'কে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যা সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস এবং সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّــنَ الْهُـــدَى وَالْفُرْقَـــانِ 'মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক, সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। এটি পূর্ববর্তী আয়াতের مَـــا فِيـــهِ مُزْدَجَـــرٌ 'যার মধ্যে রয়েছে ধমকি' থেকে 'বদল' হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন। অথবা এটি নতুন বাক্য হ'তে পারে, هُوَ حِكْمَةٌ بَالِغَـــةٌ 'সেটি পরিপূর্ণ জ্ঞান' *(কুরতুবী)*। ইবনু কাছীর বলেন, আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তার হেদায়াতের জন্য এটি যথেষ্ট এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার ভ্রষ্টতার জন্যও এটি যথেষ্ট' *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ কুরআন মানলে হেদায়াত, আর না মানলে ভ্রষ্টতা। যেমন খলীফা ওমর (রাঃ) জনৈক দাসকে জেদ্দার ওসফান এলাকার প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ায় মক্কার গবর্ণরকে উদ্দেশ্য করে বলেন তোমাদের নবী বলেছেন যে, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَـــابِ

أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ– ‘নিশ্চয় আল্লাহ এই কিতাব দ্বারা একদল লোককে উঁচু করেছেন ও একদল লোককে নীচু করেছেন’।[২৬৯]

فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ– ‘এই সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসেনি’ বলে বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির অবস্থা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন অবিশ্বাসীরা সতর্ক হয় এবং বিগতদের মত দাম্ভিক না হয়। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ‘তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করতে পারতেন’ *(নাহল ১৬/৯)*। তিনি অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা সম্পর্কে অন্যত্র বলেন, وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ– ‘অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত ও সতর্কবাণী সমূহ কোন কাজে আসেনি’ *(ইউনুস ১০/১০১)*। এখানে النُّذُرُ অর্থ الْإِنْذَارُ ‘ভয় প্রদর্শন’ হ’তে পারে অথবা نَذِيرٌ-এর বহুবচন ‘ভয় প্রদর্শন কারীগণ’ হ’তে পারে *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ বিগত নবীগণ।

(৬) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ ‘অতএব তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (আর অপেক্ষা কর সেদিনের) যেদিন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) আহ্বান করবে এক ভয়ংকর বস্তুর দিকে’। فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ‘অতএব তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও’। এখানে অবিশ্বাসী ও হঠকারীদের কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার কথা বলার মধ্যে সমাজ সংস্কারকদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে যে, পূর্ণভাবে দাওয়াত দেওয়ার পরেও যদি কেউ যিদ ও হঠকারিতা বশে তা কবুল না করে, তাহ’লে তার উপর অযথা চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। বরং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং তার হেদায়াতের বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিবে। فَتَوَلَّ عَنْهُمْ অর্থ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ‘অতঃপর তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও’। فَتَوَلَّ মূলে ছিল فَتَوَلَّىْ। বাবে تَفَعُّل-এর أمر-এর ছীগাহ تَفَعَّلْ-এর ওযনে হয়েছে। কিন্তু শেষে ‘ইয়া’ হরফে ইল্লাত থাকার কারণে পড়ার সুবিধার্থে ‘ইয়া’-কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ ‘যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে’ বলে ফেরেশতা কর্তৃক শিঙ্গায় ফুঁকদানকে বুঝানো হয়েছে। অথবা আল্লাহ্র হুকুম কুন, ফাইয়াকুন (হও, অতঃপর হয়ে যাবে) বুঝানো হয়েছে *(ক্বাসেমী)*।

ইমাম কুরতুবী, বায়যাভী, জালালায়েন এখানে উক্ত ফেরেশতার নাম বলেছেন ‘ইস্রাফীল’ *(কুরতুবী)*। যামাখশারী ‘ইস্রাফীল’ অথবা ‘জিব্রাঈল’ বলেছেন। কিন্তু উক্ত মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(আলবানী, যঈফুত তারগীব হা/২০৮২)*। الدَّاعِ আসলে ছিল الدَّاعِي ‘আহ্বানকারী’। বাক্যের মাঝখানে হওয়ায় এবং পড়ার সুবিধার্থে শেষের ‘ইয়া’ ফেলে দিয়ে তার বদলে ‘যের’ দেওয়া হয়েছে *(কাশশাফ)*।

---

২৬৯. মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫ ‘কুরআনের ফযীলত’ অধ্যায়, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হ’তে।

–إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ ‘ভয়ংকর বস্তুর দিকে’ অর্থ إِلَي شَئٍ مُنْكَرٍ فَظِيْعٍ ‘অজানা ভয়ংকর বস্তুর দিকে’। এর দ্বারা ক্বিয়ামতের ভয়ংকর দিবসের কথা বুঝানো হয়েছে। যেদিনের ভয়াবহতা হবে অকল্পনীয়। যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। نُكُرٌ এবং نُكْرٌ দু’টিই পড়া যায়। যেমন شُغُلٌ এবং شُغْلٌ দু’টিই পড়া যায় *(কুরতুবী)*।

(৭) خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ ‘যেদিন তারা অবনত দৃষ্টিতে কবরসমূহ থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়’। অর্থ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ ‘লাঞ্ছনায় অবনত চক্ষু সমূহ দিয়ে তারা দেখতে থাকবে’। সে সময়ের অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশ্যে পূর্বের আয়াতের عَنْهُمُ ‘তাদের থেকে’ বা বর্তমান আয়াতের يَخْرُجُونَ ‘তারা বের হবে’ থেকে حال হওয়ার কারণে خُشَّعًا যবরযুক্ত হয়েছে *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ– ‘আর জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করার সময় তুমি তাদেরকে দেখবে লাঞ্ছনায় অবনত গোপন দৃষ্টিতে তাকানো অবস্থায়’ *(শূরা ৪২/৪৫)*। অন্যত্র বলা হয়েছে خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ– ‘তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত ও তারা হবে হীনতায় আচ্ছন্ন। সেটা হবে সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে (দুনিয়াতে) দেওয়া হ’ত *(মা‘আরেজ ৭০/৪৪)*।

خُشَّعًا একবচনে خَاشِعٌ অর্থ ‘অবনত’ *(কুরতুবী)*।

كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ‘যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত’। একই মর্মে অন্যত্র বলা হয়েছে, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ’যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত’ *(ক্বারে‘আহ ১০১/৪)*।

(৮) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ‘আর ছুটতে থাকবে আহ্বানকারীর দিকে’। مُهْطِعِينَ অর্থ مُسْرِعِيْنَ ‘দ্রুতগতিতে দৌঁড়ানো অবস্থায়’। يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ‘সেদিন অবিশ্বাসীরা বলবে, আজকে বড়ই কঠিন দিন’। যেমন অন্যত্র এসেছে, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ– عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ– ‘সেদিন হবে খুবই কঠিন দিন’। ‘যা কাফিরদের জন্য সহজ হবে না’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/৯-১০)*।

ক্বিয়ামতের দিন হিসাব শেষে প্রত্যেক মানুষকে জাহান্নামের উপর রক্ষিত পুলছিরাত পার হ’তে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا– ثُمَّ

–نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّــا ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা তোমার পালনকর্তার অমোঘ সিদ্ধান্ত’। ‘অতঃপর আমরা মুত্তাক্বীদের মুক্তি দেব এবং সীমা লংঘনকারীদের সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব’ *(মারিয়াম ১৯/৭১-৭২)*। সেদিন জান্নাতীগণ চোখের পলকে পার হয়ে যাবেন ও সেখানে চিরকাল থাকবেন। কিন্তু জাহান্নামীরা তাতে পতিত হবে। সেখানে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা চিরকাল থাকবে। কিন্তু মুমিন পাপীরা তাদের খালেছ ঈমানের কারণে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুফারিশক্রমে এবং সবশেষে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[২৭০]

সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْجِسْرُ قَــالَ دَحْــضٌ مَزِلَّةٌ. فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْــلِ وَالرِّكَــابِ– ‘অতঃপর জাহান্নামের উপর সেতু (পুলছেরাত) স্থাপন করা হবে এবং শাফা‘আত অনুষ্ঠিত হবে। তখন নবীগণ বলবেন, হে আল্লাহ! বাঁচান, বাঁচান। বলা হ’ল হে আল্লাহ্র রাসূল! পুলছিরাত কেমন? তিনি বললেন, দারুণ পিচ্ছিল। যাতে রয়েছে আংটা, বাঁকা পেরেক ও কাঁটা সমূহ, যা নাজদের সা‘দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায়। অতঃপর মুমিনগণ সেতু পার হয়ে যাবে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের বেগে, কেউ বায়ুর বেগে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া বা উটের গতিতে’।[২৭১]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾

(৯) এদের পূর্বে নূহের কওম মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমাদের বান্দা (নূহের) প্রতি এবং বলেছিল ‘পাগল’। আর সে (তাদের কাছ থেকে) হুমকি পেয়েছিল।

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾

(১০) তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলল যে, আমি অক্ষম। অতএব তুমি (ওদের থেকে) প্রতিশোধ নাও।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾

(১১) অতঃপর আমরা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দিলাম মুষলধারে বৃষ্টিসহ।

---

২৭০. হজ্জ ২২/৫৬-৫৭, নিসা ৪/১৪০, ১৪৫; বুখারী হা/৭৪৪০; মুসলিম হা/১৯৩; মিশকাত হা/৫৫৭২-৭৩ ‘হাউয ও শাফা‘আত’ অনুচ্ছেদ; ‘মৃত্যুকে স্মরণ’ বই ১৩ পৃ.।

২৭১. বুখারী হা/২২, ৭৪৩৪; মুসলিম হা/১৮৩; আহমাদ হা/১১৯১৭; মিশকাত হা/৫৫৭৯।

وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

(১২) আর যমীন থেকে উৎসারিত করলাম নদীসমূহ। অতঃপর সকল পানি মিলিত হ'ল পূর্ব নির্ধারিত এক কাজে।

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿١٣﴾

(১৩) আর আমরা নূহকে উঠালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে।

تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا، جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

(১৪) যা আমাদের চোখের সামনে চলতে থাকল। এটি ছিল বদলা ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল (অর্থাৎ নূহের জন্য)।

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾

(১৫) আর আমরা এটাকে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে রেখে দিলাম। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾

(১৬) সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

(১৭) আর আমরা কুরআনকে সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

তাফসীর :

(৯) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ 'এদের পূর্বে নূহের কওম মিথ্যারোপ করেছিল'। অত্র আয়াতে স্বীয় নবীকে সান্তনা দিয়ে বলেছেন, তোমার পূর্বে নূহ-এর কওম তার উপর মিথ্যারোপ করেছিল। একথা বলে নূহের কাহিনী কিছুটা শুনানো হয়েছে।[২৭২]

(১০) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ 'তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলল যে, আমি অক্ষম। অতএব তুমি (ওদের থেকে) প্রতিশোধ নাও'। فَانْتَصِرْ অর্থ فَانْتَصِرْ لِي 'অতএব তুমি আমার জন্য প্রতিশোধ নাও' *(কুরতুবী)*। অথবা فَانْتَقِمْ مِنْهُمْ بِعَذَابٍ تُرْسِلُه عَلَيْهِمْ 'অতঃপর তুমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নাও তাদের উপর তোমার শাস্তি প্রেরণ করার মাধ্যমে' *(ক্বাসেমী, কাশশাফ)*। نَصَرَ يَنْصُرُ 'সাহায্য করা' এবং اِنْتَصَرَ يَنْتَصِرُ অর্থ 'প্রতিশোধ নেওয়া'। এই প্রতিশোধ আল্লাহ তাঁর প্রেরিত দ্বীনের স্বার্থে নিবেন। অর্থাৎ فَانْتَقِمْ أَنْتَ لِدِينِكَ 'তুমি তাদের থেকে বদলা নাও তোমার দ্বীনের স্বার্থে' *(ইবনু কাছীর)*। যুগে যুগে আল্লাহ মযলূম দ্বীনদারদের পক্ষে যালেমদের থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

---

২৭২. বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন নবীদের কাহিনী-১ 'নূহ (আঃ)-এর কাহিনী' অধ্যায়।

www.ahlehadeethbd.org

(১১) فَفَتَحْنَا أَبْوابَ السَّمآءِ بِماءٍ مُّنْهَمِرٍ ‘অতঃপর আমরা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দিলাম মুষলধারে বৃষ্টিসহ’। الْهَمْرُ الصَّبُّ، وَقَدْ هَمَرَ الْماءُ অর্থ পানি প্রবাহিত হওয়া। যা খুব দ্রুত ও অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হয় *(কুরতুবী)*।

(১২) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ... ‘আর যমীন থেকে উৎসারিত করলাম নদীসমূহ। অতঃপর সকল পানি মিলিত হ’ল পূর্ব নির্ধারিত এক কাজে’। অর্থাৎ আকাশের বর্ষিত বৃষ্টি ও যমীনের উৎসারিত পানি মিলিতভাবে নূহের কওমের ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত হ’ল। যা আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে পূর্ব নির্ধারিত ছিল *(ক্বাসেমী)*।

১১ আয়াতে فَفَتَحْنَا ‘অতঃপর আমরা খুলে দিলাম’ ও ১২ আয়াতে وَفَجَّرْنَا ‘এবং উৎসারিত করলাম’ শব্দ দু’টি দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি স্বাভাবিক পানি বর্ষণ বা নদী প্রবাহ ছিল না। বরং কেবল গযবের উদ্দেশ্যেই আকাশের দরজা সমূহ এবং যমীনের মুখ সমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিল। সেজন্য আকাশে মেঘের কোন প্রয়োজন ছিল না বা যমীনে নদীস্রোতের কোন দরকার পড়েনি। বরং বিনা মেঘে ও বিনা স্রোতে কেবল যমীন ফেটে পানি উৎসারিত হয়েছিল। যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না এবং পরেও কোন দৃষ্টান্ত নেই। ভবিষ্যতে পুনরায় এরূপ গযব কোন কওমের উপর নাযিল হ’লে পুনরায় সেটি হ’তে পারে মাত্র। أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ অর্থ أَمْرٌ مُقَدَّرٌ ‘পূর্ব নির্ধারিত কর্ম’ *(ইবনু কাছীর)*। যা লওহে মাহফূযে পূর্বেই লিপিবদ্ধ ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا– ‘বস্তুতঃ আল্লাহ্র আদেশ সুনির্ধারিত’ *(আহযাব ৩৩/৩৮)*।

(১৩) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ‘আর আমরা নূহকে উঠালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে’। এখানে নূহকে উঠানো অর্থ তাকে তার ঈমানদার কওম সহ নৌকায় উঠানো। যেমন অন্যত্র এসেছে, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا– ‘তোমরা হ’লে তাদের বংশধর যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) উঠিয়েছিলাম। বস্তুতঃ সে ছিল একজন কৃতজ্ঞ বান্দা’ *(ইসরা ১৭/৩; ছাফফাত ৩৭/৭৭)*।[২৭৩] যামাখশারী বলেন, ذَاتِ أَلْوَاحٍ ‘কাঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযান’ বলে ‘নৌকা’ বুঝানো হয়েছে। এখানে গুণ বলে গুণযুক্ত বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। আর এ দু’টি এমন গুণ, যা নৌকা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বাক্যটি হ’ল বিশুদ্ধ ও অনন্য বাক্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত (وَهَذَا

২৭৩. এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা এসেছে সূরা হূদ ৩৭ থেকে ৪৮ পর্যন্ত ১২টি আয়াতে (দ্রঃ নবীদের কাহিনী-১ ‘নূহ (আঃ)’ অধ্যায়)।

(مِنْ فَصِيْحِ الْكَلَامِ وَبَدِيْعِهِ)। اَلْوَاحٍ একবচনে لَوْحٌ অর্থ কাঠের তক্তা। دُسُـــر একবচনে دِسَارٌ অর্থ اَلْمِسْمَارُ বা পেরেক *(কাশশাফ)*।

(১৪) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا 'যা আমাদের চোখের সামনে চলতে থাকল'। অর্থ بِأَمْرِنَا بِمَرْأًى مِنَّا وَتَحْتَ حِفْظِنَـــا 'নৌকা চলতে থাকল আমাদের নির্দেশক্রমে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ও আমাদের তত্ত্বাবধানে' *(ইবনু কাছীর)*। جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ অর্থ جَزَاءً لَهُمْ عَلَى كُفْـــرِهِمْ بِاللهِ وَانْتِصَارًا لِنُـــوحٍ، 'আল্লাহ্র সাথে কুফরী ও নূহের পক্ষে নেওয়া বদলাস্বরূপ এটা করা হয়' *(ইবনু কাছীর)*। এখানে নূহ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ না করে لِمَنْ كَانَ كُفِرَ 'যার সাথে কুফরী করা হয়েছিল' বলার মাধ্যমে তাঁর উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত উঁচু মানের আরবী বাকরীতি।

(১৫) وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً 'আর আমরা এটাকে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে রেখে দিলাম'। অত্র আয়াতে 'এটাকে' বলতে 'এই ঘটনাকে' বা 'নৌকাকে' দু'টিই বুঝানো হ'তে পারে *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। ক্বাতাদাহ বলেন, আল্লাহ নূহের উক্ত কিশতীকে আলজেরিয়ার 'বাক্বেরদা' (بَـــاقِرْدَى) এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ অক্ষত রেখেছিলেন। যদিও বহু নৌকা এরই মধ্যে মাটিতে মিশে গেছে। এমনকি এই উম্মতের প্রথম দিকের লোকেরা তা দেখেছিল *(কুরতুবী)*।

ইবনু কাছীর বলেন, তবে প্রকাশ্য অর্থ এই যে, এর দ্বারা جِـــنْسُ السُّـــفُنِ বা পুরা নৌ পরিবহনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ নদীবক্ষে নৌকা চলা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّـــتَهُمْ فِـــي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ- وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ- 'আর তাদের জন্য অন্যতম নিদর্শন হ'ল আমরা তাদের বংশধরগণকে ভরা নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম'। 'এবং তাদের জন্য অনুরূপ বাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে' *(ইয়াসীন ৩৬/৪১-৪২; ইবনু কাছীর)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নূহের কিশতীই ছিল পৃথিবীর প্রথম নৌযান। অতএব যেকোন নৌযানে আরোহনের সময়- بِسْمِ اللهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِـــيمٌ 'আল্লাহ্র নামে এর গতি ও অবস্থান। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(হূদ ১১/৪১)* পড়তে হবে এবং চিন্তা করতে হবে যে, এই নৌকাতে নূহের ঈমানদার সাথীদের আল্লাহ উদ্ধার করেছিলেন এবং আমরা তাঁদেরই বংশধর। সুতরাং আমাদেরও ঈমানদার থাকতে হবে। প্লাবনের মাধ্যমে কাফিরদের ধ্বংস ও নৌকার মাধ্যমে মুমিনদের বাঁচানোর এই ঘটনা নিঃসন্দেহে ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য

www.ahlehadeethbd.org

সাধারণ ঘটনা। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ – لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ– 'অতঃপর যখন পানি উথলে উঠেছিল তখন আমরা তোমাদেরকে (নূহের) চলন্ত নৌযানে আরোহন করিয়েছিলাম'। 'এটা আমরা করেছিলাম তোমাদের জন্য স্মৃতি হিসাবে এবং যাতে ধারণকারী কানগুলি এ ঘটনা স্মরণে রাখে' *(আল-হা-ক্কাহ ৬৯/১১-১২)*।

فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থ فَهَلْ مِنْ مُّتَّعِظٍ مُعْتَبِرٍ 'অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ও মর্ম অনুধাবনকারী?' مُدَّكِرٍ আসলে ছিল مُذْتَكِرٌ থেকে ذِكْرٌ যেমন مُفْتَعِلٌ থেকে فِعْلٌ। অতঃপর সহজ উচ্চারণের জন্য 'যাল' ও 'তা'-কে 'দাল' করে দু'টি 'দাল'-কে একত্রে مُدَّكِرٌ করা হয়েছে। هَلْ প্রশ্নবোধক অব্যয় আনার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে *(কুরতুবী)*।

مُذَّكِرٍ-এর বদলে مُدَّكِرٍ বলা হয়েছে। কারণ 'যাল' ও 'দাল' দু'টিই জাহরের ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। যা উঁচু স্বরে উচ্চারিত হয়। ফলে এই পরিবর্তনে অর্থের কোন পরিবর্তন হবে না। জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আবু আব্দুর রহমান! এটি مُدَّكِرٍ হবে, না مُذَّكِرٍ হবে? জবাবে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে مُدَّكِرٍ পড়িয়েছেন'।[২৭৪]

(১৬) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ 'সুতরাং কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?' এটি অবিশ্বাসীদের প্রতি একটি চরম ধমকি। অতঃপর عَذَابِي وَنُذُرِ 'আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী' বলে শাস্তি ও সতর্কবাণীকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন সর্বাধিক কঠোরতা বুঝানোর জন্য। সেই সাথে রহমত ও আযাব দু'টিই যে সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে, এতে যে কোন শরীক নেই, সেটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। نُذُرِ আসলে ছিল نُذُرِى অর্থ إِنْذَارِي 'আমার ভয় প্রদর্শন'। শেষের ى বিলুপ্ত করা হয়েছে। একবচনে نَذِيرٌ যেমন نَكِيرٌ অর্থ إِنْكَارٌ 'ইনকার'। نُذُرِ শব্দটি অত্র সূরায় ১৬, ১৮, ২১, ৩০, ৩৭, ৩৯ মোট ৬টি আয়াতে এসেছে।

(১৭) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ... 'আর আমরা কুরআনকে সহজ করেছি উপদেশ হাছিলের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?' অর্থাৎ মানুষের উপদেশ

---

২৭৪. আহমাদ হা/৩৭৫৫; বুখারী হা/৪৮৭১; মুসলিম হা/৮২৩ প্রভৃতি; ইবনু কাছীর।

হাছিলের জন্য আমরা এর শব্দাবলীকে সহজ করেছি এবং এর মর্ম সহজবোধ্য করেছি *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– ‘এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*।

সুদ্দী বলেন, يَسَّرْنَا تِلاَوَتَهُ عَلَى الْأَلْسُنِ ‘এর তেলাওয়াতকে আমরা যবানের জন্য সহজ করে দিয়েছি’ *(ইবনু কাছীর)*। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ মুহাম্মাদ বিন কা‘ব আল-কুরাযী এর অর্থ বলেন, فَهَلْ مِنْ مُنْزَجِرٍ عَنِ الْمَعَاصِي؟ ‘অতঃপর পাপ থেকে সতর্ক হওয়ার কেউ আছে কি?’ *(ইবনু কাছীর)*। এক্ষণে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থ হবে فَهَلْ مِنْ مُتَذَكِّرٍ بِهَذَا الْقُرْآنِ الَّذِي قَدْ يَسَّرَ اللهُ حِفْظَهُ وَمَعْنَاهُ؟ ‘এই কুরআন থেকে কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি, যা মুখস্ত করা ও যার অর্থ বোধগম্য হওয়াকে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন?’ *(ইবনু কাছীর)*।

১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ পরপর চারটি আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বান্দাকে তাকীদ দেওয়া হয়েছে কুরআন থেকে উপদেশ লাভের জন্য। আর কুরআন যত সহজে মুখস্ত হয়, পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ অত সহজে মুখস্ত হয় না। এটি কুরআনের মু‘জেযা সমূহের অন্যতম। তাছাড়া এর দ্বারা ছালাত-ছিয়াম, যাকাত-হজ্জ ইত্যাদি ফরয ইবাদত সমূহ সহজ হওয়া এবং মদ-জুয়া, সূদ, যেনা প্রভৃতির দণ্ডবিধি সমূহের বিধি-বিধান সহজবোধ্য হওয়া বুঝানো হয়েছে। ‘মুতাশাবিহ’ বা অন্যান্য অস্পষ্ট ও গভীর অর্থবহ আয়াত সমূহকে বুঝানো হয়নি। যা বুঝার জন্য গভীর পাণ্ডিত্য সম্পন্ন মুমিন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, কুরআনের বিকৃত অর্থ করে দু’ধরনের লোক। ১. অজ্ঞ অনুবাদক, যারা সহজবোধ্য হবার দোহাই দিয়ে কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করে। ২. বক্র অন্তরের জ্ঞানী লোক, যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে। এদের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ– ‘অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছে পড়ে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা দেবার জন্য। অথচ এগুলির সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর গভীর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে, আমরা এগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। সবকিছুই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ’তে এসেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না’ *(আলে ইমরান ৩/৭)*। ঈমানদার ও আল্লাহভীরু আলেমগণ কুরআনকে প্রকাশ্য ও সহজ অর্থে গ্রহণ করেন।

ফলে তারা খুব সহজেই কূটবুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের ধূর্তামি ধরে ফেলেন এবং কুরআনের স্বকীয়তা ও সর্বোচ্চ মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا– 'আমরা তো কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা দ্বারা মুত্তাক্বীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহ পরায়ণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার' *(মারিয়াম ১৯/৯৭)*।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾

(১৮) 'আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?[২৭৫]

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

(১৯) আমরা তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু এক স্থায়ী মন্দ দিবসে।

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

(২০) যা মানুষকে টেনে-হিঁচড়ে নিচ্ছিল, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾

(২১) অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

(২২)আর আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? **(রুকূ ১)**

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

(২৩) ছামূদ জাতি সতর্কবাণী সমূহে মিথ্যারোপ করেছিল।

فَقَالُوْا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ، إِنَّا إِذًا لَّفِيْ ضَلَالٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

(২৪) তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদেরই একজন ব্যক্তির অনুসরণ করব? তাহ'লে তো আমরা অবশ্যই পথভ্রষ্টতায় ও পাগলামীতে লিপ্ত হয়ে পড়ব।

أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾

(২৫) আমাদের মধ্য থেকে কি কেবল তারই উপর অহী নাযিল করা হয়েছে? বরং সে মহা মিথ্যাবাদী ও মহা দাম্ভিক।

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾

(২৬) কালই তারা জানতে পারবে, কে মহা মিথ্যাবাদী ও মহা দাম্ভিক।

---

২৭৫. 'আদ-এর কাহিনীর জন্য নবীদের কাহিনী-১ 'হূদ (আঃ)' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

Contents

(২৭) আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য (তাদের দাবীমতে) উষ্ট্রী পাঠাব। অতঃপর তুমি তাদের (অবস্থা) পর্যবেক্ষণ কর ও (তাদের দেওয়া কষ্টে) ধৈর্যধারণ কর।	إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ﴿٢٧﴾
(২৮) আর তাদের জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত হয়েছে। অতএব তারা পালাক্রমে হাযির হবে।	وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ﴿٢٨﴾
(২৯) তখন তারা তাদের লোকটিকে ডাকল। অতঃপর সে উষ্ট্রীকে ধরল ও হত্যা করল।	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴿٢٩﴾
(৩০) অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?	فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴿٣٠﴾
(৩১) আমরা তাদের উপর প্রেরণ করলাম একটি মাত্র নিনাদ। তাতেই তারা হয়ে গেল খোয়াড় মালিকের চূর্ণিত খড়কুটো সদৃশ।	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ﴿٣١﴾
(৩২) আমরা কুরআনকে সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ﴿٣٢﴾

তাফসীর :

(১৯) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ 'যা মানুষকে টেনে-ছিঁড়ে নিচ্ছিল, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড'। যেমন অন্যত্র তাদের উপর আপতিত শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ يُنْصَرُونَ- 'অতঃপর আমরা তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু কতগুলি অশুভ দিনে। যাতে আমরা তাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে পারি তাদের পার্থিব জীবনে। আর আখেরাতের শাস্তি তো আরও বেশী লাঞ্ছনাকর। অথচ তারা সেদিন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১৬)*। সেই মন্দ দিনগুলি সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ- فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ- 'আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা'। 'যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন অবিরতভাবে। তুমি (সেখানে থাকলে)

তাদের দেখতে জীর্ণ খেজুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে মরে পড়ে থাকতে’। ‘তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাও কি?’ *(আল-হাক্কাহ ৬৯/৬-৮)*।

(২৩) كَذَّبَتْ ثَمُـودُ بِالنُّـذُرِ ‘ছামূদ জাতি সতর্কবাণী সমূহে মিথ্যারোপ করেছিল’।[২৭৬]

এখানে بِالنُّذُرِ প্রকাশ্য অর্থে ‘সতর্কবাণী সমূহ’ হ’তে পারে। অথবা صَالِحٌ صَاحِبُ النُّذُرِ সতর্কবাণী সমূহ নিয়ে আগমনকারী নবী ছালেহ (আঃ) হ’তে পারেন। যার প্রতি তার কওম মিথ্যারোপ করেছিল *(কুরতুবী)*।

(২৪) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِـدًا نَّتَّبِعُـهُ ‘তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদেরই একজন ব্যক্তির অনুসরণ করব?’। এর অর্থ أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ وَنَـدَعُ جَمَاعَتَنَـا ‘আমরা কি আমাদেরই একজন ব্যক্তির অনুসরণ করব। আর আমাদের দল ত্যাগ করব?’ *(কুরতুবী)*। প্রত্যেক নবীকেই একথা শুনানো হয়েছে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তার কওমের নেতারা গোত্রনেতা আবু ত্বালেবের কাছে গিয়ে একই অভিযোগ করে বলেছিল, الَّذِي قَدْ خَالَفَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ، وَفَرَّقَ جَمَاعَةَ قَوْمِكَ، وَسَفَّهُ أَحْلاَمَهُـمْ، فَنَقْتُلَـهُ– ‘সে আপনার ও আপনার বাপ-দাদাদের দ্বীনের বিরোধিতা করেছে, আপনার সম্প্রদায়ের ঐক্যকে বিভক্ত করেছে এবং তাদের জ্ঞানীদের বোকা বলেছে। অতএব আমরা তাকে হত্যা করব’।[২৭৭] এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ সর্বদা রেওয়াজপন্থী ও পপুলার নীতির অনুসারী। তারা পিওরকে মানতে চায় না। বর্তমান সময়েও সর্বত্র পিওর ও পপুলারের দ্বন্দ্ব চলছে। এ দ্বন্দ্ব চিরদিন থাকবে। ক্বিয়ামতের দিনেই কেবল এর চূড়ান্ত ফায়ছালা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُـونَ– ‘নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ক্বিয়ামতের দিন তাদের মতভেদের বিষয়গুলিতে তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিবেন’ *(সাজদাহ ৩২/২৫)*।

إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ ‘তাহ’লে তো আমরা অবশ্যই পথভ্রষ্টতায় ও পাগলামীতে লিপ্ত হয়ে পড়ব’। ضَلاَل অর্থ ذَهَابٌ عَنِ الصَّوَابِ ‘সত্যচ্যুতি’। سُعُرٌ অর্থ جُنُونٌ ‘পাগলামি’। যেমন বলা হয়, كَأَنَّهَا مِنْ شِدَّةِ نَشَاطِهَا مَجْنُوْنَةٌ نَاقَةٌ مَسْحُوْرَةٌ অর্থ ‘জোশে উন্মত্ত উষ্ট্রী’ *(কুরতুবী)*।

---

২৭৬. ছামূদ জাতির নিকট নবী ছালেহ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। এ নবীর কাহিনী জানার জন্য নবীদের কাহিনী-১ ‘ছালেহ (আঃ)’ অধ্যায় পাঠ করুন।

২৭৭. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/২৬৭; ‘ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি’ ২য় সংস্করণ ১৯ পৃ.; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৬৩ পৃ.।

(২৫) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا 'আমাদের মধ্য থেকে কি কেবল তারই উপর অহী নাযিল করা হয়েছে?'। ছামূদ জাতির ন্যায় একই কথা কুরায়েশরাও বলেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, –وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ 'তারা বলল, কেন এই কুরআন (মক্কা ও ত্বায়েফের) দুই জনপদের কোন একজন প্রধানের উপর নাযিল হ'ল না?' *(যুখরুফ ৪৩/৩১)*।

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ 'বরং সে মহা মিথ্যাবাদী ও মহা দাম্ভিক'। أَشِرٌ অর্থ اَلَّذِيْ لاَ يُبَالِيْ مَا قَالَ 'যে ব্যক্তি কোন পরোয়া করে না সে কি বলল' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ مُتَكَبِّرٌ 'দাম্ভিক' *(ক্বাসেমী)*। الْكَذَّابُ الْأَشِرُ অর্থ مُتَجَاوِزٌ فِي حَدِّ الْكَذِبِ 'মিথ্যার সীমা অতিক্রমকারী' *(ইবনু কাছীর)*। أَشِرَ يَأْشَرُ أَشَرًا অর্থ 'দম্ভ করা'। সেখান থেকে صفت হয়েছে أَشِرٌ 'দাম্ভিক, উদ্ধত'। যেমন বলা হয় رَجُلٌ حَذِرٌ 'ভীরু, সতর্ক ব্যক্তি'।

(২৬) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ 'কালই তারা জানতে পারবে, কে মহা মিথ্যাবাদী ও মহা দাম্ভিক'। এখানে 'আগামীকাল' অর্থ আযাব নাযিলের দিন অথবা ক্বিয়ামতের দিন, দু'টিই হ'তে পারে *(কুরতুবী)*।

(২৭) إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ 'আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য (তাদের দাবীমতে) উষ্ট্রী পাঠাব। অতঃপর তুমি তাদের (অবস্থা) পর্যবেক্ষণ কর ও (তাদের দেওয়া কষ্টে) ধৈর্যধারণ কর'। অবিশ্বাসী কওমের দাবী ছিল যে, হে ছালেহ! তুমি সত্য নবী হ'লে পাহাড় ফাঁক করে একটি দুধেল উষ্ট্রী বের করে আনো। তাহ'লে আমরা ঈমান আনব। তখন তিনি দো'আ করেন। তাতে আল্লাহ্র হুকুমে বিশালদেহী এক উষ্ট্রী পাহাড় ফেটে বেরিয়ে আসে। যা তারা স্বচক্ষে দেখে। আল্লাহ জানতেন যে, তারা এতে ঈমান আনবেনা। বরং জাদু বলে উড়িয়ে দিবে। তাই তিনি স্বীয় নবীকে বললেন, فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ 'তুমি তাদের (অবস্থা) পর্যবেক্ষণ কর ও (তাদের দেওয়া কষ্টে) ধৈর্যধারণ কর'। অথবা 'তুমি তাদের পরিণতি কি হয় সেটার জন্য অপেক্ষা কর এবং ধৈর্য্যধারণ কর'। কেননা পরিণতি আল্লাহ্র হাতে *(ইবনু কাছীর)*। رَقِبَ يَرْقَبُ رَقْبًا অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, অপেক্ষা করা, সতর্ক করা। اِرتَقَبَ অর্থ অপেক্ষা করা। رَقِيبٌ অর্থ পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ নিজেকে رَقِيبٌ অর্থাৎ বান্দার অবস্থা 'পর্যবেক্ষণকারী' বলেছেন *(নিসা ৪/১)*। وَاصْطَبِرْ অর্থ اصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ 'তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ কর, অবিচল থাক'

(কুরতুবী)। 'ত্বোয়া' আসলে 'তা' ছিল। অতঃপর সেটাকে 'ত্বোয়া' করা হয়েছে আরবী ক্বায়েদার ছিফাতের অনুসরণে ইনতিবাক্ব-এর নিয়মানুযায়ী। কেননা ص ও ط দু'টিই ইনতিবাক্বের হরফ এবং দু'টিই উচ্চারণের সময় জিহ্বার অধিকাংশ উপরের তালুর সাথে মিলিত হয় *(দ্রঃ আরবী ক্বায়েদা (৩য় ভাগ), ২য় মুদ্রণ ২৯ পৃ.)*।

(২৮) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ 'আর তাদের জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত হয়েছে'। كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ 'অতএব তারা পালাক্রমে হাযির হবে'। شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ অর্থ نَصِيْبٌ مِنَ الْمَاءِ يَحْضُرُه صَاحِبُه فِـي نَوْبَتِـهِ 'পানির অংশ যেখানে পানকারী হাযির হবে তার পালার দিন *(ক্বাসেমী)*। যেমন বলা হয়ে থাকে, آخِرُهَا أَقَلُّهَا شِرْبًا 'শেষের ব্যক্তি কম অংশের অধিকারী হয়' *(কুরতুবী)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ– 'ছালেহ বলল, এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য ও তোমাদের জন্য পৃথক পৃথক দিনে পানি পানের পালা নির্ধারিত রয়েছে' *(শো'আরা ২৬/১৫৫)*।[২৭৮]

(২৯) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ 'তখন তারা তাদের লোকটিকে ডাকল। অতঃপর সে উষ্ট্রীকে ধরল ও হত্যা করল'। صَاحِبَهُمْ 'তাঁদের সঙ্গী' অর্থ অন্য আয়াতে এসেছে, اَشْقَاهَا 'তাদের সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তিটি' *(শাম্স ৯১/১২)*। মুফাসসিরগণ ঐ ব্যক্তির নাম বলেছেন, قُدَارُ بْنُ سَالِفٍ 'কুদার বিন সালেফ' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। فَتَعَاطَي অর্থ تَنَاوَلَ بِيَدِهِ 'হাত দিয়ে ধরল'। عَقَرَ অর্থ قَتَلَ 'হত্যা করল' *(ক্বাসেমী)*।

(৩১) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً 'আমরা তাদের উপর প্রেরণ করলাম একটি মাত্র নিনাদ। فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ 'তাতেই তারা হয়ে গেল খোয়াড় মালিকের চূর্ণিত খড়কুটো সদৃশ' هَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, খোয়াড় মালিক তার ছাগল-বকরীর জন্য যেসব কাঁটা বিশিষ্ট ডাল-পাতা জমা করে। অতঃপর তা থেকে উচ্ছিষ্ট যেগুলি পড়ে থাকে, সেগুলিকে هَشِيمٌ বলা হয় *(কুরতুবী)*। সুদ্দী বলেন, শুকনো খড় কুটো *(ইবনু কাছীর)*। الْحَظِيْرَةُ অর্থ বেড়া, খাঁচা, খোয়াড়, সংরক্ষিত প্রাঙ্গণ ইত্যাদি। সেখান থেকে الْمُحْتَظِرِ অর্থ খোয়াড় মালিক।

২৭৮. পুরা ঘটনার জন্য দেখুন : নবীদের কাহিনী-১ 'কওমে ছালেহ বা ছামূদ জাতির উপরে আপতিত গযবের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

(৩৩) লূতের সম্প্রদায় সতর্কবাণী সমূহে মিথ্যারোপ করেছিল।

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۖ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

(৩৪) আমরা তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝাবায়ু। তবে লূতের পরিবার ব্যতীত। আমরা তাদেরকে শেষ রাতে উদ্ধার করেছিলাম-

نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۖ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

(৩৫) আমাদের পক্ষ হ'তে অনুগ্রহ হিসাবে। এভাবেই আমরা পুরস্কৃত করে থাকি কৃতজ্ঞ বান্দাদের।

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

(৩৬) অথচ লূত তাদেরকে আমাদের কঠিন পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। কিন্তু তারা সেসব সতর্কবাণী সম্পর্কে বিতণ্ডা করেছিল।

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾

(৩৭) তারা লূতের নিকট তার মেহমানদের ব্যাপারে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। তখন আমরা তাদের চোখগুলিকে অন্ধ করে দিলাম। অতএব এখন তোমরা আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী সমূহের পরিণাম ফল আস্বাদন কর।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾

(৩৮) প্রত্যুষে তাদের উপর নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল।

فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾

(৩৯) অতএব তোমরা আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী সমূহের পরিণাম ফল আস্বাদন কর।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

(৪০) আমরা কুরআনকে সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? **(রুকূ ২)**

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

(৪১) আর ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছে এসেছিল সতর্কবাণী সমূহ।

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنٰهُمْ أَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

(৪২) তারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছিল। ফলে আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম মহাপরাক্রান্ত ও সর্বশক্তিমানের পাকড়াও করার ন্যায়।

তাফসীর :

(৩৩) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ‘লূতের সম্প্রদায় সতর্কবাণী সমূহে মিথ্যারোপ করেছিল’। ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাতিজা লূতকে নবী করে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন জর্ডান নদীর তীরবর্তী ‘সাদূম’ নগরীতে। যারা খুবই সচ্ছল ও দুনিয়াবী বিলাস-ব্যসনে মত্ত ছিল। তারাই ছিল পৃথিবীর প্রথম সমকামী জাতি। এই নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকেরা লূত (আঃ)-এর অবাধ্যতা করে। উল্টা স্বভাবের পাপকর্মে অভ্যস্ত হওয়ায় এই সম্প্রদায়টিকে তাদের নগরীসহ উপরে উঠিয়ে উল্টে ফেলে নিশ্চিহ্ন করা হয়। তাদের গযবের স্থানটি আজও অক্ষত রয়েছে মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। উক্ত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে ‘বাহরে মাইয়েত’ (Dead sea) বা ‘বাহরে লূত’ অর্থাৎ ‘মৃত সাগর’ বা ‘লূত সাগর’ নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে।[২৭৯]

(৩৪) نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ‘আমরা তাদেরকে শেষ রাতে উদ্ধার করেছিলাম’। حَاصِبًا অর্থ ‘কংকর’। যা নিক্ষিপ্ত হয়েছে প্রবল বায়ুর মাধ্যমে। অতএব حَاصِبًا অর্থ رِيحًا تَرْمِيهِمْ بِالْحَصْبَاءِ ‘ঐ প্রবল বায়ু যা তাদের উপর প্রস্তর খণ্ড সমূহ নিক্ষেপ করেছিল’ *(কুরতুবী)*।

(৩৫) نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ‘আমাদের পক্ষ হ’তে অনুগ্রহ হিসাবে’। كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ এভাবেই আমরা পুরস্কৃত করে থাকি কৃতজ্ঞ বান্দাদের’। مَنْ شَكَرَ অর্থ مَنْ شَكَرَ وَاَطَاعَ ‘যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করল ও আনুগত্য করল’ *(ক্বাসেমী)*। লূত ও তার পরিবারকে আল্লাহ এখানে مَنْ شَكَرَ বা ‘কৃতজ্ঞ’ বলে প্রশংসা করেছেন। আর শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ আরও বেশী দিয়ে থাকেন। যেমন তিনি বলেন, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ– ‘আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ’লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ’লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর’ *(ইব্রাহীম ১৪/৭)*।

(৩৬) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا ‘অথচ লূত তাদেরকে আমাদের কঠিন পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। কিন্তু তারা সেসব সতর্কবাণী সম্পর্কে বিতণ্ডা করেছিল’। فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ

---

২৭৯. পুরা ঘটনার জন্য দেখুন : নবীদের কাহিনী-১ ‘লূত (আঃ)’-এর কাহিনী অধ্যায়। সর্বশেষ হিসাব মতে উক্ত অঞ্চলটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কিলোমিটার (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কিঃ মিঃ (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ৪০০ মিটার (প্রায় কোয়ার্টার মাইল)। -ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব ২৮শে এপ্রিল ২০০৯ পৃঃ ৮। *(ঐ, ১৬০ পৃ.)*।

অর্থ شَكُّوا فِيمَا أَنْذَرَهُمْ بِهِ الرَّسُولُ تَكْذِيبًا لَهُ 'নবীর সতর্কবাণী সমূহে মিথ্যারোপের মাধ্যমে তারা সন্দেহ পোষণ করল' *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*। مِرْيَةٌ অর্থ সন্দেহ, বিতর্ক, ঝগড়া ইত্যাদি। উক্ত মূল ধাতু হ'তে تَفَاعُلٌ ওযনে এসেছে *(কুরতুবী)*। যার ছেলাহ 'বা' অথবা 'ফী' দু'টিই হ'তে পারে।

(৩৮) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ 'প্রত্যুষে তাদের উপর নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল'। عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ অর্থ عَذَابٌ دَائِمٌ 'স্থায়ী শাস্তি'। যার অর্থ 'তাদেরকে আখেরাতের শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত শাস্তি' *(কুরতুবী)*। এ শাস্তি কবরে ও জাহান্নামে তারা ভোগ করবে। যার কোন বিরতি হবে না *(ক্বাসেমী, ইবনু কাছীর)*।[২৮০]

(৩৯) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ 'অতএব তোমরা আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী সমূহের পরিণাম ফল আস্বাদন কর'। বারবার একথাটি বলার উদ্দেশ্য হ'ল তাদেরকে সতর্ক করা ও আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে আনা। যেমনটি বলা হয়েছে অন্যান্য সূরাতেও। যেমন সূরা মুরসালাতে وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 'সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য' ১০ বার বলা হয়েছে। সূরা রহমানে فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?' ৩১ বার বলা হয়েছে।

(৪১) وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ 'আর ফেরাঊন সম্প্রদায়ের কাছে এসেছিল সতর্কবাণী সমূহ'। اَلنُّذُرُ যদি মাছদার অর্থ নেওয়া হয়, তবে অর্থ হবে 'সতর্কবাণী সমূহ'। আর যদি نَذِيْرٌ এর বহুবচন ধরা হয়, তাহ'লে অর্থ হবে اَلرُّسُلُ 'রাসূলগণ'। অর্থাৎ 'মূসা ও হারূণ'। কেননা দু'জনের উপরেও বহুবচন ব্যবহৃত হয় *(কুরতুবী)*। তাছাড়া ঐ দু'জন নবীর উচ্চ মর্যাদার কারণেও বহুবচন হ'তে পারে *(ক্বাসেমী)*। এখানে 'ফেরাঊনের সম্প্রদায়' বলতে ক্বিবতীদের বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যারা বনু ইস্রাঈলদের উপর যুলুম করত।

(৪২) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا 'তারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছিল' বলে মূসা (আঃ)-এর বড় বড় মু'জেযা সমূহের কথা স্মরণ করানো হয়েছে। এত অধিক সংখ্যক মু'জেযা এবং এত দীর্ঘ সময় খুব কম নবীকেই দেওয়া হয়েছিল। অথচ ফেরাঊন ও তার কওম সকল মু'জেযাকেই জাদু বলে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর নবুঅতকে অস্বীকার করেছিল। ফলে তাদের উপর নেমে আসে এমন শাস্তি, যা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সেজন্য তারা পৃথিবীর ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির অন্যতম জাতি হিসাবে ইতিহাসে

২৮০. বিস্তারিত দেখুন : নবীদের কাহিনী-১ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।

স্থান করে নেয়। যেটির ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য অত্র আয়াতে أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ 'মহাপরাক্রান্ত সর্বশক্তিমানের পাকড়াওয়ের ন্যায়' বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি যেমন তেমন শাস্তি নয়। অত্যন্ত বড় ধরনের শাস্তি।

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

(৪৩) তোমাদের কাফেররা কি তাদের চাইতে বড়? নাকি তোমাদের জন্য অব্যাহতি রয়েছে আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহে?

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

(৪৪) নাকি তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল?

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

(৪৫) শীঘ্রই দলটি পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾

(৪৬) বরং ক্বিয়ামত হ'ল ওদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়। আর ক্বিয়ামত হবে আরও ভয়ংকর ও আরও তিক্ততর।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾

(৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্টতা ও পাগলামীতে লিপ্ত।

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

(৪৮) যেদিন তাদেরকে উপুড়মুখী করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের মধ্যে, (এবং বলা হবে) জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

(৪৯) আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি পরিমাণ মত।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾

(৫০) আর আমাদের আদেশ হয় মাত্র একবার, চোখের পলকের মত।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

(৫১) আমরা তোমাদের মত লোকদের ধ্বংস করেছি। (সেখান থেকে) উপদেশ হাছিল করার মত কেউ আছে কি?

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾

(৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় রক্ষিত আছে।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾

(৫৩) ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾

(৫৪) নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও নদী সমূহের মাঝে।

www.ahlehadeethbd.org

(৫৫) যথাযোগ্য আসনে সকল ক্ষমতার অধিকারী সর্বোচ্চ মালিকের সান্নিধ্যে। (রুকূ ৩) فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

তাফসীর :

(৪৩) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَآئِكُمْ ‘তোমাদের কাফেররা কি তাদের চাইতে বড়? নাকি তোমাদের জন্য অব্যাহতি রয়েছে আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহে?’ এখানে কুরায়েশ কাফেরদের ধিক্কার দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমাদের চাইতে পূর্বেকার কাফেররা বেশী শক্তিশালী ছিল। এরপরেও তারা আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হয়েছে। অতঃপর প্রশ্ন করা হয়েছে, أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ‘নাকি তোমাদের জন্য অব্যাহতি রয়েছে আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহে?’ এর অর্থ বিগত ইলাহী কিতাব সমূহে অথবা লওহে মাহফূযে দু’টিই হ’তে পারে *(কুরতুবী)*। আসলে কোনটিই নয়। বরং অবিশ্বাসের শাস্তি অতীতে যা ছিল, আজও তাই আছে। অতএব পূর্বেকার কাফিরদের ন্যায় এযুগের কাফিরদেরও একই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

(৪৪) أَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ ‘নাকি তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল?’ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ অর্থ جَمْعٌ مُعَاقِبٌ ‘প্রতিশোধ গ্রহণকারী দল’। কাফের নেতারা ধারণা করত যে, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বদা পরস্পরকে সাহায্যকারী দল। বস্তুতঃ সকল যুগের কাফের-মুশরিকরা এটা বলে থাকে। এখানে نصر বাবে ইফতি‘আল (افتعال) থেকে এসেছে তাফা‘উল (تفاعل) অর্থে। যেমন اِخْتِصَامٌ আসে تَخَاصُمٌ অর্থে। যার মর্ম হ’ল ‘আমরা পরস্পরকে সাহায্য করি, যখন কেউ আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসে’ *(ক্বাসেমী)*। যেমন عَوْنٌ থেকে تَعَاوُنٌ ‘পরস্পরে সাহায্য করা’। نَحْنُ-এর বিশেষণ হিসাবে مُنْتَصِرِيْنَ বহুবচন হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু একবচন এসেছে আয়াত সমূহের পরস্পর অন্তঃমিলের কারণে’ *(কুরতুবী)*। অথবা উভয়ের মধ্যে جَمِيعٌ দ্বারা দূরত্ব থাকার কারণে *(ক্বাসেমী)*।

(৪৫) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ ‘শীঘ্রই দলটি পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে’। অর্থ মক্কার কাফেররা সত্বর পরাজিত হবে *(কুরতুবী)*। আয়াতটির বাস্তবতা বদরের যুদ্ধের দিন প্রতিফলিত হয়। যেদিন সকালে তাঁবু থেকে বর্ম পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন।[২৮১] এমনকি কুরায়েশদের

২৮১. বুখারী হা/৩৯৫৩; মিশকাত হা/৫৮৭২; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩০১ পৃঃ।

কোন নেতা কোথায় নিহত হবে, সেটাও তিনি বলে দেন। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, তাদের কেউ ঐসব স্থান অতিক্রম করতে পারেনি, যেখানে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ইশারা করেছিলেন'।[২৮২] আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়। অথচ তার বাস্তবায়ন ঘটে হিজরতের ২য় বছরে বদরের যুদ্ধে কুরায়েশ বাহিনীর হীনকর পরাজয়ের মাধ্যমে। এটি নিঃসন্দেহে কুরআনের মু'জেযা সমূহের অন্যতম। সেই সাথে এটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্যনবী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ *(ক্বাসেমী)*।

(৪৬) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 'বরং ক্বিয়ামত হ'ল ওদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়। আর ক্বিয়ামত হবে আরও ভয়ংকর ও আরও তিক্ততর'। অত্র আয়াতে ক্বিয়ামত দিবসের শাস্তির কথা বলা হ'লেও দুনিয়াতে বদর যুদ্ধের দিনেই তার নমুনা প্রকাশ পায়। কেননা এদিন কুরায়েশদের **১১** জন নেতা নিহত হয় ও ৭০ জন বন্দী হয়। যা ছিল তাদের জন্য চূড়ান্ত লজ্জাকর। সেই সাথে এটি ছিল ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ। ইসলামের পক্ষে যার শুভ প্রভাব সারা আরব জাহানে ছড়িয়ে পড়ে।

وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ 'আর ক্বিয়ামত হবে আরও ভয়ংকর ও আরও তিক্ততর'। অত্র আয়াতে কাফের নেতাদেরকে ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহ শাস্তির আগাম সতর্কবাণী শুনানো হয়। কিন্তু দাম্ভিক ও হঠকারী হওয়ায় তারা এ সতর্কবাণীর তোয়াক্কা করেনি। ফলে তারা বদরের দিন চূড়ান্ত পরিণতির সম্মুখীন হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই আয়াত মক্কায় যখন নাযিল হয়, তখন আমি ছোট; খেলাধুলা করি' *(বুখারী হা/৪৮৭৬, ৪৯৯৩; ইবনু কাছীর)*।

বস্তুতঃ আখেরাতের কঠোর শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতে অবিশ্বাসী ও হঠকারীদের জন্য লঘু শাস্তি থাকবে। যে বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– '(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা তাদের লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্‌র পথে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

(৪৭) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَّسُعُرٍ 'নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্টতা ও উন্মত্ততায় লিপ্ত'। এটা একটি চূড়ান্ত কথা। ضَلَالٍ وَّسُعُرٍ 'পথভ্রষ্টতা ও উন্মত্ততায় লিপ্ত' অর্থ فِي ضَلَالٍ عَنِ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا وَسُعُرٍ أي نِيْرانٍ فِي الآخرةِ 'দুনিয়াতে সত্যচ্যুতির মধ্যে এবং আখেরাতে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে' *(ক্বাসেমী)*। যদিও তারা সর্বদা নিজেদেরকে সঠিক ও সুপথপ্রাপ্ত বলে দাবী করে। মক্কার নেতাদের পূর্বে মিসরের সম্রাট ফেরাউন নবী মূসার

২৮২. মুসলিম হা/১৭৭৯ (৮৩); মিশকাত হা/৫৮৭১।

বিরুদ্ধে তার কওম ক্বিবতী সম্প্রদায়কে বলেছিল, وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ‘আমি তোমাদের কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি’ *(মুমিন/গাফের ৪০/২৯)*। ফেরাঊন যদি মঙ্গলের পথ দেখিয়ে থাকে, তাহ’লে মূসা কিসের পথ দেখালেন? বস্তুতঃ যুগে যুগে নবীগণের দাওয়াতের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধীরা এভাবেই মানুষকে জান্নাতের পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। যা আজও অব্যাহত রয়েছে। অতএব জান্নাতপিয়াসীরা সাবধান!

(৪৮) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ‘যেদিন তাদেরকে উপুড়মুখী করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের মধ্যে, (এবং বলা হবে) জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর’। يُسْحَبُونَ অর্থ سُحِبُوا فيها على وُجوهِهِمْ ‘তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে উপুড়মুখী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে’ *(ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ প্রেরিত সরল পথ থেকে যারা বিচ্যুত হয়েছে এবং ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নানা দ্বিধা ও সংশয়-সন্দেহের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। এমনকি ইসলাম কবুল করার পরেও নানাবিধ শিরক ও বিদ‘আতে লিপ্ত হয় এবং তার উপরে যিদ করে, সেই সব পাপীদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে অত্র আয়াতে *(ইবনু কাছীর)*।

অতঃপর পরের আয়াতে চূড়ান্ত কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতী ও জাহান্নামী হওয়াটা পূর্ব নির্ধারিত। অতএব ওদের বাঁচার কোন পথ নেই।

(৪৯) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ‘আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি পরিমাণ মত’। একই মর্মে অন্যত্র তিনি বলেন, وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ– ‘তাঁর নিকটে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে’ *(রা‘দ ১৩/৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ– ‘প্রত্যেক বস্তুই পরিমাণ মোতাবেক হয়ে থাকে। এমনকি অক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা’।[২৮৩] তিনি বলেন, মায়ের গর্ভে ১২০ দিনের মাথায় আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। যিনি বাচ্চার কপালে তার আজাল তথা আয়ুষ্কাল, আমাল তথা কর্মকাণ্ড, রিযিক এবং সে হতভাগা হবে, না সৌভাগ্যবান হবে চারটি বিষয় লিখে দেন’।[২৮৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ– ‘আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন’।[২৮৫]

২৮৩. মুসলিম হা/২৬৫৫; মিশকাত হা/৮০, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে।
২৮৪. বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে।
২৮৫. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, কুরায়শের মুশরিক নেতারা এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাক্বদীর নিয়ে ঝগড়া করে। তখন অত্র আয়াত দু'টি *(ক্বামার ৪৮-৪৯)* নাযিল হয়।[২৮৬]

আল্লাহ বলেন, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى- وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى- 'তুমি তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর'। 'যিনি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বিন্যস্ত করেছেন'। 'যিনি পরিমিত করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন' *(আ'লা ৮৭/১-৩)*। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির তাক্বদীর তথা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর তাদের সেপথে পরিচালিত করেছেন। ফলে তিনি কোন সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনার আগে থেকেই তার সবকিছু অবগত থাকেন। আল্লাহ বলেন, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا- 'যিনি সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ পরিমিতি দান করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/২)*।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহ দ্বারা আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণ তাক্বদীর সাব্যস্ত করেন এবং ছাহাবী যুগের শেষের দিকে উদ্ভূত ভ্রান্ত ফের্কা ক্বাদারিয়াদের প্রতিবাদ করেন। যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ- 'ক্বাদারিয়ারা এই উম্মতের মজূসী অর্থাৎ অগ্নি উপাসক। তারা যদি পীড়িত হয়, তাদের দেখতে যেয়ো না। তারা যদি মারা যায়, তাদের জানাযায় যেয়ো না'।[২৮৭]

যামাখশারী বলেন, অত্র আয়াতে كُلَّ যবরযুক্ত হয়েছে উহ্য ক্রিয়ার কর্ম হওয়ার কারণে। প্রকাশ্য আয়াত যার ব্যাখ্যা করে। এখানে كُلٌّ পেশযুক্ত পড়া যায় *(কাশশাফ)*। যামাখশারীর এই বক্তব্য প্রসিদ্ধ সপ্তক্বারীর ঐক্যবদ্ধ ক্বিরাআতের বিরোধী। কেননা সাতজন শ্রেষ্ঠ ক্বারীর কেউই এখানে পেশযুক্ত পড়েননি একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্যের কারণে। আর তা হ'ল كُلٌّ পেশযুক্ত পড়লে তার অর্থ হবে একটি বাক্য অর্থাৎ كُلُّ شَيْءٍ مَخْلُوقٌ لَنَا بِقَدَرٍ 'আমাদের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে পরিমাণ মত'। তখন خَلَقْنَاهُ ক্রিয়াটি ছিফাত হবে شَيْءٍ-এর। এতে বুঝানো হবে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যা সৃষ্টি করা হয়েছে, তা পরিমাণ মত নয়। পক্ষান্তরে كُلَّ যবরযুক্ত পড়লে তার অর্থ হবে দু'টি বাক্য। অর্থাৎ যা আল্লাহ্র জন্য এবং যা অন্যের জন্য সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন

---

২৮৬. আহমাদ হা/৯৭৩৪; মুসলিম হা/২৬৫৬; তিরমিযী হা/২১৫৭, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
২৮৭. আবুদাঊদ হা/৪৬৯১; মিশকাত হা/১০৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৯২।

পরিমাণ মত। কিন্তু যামাখশারী ও তাঁর অনুসারীদের আক্বীদা মতে, আল্লাহ মন্দ সৃষ্টি করেন না। বরং বান্দা মন্দ সৃষ্টি করে যা পরিমাণহীন। সেকারণ যামাখশারী সপ্তক্বারীর বিরুদ্ধে গিয়ে كُــلٌّ-কে পেশযুক্ত পড়া যায় বলে মন্তব্য করেছেন। যাতে মন্দ সৃষ্টির দায়ভার আল্লাহ্‌র উপর না বর্তায়। এইভাবে সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র জন্য ও অন্যের জন্য দু'ভাগ করা হ'ল মু'তাযেলীদের মাযহাব *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। যা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী।

বরং সঠিক আক্বীদা এটাই যে, ভাল ও মন্দ সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং সবকিছু তিনি পরিমাণমত সৃষ্টি করেছেন। আর বান্দা হ'ল ভাল বা মন্দ বাস্তবায়নে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। যেজন্য সে পুরস্কৃত হয় অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। এই আক্বীদা অনুরূপ, যেমন জাহেলী আরবরা তাদের ফসলের একটা অংশ দেব-দেবীদের জন্য, আরেকটি অংশ আল্লাহ্‌র জন্য রাখত। তারা বলত, هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَــذَا لِشُــرَكَائِنَا 'এটি আল্লাহ্‌র অংশ, আর এটি আমাদের শরীকদের অংশ'। এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, سَــآءَ مَــا يَحْكُمُونَ– 'কতই না মন্দ বণ্টনের ফায়ছালা তারা করে থাকে' *(আন'আম ৬/১৩৬)*।

(৫০) وَمَآ أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْــحٍ بِالْبَصَــرِ 'আর আমাদের আদেশ হয় মাত্র একবার, চোখের পলকের মত'। অর্থাৎ কোন আদেশ দু'বার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এবং যা প্রতিপালিত হয় সাথে সাথে চোখের পলকের ন্যায় দ্রুত গতিতে। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ– 'তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ কিছু নয়। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(লোকমান ৩১/২৮)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ– 'যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে শুধু বলেন, হও। অতঃপর তা হয়ে যায়' *(ইয়াসীন ৩৬/৮২)*। একইভাবে ক্বিয়ামত হবে একটি মাত্র নির্দেশে এবং তা হবে সাথে সাথে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَــدِيرٌ– 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। আর ক্বিয়ামতের ব্যাপারটি তো চোখের পলকের ন্যায় বা তার চাইতে নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাশালী' *(নাহল ১৬/৭৭)*। অতএব সৃষ্টি ও লয় সবই আল্লাহ্‌র একটি মাত্র আদেশেই সম্পন্ন হয়। لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ 'তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই' *(রা'দ ১৩/৪)*।

(৫১) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ‘আমরা তোমাদের মত লোকদের ধ্বংস করেছি। (সেখান থেকে) উপদেশ হাছিল করার মত কেউ আছে কি?’ أَشْيَاعَكُمْ অর্থ أَشْبَاهَكُمْ فِي الْكُفْرِ ‘কুফরীতে তোমাদের অনুরূপ’ *(কুরতুবী)*। এর দ্বারা বিগত যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত কাফির-মুশরিক সম্প্রদায়গুলির কথা বলা হয়েছে। যারা সবদিক দিয়েই কুরায়েশদের চাইতে শক্তিশালী ছিল। অথচ তারা তাদের ধ্বংস এড়াতে পারেনি। যেমন আল্লাহ বলেন, كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَّأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ– ‘তোমাদের অবস্থা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ন্যায়। তারা তোমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির মালিক ছিল। তারা তাদের অংশ মত ভোগ করেছে। অতঃপর তোমরাও তোমাদের অংশ মত ভোগ করছ, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তোমাদের পূর্বে ভোগ করেছে। আর তোমরাও খেল-তামাশায় মত্ত হয়েছ, যেমন তারাও খেল-তামাশায় মত্ত থাকত। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমল সমূহ বিনষ্ট হয়েছে। আর এরাই হ’ল ক্ষতিগ্রস্ত’ *(তওবা ৯/৬৯)*। অতএব সেখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে এই যে, আমরা তাদের মত অবাধ্য ও হঠকারী হব না।

(৫২) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ‘তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় রক্ষিত আছে’। فِي الزُّبُرِ অর্থ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ‘সুরক্ষিত ফলক সমূহে’ *(কুরতুবী)*। যা ফেরেশতাদের হাতে রয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ ‘ঐসব কিতাব সমূহে, যাতে সংরক্ষণকারী ফেরেশতাগণ তাদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন’ *(ক্বাসেমী)*। এটি ৪৯ আয়াতের ব্যাখ্যা *(কুরতুবী)*। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ– ‘আমরা সবকিছু সৃষ্টি করেছি পরিমাণ মত’ *(ক্বামার ৫৪/৪৯)*।

(৫৩) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَّكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ‘আর ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ’। سَطَرَ يَسْطُرُ سَطْرًا অর্থ كَتَبَ ‘লেখা, রেখা টানা’। সেখান থেকে مُسْتَطَرٌ অর্থ مَسْطُوْرٌ ‘লিখিত’। যা মুছে যায় না বা লিখতে ভুল হয় না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَّلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا– ‘অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই

ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না' *(কাহফ ১৮/৪৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا– 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ'তেও বেঁচে থাক। কেননা উক্ত বিষয়েও আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কৈফিয়ত তলব করা হবে'।[২৮৮]

কবি বলেন,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ صَغِيْرًا + اِنَّ الصَّغِيْرَ غَدًا يَعُوْدُ كَبِيْرًا

إِنَّ الصَّغِيرَ وَلَوْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ + عِنْدَ الْإِلَهِ مُسَطَّرٌ تَسْطِيرَا

فَازْجُرْ هَوَاكَ عَنِ الْبَطَالَةِ لاَ تَكُنْ + صَعْبَ الْقِيَادِ وَشَمِّرَنْ تَشْمِيرَا

إِنَّ الْمُحِبَّ إِذَا أَحَبَّ إِلهُهُ + طَارَ الْفُؤَادُ وأُلْهِم التَّفْكِيرَا

فَاسْأَلْ هِدَايَتَكَ الْإِلَهَ بِنِيَّةٍ + فَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرَا

(১) তুমি কোন পাপকে ছোট মনে করো না। নিশ্চয়ই ছোট পাপ কালকে বড় পাপে পরিণত হবে। (২) ছোট পাপ যত পুরানো হৌক না কেন, আল্লাহ্র নিকট তা পূর্ণভাবে লেখা থাকে। (৩) তুমি তোমার প্রবৃত্তিকে দুঃসাহসী হওয়া থেকে ধমকাও। যেন সেটি অবাধ্য না হয় এবং ডিঙিয়ে চলে না যায়। (৪) নিশ্চয়ই প্রেমিক যখন তার উপাস্যকে ভালবাসে, তখন তার হৃদয় উড়ে যায় এবং তার মধ্যে সুচিন্তা প্রক্ষিপ্ত হয়। (৫) অতএব তুমি দৃঢ় সংকল্পের সাথে তোমার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর। তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট' *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*।

সকল প্রকার পাপ বিদূরিত হয় তওবার মাধ্যমে। অতএব সৎকর্মশীল বান্দাকে সর্বদা তওবার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং ছোট-বড় কোন পাপ হওয়ার সাথে সাথে অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ– 'বস্তুতঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা কেউই ছাড়া পেতে না)। আর আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময়' *(নূর ২৪/১০)*।

(৫৪) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّنَهَرٍ 'নিশ্চয়ই মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ও নদী সমূহের মাঝে'। কাফেরদের শাস্তির বর্ণনা শেষে এবার মুত্তাক্বীদের পুরস্কারের বর্ণনা এসেছে। فِي

২৮৮. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; দারেমী হা/২৭২৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৫৬৮; মিশকাত হা/৫৩৫৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬; ছহীহাহ হা/২৭৩১; তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা যিলযাল ৮ আয়াতের ব্যাখ্যা।

مَثَلُ نَهَرٍ অর্থ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ 'জান্নাতের নদীসমূহের মধ্যে'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَّأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى– 'মুত্তাক্বীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার বিবরণ হ'ল, সেখানে থাকবে বিশুদ্ধ পানির নদী সমূহ এবং দুধের নহর সমূহ, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তিত। আর থাকবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর ও পরিচ্ছন্ন মধুর নহর সমূহ' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*। এখানে نَهَرٌ একবচন আনা হয়েছে আয়াত সমূহের অন্তঃমিলের কারণে। তাছাড়া জাতিবোধক বিশেষ্য (اِسْمُ جِنْسٍ) হওয়ায় এটি বহুবচনের অর্থ দেয় *(কুরতুবী; ক্বাসেমী)*।

(৫৫) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ 'যথাযোগ্য আসনে সকল ক্ষমতার অধিকারী সর্বোচ্চ মালিকের সান্নিধ্যে'। مَقْعَدِ صِدْقٍ অর্থ مَجْلِسِ حَقٍّ لاَ لَغْوَ فِيهِ وَلاَ تَأْثِيمَ وَهُوَ الْجَنَّةُ 'সত্য মজলিস, যেখানে কোন বাজে কথা নেই বা গোনাহ নেই। আর সেটি হ'ল জান্নাত' *(কুরতুবী)*। আয়াতে مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ শব্দ দু'টিকে অনির্দিষ্ট বাচক আনার মাধ্যমে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও তাঁর সাম্রাজ্যের ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে। যা সীমাহীন এবং যা বান্দার জ্ঞান ও কল্পনার অতীত। عِنْدَ অর্থাৎ 'সান্নিধ্যে' বলার মাধ্যমে মুত্তাক্বী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে *(ক্বাসেমী)*। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَّمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا– 'ন্যায়বিচারকারীরা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট আরশের ডান পার্শ্বে নূরের আসনে বসবে। আর আল্লাহ্র দুই হাতই ডান হাত। তারা হ'ল যারা দুনিয়াতে তাদের শাসনে ও পরিবারে এবং যাদের উপর তারা নেতৃত্ব দেয়, তাদের প্রতি সর্বদা ন্যায়বিচার করেছে'।[২৮৯] আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জান্নাতে তোমার প্রিয় সান্নিধ্যে স্থান দিয়ো- আমীন!

॥ সূরা ক্বামার সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة القمر، فلله الحمد والمنة

২৮৯. মুসলিম হা/১৮২৭ 'ইমারত' অধ্যায় 'ন্যায়বিচারক নেতার মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৬৯০; দ্রঃ দরসে কুরআন 'দ্বন্দ্ব নিরসন' জুন ২০১৭।

সূরা রহমান (পরম করুণাময়)

৷৷ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা রা'দ ১৩/মাক্কী-এর পরে (কাশশাফ) ৷৷

সূরা ৫৫, পারা ২৭, রুকূ ৩, আয়াত ৭৮, শব্দ ৩৫২, বর্ণ ১৫৮৫।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) পরম করুণাময়।	اَلرَّحْمٰنُ ۝١
(২) যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।	عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢
(৩) যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣
(৪) তিনি তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন।	عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤
(৫) সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব মতে সন্তরণশীল।	اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥
(৬) আর লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি (আল্লাহকে) সিজদা রত।	وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦
(৭) আকাশকে আল্লাহ উঁচু করেছেন এবং সেখানে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন।	وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧
(৮) যাতে তোমরা পরিমাপে সীমালংঘন না কর।	اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝٨
(৯) আর তোমরা ন্যায়ের সাথে ওযন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওযনে কম দিয়ো না।	وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩
(১০) বস্তুতঃ তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টি কুলের জন্য।	وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠
(১১) যাতে রয়েছে ফলমূল ও আবরণযুক্ত খর্জুর বৃক্ষ।	فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١
(১২) আর রয়েছে খোসাযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধি গুল্ম।	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢
(১৩) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٣

তাফসীর :

যামাখশারী সূরাটিকে ‘মাদানী’ বলেছেন। কিন্তু কুরতুবী, ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী সকলে পুরা সূরাকে মাক্কী বলেছেন। তাদের সবচেয়ে বড় দলীলসমূহ নিম্নরূপ।-

(ক) হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে সূরা ‘রহমান’ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। পরে তিনি বললেন, তোমরা কেমন যে, তোমরা চুপ থাকলে? অথচ জিনেরা এই সূরা শুনে সুন্দরভাবে জবাব দিয়েছিল। তারা বলেছিল, لاَ بِشَىْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ- ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কোন একটি নে‘মতকেও আমরা অস্বীকার করি না। অতঃপর তোমার জন্যই সকল প্রশংসা’।[২৯০]

এতে বুঝা যায় যে, এটি ছিল মক্কার ঘটনা। কারণ জিনদেরকে তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন মক্কায়। অতঃপর মদীনায় গিয়ে তিনি ছালাতে উক্ত সূরা পাঠ করেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রিআব (রাঃ) ছিলেন আনছার ছাহাবী এবং ১ম বায়‘আতের ৬জন ছাহাবীর অন্যতম *(আল-ইস্তী‘আব)*।

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ‘আমরা সবাই রাত্রিকালে মক্কার বাইরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। কিন্তু এক সময় তিনি হারিয়ে গেলেন। আমরা ভয় পেলাম তাঁকে জিনে নিয়ে গেল, নাকি কেউ অপহরণ করল ? আমরা চারদিকে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু না পেয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রাত কাটালাম। রাতটি ছিল আমাদের জন্য খুবই ‘মন্দ রাত্রি’ (شَرُّ لَيْلَةٍ)। সকালে তাঁকে আমরা হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আমাদের বললেন, জিনদের একজন প্রতিনিধি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি গিয়ে তাদেরকে কুরআন শুনালাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে গেলেন এবং জিনদের নমুনা ও তাদের আগুনের চিহ্নসমূহ দেখালেন। অতঃপর বললেন, তোমরা শুকনা হাড্ডি ও শুকনা গোবর ইস্তিঞ্জাকালে ব্যবহার করো না। এগুলি তোমাদের ভাই জিনদের খাদ্য’ *(মুসলিম হা/৪৫০)*। উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ কর্তৃক অন্য বর্ণনায় কয়লার কথা এসেছে *(আবুদাঊদ হা/৩৯)*।[২৯১]

(গ) উরওয়া বিন যুবায়ের স্বীয় পিতা যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে মক্কায় কাফেরদের সম্মুখে প্রথম প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূলের ছাহাবীগণ একদিন একত্রিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম! কুরায়েশরা কখনো প্রকাশ্যে কুরআন শুনেনি। অতএব কে আছ যে তাদেরকে কুরআন

---

২৯০. তিরমিযী হা/৩২৯১; মিশকাত হা/৮৬১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৫০; দ্র. ‘সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)’ ২০১ পৃ.।
২৯১. মুসলিম হা/৪৫০; আহমাদ হা/৪১৪৯ সনদ ছহীহ।

শুনাতে পারে? আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বললেন, আমি। এতে সবাই বলল, আমরা তোমার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি। বরং আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে চাচ্ছি, যাদের গোত্র আছে। যারা তাকে রক্ষা করবে। তিনি বললেন, আমাকে ছাড়ুন! আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। অতঃপর ইবনু মাসঊদ পরদিন সকালে বেলা কিছুটা উপরে উঠার পর কুরায়েশদের ভরা মজলিসে এসে দাঁড়ান। অতঃপর উচ্চ কণ্ঠে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে সূরা ‘রহমান’ পড়তে শুরু করেন। তখন তারা বলে উঠল, مَاذَا قَالَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ؟ ‘গোলামের মায়ের বেটা কি বলছে’? তাদের কেউ বলল, সে মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছে, তার কিছু পাঠ করছে। তখন সবাই তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার মুখে মারতে শুরু করল। এভাবে প্রহৃত হয়ে ইবনু মাসঊদ তার সাথীদের নিকটে ফিরে এলেন। তখন সাথীরা তাকে বললেন, তোমার ব্যাপারে আমরা এটাই ভয় করেছিলাম। ইবনু মাসঊদ বললেন, আল্লাহ্র শত্রুরা এখন আমার কাছে সহজ হয়ে গেছে। যদি আপনারা চান কাল সকালে আবার গিয়ে আমি তাদের কুরআন শুনাব। সাথীরা বললেন, না। যথেষ্ট হয়েছে। তারা যা পসন্দ করেনা তুমি তাদেরকে তাই শুনিয়েছ’।[২৯২] উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মক্কায় ওক্ববা বিন আবু মু‘আইত্বের বকরীর রাখাল ছিলেন *(আল-বিদায়াহ ৬/১০২)*।

(১) الرَّحْمَنُ ‘পরম করুণাময়’। الرَّحْمَنُ-এর পূর্বে اَللهُ ‘মুবতাদা’ উহ্য রয়েছে *(ক্বাসেমী)*। আল্লাহ তিনি, যিনি রহমান। প্রথমে ‘রহমান’ বিশেষণটি আনা হয়েছে এজন্য যে, সমস্ত সৃষ্টিজগত আল্লাহ্র একান্ত করুণার দান। এগুলি আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। বড় গুণ হ’ল তিনি রহমান, তিনি পরম করুণাময় ও কৃপানিধান। অথবা الرَّحْمَنُ ‘মুবতাদা’ এবং এর পরে বর্ণিত নে‘মত সমূহ ‘খবর’ *(কাশশাফ)*। তবে প্রথমটিই সঠিক। কেননা ‘রহমান’ আল্লাহ্র গুণবাচক নাম হ’লেও এটি তাঁর সত্তাগত নাম নয়। আর সূরাটি আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ নিদর্শনাবলী ও অনুগ্রহ সমূহের বর্ণনায় পূর্ণ। যার শুরু হয়েছে ‘রহমান’ দিয়ে। যা সকল অনুগ্রহ ও নে‘মত সমূহের মূল। তিনি দয়া না করলে কিছুই সৃষ্টি হ’ত না।

(২) عَلَّمَ الْقُرْآنَ ‘যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন’। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় করুণা হ’ল মানুষকে কুরআন শিক্ষা দান। প্রথমে জিব্রীলের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে। অতঃপর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে মানুষকে। আল্লাহ বলেন, لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ- ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ- ‘তাড়াতাড়ি অহি আয়ত্ত করার জন্য তুমি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করো না’। ‘নিশ্চয়ই তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের’। ‘অতএব যখন আমরা তা

২৯২. ইবনু হিশাম ১/৩১৪-১৫; আছার ছহীহ (তাহক্বীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৩০৩)।

(জিব্রীলের মাধ্যমে) পাঠ করাই, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর'। 'অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব আমাদেরই' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯)*। এখানে কুরআন নাযিলকে বড় অনুগ্রহ না বলে কুরআন শিক্ষা দানকে বড় অনুগ্রহ বলা হয়েছে এ কারণে যে, কুরআন শিক্ষা করার মধ্যেই রয়েছে মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ। অর্থাৎ রহমানিয়াতের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল মানুষকে কুরআন শিক্ষা দান করা। আর কুরআন হ'ল দ্বীনের উৎস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, –خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়'।[২৯৩] তিনি বলেন, –مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন'।[২৯৪]

সাথে সাথে কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যা দানের জন্য তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে হাদীছ শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ... رواه أبو داؤدَ والترمذيُّ–

'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। অথচ আল্লাহ্র রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার অনুরূপ'।[২৯৫]

'কুরআন' হ'ল 'অহিয়ে মাতলু' যা তেলাওয়াত করা হয় এবং তার ন্যায় আরেকটি বস্তু হ'ল 'হাদীছ' যা 'অহিয়ে গায়ের মাতলু' যা তেলাওয়াত করা হয় না।[২৯৬]

হাদীছ হ'ল কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ– 'আমরা তোমার নিকটে 'যিক্র' নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দাও এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহ্ল ১৬/৪৪)*। তিনি বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

২৯৩. বুখারী হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯, ওছমান (রাঃ) হ'তে।
২৯৪. বুখারী হা/৭১; মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০, মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে।
২৯৫. আবুদাঊদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬৩, মিক্বদাম বিন মা'দী কারিব (রাঃ) হ'তে।
২৯৬. ড. মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, দিফা' 'আনিস সুন্নাহ (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ ১৪০৯/১৯৮৯) ১৫ পৃ.।

–لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহকারে। যাতে তুমি সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করতে পার, যা আল্লাহ তোমাকে জানিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বাদী হয়ো না’ *(নিসা ৪/১০৫)*।

কুরআনের অধিকাংশ আয়াত মানুষের প্রশ্ন উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا– ‘অবিশ্বাসীরা বলে, তার প্রতি কুরআন একসাথে নাযিল হ’ল না কেন? (হ্যাঁ) এভাবেই হয়েছে এবং তোমার উপর আমরা ধীরে ধীরে নাযিল করেছি, যাতে তোমার হৃদয়কে আমরা ওর দ্বারা আরও মযবুত করতে পারি’ *(ফুরক্বান ২৫/৩২)*। এমনকি জিব্রীল (আঃ) সরাসরি নেমে এসে মানুষের বেশে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের মজলিসে বসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলাম, ঈমান, ইহসান, ক্বিয়ামতের আলামত প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন।[২৯৭]

(৩) خَلَقَ الْإِنْسَانَ ‘তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন’। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি বা সে বানর-হনুমান ইত্যাদি নিকৃষ্ট পশুর বিবর্তিত রূপ নয়। বরং সে আল্লাহ্র একটি পৃথক ও অনন্য সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا– ‘আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থল ভাগে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ *(ইসরা ১৭/৭০)*। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুকে তিনি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন *(লোকমান ৩১/২০)*। সেকারণ অন্য সব সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে কেবল ‘মানুষ সৃষ্টি’র কথা এখানে বলা হয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র কালাম পবিত্র কুরআন তাঁর নিজস্ব এবং তাঁর সত্তার সঙ্গে যুক্ত। এটি পৃথক কোন সৃষ্টবস্তু বা মাখলূক নয়। যেমন কারু নাম ও তার কথা তার নিজস্ব হয়ে থাকে। এখানে আল্লাহ কুরআন ও মানুষকে একত্রে বর্ণনা করেছেন এবং মানুষকে কুরআন শিক্ষা করতে বলেছেন। যদি কুরআন সৃষ্টবস্তু হ’ত, তাহ’লে তিনি বলতেন, خَلَقَ الْقُرْآنَ وَالْإِنْسَانَ ‘যিনি সৃষ্টি করেছেন কুরআন ও মানুষ’। অথচ তিনি পৃথকভাবে বলেছেন, خَلَقَ الْإِنْسَانَ ‘তিনি মানুষকে সৃষ্টি

---

২৯৭. হাদীছে জিব্রীল, মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।

করেছেন'। অতএব কুরআন আল্লাহ্র সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহ্র। যা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। যার পরিবর্তনকারী কেউ নেই *(আন'আম ৬/১১৫)*। একদল বিদ্বান কুরআনকে 'মাখলূক' (مَخْلُــوق) বা 'সৃষ্টবস্তু' বলেন। অনেকে সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার অংশ মনে করে 'যত কল্লা তত আল্লাহ' বলেন। অনেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র নূর ধারণা করে তাঁকে 'নূরের নবী' বলেন। সবই ভ্রান্ত আক্বীদা। এসব থেকে তওবা করা আবশ্যক।[২৯৮]

(৪) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 'তিনি তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন' বলার মাধ্যমে মানুষকে দেওয়া শ্রেষ্ঠ নে'মতটির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা আল্লাহ অন্য কোন সৃষ্টজীবকে দেননি। কেননা ভাষা না থাকলে মানুষ সাধারণ প্রাণীর মত হয়ে থাকত। সেকারণ বলা হয়ে থাকে, مَا الْإِنْسَانُ لَوْلاَ اللِّسَــانُ 'মানুষকে মানুষ বলা হ'ত না, যদি তার ভাষা না থাকত'। জাহেলী যুগের বিখ্যাত কবি যুহায়ের বিন আবী সুলমা (৫২০-৬০৯ খৃ.) বলেন,

لِسَانُ الْفَتَى نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُؤَادُهُ + فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ–

'যুবকের যবান হ'ল অর্ধেক, আর বাকী অর্ধেক হ'ল তার হৃদয়
এটি ব্যতীত সে স্রেফ রক্ত-মাংসের একটি আকৃতি মাত্র'।[২৯৯]

ভাব তৈরী হয় হৃদয়ে। অতঃপর তা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সেদিকে ইঙ্গিত করেই একটি বিখ্যাত আরবী কবিতায় বলা হয়েছে,

إِنَّ الْكَلاَمَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا + جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلاً–

'ভাষা তৈরী হয় হৃদয়ে, আর ভাষা হ'ল হৃদয়ের কথার প্রমাণ স্বরূপ'।

ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহ্র দান ও তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন। এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য বড় ধরনের শিক্ষণীয় রয়েছে। কেননা আমাদের পাশেই রয়েছে বহু বাক প্রতিবন্ধী, রয়েছে বহু মুক ও বধির। এমনকি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও নিজের কথাগুলি নিজের ভাষায় গুছিয়ে বলা বা লেখার যোগ্যতা নেই অনেকের। তাই বাক শক্তি ও ভাষা জ্ঞান আল্লাহ্র দেওয়া এক অনন্য সাধারণ নে'মত।

যামাখশারী বলেন, আয়াতগুলির শুরুতে وَاو عاطِفَة অর্থাৎ সংযোগকারী অব্যয় না থাকার কারণ হ'ল প্রতিটি সৃষ্টিকে পৃথক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখানো। নইলে যুক্তভাবে সবগুলিকে একটি বড় সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা যেত। কিন্তু প্রতিটি পৃথকভাবে বলার

---

২৯৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ হাফাবা প্রকাশিত ও লেখক প্রণীত 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' বই।
২৯৯. মু'আল্লাক্বা যুহায়ের পঙক্তি সংখ্যা ৬২।

উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, প্রতিটিই বড় এবং প্রতিটিই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব কোনটাকে তুমি অস্বীকার করবে? *(কাশশাফ)*।

আরবী ছিল আদম (আঃ)-এর ভাষা। কিন্তু আদম সন্তান পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে তাদের ভাষায় বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা আসে। কিন্তু সকল ভাষাতেই আরবীর স্থান রয়েছে স্বভাবগত ভাবে। গবেষণায় দেখা যাবে যে, প্রত্যেক ভাষার অধিকাংশ শব্দই আরবী থেকে ব্যুৎপন্ন। স্বভাবগত ভাষা হওয়ার কারণেই আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া কুরআন যেকোন ভাষার মানুষ দ্রুত মুখস্ত করতে পারে। অথচ অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এত সহজে মুখস্ত করা সম্ভব নয়। ভাষার বৈচিত্র্য আল্লাহ্র সৃষ্টি। যেমন তিনি বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ– 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে' *(রূম ৩০/২২)*। আর সেকারণেই আল্লাহ বিভিন্ন জাতির কাছে তাদের স্ব স্ব ভাষায় কিতাব ও ছহীফাসহ নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন *(ইব্রাহীম ১৪/৪)*। সবশেষে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন *(ইউসুফ ১২/২)*। এভাবে প্রথম নবী আদম (আঃ) ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে ভাষাগত সেতুবন্ধন রচিত হয়। এরপর কবর ও হাশরের ভাষাও হবে আরবী। যদিও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। ছাহাবায়ে কেরামও এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেননি। তবে পরকালে ফেরেশতাগণ মানুষের সাথে এমন ভাষায় কথা বলবেন, যা তারা বুঝতে পারবে।[৩০০]

(৫) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 'সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব মতে সন্তরণশীল'। بِحُسْبَانٍ অর্থ تَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ مَّعْلُوْمٍ 'নির্ধারিত হিসাব মতে সন্তরণশীল'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ– وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ– لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُونَ– 'আর (অন্যতম নিদর্শন হ'ল) সূর্য। যা তার গন্তব্যের দিকে চলমান থাকে। এটা হ'ল মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়ের নির্ধারণ'। 'আর চন্দ্র। তার জন্য আমরা মনযিল সমূহ নির্ধারণ করেছি। অবশেষে তা পুরাতন খেজুর কাঁদির ডাটার রূপ ধারণ করে'। 'না সূর্যের কোন ক্ষমতা আছে চন্দ্রকে ধরার, না রাত্রির কোন ক্ষমতা আছে দিনকে ছাড়িয়ে যাবার। বস্তুতঃ প্রত্যেকটিই স্ব স্ব নিরক্ষবৃত্তে সাঁতার কাটছে' *(ইয়াসীন ৩৬/৩৮-৪০)*। প্রত্যেকে নির্ধারিত গতিতে স্ব স্ব কক্ষপথে সদা সন্তরণশীল। কেউ কারু

---

৩০০. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/৪৫০; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৪/৩০০; মাসিক আত-তাহরীক, ১৯/১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/৪৭২।

পথ অতিক্রম করে না। এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানের অফুরন্ত উৎস। আল্লাহ বলেন, اَللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ– 'আল্লাহ, যিনি ঊর্ধ্বদেশে স্তম্ভ ছাড়াই আকাশ মণ্ডলীকে স্থাপন করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগামী করেন। প্রতিটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সন্তরণ করবে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি নিদর্শন সমূহ ব্যাখ্যা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হ'তে পার' *(রা'দ ১৩/২)*।

'সীমাহীন সৃষ্টি লোকের প্রত্যেকটি তারকা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু তার জন্য নির্দিষ্ট নিরক্ষ বৃত্তের মধ্যে থেকেই সাঁতার কাটছে। সেখান থেকে না ফিরে আসতে পারছে, না পালিয়ে কোথাও সরে যেতে পারছে। সবগুলোই পারস্পরিক মধ্যাকর্ষের এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দী থেকেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার একত্বের প্রমাণ বহন করছে'।[৩০১] সেই সাথে আল্লাহ্র প্রতি অটুট আনুগত্য ও তার অতুল্য মহিমা ঘোষণা করছে।

(৬) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ 'লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজি (আল্লাহকে) সিজদা রত'। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'নাজম' হ'ল مَا انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَعْنِي مِنَ النَّبَاتِ 'মাটির উপরে যা উদ্গত হয়। অর্থাৎ উদ্ভিদের অংকুর' *(ইবনু কাছীর)*। তিনি বলেন, –اَلنَّجْمُ مَا لاَ سَاقَ لَهُ وَالشَّجَرُ مَا لَهُ سَاقٌ 'নাজম' হ'ল ঐ উদ্ভিদ যা কাণ্ডহীন এবং 'শাজার' হ'ল ঐ বৃক্ষ যার কাণ্ড রয়েছে' *(কুরতুবী)*। يَسْجُدَانِ অর্থ يَنْقَادَانِ لله 'তারা উভয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য করে' *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ তারা উভয়ে নির্ধারিত হিসাব মতে একে অপরের পিছে পিছে সন্তরণ করে। কেউ কোনরূপ বিপত্তি ঘটায় না বা নিয়মের ব্যতিক্রম করেনা' *(ইবনু কাছীর)*।

نَجَمَ يَنجُمُ نُجُومًا অর্থ ظَهَرَ وطَلَعَ 'প্রকাশিত হওয়া ও উদিত হওয়া'। সে হিসাবে মুজাহিদ ও হাসান বাছরী বলেন, এর অর্থ نَجْمُ السَّمَاءِ 'আকাশের তারা'। ইবনু কাছীর বলেন, এটাই সবচেয়ে স্পষ্ট *(ইবনু কাছীর)*। তবে পূর্বের আয়াতে আকাশে দৃশ্যমান সবচেয়ে বড় দু'টি নিদর্শন সূর্য ও চন্দ্রের কথা বলার পর পৃথিবীতে দৃশ্যমান সবচেয়ে বড় দু'টি উদ্ভিদজাত নিদর্শন কাণ্ডহীন লতাগুল্ম ও কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবচেয়ে কল্যাণকর নে'মত সমূহ আল্লাহ্র অনুগত। অতএব হে মানুষ! তোমরাও তাঁর অনুগত হও।

---

৩০১. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, সৃষ্টি ও সৃষ্টিতত্ত্ব ১৭৭ পৃ.।

আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُّهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ– 'তুমি কি দেখ না, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও বহু মানুষ? আর বহু মানুষ (যারা সিজদা করতে অস্বীকার করেছে) তাদের উপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তাই-ই করেন' *(হজ্জ ২২/১৮)*। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নানাবিধ রং ও বর্ণের এবং নানাবিধ স্বাদ ও গন্ধের বৃক্ষলতা ও উদ্ভিদরাজি সবই আল্লাহকে সিজদা করে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ– 'তিনি প্রভাতরশ্মির উন্মেষকারী। তিনি রাত্রিকে বিশ্রামস্থল এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নিরূপক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। এটি হ'ল মহাপরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী (আল্লাহ্র) নির্ধারণ' *(আন'আম ৬/৯৬)*। তারা আল্লাহ্র আনুগত্য করে ও তার গুণগান করে। কিন্তু সে ভাষা মানুষ বুঝতে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا– 'সাত আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা বর্ণনা তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতীব সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৪)*।

(৭) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا 'আকাশকে আল্লাহ উঁচু করেছেন'। سَما يَسمُو سُمُوًّا অর্থ 'উঁচু হওয়া'। صاحبُ السُّمُوِّ অর্থ 'উচ্চ সম্মানের মালিক'। সেখান থেকে سَماءٌ অর্থ 'প্রত্যেক বস্তুর উপরাংশ, ঘরের ছাদ' প্রভৃতি। পৃথিবীর ছাদ হিসাবে سَماءٌ অর্থ 'আকাশ'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا 'আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে স্থাপন করেছি' *(আম্বিয়া ২১/৩২)*।

আল্লাহ আকাশকে উঁচু ও পরস্পরে চিমটি ধরা অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে তিনি তার ফেরেশতাদের অবস্থান স্থল করেছেন। যারা তাঁর অহি নিয়ে নবী-রাসূলদের নিকট আগমন করেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মের বড়ত্ব ও বিশালত্বের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেছেন *(কাশশাফ)*। এখানেই তাঁর আদেশ-নিষেধ ও সিদ্ধান্ত সমূহ অবতীর্ণ হয়।

الْعَدْلَ الْمِيزَانَ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ 'এবং সেখানে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন'। এখানে الْمِيزَانَ অর্থ 'ভারসাম্য' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। আর ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী-রাসূলদের আল্লাহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই পাঠিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও মীযান। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে' *(হাদীদ ৫৭/২৫)*। অত্র আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আকাশকে আল্লাহ কেবল উঁচু করেননি। বরং তার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর বিস্ময়ের বস্তু হ'ল সেখানেই। আসমানকে আল্লাহ সাতটি স্তরে ভাগ করেছেন ও তার মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন *(নূহ ৭১/১৫-১৬)*। প্রত্যেক স্তরের জন্য দরজা ও দাররক্ষী নিযুক্ত করেছেন।[৩০২] কল্পনার অতীত এই সীমাহীন মহাশূন্য পেরিয়ে আরও বহুগুণ বিশাল হ'ল আল্লাহ্র আরশ যার উপরে সমুন্নীত আছেন মহান আল্লাহ *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। যেখানে গিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সূর্য সিজদা করে ও আল্লাহ্র নিকট উদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে। অতঃপর আল্লাহ অনুমতি দিলে সে পরদিন সকালে উদিত হয়।[৩০৩]

সিজদা করা অর্থ অনুগত হওয়া। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সূর্যের ঘূর্ণন ও সন্তরণ সবই আল্লাহ্র হুকুমে হয়ে থাকে। আর ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র হুকুমেই এটি বন্ধ হয়ে যাবে। প্রতিদিন গিয়ে সিজদা করা অনুমতি প্রার্থনার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূর্য বা মানুষ কেউই জানেনা তাদের মেয়াদ কত দিন। তাই আল্লাহ বলেন, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ- 'তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন। প্রতিটিই নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সন্তরণ করবে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি নিদর্শন সমূহ ব্যাখ্যা করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হ'তে পার' *(রা'দ ১৩/২)*।

'আকাশের ভারসাম্য রক্ষা' বলার মধ্যে সৌর বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস লুকিয়ে রয়েছে। মহাকাশের তারকারাজি ও অন্যান্য সৃষ্টি সমূহ স্ব স্ব কক্ষপথে ও নিরক্ষ হ'তে তীব্রবেগে সন্তরণ করছে। অথচ কারু সাথে কারু সংঘর্ষ হয় না। নির্ধারিত নিয়মে সূর্য উঠছে ও ডুবছে। চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি জ্যোতি বিকিরণ করছে। আবার হারিয়ে যাচ্ছে। সূর্য থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে পৃথিবী অবস্থান করছে। ফলে এখানকার আবহাওয়া প্রাণী জগতের জন্য সর্বদা সহনীয় পর্যায়ে থাকছে। এভাবে নভোমণ্ডলের সবকিছুতে একটা সুন্দর ভারসাম্য বিরাজ করছে। এটা স্রেফ আল্লাহ্রই দান। এটা তিনি করেছেন বান্দাকে তা থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য।

---

৩০২. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬৪; মিশকাত হা/৫৮৬২, আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে।
৩০৩. বুখারী হা/৩১৯৯; মুসলিম হা/১৫৯; মিশকাত হা/৫৪৬৮, আবূ যার গিফারী (রাঃ) হ'তে।

(৮) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ 'যাতে তোমরা পরিমাপে সীমালংঘন না কর'। কেননা নভোমণ্ডলের ভারসাম্য বিনষ্ট হ'লে যেমন তা ধ্বংস হবে, মানব সমাজে ন্যায় বিচারের ভারসাম্য বিনষ্ট হ'লে তেমনি পৃথিবী বিপর্যস্ত হবে। এখানে أَلَّا আসলে ছিল أَنْ لاَ তবে এটি لِئَلاَّ থেকেও হ'তে পারে। তখন ل 'হরফে জার' বিলুপ্ত করার কারণে নছব দানকারী أَنْ তার স্থলাভিষিক্ত হবে *(কুরতুবী)*।

(৯) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ 'আর তোমরা ন্যায়ের সাথে ওযন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওযনে কম দিয়ো না'। যেমন অন্যত্র এসেছে, وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ– '(শু'আয়েব তার কওমকে) বলল, তোমরা মাপে ও ওযনে কম দিয়ো না। আমি তোমাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। অথচ আমি তোমাদের উপর এক বেষ্টনকারী দিবসের শাস্তির আশংকা করছি' *(হূদ ১১/৮৪)*। আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ– الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ– وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ– 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য'। 'যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয়'। 'এবং যখন লোকদের মেপে দেয়, বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১-৩)*।

وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ অর্থ ولا تُنقِصُوهُ 'তোমরা ভারসাম্যে কম করো না' *(কাশশাফ)*। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মানব সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং পারস্পরিক মর্যাদাগত ভারসাম্য রক্ষা করে চলা অপরিহার্য। নইলে সমাজে বিপর্যয় ঘটবে। যাতে মানুষ আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন না করে এবং নভোমণ্ডলে ভারসাম্য রক্ষার ন্যায় যাতে ভূমণ্ডলেও ন্যায়পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে অত্র আয়াতে জোরালো বক্তব্য এসেছে।

(১০) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ 'বস্তুতঃ তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টিকুলের জন্য'। অর্থ مَهَّدَها لِلْخَلْقِ 'পৃথিবীকে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টিকুলের জন্য' *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ আকাশকে আল্লাহ উঁচু করেছেন এবং তাতে সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি স্থাপন করেছেন। তার বিপরীতে যমীনকে নীচু করে বিছিয়ে দিয়েছেন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর চলাফেরার জন্য। আর সেখানে স্থাপন করেছেন পর্বতরাজি। যাতে পৃথিবী আন্দোলিত না হয়। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিকুলের জন্য উর্বর মাটি, সুপেয় পানি, উদ্ভিদরাজি, গবাদিপশু ও বায়ু প্রভৃতি দিয়ে বসবাসের উপযোগী করে আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। যেখানে আমরা এখন বসবাস করছি। ইতিপূর্বে জিনেরা এখানে বসবাস করত। এক্ষণে বিজ্ঞান যদি অন্য কোন পৃথিবী আবিষ্কার করে এবং তা মানুষের

বাসোপযোগী হয়, তবে সেটি অত্র আয়াতের বিপরীত হবে না। কেননা আল্লাহ জগত সমূহের স্রষ্টা ও প্রতিপালক *(ফাতিহা ১/১)*। তবে সেখানের জন্যেও শেষনবী ও শেষ শরী'আত হবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও ইসলাম। এর বাইরে কিছুই আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না।[৩০৪]

(১১) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ 'যাতে রয়েছে ফলমূল ও আবরণযুক্ত খর্জুর বৃক্ষ'। فَاكِهَةٌ বহুবচনে فَواكِهُ। অর্থ كُلُّ ما يَتَفَكَّهُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ أَلْوَانِ الثِّمَارِ 'সকল প্রকার ফল-মূল, যা থেকে মানুষ স্বাদ আস্বাদন করে' *(কুরতুবী)*। وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ অর্থ 'মোচাওয়ালা খেজুর'। الْأَكْمَامِ অর্থ كُلُّ ما يُكَمُّ أي يُغطَّى مِن لِيفَةٍ 'প্রত্যেক বস্তু যা পাতা বা আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে' *(কাশশাফ)*। খেজুরের মোচার মধ্যে খেজুর সৃষ্টি হয়। অতঃপর মোচার আবরণ ভেদ করে খেজুরের কাঁদি বের হয়। এরপর তা পুষ্ট হয়, হলুদ রং হয়, পোক্ত হয় ও স্বাদযুক্ত হয়। অতঃপর তা পেড়ে মানুষ খায়। এখানে 'মোচাওয়ালা' বলা হয়েছে এজন্য যে, এটিই হ'ল খেজুরের প্রথম উৎপাদনস্থল। সেখানেই নিরাপদে সে পুষ্ট হয়। অতঃপর মোচা ভেদ করে বেরিয়ে আসে। অতএব মোচা না থাকলে খেজুরের কল্পনা করা যেত না। খেজুর বেরিয়ে গেলেও শুকনা মোচা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

وَالنَّخْلُ 'খর্জুর বৃক্ষ'-কে নির্দিষ্ট করার অর্থ এর মর্যাদাকে উঁচু করা। এর উপকারিতা তুলনাহীন। আর আরবদের নিকট খর্জুর বৃক্ষকে জীবন বৃক্ষ বলা চলে। যেমনটি অন্যদের নিকট ধান ও গম গাছের তুলনা।

(১২) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ 'আর রয়েছে খোসাযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধি গুল্ম'। ফলমূল ও বৃক্ষলতা সবই আবরণযুক্ত এবং শস্যদানাকে খোসাযুক্ত করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে তার খাদ্যের সুরক্ষার জন্য। ঐ খোসাই পুনরায় পশু-পক্ষীর খাদ্যে এবং মানুষের জন্য ঔষধিতে পরিণত হচ্ছে। অতঃপর একই মাটি থেকে সুগন্ধি বৃক্ষ, লতাগুল্ম ও ফুল-ফল সমূহ সৃষ্টি হচ্ছে বান্দার খাদ্য, তৃপ্তি ও ঔষধির জন্য। পশু-পক্ষী সুগন্ধি বুঝে না। এটা কেবল মানুষের জন্য। এর মধ্যে মানুষের উন্নত রুচিবোধ ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

الرَّيْحَانُ অর্থ كُلُّ بَقْلَةٍ طَيِّبَةِ الرِّيحِ 'প্রত্যেক সুগন্ধি বৃক্ষ'। কেননা মানুষ এর সুগন্ধি থেকে প্রশান্তি লাভ করে। এটি মূলে ছিল الرَّائِحَةُ 'সুগন্ধি'। সেখান থেকে رَوْحَانُ অতঃপর 'ওয়াও' পরিবর্তিত হয়ে رَيْحَانٌ হয়েছে। সুগন্ধিতে রূহ তাযা হয় বলে শব্দটি رَوْحٌ থেকে উৎপন্ন হয়েছে *(কুরতুবী)*। যামাখশারী বলেন, 'রায়হান' হ'ল খাদ্য। আর তা হ'ল শাঁস বা

৩০৪. আহযাব ৩৩/৪০; আলে ইমরান ৩/১৯, ৮৫; মুসলিম হা/১৫৩।

মজ্জা। যা ফলের আসল বস্তু। যা স্বাদ ও খাদ্যের সমষ্টি। তিনি বলেন, ذُو الْعَصْفِ তথা শস্যদানা হ'ল পশুর খাদ্য এবং 'রায়হান' হ'ল মানুষের খাদ্য *(কাশশাফ)*। এতে বুঝা যায়, সুগন্ধিযুক্ত না হ'লে মানুষ তা রুচির সাথে খায় না।

(১৩) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?' آلَاءِ একবচনে أَلْوُ، إِلْيُ، أَلْيُ অর্থ নে'মত, অনুগ্রহ *(মিছবাহুল লুগাত)*।

এখানে 'তোমরা উভয়ে' বলে মানুষ ও জিন জাতিকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। কারণ এর পরবর্তী দু'টি আয়াতেই মানুষ ও জিনের সৃষ্টির উৎস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর ৩৩তম আয়াতে জিন ও ইনসানকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি বক্তব্য রাখা হয়েছে। এখন কেবল মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করে। অথচ জিনদের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে তাদের পূর্বেকার অবাধ্যতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং যাতে মানুষ তাদের মত অবাধ্য না হয় ও সীমালংঘন না করে সে বিষয়ে সাবধান করার জন্য। অত্র আয়াতটি অত্র সূরায় মোট ৩১ বার বর্ণিত হয়েছে। বারবার বলার কারণ বারবার আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার ঘোষণা দেওয়া। যাতে অবিশ্বাসীরা সতর্ক হয়। সেকারণ ইমাম কুরতুবী অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, فَبِأَيِّ قُدْرَةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?'। তিনি বলেন, অত্র আয়াত সমূহে একই কথা বারবার বলার মধ্যে বিষয়বস্তুর নিশ্চয়তা এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে *(কুরতুবী)*। সেকারণ অত্র আয়াত তেলাওয়াতের পর একবার হ'লেও জবাব দেওয়া মুস্তাহাব।[৩০৫]

(১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হ'তে। — خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

(১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হ'তে। — وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾

(১৬) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে? — فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

(১৭) তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। — رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

(১৮) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে? — فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

---

৩০৫. তিরমিযী হা/৩২৯১; মিশকাত হা/৮৬১, জাবের (রাঃ) হ'তে; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৫০; মাসিক আত-তাহরীক ২২/২ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮ প্রশ্নোত্তর ৪/৪৪।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾

(১৯) তিনি দু'টি সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন মিলিতভাবে।

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

(২০) উভয়ের মাঝে করেছেন অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾

(২১) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

(২২) উভয় সমুদ্র হ'তে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾

(২৩) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

(২৪) আর তারই নিয়ন্ত্রণে থাকে সাগরে বিচরণশীল পাহাড়সদৃশ জাহায সমূহ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

(২৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে? **(রুকূ ১)**

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

(২৬) ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল।

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

(২৭) কেবল অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা। যিনি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾

(২৮) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

তাফসীর :

(১৪) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ 'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হ'তে'। এখানে মানুষ বলতে আদি পিতা আদমকে বুঝানো হয়েছে। যাকে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ– 'সে বলল, আমি এমন নই যে, মানুষকে সিজদা করব। যাকে আপনি পচা কাদা থেকে তৈরী শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন' *(হিজর ১৫/৩৩)*। বলা হয়েছে, –إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ 'বস্তুতঃ আমরা তাদের সৃষ্টি করেছি চটকানো

মাটি দিয়ে' *(ছাফফাত ৩৭/১১)*। বলা হয়েছে, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ– ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ– ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ– 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি'। 'অতঃপর আমরা তাকে (পিতা-মাতার মিশ্রিত) শুক্রবিন্দুরূপে (মায়ের গর্ভে) নিরাপদ আধারে সংরক্ষণ করি'। 'অতঃপর আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে। তারপর জমাট রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে। অতঃপর মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিসমূহকে ঢেকে দেই মাংস দিয়ে। অতঃপর আমরা ওকে একটি নতুন সৃষ্টিরূপে পয়দা করি। অতএব কল্যাণময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা!' *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*। সবগুলির সারকথা একই। মাটিকে সৃষ্টির মূল উপাদান বলার পরে মায়ের গর্ভে পরবর্তী সৃষ্টি কৌশল বর্ণিত হয়েছে। এভাবে মানব বংশধারা এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য যে, বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে আদমের পাঁজরের বাঁকা হাঁড় থেকে।[৩০৬]

(১৫) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ 'এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হ'তে'। جَانٌّ একবচনে جِنِّيٌّ যা হ'ল, جِنْسٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ذُوو أَجْسامٍ عَاقِلَةٍ تَغْلِبُ عَلَيها النَّارِيةُ 'আগুন দিয়ে তৈরী আল্লাহ্র এক বিবেকবান সৃষ্টি' *(আত-তাফসীরুল ওয়াসীত্ব)*।[৩০৭] অত্র আয়াতে 'জিন' বলতে আদি জিন ইবলীসকে বুঝানো হয়েছে। جَانٌّ অর্থ جِنٌّ অথবা أَبُو الْجِنِّ 'জিনদের পিতা' *(ক্বাসেমী)*। مَارِجٌ অর্থ لَهَبٌ 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' অথবা نَارٌ لاَ دُخَانَ لَهَا 'ঐ আগুন যাতে ধোঁয়া নেই' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ لَهَبٌ صَافٍ 'পরিচ্ছন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' *(ক্বাসেমী)*। এটি مَفْعُوْلٌ-এর অর্থে فَاعِلٌ এসেছে। যেমন مَاءٍ دَافِقٍ 'সবেগে স্খলিত পানি' *(তারেক ৮৬/৬)*। সে হিসাবে مَارِجٌ অর্থ হবে ذُوْ مَرْجٍ 'স্ফুলিঙ্গওয়ালা' *(কুরতুবী)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ– 'ফেরেশতা সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে, জিন সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেমনটি তোমাদের বলা হয়েছে' (অর্থাৎ মাটি থেকে)।[৩০৮]

৩০৬. বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৯, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৩০৭. আত-তাফসীরুল ওয়াসীত্ব (কায়রো : আল-আযহার ইসলামী গবেষণা বিভাগ, ১ম সংস্করণ ১৩৯৩-১৪১৪ হি./১৯৭৩-১৯৯৩ খৃ.) ১০/১৬১০ পৃ.।
৩০৮. মুসলিম হা/২৯৯৬; আহমাদ হা/২৫২৩৫; মিশকাত হা/৫৭০১; ইবনু কাছীর।

(১৭) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ‘তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক’। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ‘এক উদয়াচল ও এক অস্তাচলের মালিক’ *(শো‘আরা ২৬/২৮; মুযযাম্মিল ৭৩/৯)*। আরেক স্থানে এসেছে, رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ‘বহু উদয়াচল ও বহু অস্তাচলের মালিক’ *(মা‘আরেজ ৭০/৪০)*। সবটাই যথাস্থানে সঠিক। দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে গ্রীষ্মকালের ও শীতকালের দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের দিকে। একটি উদয়াচল ও অস্তাচল দ্বারা প্রতিদিনই বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন উদয়াচল ও অস্তাচল বুঝানো হয়েছে। অতঃপর বহু উদয়াচল ও অস্তাচল দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠের উপর প্রতি মুহূর্তে হাযারো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হচ্ছে অবিরতভাবে। পৃথিবী নিজ কক্ষপথে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল বেগে ঘুরছে এবং ২৪ ঘণ্টায় একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। ফলে যখনই তার যে অংশ সূর্যের সম্মুখে যাচ্ছে, তখনই সে অংশে দিন হচ্ছে এবং অপরাংশে রাত হচ্ছে। এভাবে দ্রুত গতিতে সর্বত্র সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। এর মধ্যে পৃথিবীর গোলত্বের বড় প্রমাণ নিহিত রয়েছে। কেননা যদি পৃথিবী সমতল হ’ত, তাহ’লে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হ’ত।[৩০৯] বিজ্ঞান যা এখন আবিষ্কার করেছে, কুরআন তা দেড় হাযার বছর আগেই বলে দিয়েছে। এর মধ্যে আরেকটি মহা সত্য লুকিয়ে রয়েছে যে, পৃথিবীর উদয়াচল ও অস্তাচল ভিন্ন হওয়ার কারণে সর্বত্র ছালাতের ওয়াক্ত যেমন ভিন্ন, সর্বত্র সাহারী ও ইফতারের সময়ও তেমনি ভিন্ন। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রামাযানের মাস পাবে, সে যেন তার ছিয়াম রাখে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। এর মধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যারা যখন এ মাস পাবে, তারা তখন এ মাসের ছিয়াম রাখবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ– ‘তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে আচ্ছন্ন থাকে, তাহ’লে শা‘বান ত্রিশ দিন পূর্ণ কর’।[৩১০] অতএব একই দিনে বিশ্বের সর্বত্র ছিয়াম ও ঈদের ধারণা বাহুল্য চিন্তা মাত্র।

(২০) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ– ‘উভয়ের মাঝে করেছেন অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না’। মিঠা পানির নদী ও লোনা পানির নদী একত্রে প্রবাহিত হয়। অথচ কেউ কারু সীমানা রেখা অতিক্রম করে না। পারস্য উপসাগর ও রোম উপসাগরের মধ্যে উক্ত

---

৩০৯. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, সৃষ্টি ও সৃষ্টিতত্ত্ব ২৭৫-৭৮ পৃ.।
৩১০. বুখারী হা/১৯০৯; মুসলিম হা/১০৮১; মিশকাত হা/১৯৭০ ‘ছওম’ অধ্যায়, ‘চাঁদ দেখা’ অনুচ্ছেদ, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।

অবস্থা বিদ্যমান *(কুরতুবী)*। বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের নদীসমূহে এর প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا– ‘তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। একটি মিষ্ট সুপেয়, অপরটি লোনা ও তিক্ত। আর দু’টির মাঝখানে রেখেছেন পর্দা ও দুর্ভেদ্য অন্তরায়’ *(ফুরক্বান ২৫/৫৩)*। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন।

(২২) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ‘উভয় সমুদ্র হ’তে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল’। যেমন উক্ত মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ– ‘এবং (মণি-মুক্তা ইত্যাদি) অলংকারাদি আহরণ কর, যা তোমরা পরিধান করে থাক। আর তুমি দেখ তার বুক চিরে জাহায চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর’ *(ফাত্বির ৩৫/১২)*। যেমন বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ হ’ল বঙ্গোপসাগরের সেন্ট মার্টিন’স দ্বীপ। لُؤْلُؤٌ অর্থ মুক্তা এবং مَرْجَانُ অর্থ বড় কিংবা ছোট মুক্তা বা প্রবাল। অথবা লাল মুক্তা *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(২৪) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ‘আর তারই নিয়ন্ত্রণে থাকে সাগরে বিচরণশীল পাহাড়সদৃশ জাহায সমূহ’। الْجَوَارِ আসলে ছিল جَوَارِى শেষের ‘ইয়া’ বিলুপ্ত করা হয়েছে। একবচনে جَارِيَةٌ ‘প্রবাহিত’ *(ক্বাসেমী)*। এখানে অর্থ নৌকা ও জাহায সমূহ। যা নদী ও সাগর বক্ষে চলাচল করে। الْمُنْشَآتُ এসেছে إِنْشَاء থেকে। যার অর্থ জন্ম হওয়া। অর্থাৎ الْمَخْلُوقَاتُ لِلْجَرْيِ ‘প্রবাহিত হওয়ার জন্য সৃষ্ট’। তবে এখানে অর্থ الْمَرْفُوعَاتُ الشُّرُعِ ‘উঁচু নৌকা বা জাহায সমূহ’। الشُّرُعُ একবচনে الشِّرَاعُ অর্থ নৌকা *(কুরতুবী, কাশশাফ)*। যেমন كُتُبٌ একবচনে كِتَابٌ ‘বই’।

পানিতে লোহা ফেললে ডুবে যায়। অথচ টনকে টন লোহা দিয়ে তৈরী জাহায সমূহ সাগরের অথৈ পানিতে ডোবে না। এর হেতু কি? এর মধ্যে বিজ্ঞানীদের জন্য রয়েছে গভীর চিন্তার খোরাক। বান্দার প্রতি অসীম অনুগ্রহের ফলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আল্লাহ সমুদ্রকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। যেভাবে বায়ুকে অনুগত করেছেন। ফলে সাগরের বুক চিরে যেমন বিশালাকৃতির জাহায সমূহ চলে বহু ওযনের মালামাল নিয়ে। তেমনি বায়ু মণ্ডলের বুক চিরে উড়োজাহায চলে বহু ওযনের মালামাল নিয়ে। একটা ঢিল উপরে ছুঁড়লে তা নীচে পড়ে যায়। অথচ বহু ওযনের উড়োজাহায

Contents

নীচে পড়ে যায় না। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র অপূর্ব নিদর্শন। আর সেটা স্মরণ করেই বিমান যাত্রার শুরুতে দো‘আ, سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ– ‘মহা পবিত্র সেই সত্তা যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার ক্ষমতা রাখি না। আর আমরা সবাই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী’ *(যুখরুফ ৪৩/১৩-১৪)*। সেই সাথে বায়ুমণ্ডলে, মরুভূমিতে ও সমুদ্রবক্ষে চলার দিক নির্ধারণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে নক্ষত্ররাজি। তন্মধ্যে ধ্রুবতারা সর্বদা উত্তর দিকে থাকে। যা দেখে নাবিকরা জাহায চালায়। এভাবে বিভিন্ন নক্ষত্রের রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন। অল্লাহ বলেন, وَعَلاَمَاتٍ وَّبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ– ‘আর তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্দেশক চিহ্নসমূহ এবং লোকেরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের দিশা পায়’ *(নাহল ১৬/১৬)*। পানি তৈরী হয়েছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণে। যার তাপ ও চাপে সাগরের অথৈ পানির বুকে পাহাড় সম মালবাহী জাহায সমূহ ভেসে চলে। প্রচণ্ড ঢেউয়ে তা ডুবে যায় না। সবই থাকে আল্লাহ্র একক নিয়ন্ত্রণে। আর সেটা স্মরণ করেই নৌযানে যাত্রার শুরুতে দো‘আ পড়তে হয়, بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِي هَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ– ‘আল্লাহ্র নামে এর গতি ও অবস্থান। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(হূদ ১১/৪১)*। এছাড়াও সকাল-সন্ধ্যা নিম্নোক্ত দো‘আ তিনবার করে পাঠ করলে যে কোন আকস্মিক বিপদ থেকে আল্লাহ চাইলে নিরাপদ রাখবেন, بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– ‘আমি ঐ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’।[৩১১] অতএব আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা।

(২৭) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ‘কেবল অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা’। যিনি মহা প্রতাপান্বিত বা মর্যাদাশীল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– ‘প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সব সৃষ্টি লয় হবে। কেবল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বেঁচে থাকবেন। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। অতএব হে মানুষ! তোমরা শিরক হ’তে তওবা কর এবং তাওহীদে বিশ্বাসী হও। অতঃপর আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে জীবন-যাপন কর।

---

৩১১. তিরমিযী হা/৩৩৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; আবুদাঊদ হা/৫০৮৮; মিশকাত হা/২৩৯১ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, ‘সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘুমানোর সময় যা পাঠ করতে হয়’ অনুচ্ছেদ-৬।

وَجْهٌ অর্থ চেহারা। এটি আল্লাহ্র আকার ও গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন মানুষের চেহারাই তার দেহের মুখ্য ও প্রকাশ্য অংশ। চেহারা দেখেই মানুষকে চিনতে হয়। وَجْهُ النَّهَارِ অর্থ দিনের প্রথম অংশ। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেছেন, أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ 'আমি মহান আল্লাহ এবং তাঁর মহান চেহারার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[312] এখানে আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর চেহারাকে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। অতএব 'আল্লাহ্র চেহারা'কে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করাই আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছের আক্বীদা। মু'তাযিলা, জাহমিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত ফের্কাগুলি আল্লাহ্র গুণাবলীকে স্বীকার করে না। তারা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত আল্লাহ্র চেহারা, হাত-পা প্রভৃতির নানাবিধ কাল্পনিক ব্যাখ্যা করেন। যেমন আল্লাহ্র চেহারা অর্থ কেউ করেছেন 'আল্লাহ্র সত্তা' কেউ করেছেন 'ক্বিবলা' কেউ করেছেন 'ছওয়াব ও বদলা' কেউ বলেছেন, এটি 'অতিরিক্ত'। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) আল্লাহর হাত ও চেহারার এসব গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।[313]

মু'তাযেলী মুফাসসির মাহমূদ বিন ওমর যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, وَجْهُ رَبِّكَ ذَاتُه، والوَجْهُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَالذَّاتِ অর্থ 'তাঁর সত্তা। চেহারা বলে আল্লাহ্র সমষ্টির রূপ ও সত্তা বুঝানো হয়েছে'। ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 'মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী' এর অর্থ الَّذِي يُجِلُّهُ الْمُوَحِّدُونَ عَنِ التَّشْبِيْهِ بِخَلْقِهِ وَعَنْ أَفْعَالِهِمْ 'একত্ববাদীরা যাকে তার সৃষ্টির ও তাদের কর্মসমূহের সাথে সামঞ্জস্য করা থেকে বিমুক্ত করে থাকেন' *(কাশশাফ)*। এখানে একত্ববাদীরা বলতে যামাখশারী মু'তাযেলীদেরকে বুঝিয়েছেন। যারা আল্লাহ্র সত্তা থেকে তার গুণাবলীকে পৃথক ভাবেন। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণ আল্লাহ্র সত্তার সাথে তার গুণাবলীকে অবিচ্ছিন্ন মনে করেন। একই সাথে বান্দা ও তার কর্ম সমূহকে আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে বিশ্বাস করেন। যামাখশারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে 'তাদের কর্মসমূহের' কথাটি মু'তাযেলী ভ্রান্ত আক্বীদা মতে বলা হয়েছে। কারণ তাদের ধারণা মতে আল্লাহ বান্দার কর্মের স্রষ্টা নন। অথচ আল্লাহ কেবল সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা নন, তিনি তাদের ভাল-মন্দ সকল কর্মের স্রষ্টা। যেমন তিনি বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ– 'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং যা কিছু তোমরা কর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৬)*। অতএব বিশুদ্ধ আক্বীদা এই

---

৩১২. আবুদাঊদ হা/৪৬৬; মিশকাত হা/৭৪৯, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে ।

৩১৩. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস ১১৬ পৃ.; গৃহীত : মুখতাছার ছাওয়া'ইকুল মুরসালাহ ২/১৭৪-১৮৮ পৃ.।

যে, আল্লাহ কর্মের স্রষ্টা ও বান্দা তার বাস্তবায়নকারী। আর বান্দা স্বীয় ইচ্ছায় কর্মের বাস্তবায়নকারী বলেই তার জন্য ভাল ও মন্দ কর্মফল নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ গুণটি আল্লাহ্র সর্বোচ্চ গুণাবলীর অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ‘তোমরা হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী’ বলে প্রার্থনা করাকে আবশ্যিক করে নাও’।[৩১৪] অর্থাৎ তোমরা এটিকে দো‘আয় একত্রে বেশী বেশী পাঠ কর।

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿۲۹﴾

(২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তার নিকটে প্রার্থনা করে। আর তিনি প্রতিদিন কর্মে রত।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۰﴾

(৩০) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে‘মতকে অস্বীকার করবে?

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿۳۱﴾

(৩১) হে জিন ও মানবজাতি! আমরা সত্বর তোমাদের ব্যাপারে ফায়ছালা করে ফেলব।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۲﴾

(৩২) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে‘মতকে অস্বীকার করবে?

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾

(৩৩) হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখ, তাহ’লে যাও। কিন্তু সেটি তোমরা পারবে না শক্তি ছাড়া।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾

(৩৪) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে‘মতকে অস্বীকার করবে?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿۳۵﴾

(৩৫) তোমাদের উভয়ের উপর প্রেরিত হবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়া। যা তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾

(৩৬) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে‘মতকে অস্বীকার করবে?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۳۷﴾

(৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, সেদিন ওটা রক্তরঞ্জিত চামড়ার রূপ ধারণ করবে।

---

৩১৪. তিরমিযী হা/৩৫২৪, হযরত আনাস (রাঃ) হ’তে।

(৩৮) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে‘মতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾
(৩৯) সেদিন মানুষ ও জিন তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না।	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾
(৪০) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে‘মতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾
(৪১) অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে। অতঃপর তাদের পাকড়াও করা হবে তাদের কপালের চুল ও পা ধরে।	يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾
(৪২) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে‘মতকে অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾

তাফসীর :

(২৯) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তার নিকটে প্রার্থনা করে’। অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। কেবল তিনিই অমুখাপেক্ষী।

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ– ‘আর তিনি প্রতিদিন কর্মে রত’। সেকারণ সর্বাবস্থায় তিনি বান্দার প্রার্থনা শুনছেন ও যাকে চান তা প্রদান করছেন। কাউকে ক্ষমা করছেন, কাউকে শাস্তি দিচ্ছেন। এভাবে সব সময় তিনি নানাবিধ কর্মে রত। এজন্যেই বলা হয়েছে, وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ– ‘আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা মুখাপেক্ষী’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَّغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ كَرْبًا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَخْفِضَ آخَرِينَ– ‘আল্লাহ্‌র দৈনন্দিন কর্মসমূহের অন্যতম এই যে, তিনি সব সময় গোনাহ মাফ করছেন ও বিপদ দূর করছেন। কাউকে উঁচু করছেন ও কাউকে নীচু করছেন’।[৩১৫] তিনি সবসময় সৃষ্টি করছেন ও মৃত্যু দান করছেন। যেমন তিনি বলেন, هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– ‘তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে’ *(ইউনুস ১০/৫৬)*। তিনি আরও বলেন, وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ– ‘তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তাঁর কর্তৃত্বে

৩১৫. ইবনু মাজাহ হা/২০২ সনদ হাসান, আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে।

রয়েছে রাত্রি ও দিনের আগমন-নির্গমণ। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' *(মুমিনূন ২৩/৮০)*। তিনি বলেন, –هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 'তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও। অতঃপর তা হয়ে যায়' *(মুমিন/গাফের ৪০/৬৮)*। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ সর্বদা কর্মব্যস্ত। তাঁর তন্দ্রাও নেই, নিদ্রাও নেই। বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই। তিনি সদাজাগ্রত অভিভাবক। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে আয়াতুল কুরসীতে বলেন, اللهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ– 'আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা যাকে স্পর্শও করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। আর এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহীয়ান' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

আলোচ্য আয়াতে ও হাদীছে জাহমিয়া, মু'তাযেলা, জাবরিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত ফের্কাসমূহের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা আল্লাহকে নির্গুণ সত্তা মনে করেন। তবে তাদের মধ্যে আশ'আরীগণ আল্লাহ্র মাত্র সাতটি গুণকে স্বীকার করেন। যেমন আল্লাহ হ'লেন 'আলীম' (সর্বজ্ঞ), ক্বাদীর (সর্বশক্তিমান), হাই (চিরঞ্জীব), 'মুরীদ' (ইচ্ছাকারী), 'মুতাকাল্লিম' (কথক), 'সামী' (সর্বশ্রোতা), 'বাছীর' (সর্বদ্রষ্টা)। এর বাইরে তারা আল্লাহ্র অন্য সকল গুণকে অস্বীকার করেন *(থিসিস ৯৯ পৃ.)*। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে তাদের এসব অলীক কল্পনার তীব্র প্রতিবাদ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'আর আল্লাহ্র জন্য সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক এবং তাঁর নাম সমূহে যারা বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর। সত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ– 'নিশ্চয় আল্লাহ্র ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলি গণনা

করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন’।[৩১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, –إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ‘নিশ্চয় আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন। অতএব, হে কুরআনের অনুসারীরা! তোমরা ছালাতে বেজোড় কর’।[৩১৭] এর দ্বারা ছালাতে এক রাক‘আত বিতর প্রমাণিত হয়। শুধু ছালাতেই নয়, সৃষ্টিজগতের সর্বত্র আল্লাহই মাত্র বেজোড়। বাকী সবই জোড়।

আব্বাসীয় খলীফা মামূনুর রশীদ-এর খেলাফতকালে (১৯৮-২১৮ হি.) খোরাসানের গবর্ণর আব্দুল্লাহ বিন তাহের (২০৭-২১৪ হি.) সে যুগের সেরা মুফাসসির হুসায়েন ইবনুল ফযল নিশাপুরী (১৭৮-২৮২ হি.)-কে ডাকিয়ে এনে বলেন, আমার নিকট তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যা পরিষ্কার নয়। আমি আপনাকে ডেকেছি, যাতে এগুলির ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে দেন। এক- فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ– ‘অতঃপর আল্লাহ একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগলো যাতে সে তাকে দেখিয়ে দেয় কিভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করবে। সে বলল, হায় আফসোস! আমি কি এই কাকটির মতোও হ’তে পারলাম না, যে আমি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করতে পারি? অতঃপর সে অনুতপ্ত হ’ল’ *(মায়েদাহ ৫/৩১)*। আর এটি সঠিক যে, লজ্জিত হওয়াটাই তওবা। দুই- يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ– ‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তার নিকটে প্রার্থনা করে। আর তিনি প্রতিদিন কর্মে রত’ *(রহমান ৫৫/২৯)*। অথচ এটাই সঠিক যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সকল ব্যাপারে কলম শুকিয়ে গেছে। তিন- وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى– ‘আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত’ *(নাজম ৫৩/৩৯)*। তাহ’লে দুর্বলদের অবস্থা কি? উত্তরে হুসায়েন বললেন, সে সময় লজ্জিত হওয়াটা তওবা অর্থে ব্যবহৃত নাও হ’তে পারে। তবে এই উম্মতের নিকট এটির অর্থ তওবা। যা আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহের অন্যতম। অতঃপর كُلَّ يَوْمٍ ‘প্রতিদিন তিনি কর্মে রত’। এর অর্থ شُئُونٌ يُبْدِيهَا لاَ شُئُونٌ يَبْتَدِيهَا ‘কর্মসমূহ তিনি প্রকাশ করেন, কর্মসমূহের সূচনা নয়’। অতঃপর إِلاَّ مَا سَعَى-এর অর্থ যেমন কর্ম তেমন ফল পাবে। তবে আমার কাজ হ’ল, আমি তাকে প্রতিটি সৎকর্মের বিপরীতে অতিরিক্ত হাযারটি নেকী প্রদান করব’। ব্যাখ্যা শুনে আব্দুল্লাহ

৩১৬. বুখারী হা/৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭ আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।
৩১৭. তিরমিযী হা/৪৫৩; মিশকাত হা/১২৬৬ আলী (রাঃ) হ’তে।

দাঁড়িয়ে গেলেন। তার মাথায় চুমু খেলেন ও বিপুল উপঢৌকন প্রদান করলেন' *(কাশশাফ, কুরতুবী)*।

(৩১) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلاَنِ 'হে জিন ও মানবজাতি! আমরা সত্বর তোমাদের ব্যাপারে ফায়ছালা করে ফেলব'। سَنَفْرُغُ لَكُم অর্থ سَنَقْضِيْ لَكُمْ وَنُحَاسِبُكُمْ 'সত্বর আমরা তোমাদের ব্যাপারে ফায়ছালা করব এবং তোমাদের কর্মের হিসাব নেব' *(ইবনু কাছীর)*। এটি আরবদের প্রসিদ্ধ বাকরীতি সমূহের অন্যতম *(ইবনু কাছীর)*। কারু বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ধমকি হিসাবে এরূপ বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন ১৩ নববী বর্ষে হজ্জের মৌসুমে অতি গোপনে মিনাতে অনুষ্ঠিত বায়'আতে কুবরা সম্পন্ন হওয়ার পর শয়তান গায়েবী আওয়ায দিয়ে খবরটি কুরায়েশ নেতাদের জানিয়ে দেয়। উক্ত আওয়ায শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, -هَذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ عَدُوَّ اللهِ، أَمَا وَاللهِ لَأَفْرُغَنَّ لَكَ 'এটা সুড়ঙ্গের শয়তান। হে আল্লাহ্র দুশমন। অতি সত্বর আমি তোর ফায়ছালা করব'।[৩১৮] অত্র আয়াতে জিন ও ইনসানকে একইরূপ ধমকি দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা সতর্ক হয় এবং দ্রুত সৎকর্মশীল হয়। এতে এটা স্পষ্ট যে, মানুষের ন্যায় জিনেরাও ইসলামী শরী'আত মানতে বাধ্য এবং তাদেরকেও সমভাবে কৈফিয়ত দিতে হবে *(কুরতুবী)*।

(৩৩) يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ 'হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখ, তাহ'লে যাও। কিন্তু সেটি তোমরা পারবে না শক্তি ছাড়া'। فَانْفُذُوْا অর্থ فَاخْرُجُوْا 'বেরিয়ে যাও' *(ক্বাসেমী)*। অত্র আয়াতে অহংকারী জিন ও মানুষকে চূড়ান্ত ধমকি দেওয়া হয়েছে। তারা যে সবাই আল্লাহ্র রাজত্বে বসবাস করছে এবং তাঁরই অনুগ্রহে জীবন যাপন করছে, সে বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। إِلاَّ بِسُلْطَانٍ অর্থ إِلاَّ بِقُوَّةٍ 'শক্তি ছাড়া' *(ক্বাসেমী)*। কিন্তু জিন-ইনসানের সে শক্তি কোথায়? হ্যাঁ এই শক্তি অর্জন করা কেবল আল্লাহ্র হুকুমেই সম্ভব। আর তিনি তা দিয়েছিলেন মানবকুলের মধ্যে মাত্র একজনকে, তিনি হলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যিনি আল্লাহ্র হুকুমে মি'রাজে গিয়েছিলেন বোরাকে সওয়ার হয়ে। আর জিনেরা তো সেটা কখনো পারেনি এবং পারবেও না কোনদিন। যেমন তারা বলেছিল, -وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُّعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا 'আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমরা এ পৃথিবীতে আল্লাহকে কখনো পরাজিত করতে পারব না এবং পালিয়েও তাঁর হাত থেকে বাঁচতে পারব না' *(জিন ৭২/১২)*। যেমন ক্বিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ- كَلاَّ لاَ وَزَرَ- إِلَى

---

৩১৮. আহমাদ হা/১৫৮৩৬, সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ১/৪৪৭; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ২১৮ পৃ.।

رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ– 'সেদিন মানুষ বলবে, কোথায় পালাব?' 'কখনই না। কোথাও আশ্রয় নেই'। 'সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকটেই কেবল দাঁড়াতে হবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১০-১২)*। জিনেরা বলেছিল, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا– 'আর আমরা নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করেছি। অতঃপর তাকে পেয়েছি কঠোর প্রহরা ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ' *(জিন ৭২/৮)*।

বিজ্ঞানীদের জন্য অত্র আয়াতে চিন্তার খোরাক রয়েছে যে, মহাশূন্য গ্যাস ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পূর্ণ। যা ভেদ করা অসম্ভব। এছাড়াও রয়েছে ফেরেশতামণ্ডলীর মাধ্যমে অদৃশ্য প্রহরাবেষ্টিত। আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া যারা আকাশের দরজা খুলবে না। অতএব বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর আনুগত্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা। সর্বোপরি দায়িত্ব হ'ল, আল্লাহ্র হুকুমে যে পৃথিবীতে আমাদের বসবাস, তাকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সুন্দরভাবে আবাদ করা।

(৩৫) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ 'তোমাদের উভয়ের উপর প্রেরিত হবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ'। الشُّوَاظُ অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, اللَّهَبُ الَّذِي لاَ دُخَانَ لَهُ 'ঐ স্ফুলিঙ্গ যাতে ধোঁয়া নেই'। وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ 'ও ধোঁয়া যা তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না'। আর نُحَاسٌ হ'ল, الدُّخَانُ الَّذِي لاَ لَهَبَ فِيهِ 'ঐ ধোঁয়া যাতে স্ফুলিঙ্গ নেই' *(কুরতুবী)*। মুজাহিদ বলেন, الشُّوَاظُ اللَّهَبُ الْأَخْضَرُ الْمُنْقَطِعُ مِنَ النَّارِ– অর্থাৎ 'شُوَاظ হ'ল ঐ সবুজ স্ফুলিঙ্গ যা আগুন থেকে উৎপন্ন' *(কুরতুবী)*।

এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মহাশূন্যের জগত গ্যাসময় এবং সেখানে অবিরতভাবে উল্কাপাত হচ্ছে। যা কোন গ্রহ বা নক্ষত্র নয়। বরং ক্ষুদ্রাকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। প্রতিদিন প্রায় ৯০ থেকে ১৫০ মিলিয়ন উল্কা পৃথিবীর দিকে পতিত হয়। যা পৃথিবীর উপরিমণ্ডলীয় ক্ষেত্রে মিনিটে ২২২০ মাইল বেগে প্রবেশ করে। অতঃপর পৃথিবী থেকে ৭০ কিলোমিটার উচ্চ স্তরে নেমে আসার পূর্বেই তা জ্বলে অক্সাইডে রূপান্তরিত হয় *(সৃষ্টিতত্ত্ব ২৪৯-৫০ পৃ.)*। অন্য হিসাবে সেকেণ্ডে ৬ থেকে ৪০ মাইল গতিতে দৈনিক গড়ে ২ কোটির উপর উল্কা শূন্যলোকে প্রবেশ করে *(মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মহাসত্যের সন্ধানে ১০৪ পৃ.)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ– وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ– لاَ يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ– دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ– إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ– 'নিশ্চয়ই আমরা দুনিয়ার আকাশকে

নক্ষত্ররাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত করেছি'। 'এবং তাকে নিরাপদ করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে'। 'ওরা ঊর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শুনতে পারে না। আর চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়'। 'ওদেরকে তাড়ানোর জন্য এবং ওদের জন্য রয়েছে বিরতিহীন শাস্তি'। 'তবে কেউ ঢু মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে' *(ছাফফাত ৩৭/৬-১০)*। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন হিসাবে উল্কাপাতের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৫০ মাইল বলা হয়েছে *(সৃষ্টি ও সৃষ্টিতত্ত্ব ২৪৩ পৃ. ১৮শ অধ্যায়)*। যদি আল্লাহ আমাদের পৃথিবীর উপরে সুরক্ষিত ছাদ নির্মাণ করে না রাখতেন, তাহ'লে আকাশচ্যুত নক্ষত্র, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও উল্কারাজি পৃথিবীর উপরে পতিত হ'ত এবং এখানকার সৃষ্টিকুল নির্ঘাত ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা।

فَلاَ تَنْتَصِرَانِ অর্থ فَلاَ تَمْنَعَانِ وَلاَ تَنْفُذَانِ مِنْهُ 'তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সেখান থেকে বের হ'তে পারতে না' *(ক্বাসেমী)* ইবনু কাছীর এটিকে কাফেরদের জন্য আখেরাতের অবস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন *(ইবনু কাছীর)*।

(৩৭) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ 'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে'। اِنْشَقَّتْ অর্থ اِنْصَدَعَتْ 'বিদীর্ণ হবে'। এর দ্বারা ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যেদিন নভোমণ্ডলের শৃংখলা বিনষ্ট হবে। فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ 'সেদিন ওটা রক্তরঞ্জিত চামড়ার রূপ ধারণ করবে'। كَالدِّهَانِ অর্থ كَلَوْنِ الْوَرْدِ الْأَحْمَرِ كَالدِّهَانِ أَيْ كَالدُّهْنِ الَّذِيْ هُوَ الزَّيْتُ– 'তেলের ন্যায় রক্ত গোলাপের রূপ ধারণ করবে' *(ক্বাসেমী)*। অনেকে এর অর্থ বলেছেন, اَلْجِلْدُ الْأَحْمَرُ الصِّرْفُ 'রক্ত-রঞ্জিত চামড়ার রূপ ধারণ করবে' *(কুরতুবী)*। প্রাচীন মুফাসসিরগণ ধারণা করেন যে, আকাশের প্রকৃত রং লাল। দূরত্ব ও আড়ালসমূহের কারণে সেটি নীল দেখা যায়। ক্বিয়ামতের দিন সেটিকে তার আসল রূপে দেখা যাবে' *(কুরতুবী)*। এ বিষয়ে সূরা ইনফিত্বার ও সূরা ইনশিক্বাক্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা এসেছে।

(৩৯) فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ 'সেদিন মানুষ ও জিন তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না'। এটি হ'ল হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, هَذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ– وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ– 'এটা এমন একটা দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না'। 'তাদের কোন অনুমতি দেওয়া হবে না যে তারা ওযর পেশ করবে' *(মুরসালাত ৭৭/৩৫-৩৬)*। অতঃপর দ্বিতীয় অবস্থায় সৃষ্টিকুলকে আল্লাহ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন তিনি বলেন, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ– عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই

আমরা তাদের সকলকে প্রশ্ন করব'। 'সেই সব বিষয়ে যা তারা করত' *(হিজর ১৫/৯২-৯৩)*। ক্বাতাদাহ বলেন, অতঃপর তাদের যবান বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাদের হাত-পা কথা বলবে *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ– 'আজ আমরা তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেব এবং আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত ও সাক্ষ্য দেবে তাদের পা, (দুনিয়াতে) যা তারা উপার্জন করেছিল সে বিষয়ে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। এমনকি দেহের চর্ম ও ত্বক পর্যন্ত সাক্ষ্য দিবে। যেমন আল্লাহ বলেন, حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে এসে যাবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/২০)*। অতএব হে মানুষ! তোমার অবিচ্ছেদ্য সাক্ষীসমূহ থেকে সাবধান হও।

(৪১) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ 'অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে। অতঃপর তাদের পাকড়াও করা হবে তাদের কপালের চুল ও পা ধরে'। ক্বিয়ামতের দিন এটি হবে অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীদের জন্য একটি ভয়াবহ লাঞ্ছনাকর অবস্থা। দুনিয়াতে যারা প্রবল ক্ষমতাধর ছিল, আখেরাতে তাদের এই অবস্থা তাদেরকে মহা লজ্জায় ডুবিয়ে দেবে। যা তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ– 'তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত ও তারা হবে হীনতায় আচ্ছন্ন। সেটা হবে সেই দিন, যেদিনের ওয়াদা তাদেরকে (দুনিয়াতে) দেওয়া হ'ত' *(মা'আরিজ ৭০/৪৪)*। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

(৪৩) এটা সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত।

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۝٤٣

(৪৪) তারা এদিন এর আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ۝٤٤

(৪৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে? **(রুকূ ২)**

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٤٥

(৪৬) আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ۝٤٦

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾

(৪৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

ذَوَاتَآ اَفۡنَانٍ ﴿٤٨﴾

(৪৮) দু'টিই ঘন পল্লবিত।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾

(৪৯) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

فِيۡهِمَا عَيۡنٰنِ تَجۡرِيٰنِ ﴿٥٠﴾

(৫০) উভয়টিতে রয়েছে সদা বহমান দু'টি প্রস্রবণ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾

(৫১) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

فِيۡهِمَا مِنۡ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوۡجٰنِ ﴿٥٢﴾

(৫২) উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফলের দু'টি করে জোড়া।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾

(৫৩) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

مُتَّكِـِٕيۡنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنۡ اِسۡتَبۡرَقٍ وَجَنَا الۡجَنَّتَيۡنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

(৫৪) সেখানে তারা ঠেস দিয়ে বসবে এমন বিছানায় যার যমীন হবে পুরু রেশমের। আর দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নাগালের মধ্যে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾

(৫৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

فِيۡهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِ، لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ اِنۡسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾

(৫৬) সেখানে রয়েছে আনতনয়না রমণীগণ, যাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾

(৫৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

كَاَنَّهُنَّ الۡيَاقُوۡتُ وَالۡمَرۡجَانُ ﴿٥٨﴾

(৫৮) তারা যেন মুক্তা ও প্রবাল সদৃশ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾

(৫৯) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

هَلۡ جَزَآءُ الۡاِحۡسَانِ اِلَّا الۡاِحۡسَانُ ﴿٦٠﴾

(৬০) উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত হ'তে পারে কি?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾

(৬১) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

তাফসীর :

(৪৪) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ 'তারা এদিন এর আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে'। অর্থাৎ তারা একবার আগুনে দগ্ধীভূত হবে, একবার পুঁজ-রক্ত মিশ্রিত উত্তপ্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পানি পান করবে। যা তাদের পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ– فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ– 'যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শৃংখল পরিয়ে উপুড়মুখী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে-'। 'উত্তপ্ত জাহান্নামে। অতঃপর সেখানে তারা আগুনে দগ্ধীভূত হবে' *(মুমিন/গাফের ৪০/৭১-৭২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ– 'ফুটন্ত ঝর্ণা হ'তে তাদের পান করানো হবে' *(গাশিয়াহ ৮৮/৫)*। حَمِيمٍ آنٍ অর্থ اِنْتَهَي حَرُّهُ وَاشْتَدَّ غَلَيَانُهُ 'যার উত্তাপ চূড়ান্তসীমায় পৌঁছেছে এবং যার অগ্নিশিখা উচ্চতম হয়েছে' *(ক্বাসেমী)*। প্রত্যেক বস্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে তাকে বলা হয় قَدْ أَنَى 'সে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে' *(ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ 'খাওয়ার জন্য আহার্য প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষা না করে তোমরা নবীগৃহে প্রবেশ করো না' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। ক্বাতাদাহ বলেন, يَطُوفُونَ مَرَّةً بَيْنَ الْحَمِيمِ وَمَرَّةً بَيْنَ الْجَحِيمِ 'তারা একবার ফুটন্ত পানির মধ্যে, একবার জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ছুটাছুটি করবে' *(কুরতুবী)*।

(৪৬) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান'। হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, অত্র আয়াত জিন ও ইনসান সকলের জন্য 'আম। অতএব এটিই বড় দলীল যে, ঈমানদার ও মুত্তাক্বী জিনেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে *(ঐ, তাফসীর অত্র আয়াত)*। তাছাড়া সূরাটির সর্বত্র জিন ও ইনসানকে উদ্দেশ্য করেই বক্তব্য রাখা হয়েছে। অতঃপর দুই জান্নাত। যার ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ فِضَّةٍ وَجَنَّتَيْنِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ.. 'দু'টি জান্নাতের একটির সকল তৈজসপত্র ও সেখানে যা কিছু আছে সবই হবে রৌপ্য নির্মিত এবং অপরটির হবে স্বর্ণ নির্মিত'...।[৩১৯]

(৪৮) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ 'দু'টিই ঘন পল্লবিত'। ذَوَاتَا أَفْنَانٍ অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ذَوَاتَا أَلْوَانٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ 'নানাবিধ ফলমূলে পূর্ণ'। যার একবচন হ'ল فَنٌّ। মুজাহিদ

৩১৯. তিরমিযী হা/২৫২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৬; বুখারী হা/৪৮৮০; মুসলিম হা/১৮০; 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৬১৬ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

বলেন, الْأَفْنَانُ অর্থ الْأَغْصَانُ ‘শাখা সমূহ’। যার একবচন হ’ল فَنَنٌ *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ ‘শ্যামল সুন্দর শাখা পত্র বিশিষ্ট’। যার প্রতিটি পুষ্ট ফলে পূর্ণ *(ইবনু কাছীর)*। মোটকথা ঘন পল্লবিত ও নানাবিধ ফলসমূহে সুশোভিত বাগিচাদ্বয়।

(৫০) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ‘উভয়টিতে রয়েছে সদা বহমান দু’টি প্রস্রবণ’। ইবনু আব্বাস ও হাসান বাছরী বলেন, দু’টি ঝর্ণার একটির নাম ‘সালসাবীল’ *(দাহর ৭৬/১৮)*। স্বচ্ছতম পানি প্রবাহের কারণে একে ‘সালসাবীল’ বলা হয়েছে। অন্যটির নাম ‘তাসনীম’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৭)*। যা আল্লাহ্র সর্বোচ্চ নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য নির্ধারিত *(ঐ, ২৮ আয়াত; কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(৫২) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ‘উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফলের দু’টি করে জোড়া’। زَوْجَانِ অর্থ صِنْفَانِ ‘দু’টি প্রকার’ *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। এর দ্বারা টক-মিষ্টি, ঝাল-তিতা তথা সব ধরনের স্বাদ ও গন্ধের ফল-ফলাদি বুঝানো হয়েছে। যে যেটা পসন্দ করে, সে সেটা পাবে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এখানে ‘দু’টি করে জোড়া’ বলে সকল প্রকার বুঝানো হয়েছে। যা মানুষ চেনে ও যা চেনে না। যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি, হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি *(ইবনু কাছীর)*।

(৫৪) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ ‘সেখানে তারা ঠেস দিয়ে বসবে এমন বিছানায় যার যমীন হবে পুরু রেশমের’। مُتَّكِئِينَ ‘তারা ঠেস দিয়ে বসবে’। এর দ্বারা ‘অবস্থা’ (حـــال) বুঝানো হয়েছে আল্লাহভীরুদের। اَلْإِتِّكَـــاءُ অর্থ اَلْإِضْـــطِجَاعُ ঠেস দেওয়া বা হেলান দেওয়া। بَطَائِنُ একবচনে بِطَانَةٌ অর্থ গোপন অংশ। অর্থাৎ বিছানার নীচের অংশ। إِسْـــتَبْرَقٌ অর্থ ‘মোটা রেশম’। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বিছানার নিম্নাংশ যদি পুরু রেশমের হয়, তাহ’লে উপরাংশ কতইনা ঝলমলে ও কতই না সুন্দর!

–وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ‘আর দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নাগালের মধ্যে’। جَنَي يَجْنِيْ جَنِيًّا ‘আহরণ করা’ دَنَا يَدْنُوْ دُنُـــوًّا ‘নিকটবর্তী হওয়া’। সেখান থেকে دَانٍ যা মূলে ছিল دَانِي অর্থ ‘নিকটবর্তী’। دُنُوٌّ থেকে دُنْيَـــا অর্থ ‘নিকটতর’। কেননা আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া নিকটতর। এখানে جَنَّتَيْنِ دَانِيَتَـــيْنِ হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু হয়নি একারণে যে, جَنَّتَيْنِ স্ত্রীলিঙ্গ হ’লেও তা অপ্রাণীবাচক। অতএব তার ছিফাত পুংলিঙ্গের হওয়া দোষের নয়। অতঃপর دَانِـــي এর স্থলে دَانٍ হয়েছে পূর্বের আয়াতের সঙ্গে অন্তঃমিল ঠিক রাখার জন্য। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা অন্যত্র এসেছে, قُطُوفُها دانِيَةٌ ‘যার ফলসমূহ হবে নাগালের

মধ্যে *(আল-হাক্কাহ ৬৯/২৩)*। আরও ব্যাখ্যা এসেছে, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا 'গাছের ছায়াগুলি তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং ফল-মূল সমূহ হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে' *(দাহর ৭৬/১৪)*। অর্থাৎ শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে যেভাবেই তারা ফল পেতে চায়, সেভাবেই ফলসহ গাছ তাদের নাগালের মধ্যে চলে আসবে।

(৫৬) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ 'সেখানে রয়েছে আনতনয়না রমণীগণ'। এখানে فِيهِنَّ বলে فِي جَنَّتَيْنِ 'দুই জান্নাতের মধ্যে' বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। যাজ্জাজ বলেন, এখানে فِيهِمَا দ্বিবচন না বলে فِيهِنَّ বহুবচন বলার মাধ্যমে দুই জান্নাত এবং এর মধ্যকার নে'মত সমূহকে বুঝানো হয়েছে। যা তার অধিবাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে *(কুরতুবী)*। لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ– 'যাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি'। অর্থ لَمْ يَمْسَسْهُنَّ 'তাদেরকে স্পর্শ করেনি'। الطَّمْثُ অর্থ الْمَسُّ 'স্পর্শ করা'। তবে এখানে অর্থ لَمْ يُصِبْهُنَّ بِالْجِمَاعِ 'তাদের সঙ্গে সহবাস করেনি' *(কুরতুবী)*।

جَانٌّ অর্থ জিন জাতি। এটি اِسْمُ جَمْعٍ বহুবচনে جِنَّانٌ *(কুরতুবী)*। ইবনু কাছীর বলেন, অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে যে, ঈমানদার জিনেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যামরাহ বিন হাবীবকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, জিন কি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সেখানে তারা নারী জিনকে বিবাহ করবে। যেমন ঈমানদার পুরুষেরা তাদের নারীদের ও হূরদের বিবাহ করবে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। এর মধ্যে প্রতিবাদ রয়েছে ঐ ব্যক্তিদের যারা ধারণা করেন যে, ঈমানদার জিনদের কোন ছওয়াব নেই। তাদের প্রতিদান এই যে, তাদের কোন শাস্তি দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ মাটিতে পরিণত করবেন' *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

(৬২) এই দু'টি উদ্যান ছাড়াও রয়েছে আরও দু'টি উদ্যান।	وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾
(৬৩) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾
(৬৪) ঘনকালো এ উদ্যান দু'টি।	مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾
(৬৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾
(৬৬) উভয় উদ্যানে রয়েছে উচ্ছ্বলিত দুই ঝর্ণাধারা।	فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٧

(৬৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۝٦٨

(৬৮) সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٩

(৬৯) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۝٧٠

(৭০) সেগুলিতে রয়েছে সুশীলা সুন্দরীগণ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧١

(৭১) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ۝٧٢

(৭২) তাঁবুতে সুরক্ষিত হূরগণ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٣

(৭৩) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝٧٤

(৭৪) তাদের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন তাদেরকে স্পর্শ করেনি।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٥

(৭৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝٧٦

(৭৬) তারা ঠেস দিয়ে বসবে সবুজ বালিশে ও সুন্দর নকশাদার গালিচার উপরে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٧

(৭৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন নে'মতকে অস্বীকার করবে?

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝٧٨

(৭৮) বরকতময় তোমার প্রভুর নাম, যিনি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। **(রুকূ ৩)**

তাফসীর :

(৫৮) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ 'তারা যেন মুক্তা ও প্রবাল সদৃশ'। الْيَاقُوتُ অর্থ স্বচ্ছ পাথর, যার এক পাশে একটা সূতা রাখলেও অন্য পাশ থেকে তা দেখা যায়। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, هُنَّ فِي صَفَاءِ الْيَاقُوتِ وَبَيَاضِ الْمَرْجَانِ 'এইসব নারীরা হবে স্বচ্ছতায় মুক্তা সদৃশ এবং ফর্সায় হবে প্রবাল সদৃশ' *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَحُورٌ عِينٌ- كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ- 'আর তাদের জন্য থাকবে আনতনয়না হূরগণ'।

'আবরণে মোড়ানো মুক্তা সদৃশ' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/২২-২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ– 'প্রত্যেক মুমিনের জন্য সেদিন থাকবে দু'জন করে স্ত্রী হূরদের মধ্য হ'তে। তাদের সৌন্দর্য এত বেশী হবে যে, তাদের পায়ের নলার মধ্যকার মজ্জা তাদের গোশত ও হাড্ডির পিছন থেকেও দেখা যাবে'।[৩২০] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا– 'জান্নাতের কোন নারী যদি পৃথিবীর দিকে একবার উঁকি মারে, তাহ'লে উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আলোকিত হয়ে যাবে এবং সবকিছু সুগন্ধিতে ভরে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম'।[৩২১]

(৬০) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلاَّ الْإِحْسَانُ 'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত হ'তে পারে কি?' এখানে هَلْ চারটি অর্থে আসতে পারে। ১. প্রশ্ন অর্থে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا 'এখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পেয়েছ কি?' *(আ'রাফ ৭/৪৪)*। ২. قَدْ বা নিশ্চয়তা অর্থে। যেমন আল্লাহ বলেন, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا– 'নিশ্চয়ই মানুষের উপর যুগের এমন একটি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না' *(দাহর ৭৬/১)*। ৩. أَمْرٌ নির্দেশ অর্থে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ– 'অতএব এক্ষণে তোমরা (মদ-জুয়া থেকে) নিবৃত্ত হবে কি?' *(মায়েদাহ ৫/৯১)*। ৪. جَحْدٌ বা অস্বীকার অর্থে। যেমন فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ– 'আল্লাহ্র বাণী সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ব্যতীত রাসূলগণের উপর অন্য কোন দায়িত্ব আছে কি?' *(নাহল ১৬/৩৫)*। অর্থাৎ অন্য কোন দায়িত্ব নেই *(কুরতুবী)*।

অত্র আয়াতে উপরোক্ত চারটি অর্থই প্রযোজ্য হ'তে পারে। অর্থাৎ দুনিয়াতে তাওহীদ ও সুন্নাহ অনুযায়ী সৎকর্ম সমূহের প্রতিদান আখেরাতে জান্নাত ব্যতীত আর কি হ'তে পারে? যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ– 'যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য

---

৩২০. বুখারী হা/৩২৫৪; মুসলিম হা/২৮৩৪; মিশকাত হা/৫৬১৯, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৩২১. বুখারী হা/২৭৯৬; মিশকাত হা/২৬১৪, হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে।

রয়েছে জান্নাত এবং আরও কিছু অতিরিক্ত। তাদের চেহারা সমূহকে মলিনতা ও অপমান আচ্ছন্ন করবে না। তারা হ'ল জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে' *(ইউনুস ১০/২৬)*। আর সেই অতিরিক্ত পুরস্কারটি হ'ল আল্লাহকে তাঁর স্বরূপে দর্শন।[৩২২] যেমন আল্লাহ বলেন, –وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ– إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে'। 'তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩)*।

(৬২) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ 'এই দু'টি উদ্যান ছাড়াও রয়েছে আরও দু'টি উদ্যান'। অর্থাৎ প্রথম দু'টি জান্নাত ছাড়াও আরও দু'টি জান্নাত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যার স্তর ভিন্ন হবে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। নিঃসন্দেহে পরের দু'টির স্তর সম্মান, মর্যাদা, আরাম-আয়েশ সবদিক দিয়ে উন্নত হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুমিনের জন্য দু'টি জান্নাত থাকবে। যার ভিতরকার সবকিছু হবে স্বর্ণের এবং দু'টি জান্নাত থাকবে। যার ভিতরকার সবকিছু হবে রৌপ্যের'।[৩২৩] প্রথম দু'টি নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য এবং শেষের দু'টি হবে ডান সারির বান্দাদের জন্য *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(৬৪) مُدْهَامَّتَانِ 'ঘনকালো এ উদ্যান দু'টি'। অর্থ سَوْدَاوَانِ مِنْ شِدَّةِ الْخُضْرَةِ مِنَ الرَّيِّ 'তরতাযা হওয়ায় সবুজের কারণে কালোবর্ণ' الدُّهْمَةُ অর্থ السَّوَادُ কালো বর্ণ। বলা হয়ে থাকে فَرَسٌ أَدْهَمُ 'কালো উট'। نَاقَةٌ دَهْمَاءُ 'কালো উটনী'। ادْهَامَّ الشَّيْءُ ادْهِيمَامًا অর্থ اسْوَادَّ 'বস্তুটি দারুণ কালো হয়ে গেছে'। আরবরা প্রত্যেক সবুজকে কালো বলে থাকে *(কুরতুবী)*। সেখান থেকে مُدْهَامَّتَانِ 'ঘনকালো দু'টি উদ্যান' যা গাঢ় সবুজের কারণে কালো বর্ণ ধারণ করেছে।

(৬৬) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ 'উভয় উদ্যানে রয়েছে উচ্ছ্বলিত দুই ঝর্ণাধারা'। نَضَّاخَتَانِ অর্থ فَوَّارَتَانِ بِالْمَاءِ 'উচ্ছ্বলিত দু'টি ঝর্ণাধারা'। এতে বুঝানো হয়েছে যে, النَّضْخُ أَكْثَرُ مِنَ الْجَرْيِ 'উচ্ছ্বলিত প্রবাহ সাধারণ প্রবাহের চাইতে বেশী' *(কুরতুবী)*। আর নিঃসন্দেহে তা আকর্ষণীয়।

(৬৮) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ 'সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও ডালিম'। এখানে ফলমূল বলার পর খেজুর ও ডালিম বলা হয়েছে দু'টি কারণে। (১) এ দু'টি ফলকে খাছ

৩২২. মুসলিম হা/১৮১, ৬৩৩; বুখারী হা/৭৪৩৪; মিশকাত হা/৫৬৫৬, ৫৬৫৫, ছুহায়েব ও জারীর (রাঃ) থেকে।
৩২৩. বুখারী হা/৪৮৮০; মুসলিম হা/১৮০; মিশকাত হা/৫৬১৬ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে।

করার জন্য। (২) এর মাধ্যমে এ ফল দু'টির গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোর জন্য। যেমন ফেরেশতা বলার পর জিব্রীল ও মীকাঈলকে পৃথকভাবে বলা হয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোর জন্য *(বাক্বারাহ ২/৯৮)*। অথবা এজন্য যে, খেজুর হ'ল ফল ও খাদ্য। আর ডালিম হ'ল ফল ও ঔষধি। একারণেই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, যদি কেউ শপথ করে যে, ফল খাবে না। অতঃপর সে ডালিম অথবা রুত্বাব তথা ডাসা খেজুর খায়, তাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু তাঁর দুইজন শিষ্য আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ এবং অন্যেরা এর বিরোধিতা করেছেন' *(কাশশাফ, কুরতুবী)*।

(৭০) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ 'সেগুলিতে রয়েছে সুশীলা সুন্দরীগণ'। خَيْرَاتٌ حِسَانٌ অর্থ فَاضِلاَتُ اَلْأَخْلاَقِ حِسَانُ الْخَلْقِ 'সর্বোত্তম চরিত্রের ও সুন্দরতম অবয়বের নারীগণ' *(কাশশাফ)*। خَيْرَاتٌ একবচনে خَيْرٌ অর্থ ذَوَاتُ خَيْرٍ 'কল্যাণের অধিকারীগণ' *(কুরতুবী)*। এজন্যেই জানাযার দো'আয় পড়া হয়ে যাকে اَللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ 'হে আল্ল-াহ! তুমি তাকে জোড়া দাও যা তার দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম' *(মুসলিম হা/৯৬৩)*।

(৭২) حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ 'তাঁবুতে সুরক্ষিত হূরগণ'। حُورٌ 'হূর' হ'ল আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি, যাদেরকে জান্নাতী পুরুষদের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।[৩২৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلاً، فِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ، مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ- 'নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে মুক্তাখচিত তাঁবু রয়েছে। যা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ত্রিশ মাইল করে, অন্য বর্ণনায় ষাট মাইল করে। যার প্রত্যেক কুঠরীতে বাসিন্দা থাকবে। ঈমানদার খাদেমরা সেখানে সর্বদা চলাফেরা করবে। কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাবে না'।[৩২৫]

'হূর' (حُوْرٌ) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। এটি জান্নাতী পুরুষদের জন্য নির্ধারিত। তবে জান্নাতী মহিলাদের জন্য অবশ্যই জান্নাতী স্বামী হবেন। যদিও তাদেরকে হূর বলা হবে না। নারীদের প্রতি পুরুষদের অধিক আসক্তির কারণে কুরআনে পুরুষদের জন্য হূরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জান্নাতী নারীদের জন্য তাদের স্বামীর ব্যাপারে কুরআন চুপ রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের কোন স্বামী থাকবে না। বরং বনু আদমের মধ্য থেকেই তাদের স্বামী থাকবেন *(ফাতাওয়া উছায়মীন নং ১৭৮, ২/৫৩)*। যেমন আল্লাহ সেদিন বলবেন, 'তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ কর' *(যুখরুফ ৪৩/৭০)*। দুনিয়াতে নারী ও পুরুষ পরস্পরের কাম্যবস্তু হিসাবে জান্নাতেও প্রত্যেকে তা পাবে।

---

৩২৪. দ্রঃ মাসিক 'আত-তাহরীক' ১৯/৯ সংখ্যা জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর নং ৩/৩২৩।
৩২৫. বুখারী হা/৪৮৭৯, ৩২৪৩; মুসলিম হা/২৮৩৮; তিরমিযী হা/২৫২৮।

যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং যা কিছু তোমরা দাবী করবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩১)*। অতএব জান্নাতে নারীগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী স্বামী পাবেন।

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ অর্থ مَحْبُوسَاتٌ حَبْسُ صِيَانَةٍ وَتَكْرِمَةٍ 'নিরাপত্তা ও মর্যাদাগত কারণে সুরক্ষিত অবগুণ্ঠনবতী নারীগণ' *(কুরতুবী)*। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ 'সেখানে রয়েছে আনতনয়না রমণীগণ' *(রহমান ৫৫/৫৬)*। خِيَامٌ একবচনে خَيْمَةٌ তাঁবু বা উটের পিঠের হাওদা, যার মধ্যে নারীরা অবস্থান করে। আরবরা উটের পিঠের হাওদাকে অনেক সময় 'খিয়াম' বলে *(ক্বাসেমী)*। এতে বুঝা যায় যে, সম্ভ্রান্ত নারীদের লক্ষণ হ'ল, তারা পর্দার মধ্যে থাকে। উলঙ্গ বা বেহায়া নয়।

(৭৬) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ 'তারা ঠেস দিয়ে বসবে সবুজ বালিশে ও সুন্দর নকশাদার গালিচার উপরে'। رَفْرَفٌ ও عَبْقَرِيٌّ একবচনে رَفْرَفَةٌ ও عَبْقَرِيَّةٌ অথবা رَفْرَفٍ ও عَبْقَرِيٍّ দু'টিই একবচনের, যা বহুবচনের অর্থ দেয়। رَفَارِفٌ ও عَبَاقِرٌ বহুবচনের বহুবচন। رَفْرَفٌ অর্থ খাট-পালঙ্ক, ঠেস বালিশ বা মাথার বালিশ। عَبْقَرِيٌّ অর্থ কার্পেট বা গালিচা। حِسَانٌ অর্থ সর্বোত্তম *(ক্বাসেমী)*। অথবা عَبْقَرِيٌّ অর্থ ثِيَابٌ مَنْقُوشَةٌ تُبْسَطُ 'নকশাদার কাপড় যা বিছানো হয়' *(কুরতুবী)*।

যদি বলা হয় প্রথমে দু'টি জান্নাতের কথা বলার পরে وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ 'ঐ দু'টি ব্যতীত আরও দু'টি জান্নাত' বলার মাধ্যমে প্রথম দু'টির মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না কি? জবাবে বলা হবে যে, প্রথম দু'টি ও পরের দু'টি মোট চারটি জান্নাতের প্রত্যেকটিরই পৃথক স্তরভেদ রয়েছে। কোনটি স্বর্ণের, কোনটি রৌপ্যের, কোনটি নৈকট্যশীল বান্দাদের, কোনটি ডান পাশের বান্দাদের, কোনটি অতি আল্লাহভীরুদের ও কোনটি তুলনামূলক কম আল্লাহভীরুদের জন্য *(কুরতুবী, কাশশাফ)*।

(৭৮) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ 'বরকতময় তোমার প্রভুর নাম, যিনি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী'। ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ অর্থ ذِي الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ 'মহত্ত্ব ও অহংকারের অধিকারী'। এর দ্বারা আল্লাহ্র সর্বোচ্চ সত্তাকে বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুলাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে যখন সালাম ফিরাতেন, তখন বলতেন, –اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 'হে

আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় তুমি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক' এতটুকু পাঠ করতে যে সময় লাগে, ততটুকু পরিমাণের অতিরিক্ত বসতেন না'।[৩২৬]

কুরতুবী বলেন, 'আমের পাঠ করেছেন ذُو الْجَلاَلِ 'ওয়াও' দিয়ে। এটিকে তিনি اِسْـــمُ-এর ছিফাত হিসাবে নিয়েছেন। আর এটি হ'ল تَقْوِيَةٌ لِكَوْنِ الْاِسْمِ هُوَ الْمُسَمَّي 'নামকে সত্তা গণ্য করার অর্থকে শক্তিশালী করার জন্য। অন্যেরা ذِي الْجَـــلاَلِ পড়েছেন 'ইয়া' দিয়ে। যাকে رَبِّكَ এর ছিফাত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, كَأَنَّهُ يُرِيْدُ بِهِ الْاِسْمَ الَّذِيْ اِفْتَـــتَحَ بِـــهِ السُّـــوْرَةَ 'এর দ্বারা যেন তিনি 'রহমান' নামকে ধারণা করেছেন। যা দিয়ে তিনি সূরা শুরু করেছেন। অতঃপর তিনি জিন ও ইনসান সৃষ্টি, আসমান ও যমীন সৃষ্টি এবং জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি ইত্যাদি বর্ণনার পর সূরার শেষে এসে বলছেন, تَبَارَكَ اسْـــمُ رَبِّـــكَ 'বরকতময় তোমার প্রভুর নাম..'। এর দ্বারা তিনি লোকদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে,-فَهَذَا كُلُّهُ لَكُمْ مِنِ اسْمِ الرَّحْمَنِ فَمَدَحَ اسْـــمَهُ- 'সূরার মধ্যে তোমাদের জন্য বর্ণিত সবকিছু 'রহমান' নাম হ'তে নির্গত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ স্বীয় নামের প্রশংসা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, ذِي الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ اى جَلِيلٌ فِـــي ذَاتِهِ، كَرِيمٌ فِي أَفْعَالِهِ- 'তিনি স্বীয় সত্তায় প্রতাপান্বিত ও স্বীয় কর্মে দয়ালু' *(কুরতুবী)*।

কুরতুবী যেন এখানে আল্লাহ্র নামকেই সত্তা বুঝাতে চেয়েছেন এবং তাঁর নাম ও নামীয় সত্তাকে পৃথক ধারণা করেছেন। যেটি আশ'আরী ও মু'তাযেলীদের ভ্রান্ত আক্বীদার অনুকরণ। মু'তাযেলীরা তাদের কালেমা শাহাদাতে সরাসরি আল্লাহ ও মুহাম্মাদ-এর নাম নেন না। তারা বলেন, আল্লাহ ইল্ম (জ্ঞান) ছাড়াই 'আলীম' (সর্বজ্ঞ), কুদরত (শক্তি) ছাড়াই 'ক্বাদীর' (সর্বশক্তিমান), হায়াত (জীবন) ছাড়াই 'হাই' (চিরঞ্জীব) ইত্যাদি।[৩২৭] এভাবে তারা আল্লাহ্র নাম ও তাঁর নামীয় সত্তাকে পৃথক ধারণা করেন এবং আল্লাহকে গুণহীন নামীয় সত্তা বলেন। তাঁদের মতে আল্লাহ্র সত্তা যেমন সনাতন (ক্বাদীম), তাঁর গুণাবলীকেও তেমনি সনাতন মনে করলে 'শিরক' করা হবে *(থিসিস ৯৯ পৃঃ)*। অথচ এগুলি স্রেফ ধারণা মাত্র। ফুলকে যেমন তার সুগন্ধি থেকে পৃথক করা যায় না, চন্দ্রকে যেমন তার জ্যোতি থেকে পৃথক করা যায় না, আল্লাহকে তেমনি তার গুণাবলী থেকে পৃথক করা যায় না। যদি ফুলের সৌরভ না থাকে, চন্দ্রের জ্যোতি না থাকে, তাহ'লে এসবের কি গুরুত্ব আছে? অতএব আল্লাহকে গুণহীন সত্তা কল্পনা করা আল্লাহকে অস্তি

৩২৬. মুসলিম হা/৫৯২; মিশকাত হা/৯৬০।
৩২৭. শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১/৪৩-৪৬।

Contents

ত্বহীন শূন্যসত্তা গণ্য করার শামিল। যা মানুষের মধ্যে নাস্তিকতা সৃষ্টি করবে। কেননা যে আল্লাহ্র কোন গুণ নেই, সে আল্লাহকে ডেকে লাভ কি? অতএব যুক্তিবাদের আড়ালে মু'তাযেলী বিদ্বানগণ চরম ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছেন। আর তাদের অতি যুক্তিবাদে প্রভাবিত হয়েছেন অনেক সুন্নী মুফাসসির।

ইবনু হযম বলেন, এখানে اِسْمٌ শব্দটিকে তার মূল অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। যারা নামকে নামীয় সত্তা বলেন তিনি তাদের প্রতিবাদ করে বলেন, تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ আয়াতের মধ্যে 'বরকত' ছিফাতটি আল্লাহ্র নামের সঙ্গে ওয়াজিব। এই নামকেই আমরা সম্মানের সাথে পাঠ করি ও তা থেকে বরকত হাছিল করি। وَمَنْ لَمْ يَجِلَّ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَلِكَ وَلاَ أَكْرَمَهَ، فَهُوَ كَافِرٌ بِلاَ شَكٍّ– 'যে ব্যক্তি এই নামকে মর্যাদা দেয় না ও একে সম্মান করে না, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির'। অতএব কোনরূপ তাবীল বা গৌণ অর্থ করা ছাড়াই উক্ত আয়াতকে তার প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে' *(ক্বাসেমী)*। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিজস্ব আকার ও গুণাবলী রয়েছে। যা সৃষ্টিকুলের আকার ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*।

সূরা রহমানে فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ৩১ বার এসেছে। অথচ তাকীদের জন্য তিনবার বলাই যথেষ্ট ছিল। এর জবাবে সুয়ূত্বী বলেন, প্রতিটি তাকীদ তার পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি সর্বত্র একই বক্তব্য থাকত, তাহ'লে তিনবারের অধিক বলা হতো না। কেননা তাকীদ তিনবারের অধিক হয় না। আর একই বস্তু বিভিন্ন স্থানে তিনের অধিকবার বলা নিষিদ্ধ নয়। ইয বিন আব্দুস সালাম বলেন, فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আল্লাহ্র নে'মতসমূহের বিপরীতে বারবার বলা জায়েয। কেননা প্রত্যেকটি নে'মত অপরটি থেকে ভিন্ন। এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত। যদি বলা হয়, يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلاَنِ– পাঁচটি আয়াত কিভাবে নে'মত হ'ল? উত্তরে বলা হবে যে, এগুলির প্রতিটিই বড় বড় নে'মত। কেননা আল্লাহ এগুলি দ্বারা বান্দাকে কঠোরভাবে ধমকিয়েছেন তাদের মঙ্গলের জন্য। যাতে তারা কুফরী ও ফাসেক্বী থেকে বেরিয়ে ঈমান ও আনুগত্যের মধ্যে চলে আসে। আর এসবই আল্লাহ্র দয়াগুণের সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

‘ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল’ আয়াতের মধ্যে মৃত্যু ও ধ্বংসকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে ধ্বংসশীল এ নশ্বর জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ চিরস্থায়ী জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হয়’ *(ক্বাসেমী)*।

আরবদের বাকরীতিতে এরূপ বারবার বলার ও ধমকানোর বহু নযীর রয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ৩১ বারের মধ্যে ৮ বার এসেছে আল্লাহ্র বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্বলিত আয়াত সমূহের শেষে। অতঃপর ৭ বার এসেছে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি সম্বলিত আয়াত সমূহের শেষে জাহান্নামের সাতটি দরজার সংখ্যা অনুপাতে। এরপরে ৮ বার এসেছে দুই জান্নাত ও তার অধিবাসীদের বর্ণনা শেষে জান্নাতের ৮টি দরজার সংখ্যা অনুপাতে। অতঃপর ৮ বার এসেছে অন্য দু’টি জান্নাত সম্পর্কে। যে ব্যক্তি প্রথম দু’টি জান্নাতের অধিবাসীদের ন্যায় আক্বীদা ও আমলের অধিকারী হবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে শেষের আটটি নে‘মতের অধিকারী হবে এবং আল্লাহ তাকে পূর্বে বর্ণিত জাহান্নামের সাত প্রকার শাস্তি থেকে রেহাই দিবেন’ *(ক্বাসেমী)*। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর- আমীন!

॥ সূরা রহমান সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الرحمن، فلله الحمد والمنة

সূরা ওয়াক্বি‘আহ (ক্বিয়ামত)

॥ মক্কায় অবতীর্ণ। সূরা ত্বোয়াহা ২০/মাক্কী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৫৬; পারা ২৭; রুকূ ৩; আয়াত ৯৬; শব্দ ৩৭৯; বর্ণ ১৬৯২।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①

(২) সেদিন তার সংঘটনকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবে না। لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ②

(৩) যা নীচু করবে ও উঁচু করবে। خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ③

(৪) যেদিন পৃথিবী প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ④

(৫) এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤

(৬) অতঃপর সেগুলি উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ⑥

(৭) আর সেদিন তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবে। وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑦

(৮) অতঃপর ডান পাশের লোকেরা। কতই না ভাগ্যবান ডান পাশের লোকেরা! فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑧

(৯) এবং বাম পাশের লোকেরা। কতই না হতভাগা বাম পাশের লোকেরা। وَأَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ⑨

(১০) আর অগ্রভাগের লোকেরা। তারা তো অগ্রবর্তীই। وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ⑩

(১১) তারাই হ’ল নৈকট্যশীল। أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ⑪

(১২) তারা থাকবে নে‘মতপূর্ণ জান্নাত সমূহে। فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ⑫

(১৩) এক দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হ’তে। ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ⑬

(১৪) এবং কম সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হ’তে। وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ⑭

(১৫) (তারা বসবে) স্বর্ণখচিত আসন সমূহে।	عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥
(১৬) তারা তাতে ঠেস দিয়ে বসবে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে।	مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦
(১৭) তাদের সেবায় চলাচল করবে চির কিশোরগণ।	يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝١٧
(১৮) গ্লাস ও জগ নিয়ে এবং ঝর্ণা নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।	بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ، وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝١٨
(১৯) সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না বা তারা মাতাল হবে না।	لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۝١٩
(২০) (কিশোররা থাকবে) ফলমূল নিয়ে যা তারা পসন্দ করবে।	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۝٢٠
(২১) এবং পাখির গোশত নিয়ে যা তারা কামনা করবে।	وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝٢١
(২২) (আর তাদের জন্য থাকবে) আনতনয়না হূরগণ।	وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۝٢٢
(২৩) আবরণে মোড়ানো মুক্তা সদৃশ।	كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۝٢٣
(২৪) তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।	جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢٤
(২৫) সেখানে তারা শুনবেনা কোন অনর্থক কথা বা পাপের কথা।	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۝٢٥
(২৬) শান্তি আর শান্তির কথা ব্যতীত।	اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۝٢٦

গুরুত্ব : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যে বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে বৃদ্ধ করেছে সূরা হূদ, ওয়াক্বি'আহ, মুরসালাত, নাবা ও তাকভীর' প্রভৃতি।[৩২৮]

তাফসীর :

(১) إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ অর্থ إِذَا قَامَتِ الْقِيَامَةُ 'যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে'। অতীত ক্রিয়া আনা হয়েছে ঘটনার নিশ্চয়তা ব্যক্ত করার জন্য *(ইবনু কাছীর)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, –فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ 'সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে' *(আল-হাক্কাহ*

৩২৮. তিরমিযী হা/৩২৯৭; মিশকাত হা/৫৩৫৪; ছহীহাহ হা/৯৫৫।

৬৯/১৫)। এটি ক্বিয়ামতের নাম সমূহের অন্যতম *(ইবনু কাছীর)*। ওয়াক্বি'আহ নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, 'এটি অবশ্যই দ্রুত সংঘটিত হবে' *(কুরতুবী)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا- وَنَرَاهُ قَرِيبًا- 'অবিশ্বাসীরা ঐদিনটাকে অনেক দূরে মনে করে'। 'অথচ আমরা ওটাকে নিকটে মনে করি' *(মা'আরিজ ৭০/৬-৭)*। وَاقِعَةٌ বা 'ঘটনা' নামকরণের অন্যতম কারণ এই যে, এর মধ্যে ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটবে, যা আগেই জানিয়ে দেওয়া হ'ল। যেন মানুষ সতর্ক হয়। বাক্যের পূর্বে اُذْكُرُوا 'তোমরা স্মরণ কর' শব্দ উহ্য রয়েছে *(কুরতুবী)*।

(২) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ 'সেদিন তার সংঘটনকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবে না'। كَاذِبَةٌ অর্থ نَفْسٌ كَاذِبَةٍ 'মিথ্যারোপকারী ব্যক্তি' *(কাশশাফ)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ- لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ- 'প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল অবধারিত আযাব সম্পর্কে'। 'অবিশ্বাসীদের জন্য যাকে বাধা দানকারী কেউ নেই' *(মা'আরিজ ৭০/১-২)*। আল্লাহ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ- 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং সেদিন তিনি বলবেন হও, অতঃপর হয়ে যাবে (অর্থাৎ ক্বিয়ামত)। তার কথাই সত্য। আর তাঁরই জন্য রাজত্ব, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছুরই খবর রাখেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ' *(আন'আম ৬/৭৩)*।

(৩) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ 'যা নীচু করবে ও উঁচু করবে'। সেদিনকার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রবল কম্পনে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে। সূর্য-চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। পাহাড়-পর্বত উড়তে থাকবে। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ- 'যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং পরিবর্তিত হবে আকাশমণ্ডলী। আর মানুষ মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*।

(৪) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا 'যেদিন পৃথিবী প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে'। যেমন অন্যত্র এসেছে, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا- 'যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে' *(যিলযাল ৯৯/১)*। তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ

Contents

حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ– ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয় ক্বিয়ামতের প্রকম্পন অতীব ভয়ংকর বিষয়’। ‘যেদিন তোমরা দেখবে দুগ্ধদায়িনী মা তার স্তন্যপায়ী সন্তানকে ভুলে যাবে এবং গর্ভবতীর গর্ভ খালাস হয়ে যাবে। আর তোমরা মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র শাস্তি অতীব কঠিন’ *(হজ্জ ২২/১-২)*।

(৫) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ‘এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে’। بَسَّ يَبُسُّ بَسًّا অর্থ ‘চূর্ণ হওয়া’। كَمَا يُبَسُّ السَّوِيقُ ‘যেমন ছাতু চূর্ণ হয়’। আল্লাহ বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا– ‘তারা তোমাকে (ক্বিয়ামতের দিন) পাহাড় সমূহের অবস্থা কেমন হবে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাও যে, আমার প্রতিপালক ওগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে (ধূলির মত) উড়িয়ে দিবেন’ *(ত্বোয়াহা ২০/১০৫)*। অন্যত্র এসেছে, يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلاً– ‘যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হবে বহমান বালুকাস্তূপ’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/১৪)*।

(৭) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاَثَةً ‘আর সেদিন তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবে’। أَزْوَاجًا ثَلاَثَةً অর্থ أَصْنَافًا ثَلاَثَةً ‘তিন শ্রেণী’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল যারা আদমের ডান কাঁধ থেকে বের হয়েছিল এবং ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত হবে, তারা আল্লাহ্র আরশের ডান দিকে থাকবে। এরা হ’ল জান্নাতবাসী। আরেকদল যারা আদমের বাম কাঁধ থেকে বের হয়েছিল এবং বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্ত হবে, তারা আরশের বাম দিকে থাকবে। এরা হবে জাহান্নামবাসী। আরেক দল হবেন অগ্রগামী যারা আল্লাহ্র সম্মুখে থাকবেন। যারা হবেন নৈকট্যশীল এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। যাদের মধ্যে থাকবেন নবী-রাসূল, ছিদ্দীক ও শহীদগণ। যারা ডান পার্শ্বের লোকদের চাইতে সংখ্যায় কম হবেন *(ইবনু কাছীর)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা না‘মান উপত্যকায় অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে আদমের পৃষ্ঠদেশ হ’তে তার ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে বের করে আনেন ও তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। তিনি তাদেরকে আদমের সম্মুখে ছড়িয়ে দেন ক্ষুদ্র পিপীলিকা দলের ন্যায়। অতঃপর তাদের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা এতে সাক্ষী রইলাম। (আল্লাহ বলেন, এটা এজন্য নিলাম,) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা এ (স্বীকৃতি) বিষয়ে কিছু জানতাম না। অথবা একথা বলতে না পার যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা আগেই মুশরিক হয়ে গিয়েছিল, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। এক্ষণে আমাদের বাতিলপন্থী

পূর্ব-পুরুষরা যা কিছু করেছে, তার জন্য কি (আজ) আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?।[৩২৯] মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে যে, 'আল্লাহ তাঁর ডান হাত দিয়ে আদমের পিঠ থেকে একদলকে বের করেন, যারা হবে জান্নাতবাসী। পুনরায় হাত দিয়ে আরেকদলকে বের করেন যারা হবে জাহান্নামবাসী'।[৩৩০]

(১০) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 'আর অগ্রভাগের লোকেরা। তারা তো অগ্রবর্তীই'। السَّابِقُونَ 'অগ্রবর্তীগণ' অর্থাৎ 'নবীগণ' *(ইবনু কাছীর)*। হাসান বাছরী ও ক্বাতাদাহ বলেন, السَّابِقُونَ الْمُبَادِرُونَ إِلَى مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ 'প্রত্যেক উম্মতের অগ্রবর্তীগণ'। অন্য অর্থে 'অগ্রবর্তীগণ' হ'ল, فِعْلِ الْخَيِّرَاتِ كَمَا أُمِرُوا 'সৎকর্মে অগ্রবর্তীগণ যেভাবে তারা আদিষ্ট হয়েছে'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ- 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩; হাদীদ ৫৭/২১)*। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকর্মে অগ্রবর্তী হবে, সে ব্যক্তি আখেরাতে মর্যাদায় অগ্রবর্তী হবে। কেননা কর্মের উপরেই ফলাফল নির্ধারিত হয় *(ইবনু কাছীর)*। নিশ্চিতভাবে তারা ছিলেন সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে স্ব স্ব যুগের 'গোরাবা' *(ক্বাসেমী)*।

(১১) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ 'তারাই হ'ল নৈকট্যশীল'। অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে জান্নাতে নিজের নিকটবর্তী করে রাখবেন *(ক্বাসেমী)*।

(১৩) ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ 'এক দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হ'তে'। ثُلَّةٌ অর্থ جَمَاعَةٌ 'দল' *(কুরতুবী)*। এটি উহ্য 'মুবতাদা'-এর 'খবর' হয়েছে। অর্থাৎ هُمْ ثُلَّةٌ 'তারা একটি দল' *(কাশশাফ)*। এরা পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মত থেকে অথবা এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ থেকে হবে *(ইবনু কাছীর)*।

(১৪) وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ 'এবং কম সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হ'তে'। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী থেকে বা তাদের শেষের উম্মতগণ থেকে। আর এটাই স্বাভাবিক যে, প্রত্যেক উম্মতের প্রথম দল শেষের দলের চাইতে উত্তম হয়ে থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, -خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 'শ্রেষ্ঠ মানুষ হ'ল

৩২৯. আ'রাফ ৭/১৭২-১৭৩; আহমাদ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/১২১।
৩৩০. আহমাদ হা/৩১১, ছহীহ লিগায়রিহী -আরনাউত্ব; মিশকাত হা/৯৫, মুসলিম বিন ইয়াসার (রাঃ) হ'তে।

আমার যুগের (অর্থাৎ ছাহাবীগণ)। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী (অর্থাৎ তাবেঈগণ)। অতঃপর তাদের নিকটবর্তীগণ (অর্থাৎ তাবে তাবেঈগণ) *(মিরক্বাত)*।[৩৩১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, -نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ 'আমরা উম্মত হিসাবে শেষের। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন হব অগ্রবর্তী' *(বুখারী হা/৬৬২৪)*।

مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দল'-এর ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। একদল বলেছেন যে, পূর্ববর্তী দল অর্থ বিগত উম্মত সমূহ এবং পরবর্তী দল অর্থ উম্মতে মুহাম্মাদী। মুজাহিদ ও হাসান বাছরী থেকে এরূপ একটি বর্ণনা এসেছে। ইবনু জারীর এটাকে পসন্দ করেছেন। কিন্তু ইবনু কাছীর বলেন, 'একথাটি দুর্বল। কেননা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মাদীই হ'ল শ্রেষ্ঠ উম্মত' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অতএব 'আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দা' অন্য উম্মত থেকে বেশী হওয়াটা 'দূরবর্তী কথা'। সুতরাং এখানে ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ অর্থ হবে مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ 'এই উম্মতের প্রথম দিকের জামা'আত' এবং قَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ হ'ল مِنَ الْآخِرِيْنَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ 'এই উম্মতের শেষ দিকের জামা'আত *(ইবনু কাছীর)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، إِنِّى أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا . فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا- فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَكَبَّرْنَا- 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের সিকি হবে। তখন আমরা তাকবীর ধ্বনি করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে। তখন আমরা তাকবীর ধ্বনি করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। তখন আমরা তাকবীর ধ্বনি করলাম'।[৩৩২] ইবনু কাছীর বলেন, জান্নাতের বর্ণনায় এটিই চূড়ান্ত কথা। অতএব আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা' *(ইবনু কাছীর)*।

হযরত বুরায়দা আসলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأُمَمِ- 'জান্নাতীদের ১২০টি সারি হবে। তন্মধ্যে ৮০টি হবে এই উম্মতের এবং বাকী ৪০টি হবে পূর্ববর্তী উম্মত গণের'।[৩৩৩]

---

৩৩১. বুখারী হা/২৬৫২; মুসলিম হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/৩৭৬৭, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে।

৩৩২. বুখারী হা/৩৩৪৮; মুসলিম হা/২২১; মিশকাত হা/৫৫৪১ 'হাশর' অনুচ্ছেদ, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে।

৩৩৩. তিরমিযী হা/২৫৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮৯ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৫৬৪৪।

(১৫) عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ '(তারা বসবে) স্বর্ণখচিত আসন সমূহে'। مَوْضُونَةٍ অর্থ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ 'স্বর্ণখচিত আসন সমূহে' *(কুরতুবী)*। وَضِينٌ বহুবচনে وُضُنٌ অর্থ উটের ভূড়ির নীচের পাতলা ও চওড়া চর্বির জাল। যা فعيل-এর ওযনে فعول অর্থে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে مَوْضُونَةٌ হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। সেখান থেকে مَوْضُونَةٌ অর্থ স্বর্ণ দিয়ে মোড়ানো। অন্যত্র এসেছে, عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ 'সারিবদ্ধ আসন সমূহে' *(তূর ৫২/২০)*। দুই আয়াতের সমন্বিত অর্থ হ'তে পারে 'স্বর্ণে মোড়ানো সারিবদ্ধ আসন সমূহে তারা মুখোমুখি উপবেশন করবে'।

(১৬) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ 'তারা তাতে ঠেস দিয়ে বসবে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে'। মুমিনগণ তাদের স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার নিয়ে আনন্দঘন বৈঠকে মুখোমুখি আসনে ঠেস দিয়ে বসবে *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِئُونَ- 'তারা ও তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়াতলে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৫৬)*। আল্লাহ বলেন, ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ- 'তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর' *(যুখরুফ ৪৩/৭০)*। তিনি আরও বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ- 'যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী, আমরা তাদেরকে তাদের সন্তান-সন্ততির সাথে মিলিয়ে দেব। আর আমরা তাদের কর্মফল প্রদানে আদৌ কমতি করব না। বস্তুতঃ প্রত্যেকে স্ব স্ব কৃতকর্মের জন্য দায়ী' *(তূর ৫২/২১)*। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আমাদের নেককার পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের সাথে জান্নাতে মিলিত কর- আমীন!

(১৮) بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيقَ 'গ্লাস ও জগ নিয়ে এবং ঝর্ণা নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে'। أَكْوَابٌ একবচনে كُوْبٌ অর্থ পানপাত্র বা গ্লাস। أَبَارِيقَ একবচনে اِبْرِيْقٌ অর্থ জগ বা বদনা, যা ধরার জন্য আংটা থাকে। اِبْرِيْقٌ নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, لِأَنَّهُ يَبْرُقُ لَوْنُهُ مِنْ صَفَائِهِ 'স্বচ্ছতার কারণে যার রং জ্বলজ্বল করে' *(কুরতুবী)*। নিঃসন্দেহে জান্নাতের এই পানপাত্র ও জগ সমূহ দুনিয়ার জগ-গ্লাসের সাথে তুলনীয় নয়। বরং সেখানকার সবকিছুই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের আধার। সেখানকার সুরা মাদকতা আনবে না। বরং দেহে তৃপ্তি ও ফুর্তি নিয়ে আসবে এবং সেটি হবে পবিত্র শরাব। যেমন আল্লাহ বলেন, عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّإِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَّسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا

–طَهُوْرًا ‘জান্নাতীদের পোষাক হবে পাতলা সবুজ রেশমের গেঞ্জী ও মোটা রেশমের জামা। তারা রৌপ্য কংকনের অলংকার পরিহিত হবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদের পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় (শরাবান তহূরা)’ *(দাহর ৭৬/২১)*।

(১৯) لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ‘সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না বা তারা মাতাল হবে না’। অর্থাৎ لاَ تُوْجَعُ رُؤُوْسُهُمْ وَلَا يَسْكُرُوْنَ ‘তাদের মাথাব্যথা হবে না এবং তারা মাতাল হবে না’। অন্যত্র এসেছে, –لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ‘তাতে পেট ব্যথা বা মাথাব্যথার কারণ থাকবে না এবং তারা তা পান করে জ্ঞান হারাবে না’ *(ছাফফাত ৩৭/৪৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মদ্য পানের চারটি অবস্থা রয়েছে। মাতাল হওয়া, মাথা ব্যথা হওয়া, বমি হওয়া ও পেশাব হওয়া। জান্নাতের শরাবে এগুলির কিছুই থাকবে না *(ইবনু কাছীর)*।

(২৩) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ‘আবরণে মোড়ানো মুক্তা সদৃশ’। অন্যত্র এসেছে, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ– كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ– ‘আর তাদের নিকট থাকবে আনত নয়না হূর গণ’। ‘তারা হবে সুচিশুদ্ধ সুরক্ষিত ডিম্ব সদৃশ’ *(ছাফফাত ৩৭/৪৮-৪৯)*।

(২৬) اِلاَّ قِيلاً سَلاَمًا سَلاَمًا ‘শান্তি আর শান্তির কথা ব্যতীত’। অর্থাৎ সেখানে থাকবে কেবল শান্তির বাণী। কোনরূপ অশান্তি ও পাপের কথা থাকবে না। যেমনটি দুনিয়াবী জীবনে হয়ে থাকে। قِيْلاً অর্থ قَوْلاً এটি পূর্ববর্তী আয়াত لاَ يَسْمَعُونَ থেকে مفعول হিসাবে যবরযুক্ত হ’তে পারে। অর্থাৎ لاَ يَسْمَعُونَ فِيْهَا اِلَّا قِيْلاً سَلاَمًا ‘সেখানে তারা শুনবে না (শান্তির) কথা ব্যতীত’। অথবা এটি اِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٍ হয়েছে। অর্থাৎ لَكِنْ يَسْمَعُوْنَ قِيْلاً ‘কিন্তু তারা শুনবে (শান্তির) কথা’। سَلاَمًا ছিফাত হয়েছে قِيلاً-এর। দ্বিতীয় سَلاَمًا-টি প্রথম سَلاَمًا-এর ‘বদল’ হয়েছে *(কুরতুবী)*।

(২৭) আর ডান পাশের দল। কতই না ভাগ্যবান ডান পাশের দল! — وَاَصۡحٰبُ الۡيَمِيۡنِ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡيَمِيۡنِ ﴿۲۷﴾

(২৮) (তারা থাকবে) কাঁটাবিহীন কুল গাছের বাগানে। — فِىۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍ ﴿۲۸﴾

(২৯) (সেখানে আরও থাকবে) কাঁদি ভরা কলা গাছ। — وَّطَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ ﴿۲۹﴾

(৩০) তারা থাকবে প্রলম্বিত ছায়াতলে। — وَّظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ﴿۳۰﴾

(৩১) সদা প্রবহমান পানির মধ্যে।	وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾
(৩২) থাকবে প্রচুর ফলমূলের মধ্যে।	وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾
(৩৩) যা শেষ হবে না, নিষেধও করা হবে না।	لَا مَقْطُوعَةٍ وَّلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾
(৩৪) তারা থাকবে উচ্চ শয্যাসমূহে।	وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾
(৩৫) আমরা তাদেরকে (জান্নাতী রমনীদের) সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে।	إِنَّآ أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَآءً ﴿٣٥﴾
(৩৬) অতঃপর তাদেরকে আমরা করেছি কুমারী।	فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
(৩৭) সোহাগিনী, সমবয়সী।	عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾
(৩৮) এ সবই থাকবে ডান পাশের লোকদের জন্য। **(রুকূ ১)**	لِّأَصْحٰبِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾
(৩৯) যাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হ'তে।	ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾
(৪০) আরেক দল হবে পরবর্তীদের মধ্য হ'তে।	وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

তাফসীর :

(৩০) وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ 'তারা থাকবে প্রলম্বিত ছায়াতলে'। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মাধ্যমে খবর পৌঁছাতে বলেছেন যে, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ)– 'নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন বৃক্ষ রয়েছে, যদি কোন আরোহী ব্যক্তি তার নীচ দিয়ে একশ' বছর চলে, তথাপি তার সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না। এজন্য তোমরা চাইলে পাঠ কর, وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ 'থাকবে প্রলম্বিত ছায়াতলে' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৩০)*।[৩৩৪] এখানে ظِلٍّ مَّمْدُودٍ 'প্রলম্বিত ছায়া' অর্থ كُلٌّ دَائِمٌ بَاقٍ 'সার্বক্ষণিক ও স্থায়ী ছায়া' হ'তে পারে। যা বিদূরিত হয় না বা সূর্যের দ্বারা গরম হয় না *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً– 'তুমি কি তোমার প্রতিপালককে দেখনা কিভাবে তিনি ছায়াকে সম্প্রসারিত

---

৩৩৪. বুখারী হা/৪৮৮১; মুসলিম হা/২৮২৬; তিরমিযী হা/৩২৯২; মিশকাত হা/৫৬১৫।

Contents

করেন? তিনি চাইলে এটাকে স্থির রাখতে প্যারতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক' *(ফুরক্বান ২৫/৪৫)*।

(৩১) وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ 'সদা প্রবহমান পানির মধ্যে'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَّأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، 'মুত্তাক্বীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, সেখানে থাকবে বিশুদ্ধ পানির নদী সমূহ এবং দুধের নহর সমূহ, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তিত। আর থাকবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর ও পরিচ্ছন্ন মধুর নহর সমূহ' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*। مَسْكُوبٍ অর্থ جَارٍ 'প্রবহমান'। سَكَبَ يَسْكُبُ سُكُوبًا অর্থ جَرَي يَجْرِيْ جَرْيًا 'প্রবাহিত হওয়া' *(কুরতুবী)*। এখানে 'নদী' না বলে 'পানি' বলা হয়েছে পানির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। কেননা পানি ছাড়া নদী হয় না।

(৩৫) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءً 'আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে'। অর্থাৎ 'জান্নাতী রমনীদের'। অত্র আয়াতটি পূর্বের আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে أَنْشَأْنَاهُنَّ শব্দের শেষে هُنَّ সর্বনাম দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত فُرُشٍ বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। যেখানে বলা হয়েছে وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ 'তারা থাকবে সুউচ্চ শয্যাসমূহে' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৩৫)*। এখানে 'শয্যাসমূহ' বলতে জান্নাতী রমনীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা আরবরা রমনীদের فِرَاشٌ، لِبَاسٌ، اِزَارٌ 'বিছানা, পোষাক, পাজামা' ইত্যাদি নামে নামকরণ করে থাকে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ 'তারা তোমাদের পোষাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। এক্ষণে إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءً অর্থ হবে إِنَّا خَلَقْنَاهُنَّ خَلْقًا وَأَبْدَعْنَاهُنَّ إِبْدَاعًا 'আমরা তাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে অনন্যরূপে অস্তিত্ব দান করেছি' *(কুরতুবী)*। যার কোন তুলনা নেই।

(৩৭) عُرُبًا أَتْرَابًا 'সোহাগিনী, সমবয়সী'। এখানে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, 'একদিন আয়েশা (রাঃ)-এর জনৈকা বৃদ্ধা খালা তার নিকটে এলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য দো'আ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। জবাবে তিনি বললেন, হে অমুকের মা! إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ، فَوَلَّتْ تَبْكِي، فَقَالَ: أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لاَ تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا- عُرُبًا أَتْرَابًا- 'জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধাটি কাঁদতে

কাঁদতে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওকে খবর দাও যে, বৃদ্ধা অবস্থায় কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন, ‘আমরা তাদেরকে (জান্নাতী রমনীদের) সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে’। ‘অতঃপর তাদেরকে আমরা করেছি কুমারী’। ‘সোহাগিনী, সমবয়সী’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৮৭)*। মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, এ সময় জান্নাতী নারী-পুরুষের বয়স হবে ৩০ অথবা ৩৩ বছর’।[৩৩৫]

(৪০) وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ‘আরেকদল হবে পরবর্তীদের মধ্য হ’তে’। কুরতুবী বলেন, ডান পাশের দল বলতে অগ্রবর্তী দলকে বুঝানো হয়েছে। যা ইতিপূর্বে (১০ আয়াতে) বলা হয়েছে। এটি তার তাকীদ হিসাবে এসেছে। বারবার বলা হয়েছে তাদের উচ্চ সম্মান বুঝানোর জন্য *(কুরতুবী)*। ক্বাসেমী বলেন, ‘এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রথম দিকের ও শেষ দিকের ডান দলকে বুঝানো হয়েছে’ *(ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ ‘ডান দল’ প্রথম ও শেষ উভয় দিকেই বেশী হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন![৩৩৬]

(৪১) আর বাম পাশের দল। কতই না হতভাগ্য তারা! وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

(৪২) তারা থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾

(৪৩) থাকবে ঘোরকৃষ্ণ ধূম্রকুণ্ডলীর ছায়াতলে। وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾

(৪৪) যা শীতল নয় বা আরাম দায়ক নয়। لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

(৪৫) ইতিপূর্বে তারা ছিল ভোগ-বিলাসে মত্ত। إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾

(৪৬) আর তারা ঘোরতর পাপে ডুবে থাকত। وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

(৪৭) তারা বলত, যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব, তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হব? وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾

(৪৮) এমনকি আমাদের পূর্ব পুরুষেরাও? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾

(৪৯) বলে দাও! নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ।- قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾

---

৩৩৫. তিরমিযী হা/২৫৪৫; মিশকাত হা/৫৬৩৯; ছহীহাহ হা/২৯৮৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৮০৭২।
৩৩৬. এ বিষয়ে ১৩ ও ১৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

Contents

(৫০) সবাই সমবেত হবে একটি নির্ধারিত দিনের সুনির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসে)।	لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٥٠
(৫১) অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীরা!	ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝٥١
(৫২) তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে।	لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝٥٢
(৫৩) অতঃপর তা দিয়ে তোমরা উদর পূর্ণ করবে।	فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝٥٣
(৫৪) তার উপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি।	فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝٥٤
(৫৫) পান করবে তোমরা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।	فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝٥٥
(৫৬) ক্বিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।	هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝٥٦

তাফসীর :

(৪৩) وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ‘থাকবে ঘোরকৃষ্ণ ধূম্রকুণ্ডলীর ছায়াতলে’। الْيَحْمُومُ অর্থ الشَّدِيدُ السَّوَادُ ‘ঘোর কৃষ্ণবর্ণ’। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া, যা হবে কৃষ্ণবর্ণের *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র এসেছে, اِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ- اِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ- لاَ ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ- إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ- كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ- ‘চল তোমরা তার দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে (অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তির দিকে)’। ‘চল তোমরা তিন কুণ্ডলীর ছায়ার দিকে’। ‘যে ছায়া শীতল নয় এবং আগুনের উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না’। ‘যা অট্টালিকা সদৃশ বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে’। ‘যেন কৃষ্ণাভ পীত বর্ণের উষ্ট্রশ্রেণী’ *(মুরসালাত ৭৭/২৯-৩৩)*।

(৪৫) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ‘ইতিপূর্বে তারা ছিল ভোগ-বিলাসে মত্ত’। مُتْرَفِينَ অর্থ مُتَنَعِّمِينَ وَمُنْهَمِكِينَ فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ ‘প্রবৃত্তিপূজা ও ভোগ বিলাসে মত্ত’ *(ক্বাসেমী, ইবনু কাছীর)*।

(৪৬) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ‘আর তারা ঘোরতর পাপে ডুবে থাকত’। كَانُوا يُصِرُّونَ অর্থ يُصَمِّمُونَ وَلاَ يَنْوُونَ تَوْبَةً ‘তারা পাপে অটল থাকত এবং তওবার সংকল্প করত না’ *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً

أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا– ‘যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন আমরা সেখানকার সমৃদ্ধিশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দেই। তখন তারা সেখানে পাপাচারে মেতে ওঠে। ফলে তার উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা ওটাকে বিধ্বস্ত করে দেই’ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৬)*।

عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ অর্থ عَلَى الذَّنْبِ الْعَظِيمِ ‘মহাপাপে’ *(ক্বাসেমী)*। আর তা হ’ল শিরক ও বাতিল আক্বীদা সমূহ এবং ক্বিয়ামতে অবিশ্বাস। যেমন তারা কসম করে বলত, لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَّمُوتُ– ‘যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না’ *(নাহল ১৬/৩৮)*।

(৪৭-৪৮) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ‘তারা বলত, যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব, তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হব?’ ‘এমনকি আমাদের পূর্ব পুরুষেরাও?’। যেমন অন্যত্র এসেছে, بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ– أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ– ‘বরং তারা তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন দেখে বিস্ময়বোধ করে। ফলে অবিশ্বাসীরা বলে, এটাতো আশ্চর্যের ব্যাপার!’ ‘যখন আমরা মরে যাব ও মাটি হয়ে যাব (অতঃপর পুনরুত্থিত হব) সেটাতো দূরতম বিষয়’ *(ক্বাফ ৫০/২-৩)*। এখানে وَاو عَطْفٍ তথা সংযোগকারী অব্যয়ের পূর্বে প্রশ্নবোধক হামযাহ এসেছে পূর্ববর্তী বাক্য থেকে এটিকে পৃথক করার জন্য এবং না বোধক প্রশ্নকে যোরদার করার জন্য। যেমন বলা হয়েছে, لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا– ‘আল্লাহ চাইলে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরাও করত না’ *(আন‘আম ৬/১৪৮)*। এখানে وَلَا آبَاؤُنَا-এর পূর্বে আনা হয়েছে আগে-পিছের দুই বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এবং ‘না’ বোধক বক্তব্যকে যোরদার করার জন্য’ *(কাশশাফ)*।

(৪৯-৫০) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ‘বলে দাও! নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ’। এটি ৪৭-৪৮ আয়াতের প্রশ্নের জওয়াব। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ– ‘ওটা এমন একটা দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হ’ল সকলের উপস্থিত হওয়ার দিন’ *(হূদ ১১/১০৩)*।

(৫২) لَاٰكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ ‘তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে যাক্কূম বৃক্ষ থেকে’। ‘যাক্কূম’ হ’ল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত বৃক্ষ। যা জঙ্গলে জন্মে *(ক্বাসেমী)*।

(৫৪) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ‘তার উপর তোমরা পান করবে ফুটন্ত পানি’। ৫৩ আয়াতে فَمَالِئُونَ مِنْهَا স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম আনা হয়েছে ثَمَرَاتُ الزَّقُّوْمِ ‘যাক্কূম বৃক্ষের ফল সমূহে’র বিবেচনায় এবং ৫৪ আয়াতে فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ পুংলিঙ্গের সর্বনাম আনা হয়েছে شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ-এর বিবেচনায়’ *(কাশশাফ)*।

(৫৫) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ‘পান করবে তোমরা তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়’। هِيْم একবচনে اَهْيَمُ স্ত্রীলিঙ্গে هَيْمَاءُ অর্থ الْإِبِلُ الْعِطَاشُ الَّتِي لاَ تُرْوَى لِدَاءٍ يُصِيبُهَا ‘পিপাসার্ত উট, যা বিশেষ রোগের কারণে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না’। এজন্য এ রোগটিকে الدَّاءُ الْهُيَامُ বা ‘পিপাসার রোগ’ বলা হয়’ *(কুরতুবী, ফাৎহুল ক্বাদীর)*।

(৫৭) আমরাই তোমাদের সৃষ্টি করেছি। অথচ কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করছ না?	نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾
(৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তামাদের বীর্যপাত সম্পর্কে?	اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾
(৫৯) ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমরা সৃষ্টি করি?	ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾
(৬০) আমরাই তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করেছি এবং আমরা মোটেই অক্ষম নই-	نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾
(৬১) এ ব্যাপারে যে, আমরা তোমাদের মত অন্যদের পরিবর্তন করে নিয়ে আসব এবং তোমাদের সৃষ্টি করব এমন ভাবে, যে বিষয়ে তোমরা জানো না।	عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾
(৬২) আর তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হয়েছ। তাহ’লে কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করছ না?	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾
(৬৩) তোমরা যে শস্য বীজ বপন কর, সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি?	اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾

ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

(৬৪) তোমরা কি ওটা উৎপন্ন কর, না আমরা উৎপন্ন করি?

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

(৬৫) আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে অবশ্যই ওটাকে আমরা খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) (তখন তোমরা বলবে) আমরা তো নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হয়ে গেলাম।

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

(৬৭) বরং আমরা তো বঞ্চিত হয়ে গেলাম।

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

(৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি?

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

(৬৯) তোমরা কি মেঘ থেকে ওটা বর্ষণ কর, না আমরা বর্ষণ করি?

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

(৭০) যদি আমরা চাইতাম, তাহ'লে ওটাকে তিক্ত বানাতে পারতাম। অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর না?

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ﴿٧١﴾

(৭১) তোমরা যে আগুন জ্বালাও, সে বিষয়ে ভেবেছ কি?

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾

(৭২) তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমরা সৃষ্টি করেছি?

نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾

(৭৩) আমরা একে (আগুনকে) সৃষ্টি করেছি উপদেশ স্বরূপ এবং পথিকদের জন্য কল্যাণ স্বরূপ।

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

(৭৪) অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(৫৯) এ বিষয়ে সূরা 'আবাসা ১৮-১৯ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

(৬১) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ 'এ ব্যাপারে যে, আমরা তোমাদের মত অন্যদের পরিবর্তন করে নিয়ে আসব এবং তোমাদের সৃষ্টি করব এমন ভাবে, যে বিষয়ে তোমরা জানো না'। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে পুনরায়

সৃষ্টি করবেন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ও অবয়বে *(ইবনু কাছীর)*। তিনি আখেরাতে অহংকারীদের পিপীলিকা সদৃশ করে সৃষ্টি করবেন।[৩৩৭] কাউকে উপুড়মুখী করে হাঁটাবেন *(ক্বামার ৫৪/৪৮; মুল্ক ৬৭/২২)*। যেমন এ দুনিয়াতেই আল্লাহ ইহূদীদের নিকৃষ্ট বানরে পরিণত করেছিলেন *(বাক্বারাহ ২/৬৫)*। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ– 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*। তিনি আরও বলেন, فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ– عَلَى أَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ– 'অতঃপর আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের পালনকর্তার, নিশ্চয়ই আমরা সক্ষম'। 'তাদের বদলে উত্তম কাউকে সৃষ্টি করতে। আর আমরা এটাতে আদৌ অক্ষম নই' *(মা'আরিজ ৭০/৪০-৪১)*।

(৬২) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ 'আর তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হয়েছ। তাহ'লে কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করছ না?' যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ– وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ– قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ– 'মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হ'তে? অতঃপর সে হয়ে পড়ল (পুনরুত্থান বিষয়ে) প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী'। 'আর সে আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, হাড্ডিগুলিকে কে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে?' 'তুমি বলে দাও, ওগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞ' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৯)*। তিনি বান্দাকে ধিক্কার দিয়ে বলেন, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا– 'অথচ মানুষ কি একবার মনে করে না যে, আমরা যখন ইতিপূর্বে তাকে সৃষ্টি করেছিলাম, তখন সে কিছুই ছিল না?' *(মারিয়াম ১৯/৬৭)*। তিনি বলেন, أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُّتْرَكَ سُدًى– أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنَى– ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى– فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى– أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتَى– 'মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?' 'সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না?' 'অতঃপর সে ছিল রক্তপিণ্ড। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত

৩৩৭. তিরমিযী হা/২৪৯২; মিশকাত হা/৫১১২।

করেছেন'। 'অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী'। 'তবুও কি তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৬-৪০)*।

(৬৪) এ বিষয়ে সূরা 'আবাসা ২৪-৩২ আয়াত সমূহের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

(৬৬) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ '(তখন তোমরা বলবে) আমরা তো নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হয়ে গেলাম'। لَمُغْرَمُونَ অর্থ لَمُهْلَكُوْنَ 'নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হয়ে গেলাম'। اَلْغَرَامُ অর্থ اَلْهَلاَكُ 'ধ্বংস' *(কুরতুবী)*। অথবা এর অর্থ مُلْزَمُونَ غَرَامَةً مَا أَنْفَقْنَا 'আমরা যা খরচ করেছি তাতে নিশ্চিতভাবে আমরা ঋণগ্রস্ত হয়ে গেলাম' *(ক্বাসেমী)*। তখন এটির মাছদার হবে اَلْغَرْمُ সেখান থেকে اَلْمَغْرَمُ অর্থ اَلَّذِي ذَهَبَ مَالُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ 'কোন বিনিময় ছাড়াই যার মাল চলে গিয়েছে' *(কুরতুবী)*।

(৭০) এ বিষয়ে সূরা নাবা ১৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

(৭২) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا 'তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমরা সৃষ্টি করেছি?' এ বিষয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ– 'যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাক' *(ইয়াসীন ৩৬/৮০)*। মাটি থেকে বৃক্ষ সৃষ্টি করা যেমন বিস্ময়কর, বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করা তার চাইতে বিস্ময়কর। এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

(৭৩) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً 'আমরা একে (আগুনকে) সৃষ্টি করেছি উপদেশ স্বরূপ এবং পথিকদের জন্য কল্যাণ স্বরূপ'। যাতে মানুষ এই আগুন দেখে জাহান্নামের আগুন থেকে ভীত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বনু আদম দুনিয়াতে যে আগুন জ্বালায়, সেটি জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ মাত্র'।[৩৩৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৬৯ গুণ বেশী উত্তপ্ত এবং প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির চাইতে সমপরিমাণ উত্তপ্ত'।[৩৩৯] আর আগুন দুনিয়াতে মুক্বীম-মুসাফির সকলের জন্য সর্বক্ষণ উপকারী বস্তু। আগুন ছাড়া মানুষ একটি মুহূর্ত চলতে পারে না। নিঃসন্দেহে বিদ্যুৎ আগুনেরই অন্য রূপ। যা মানুষের নিত্যসঙ্গী।

অত্র আয়াতে এটাকে মুসাফিরদের জন্য খাছ করা হয়েছে তাদের রান্না-বান্না ও আলোর জন্য এটির প্রয়োজনের তীব্রতা বুঝানোর উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে সেটি যখন মরুভূমির

---

৩৩৮. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৬৪৭; মুসলিম হা/২৮৪৩; তিরমিযী হা/২৫৮৯, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৩৩৯. বুখারী হা/৩২৬৫; মিশকাত হা/৫৬৬৫, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

নির্জন প্রান্তরে হয় কিংবা জঙ্গলে ও অথৈ সাগরের বুকে হয়। আর এ ব্যাপারে তারা মুক্বীমদের চাইতে বেশী মুখাপেক্ষী থাকে *(কুরতুবী)*।

مَنْفَعَةً لِلْمُسَافِرِينَ، لِنُزُولِهِمُ الْقَوَى ‘পথিকদের জন্য কল্যাণ স্বরূপ’। অর্থ مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ‘পথিকদের জন্য উপকারী। যারা জনশূন্য এলাকায় অবতরণ করে’। أَقْـــوَتِ وهو الْقَفْرُ الدَّارُ أَيْ خَلَتْ مِنْ سُـــكَّانِهَا ‘বাড়ীটি খালি হয়েছে। অর্থাৎ সেটি তার বসবাসকারীদের থেকে শূন্য হয়ে যায়’। অনুরূপভাবে أَقْوَي অর্থ إِذَا سَافَرَ وَنَزَلَ الْقَوَي ‘যখন কেউ সফর করে এবং জনশূন্য এলাকায় অবতরণ করে’। রবী‘ ও সুদ্দী বলেন, الْمُقْوِينَ أَيْ الْمُنْزِلِينَ الَّذِينَ لاَ زِنَادَ مَعَهُمْ– ‘ঐ সব মুসাফির যাদের কাছে আগুন নেই’ *(কুরতুবী)*।

(৭৪) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ‘অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর’। অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ্‌র সাথে অসীলা হিসাবে যেসব নাম উচ্চারণ করে, সেসব নাম থেকে আল্লাহ্‌র নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং ‘সুবহানাল্লাহ’ বল। আল্লাহ্‌র নামকে ঐসব বানোয়াট নাম সমূহ থেকে মুক্ত ঘোষণা করার জন্য অথবা তাঁর নে‘মত সমূহের শুকরিয়া আদায়ের জন্য। যা তিনি অত্র সূরায় বর্ণনা করেছেন *(কাশশাফ, ক্বাসেমী)*। এ বিষয়ে সূরা রহমান-এর শেষ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

(৭৫) অতঃপর আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচল সমূহের। فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾

(৭৬) অবশ্যই এটি একটি মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। وَإِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾

(৭৭) নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন। إِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾

(৭৮) যা ছিল সুরক্ষিত কিতাবে। فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾

(৭৯) পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করেনি। لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾

(৮০) এটি জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট হ’তে অবতীর্ণ। تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

(৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীর সাথে অবহেলা প্রদর্শন করবে? أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾

(৮২) এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের উপজীব্য করে নিবে? وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾

তাফসীর :

(৭৫) فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ‘অতঃপর আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচল সমূহের’। فَلَآ أُقْسِمُ অর্থ فَأُقْسِمُ ‘আমি শপথ করছি’। কেননা পরের আয়াতেই এসেছে وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ ‘নিশ্চয়ই এটি শপথ’ *(কুরতুবী)*। অথবা لَا অতিরিক্ত আনা হয়েছে। তাকীদের জন্য এবং কথাকে যোরদার করার জন্য *(ক্বাসেমী)*। অথবা لَا অর্থ ‘না’ হ’তে পারে। অর্থাৎ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُوْلُوْنَ ‘তোমরা যেমন বলছ, বিষয়টি তেমন নয়’। অতঃপর বাক্য শুরু হ’ল أُقْسِمُ দিয়ে *(কুরতুবী)*। অত্র আয়াতে মহাকাশ বিজ্ঞানের উৎস বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে সূরা তাকভীর ১৫-১৬ আয়াতের তাফসীর পাঠ করুন।

জ্ঞাতব্য : মহা বিশ্বের বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে বিলিয়ন-বিলিয়ন তারকা ও নক্ষত্ররাজি বিদ্যমান। যেগুলির প্রত্যেকটির রয়েছে গ্যাসীয় অবয়ব। যেগুলি তীব্র গতিতে মহাশূন্যে সন্তরণশীল। বিজ্ঞানীরা এইসব নক্ষত্রকে স্ব স্ব তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির তারতম্যের হিসাবে ৮টি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলির মধ্যে এক নম্বর সমষ্টির নক্ষত্র সমূহের তাপমাত্রা এক লক্ষ ফারেনহাইট ডিগ্রী এবং তা নীলবর্ণ সমন্বিত। সে হিসাবে যেসব নক্ষত্রের তাপমাত্রা ১১০০ ফারেনহাইট ডিগ্রী, সেগুলি পঞ্চম সমষ্টিভুক্ত। আমাদের সূর্য এই সমষ্টিভুক্ত নক্ষত্র। এই সমষ্টির প্রতীক হ’ল G. আমাদের মহান স্রষ্টা আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহে অবস্থানকারী সমস্ত সৃষ্টিকুলের জীবনদায়িনী ও জীবন রক্ষক বানিয়েছেন এই সূর্যকে। সূর্য একটি আলোদানকারী গোলাকার অবয়ব। যার পরিধি প্রায় ৮ লক্ষ ৬৫ হাযার মাইল। সূর্যের আলো ও তাপ দুটিই পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য অপরিহার্য। সূর্যের বহিরাবরণ, যেখান থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, তার তাপমাত্রা ১০৮০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। আর নক্ষত্রের তাপমাত্রার ব্যাপারটি আয়তনের ব্যাপ্তির উপর নির্ভরশীল। আমাদের সূর্য যদি বর্তমানের আকার ও অবয়বের পরিধির তুলনায় বড় হ’ত, তাহ’লে এর অভ্যন্তরে এমন এক ভয়াবহ শক্তির উদ্ভব হ’ত, যা সূর্যকে G শ্রেণী ছেড়ে অন্য শ্রেণীতে নিয়ে যেত। এই পঞ্চম সমষ্টিতে সূর্যের ন্যায় বহু মিলিয়ন নক্ষত্র আছে বলে অনুমান করা হয়েছে *(সৃষ্টিতত্ত্ব ১৪৯-১৫০ পৃ. মর্মার্থ)*। সবশেষে ৫০০০ ডিগ্রী উত্তাপ সম্পন্ন শ্রেণীর নক্ষত্রসমষ্টি লাল বর্ণধারী। এগুলিকে খোলা চোখে কখনোই দেখা যায় না। সূর্য তার উদয়কালে ও অস্তকালে বিশেষ এক লাল বর্ণ ধারণ করে। এর মধ্যে এই তত্ত্ব নিহিত রয়েছে যে, বহু দূর থেকে তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছে। আর এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে তাকে পৃথিবীর চারপাশের কঠিন বায়ুস্তর, মেঘের স্তর, পানির স্তর, ধূলার স্তর প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতা সমূহ পেরোতে হয়। ফলে তার প্রতিরোধক ও প্রতিবন্ধকতা যত বেশী হয়, তার রশ্মির বিক্ষিপ্তি তত বেশী হয় এবং সূর্য দৃশ্যতঃ তত লাল হয়ে দেখা দেয়’ *(সৃষ্টিতত্ত্ব ১৫৭ পৃ.)*।

অত্র আয়াতে ‘নক্ষত্ররাজির অস্তাচল সমূহের’ শপথকে আল্লাহ ‘একটি মহা শপথ’ হিসাবে বর্ণনা করে মানবজাতিকে মহাশূন্য গবেষণার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই সাথে উদয়াস্তের তথ্য জানিয়ে নক্ষত্র সমূহের ঘূর্ণনের একটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। যা দেড় হাযার বছর পরে বিজ্ঞানীরা এখন আবিষ্কার করতে চলেছেন। যা কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্য হ’তে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

(৭৯) لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ‘পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করেনি’। ইবনু যায়েদ বলেন, কুরায়েশ নেতারা মনে করত যে, কুরআন শয়তান নাযিল করে। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ- وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ- إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ- ‘শয়তানেরা এই কুরআন নিয়ে অবতরণ করেনি’। ‘আর তারা একাজের উপযুক্ত নয় এবং এর ক্ষমতাও রাখেনা’। ‘তাদেরকে তো অহী শ্রবণের স্থান থেকে অপসারিত করা হয়েছে’ *(শো‘আরা ২৬/২১০-১২)*। ইবনু কাছীর বলেন, একথাটিই উত্তম *(ইবনু কাছীর)*। এখানে পবিত্রগণ অর্থ লিপিকার ফেরেশতাগণ। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ- مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ- بِأَيْدِي سَفَرَةٍ- كِرَامٍ بَرَرَةٍ- ‘(এটা তো লিপিবদ্ধ আছে) সম্মানিত ফলক সমূহে’। ‘যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র’। ‘(যা লিখিত হয়েছে) লিপিকার ফেরেশতাগণের হাতে’। ‘যারা উচ্চ সম্মানিত ও পূত-চরিত্র’ *(‘আবাসা ৮০/১৩-১৬)*। আর এটির বহনকারী ছিলেন স্বয়ং ফেরেশতাগণের সর্দার জিব্রীল (আঃ)। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ- ‘তুমি বল, যে ব্যক্তি জিব্রীলের শত্রু হয় এজন্য যে, সে আল্লাহ্‌র হুকুমে তোমার হৃদয়ে কুরআন নাযিল করে থাকে। যা তার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা’ *(বাক্বারাহ ২/৯৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ- ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ- مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ- ‘নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বাহকের (জিব্রীলের) আনীত বাণী’। ‘যে শক্তিশালী এবং আরশের অধিপতির নিকটে মর্যাদাবান’। ‘যে সকলের মান্যবর ও সেখানে বিশ্বাসভাজন’ *(তাকভীর ৮১/১৯-২১)*। অর্থাৎ লওহে মাহফূযে কুরআন যেভাবে সুরক্ষিত ছিল, সেভাবেই তা জিব্রীলের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এতে কোনরূপ কমবেশী হয়নি। এক্ষণে মানুষ যেন এই মহাপবিত্র ইলাহী কিতাবকে যথাযোগ্য সম্মান করে এবং অপবিত্র অবস্থায় একে স্পর্শ না করে, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لاَ يَمَسَّ

اَلْقُرْآنَ اِلَّا طَـــاهِرٌ– ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমর ইবনু হায্মের নিকট যে পত্র লিখেন, তাতে এটাও ছিল যে, পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত যেন কেউ কুরআন স্পর্শ না করে’।[৩৪০]

উল্লেখ্য যে, ফরয গোসলের নাপাকীতে কুরআন আদৌ স্পর্শ করা যাবে না। যদিও মুখে পড়া যাবে। তাছাড়া কুরআন মুদ্রণ, বাইণ্ডিং, বহন ইত্যাদি যরূরী কাজে মুসলিম কর্মচারীগণ বিনা ওযূতে এটি স্পর্শ করতে পারবেন। কাফের-মুশরিকগণ নয়। তবে কুরআন হাতে নিয়ে তেলাওয়াত করার জন্য অবশ্যই তার পূর্বে ওযূ করতে হবে।[৩৪১]

(৮১) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُونَ ‘তবুও কি তোমরা এই বাণীর সাথে অবহেলা প্রদর্শন করবে?’ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ ‘এই বাণী’ অর্থ ‘কুরআন’। কুরআনের বহু স্থানে এভাবে কুরআনকে ‘হাদীছ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। مُدْهِنُونَ অর্থ مُتَهَاوِنُوْنَ ‘অবহেলা প্রদর্শনকারী’ *(কাশশাফ)*।

(৮২) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَـــذِّبُونَ ‘এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের উপজীব্য করে নিবে?’ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُـــمْ অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, تَجْعَلُـــونَ شُـــكْرَكُمُ التَّكْـــذِيبَ– ‘মিথ্যারোপ করাকেই তোমরা শুকরিয়া হিসাবে গণ্য করেছ’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ কুরআন নাযিল হওয়ায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে তাকে মিথ্যা বলার মাধ্যমেই তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ। এখানে شُكْرَكُمْ না বলে رِزْقَكُمْ বলা হয়েছে অকৃতজ্ঞতার ও মিথ্যারোপের চূড়ান্ত সীমা বুঝানোর জন্য *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করাকেই তোমরা তোমাদের রিযিক বা উপজীব্য করে নিয়েছ।

বস্তুতঃ কাফের-মুনাফিকদের প্রকৃত স্বভাবটাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সর্বোত্তম অলংকারের মাধ্যমে। এরা কুরআনী সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না বিধায় চটকদার যুক্তি সমূহের মাধ্যমে একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই তাদের প্রধান কর্তব্য হিসাবে মনে করে। শুধু কুরআন নাযিলের যুগেই নয়, বরং পরবর্তী যুগেও স্বার্থপর লোকেরা কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই অত্র আয়াতে رِزْقَكُمْ ‘তোমাদের উপজীব্য’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

رِزْقَكُم শব্দটিকে তার মূল অর্থেও নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ تَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ‘তোমরা তোমাদেরকে দেওয়া রিযিকের শুকরিয়া আদায় করে থাক আল্লাহ্র

---

৩৪০. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৬৮০; দারাকুৎনী হা/৪৪৯; মিশকাত হা/৪৬৫, ৪৬৭; ইরওয়া হা/১২২।

৩৪১. কুরতুবী হা/৫৭৯৯; মির‘আত ২/১৫৮-৫৯; দ্রঃ আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৬/৭ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৩, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৬৮।

উপর মিথ্যারোপ করার মাধ্যমে' *(কুরতুবী)*। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ– 'আর বায়তুল্লাহ্র নিকট তাদের ইবাদত বলতে শিস দেওয়া ও তালি বাজানো ব্যতীত কিছুই ছিল না। অতএব তোমরা তোমাদের কুফরীর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর' *(আনফাল ৮/৩৫)*। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একদিন বৃষ্টিপাত হ'ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এখন লোকদের মধ্যে কেউ কৃতজ্ঞ হ'ল কেউ অকৃতজ্ঞ হ'ল। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা বলল, هَذِهِ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ 'এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে রহমত'। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা বলল, مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا 'অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টিপাত হয়েছে'। তখন অত্র সূরার ৭৫-৮২ আয়াতগুলি নাযিল হয়'।[৩৪২] জামালুদ্দীন ক্বাসেমী আয়াত সমূহের পূর্বাপর সম্পর্কের বিবেচনায় এখানে رِزْقَكُمْ অর্থ 'কুরআন' বলেছেন। যাকে কাফেররা মিথ্যা বলেছিল *(ক্বাসেমী)*। তাঁর নিকট এ ব্যাখ্যাই 'স্পষ্টতর' (الأَظْهَر) হ'লেও পূর্বের ব্যাখ্যাই সঠিক বলে অনুমিত হয়। কারণ 'কুরআন'কে মিথ্যা বলাই তারা তাদের প্রধান উপজীব্য বানিয়েছে।

(৮৩) বেশ তাহ'লে কেন তোমরা ফিরাতে পারো না যখন তোমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।	فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ۝٨٣
(৮৪) আর তোমরা তখন কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ।	وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ۝٨٤
(৮৫) অথচ আমরা তোমাদের চাইতে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাওনা।	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَّا تُبْصِرُونَ ۝٨٥
(৮৬) বেশ যদি তোমরা এগুলি মান্যকারী না হও।	فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝٨٦
(৮৭) তাহ'লে তোমরা রূহটিকে ফিরিয়ে নাও যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও।	تَرْجِعُونَهَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝٨٧
(৮৮) এক্ষণে যদি ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।	فَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝٨٨
(৮৯) তাহ'লে তার জন্য রয়েছে শান্তি ও সুগন্ধি এবং নে'মতপূর্ণ জান্নাত।	فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيمٍ ۝٨٩

৩৪২. মুসলিম হা/৭১; মিশকাত হা/৪৫৯৬; কুরতুবী হা/৫৮০৩।

Contents

وَاَمَّآ اِنۡ كَانَ مِنۡ اَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِ ﴿٩٠﴾
(৯০) আর যদি সে ডান পাশের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়,

فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنۡ اَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِ ﴿٩١﴾
(৯১) (তাহ'লে বলা হবে) তোমার জন্য সালাম, হে ডান পাশের লোক!

وَاَمَّآ اِنۡ كَانَ مِنَ الۡمُكَذِّبِيۡنَ الضَّآلِّيۡنَ ﴿٩٢﴾
(৯২) কিন্তু সে যদি মিথ্যারোপকারী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়,

فَنُزُلٌ مِّنۡ حَمِيۡمٍ ﴿٩٣﴾
(৯৩) তাহ'লে তার আপ্যায়ন হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে।

وَّتَصۡلِيَةُ جَحِيۡمٍ ﴿٩٤﴾
(৯৪) এবং জাহান্নামে প্রবেশ দিয়ে।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الۡيَقِيۡنِ ﴿٩٥﴾
(৯৫) অবশ্যই এটি নিশ্চিতভাবে সত্য।

فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ ﴿٩٦﴾
(৯৬) অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর। **(রুকূ ৩)**

তাফসীর :

(৮৩) فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَــتِ الْحُلْقُــومَ 'বেশ তাহ'লে কেন তোমরা ফিরাতে পারো না যখন তোমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ- وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ- وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ- وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ- إِلَى رَبِّــكَ يَوْمَئِــذٍ الْمَسَــاقُ- 'কখনই না। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে'। 'এবং বলা হবে, কোথায় ঝাড়-ফুঁককারী? (অর্থাৎ চিকিৎসক)'। 'সে বিশ্বাস করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে'। 'পায়ের নলার সাথে নলা জড়িয়ে যাবে'। 'সেদিন হবে তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাওয়ার দিন' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/২৬-৩০)*।

(৮৫) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ 'অথচ আমরা তোমাদের চাইতে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাওনা'। অর্থ تَنتَظِرُونَ لَفْظَةَ النَّفَسِ الأَخير 'তোমরা তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় থাক'। কিন্তু তোমরা ফেরেশতাদের দেখতে পাওনা। জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, এর অর্থ মালাকুল মঊত। অনেকে 'আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া'-এর ব্যাখ্যা করেছেন, بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ 'জ্ঞান ও কুদরতের মাধ্যমে'। তবে 'ফেরেশতাদের দেখতে পাওনা' ব্যাখ্যাটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। যে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে, -وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 'বস্তুতঃ আমরা গর্দানের রগের চাইতেও তার নিকটবর্তী'-এর তাফসীরে *(ক্বাসেমী)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ‘আমরা তার নিকটবর্তী’ অর্থ ‘আমাদের ফেরেশতারা তার নিকটবর্তী’। যারা এর অর্থ ‘ইল্ম’ বা জ্ঞান বলেন, তারা পালিয়ে বাঁচেন। যাতে হুলূল ও ইত্তিহাদ[৩৪৩] আবশ্যিক না হয়ে পড়ে। যা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, –إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ‘আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী’ *(হিজর ১৫/৯)*। অর্থাৎ ফেরেশতারা কুরআন নাযিল করেছে আল্লাহ্র হুকুমে এবং তারাই এর হেফাযতকারী *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ– ‘পরিশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমাদের দূতগণ (ফেরেশতাগণ) তার আত্মা হরণ করে নেয় এবং এতে তারা আদৌ ত্রুটি করে না’ *(আন‘আম ৬/৬১)*।

(৮৬) فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ‘বেশ যদি তোমরা এগুলি মান্যকারী না হও’। غَيْرَ مَدِينِينَ অর্থ غَيْرُ مَمْلُوكِينَ وَلاَ مَقْهُورِينَ ‘মান্যকারী ও অনুগত না হও’ *(কুরতুবী)*। অথবা غَيْرَ مُحَاسَبِينَ وَلاَ مَجْزِيِّينَ بِأَعْمَالِكُم ‘তোমরা তোমাদের আমল সমূহের হিসাবদাতা ও বদলাপ্রাপ্ত না হও’ *(কুরতুবী)*।

(৮৭) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ‘তাহ’লে তোমরা রূহটিকে ফিরিয়ে নাও যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও’। অর্থাৎ আল্লাহকে স্বীকার না করার বিষয়ে এবং তাঁর নিকট হিসাব না দেওয়ার বিষয়ে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহ’লে রূহটিকে আল্লাহ্র কাছ থেকে ফিরিয়ে নাও। অথচ এটি আদৌ সম্ভব নয়। কারু মৃত্যুর পর তার রূহ কখনো দুনিয়ায় ফেরৎ আসে না। বরং মায়ের গর্ভে রূহ পাঠানো ও রূহ ফেরৎ নেওয়া সবই এককভাবে আল্লাহ্র এখতিয়ারে। এখানে কারু কিছুই করার ক্ষমতা নেই। যালেমরা সেদিন দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইলেও পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ– ‘আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তিনি ব্যতীত কোন অভিভাবক নেই। আর তুমি যালেমদের দেখবে যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে, (দুনিয়ায়) ফিরে যাবার কোন পথ আছে কি?’ *(শূরা ৪২/৪৪)*।

(৮৯) فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيمٍ ‘তাহ’লে তার জন্য রয়েছে শান্তি ও সুগন্ধি এবং নে‘মতপূর্ণ জান্নাত’। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

৩৪৩. হুলূল অর্থ স্বয়ং আল্লাহ তার দেহে প্রবেশ করেন এবং ইত্তিহাদ হ’ল আল্লাহ ও বান্দা এক হয়ে যাওয়া।

সৎকর্মশীল বান্দার মৃত্যুর সময় ফেরেশতা এসে বলে, اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ 'বেরিয়ে এস হে পবিত্র আত্মা! যা পবিত্র দেহে ছিলে। বেরিয়ে এস প্রশংসিতভাবে। সুসংবাদ গ্রহণ কর শান্তি ও সুগন্ধির এবং ক্রোধহীন প্রতিপালকের'।[৩৪৪] হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, 'তার নিকট আসমান থেকে সূর্য্যের ন্যায় কিরণময় চেহারায় ফেরেশতাগণ নাযিল হয়। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা তার দৃষ্টি সীমার মধ্যে বসে পড়ে। অতঃপর মালাকুল মউত এসে তার মাথার কাছে বসে। অতঃপর সে বলে, 'বেরিয়ে এস হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে। অতঃপর তার রূহ মশক থেকে নির্গত পানির মত সহজে বের হয়ে আসে। তখন ফেরেশতা সেটিকে জান্নাতী কাফন ও সুগন্ধি দ্বারা আবৃত করে। তখন তা থেকে পৃথিবীর সেরা মিশকের ন্যায় সুগন্ধি বের হ'তে থাকে। অতঃপর সেটি নিয়ে তারা আকাশে উঠতে থাকে। এসময় তারা যতই উপরে ওঠে, ততই ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করতে থাকে, এটি কার পবিত্র রূহ? তখন তারা সর্বোত্তম নামে তার পরিচয় দেয়। এভাবে তারা দুনিয়ার আকাশ পেরিয়ে যখন সপ্তম আকাশে পৌঁছে যায়, তখন মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার বান্দার আমলনামা ইল্লীঈনের মধ্যে লেখ। আর রূহটি পৃথিবীতে ফেরৎ নিয়ে যাও। কেননা আমি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর সেটি কবরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তাকে দু'জন ফেরেশতা উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। অতঃপর তারা তাকে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? আর এই ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? সে সদুত্তর দিতে পারলে বলা হয়, আমার বান্দা সঠিক বলেছে। অতএব তাকে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও! জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও! তার জন্য জান্নাতের দিকের একটি দরজা খুলে দাও![৩৪৫]

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ অর্থ رَاحَةٌ وَرِزْقٌ 'শান্তি ও পবিত্র রূযী' *(ক্বাসেমী)* হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ– 'এরাই হ'ল সত্যিকারের মুমিন। এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রূযী' *(আনফাল ৮/৪)*।

(৯১) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ '(তাহ'লে বলা হবে) তোমার জন্য সালাম, হে ডান পাশের লোক!' এই সালাম ফেরেশতাগণ দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَآئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ

৩৪৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬২৭ জানায়েয' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।
৩৪৫. আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; আহমাদ হা/১৮৫৫৭; মিশকাত হা/১৬৩০।

Contents

الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ– ‘নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল’ *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩০)*।

(৯৫) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ‘অবশ্যই এটি নিশ্চিতভাবে সত্য’। অর্থ এই খবর অবশ্যই সত্য। যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং যা থেকে কারু বাঁচারও উপায় নেই *(ইবনু কাছীর)*। এর দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ডান পাশের, বাম পাশের ও সম্মুখ ভাগের যে তিন শ্রেণীর মানুষের পরকালীন পরিণতির বর্ণনা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই নিশ্চিতভাবে সত্য। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ অর্থ هَذَا الَّذِي قَصَصْنَاهُ مَحْضُ الْيَقِينِ وَخَالِصُهُ ‘এখানে যা কিছু আমরা বর্ণনা করেছি, সেসব কেবলই সত্য ও সুনিশ্চিত’ *(কুরতুবী)*। এখানে حَقُّ الْيَقِينِ-এর কয়েকটি অবস্থা হ’তে পারে। (১) اِضَافَةُ الْمَوْصُوْفِ اِلَي الصِّفَةِ (বিশেষিত বস্তুকে বিশেষণের দিকে সম্বন্ধ করা) অর্থ الْحَقُّ الْيَقِينُ ‘হক’ যা ‘ইয়াক্বীন’ও তাই। কেবল শব্দের পার্থক্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ‘আখেরাতের গৃহ উত্তম’ *(ইউসুফ ১২/১০৯)*। অর্থাৎ আখেরাতের গৃহ যা, আখেরাতও তাই। (২) اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَي الْمَوْصُوْفِ (বিশেষণকে বিশেষিত বস্তুর দিকে সম্বন্ধ করা) অর্থ الْيَقِيْنُ الْحَقُّ ইয়াক্বীন যা, হকও তাই। (৩) اِضَافَةُ الْعَامِّ اِلَي الْخَاصِّ (সাধারণকে বিশেষ-এর দিকে সম্বন্ধ করা) অর্থ هَذَا كَعِلْمِ الْأَمْرِ الْيَقِيْنِ ‘বিষয়টি নিশ্চিত বিষয় জানার ন্যায় সত্য’ *(ক্বাসেমী)*। (৪) এটি اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلَي نَفْسِهِ (কোন বস্তুর নিজের দিকে সম্বন্ধ করা) হ’তে পারে। যেমন বলা হয়েছে عَيْنَ الْيَقِيْنِ *(তাকাছুর ১০২/৭)*। ‘দিব্য প্রত্যয়ে’ *(কুরতুবী)*। (৫) এটি তাকীদও হ’তে পারে।

অত্র আয়াত সম্পর্কে ক্বাতাদাহ বলেন, আল্লাহ কোন মানুষকে কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করা ব্যতীত ছাড়বেন না। ঈমানদারগণ দুনিয়াতে এর উপরে ঈমান আনবে। যা তাদেরকে পরকালে উপকার দেবে। পক্ষান্তরে কাফেররা ক্বিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবে ঈমান আনবে। কিন্তু তখন তা তাদের কোন কাজে আসবে না *(কুরতুবী)*।

(৯৬) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ‘অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর’। اِسْمِ رَبِّكَ-এর ব্যাখ্যা ৭৪ আয়াতে এবং ‘রহমান’ শেষ আয়াতে দ্রষ্টব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ– ‘যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহিল ‘আযীম ওয়া বিহামদিহী (মহান আল্লাহ্র জন্য সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা) পাঠ করল, সে জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করল’।[৩৪৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ– ‘দু’টি কালেমা রয়েছে যা যবানে হালকা, ওযনে ভারী এবং দয়াময়ের নিকট প্রিয়; সে দু’টি কালেমা হ’ল, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল ‘আযীম (আল্লাহ্র জন্য সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা, মহান আল্লাহ্র জন্য সকল পবিত্রতা)’।[৩৪৭]

॥ সূরা ওয়াক্বি‘আহ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الواقعة، فلله الحمد والمنة

৩৪৬. তিরমিযী হা/৩৪৬৪; মিশকাত হা/২৩০৪, হযরত জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত; ছহীহাহ হা/৬৪।
৩৪৭. বুখারী হা/৭৫৬৩; মুসলিম হা/২৬৯৪; মিশকাত হা/২২৯৮, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত।

সূরা হাদীদ (লোহা)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা যিলযাল ৯৯/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৫৭; পারা ২৭; রুকূ ৪; আয়াত ২৯; শব্দ ৫৭৫; বর্ণ ২৪৭৫।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে, তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

(২) আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাশালী।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ③

(৩) তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন; তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④

(৪) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর সমুন্নীত হয়েছেন আরশে। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু সেখান থেকে নির্গত হয়। আর যা কিছু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় ও যা কিছু সেখানে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন, যেখানেই তোমরা থাক। আর তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ দেখেন।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑤

(৫) তাঁরই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। আর আল্লাহ্র দিকেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑥

(৬) তিনি প্রবেশ করান রাত্রিকে দিবসের মধ্যে এবং প্রবেশ করান দিবসকে রাত্রির মধ্যে। আর তিনি ভালভাবে জানেন হৃদয় সমূহের গোপন কথা।

তাফসীর :

(৩) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ‘তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন; তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত’। নিম্নের হাদীছে আল্লাহ্র উক্ত নাম সমূহের ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমানোর সময় ডান কাতে শুয়ে বলতেন,

يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ-

‘আমাদের কেউ ঘুমানোর এরাদা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ডান কাতে শুয়ে এই দো‘আ পাঠের নির্দেশ দিতেন, ‘হে আল্লাহ! নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও মহান আরশের মালিক এবং আমাদের প্রতিপালক ও সকল কিছুর প্রতিপালক। শস্যদানা ও বীজের অংকুরোদ্গমকারী। তওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী। আমি তোমার নিকট সকল বস্তুর অনিষ্টকারিতা হ’তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেসবের কপালের কেশগুচ্ছ তুমি ধরে আছ। হে আল্লাহ! তুমি আদি; তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমি অন্ত; তোমার পরে কিছু নেই। তুমি প্রকাশ্য; তোমার উপরে কিছু নেই। তুমি গোপন; তোমাকে ছেড়ে কিছু নেই। আমাদের ঋণ তুমি মিটিয়ে দাও এবং আমাদের অভাব তুমি দূর করে দাও’।[৩৪৮]

যামাখশারী وَالْبَاطِنُ-এর ব্যাখ্যা করেছেন لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُدْرِكٍ بِالْحَوَاسِّ ‘তিনি গোপন এজন্য যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে অনুভব করা যায় না’। অতঃপর তিনি বলেছেন, وَفِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ جَوَّزَ إِدْرَاكَهُ فِي الْآخِرَةِ بِالْحَاسَّةِ ‘এর মধ্যে দলীল রয়েছে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনি তাঁকে আখেরাতে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করার বিষয়টি সিদ্ধ মনে করেন’ *(কাশশাফ)*। এর দ্বারা তিনি আহলে সুন্নাতের প্রতিবাদ করেছেন। কেননা তারা আখেরাতে আল্লাহ দর্শনে বিশ্বাস করেন। পক্ষান্তরে মু‘তাযেলীগণ আখেরাতে আল্লাহকে দর্শনে বা তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবে বিশ্বাসী নন। অথচ অত্র আয়াতে তাদের কোন দলীল নেই। বরং এতে প্রতিবাদ রয়েছে কাফের, মুশরিক ও ভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহের বিরুদ্ধে। যারা আখেরাতে আল্লাহকে দর্শনে বিশ্বাসী নয়। যে বিষয়ে আল্লাহ স্পষ্টভাবে

---

৩৪৮. মুসলিম হা/২৭১৩ (৬১); আবুদাঊদ হা/৫০৫১; তিরমিযী হা/৩৪০০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৪০৮।

বলে দিয়েছেন যে, كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ– 'কখনই না। তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। উক্ত বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। অথচ মু'তাযেলীগণ নানা যুক্তি দিয়ে আল্লাহ দর্শনকে এড়িয়ে যান। যামাখশারী আমলের দিক দিয়ে হানাফী মাযহাবের হ'লেও আক্বীদার দিক দিয়ে মু'তাযেলী মাযহাবের হওয়ায় তিনি এরূপ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(৪) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 'তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর সমুন্নীত হয়েছেন আরশে'। 'ছয় দিনের' ব্যাখ্যা অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ– 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে সমুন্নীত হয়েছেন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছন্ন করেন এমনভাবে যে একে অপরকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি সবই তার হুকুমের অনুগত। সাবধান! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল তিনিই। বিশ্বপালক আল্লাহ বরকতময়' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। যেখানে পৃথিবীকে প্রথমে সৃষ্ট করা হয়েছে। অতঃপর তার জন্য 'সপ্ত আকাশ' সৃষ্টি করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। যা তার জন্য সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ *(আম্বিয়া ২১/৩২)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে। অতঃপর আসমানকে সৃষ্টি করেছেন ও তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন দু'দিনে। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করেন এবং সেখানে পানি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, টিলা ও জড়জগত সৃষ্টি করেন। সেই সাথে পৃথিবীর মধ্যস্থিত সবকিছুকে সৃষ্টি করেন দু'দিনে। এভাবে পৃথিবী ও তার মধ্যেকার সবকিছুকে চারদিনে এবং আকাশমণ্ডলীকে দু'দিনে মোট ছয় দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেন' *(বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায়-৬৫, সূরা 'হামীম সাজদাহ' অনুচ্ছেদ-৪১)*।

اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ অর্থ اِرْتَفَعَ عَلَيْهِ وَعَلاَ 'তার উপর সমুন্নীত হ'লেন ও উঁচু হ'লেন' *(ক্বাসেমী)*।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ অর্থ وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ 'তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক, তাঁর জ্ঞান ও শক্তির মাধ্যমে' *(কুরতুবী)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ،... وَزَكَّى عَبْدٌ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا تَزْكِيَةُ

النَّفْسِ؟ فَقَالَ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ- ‘যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করল, সে ঈমানের স্বাদ পেল। (১) যে ব্যক্তি এক আল্লাহ্র ইবাদত করল। আর তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (২) যে খুশী মনে প্রতি বছর নিজের মালের যাকাত দিল... এবং (৩) যে নিজের নফসকে পবিত্র করল। জনৈক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! নফসকে পবিত্র করাটা কেমন? তিনি বললেন, সে যেন জানে যে, সে যেখানেই থাক আল্লাহ তার সাথে থাকেন’।[৩৪৯]

ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, وَهُوَ شَاهِدٌ لَكُمْ... وَهُوَ عَلَى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ অর্থ عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ السَّبْعِ ‘তিনি তোমাদের সাথে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন।... এমতাবস্থায় তিনি থাকেন সাত আসমানের উপর স্বীয় আরশে’ *(ইবনু জারীর, ক্বাসেমী)*।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ‘হাদীছুন নুযূল’-এর আলোচনায় বলেন, সূরা হাদীদ ৪ আয়াত ও সূরা মুজাদালাহ ৭ আয়াতে বর্ণিত مَعِيَّت শব্দের অর্থ الْمَعِيَّةُ بِالْعِلْمِ ‘ইলমের মাধ্যমে’। ইবনু আব্দিল বার্র ও অন্যান্য বিদ্বানগণ উক্ত অর্থের বিষয়ে ছাহাবী ও তাবেঈগণের ইজমা বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে কেউ কোনরূপ মতভেদ করেননি। ইমাম আহমাদ এ বিষয়ে তাঁর ‘আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়াহ’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ দু’টি আয়াতের ন্যায় আল্লাহর কিতাবে সর্বত্র مَعِيَّت (সাথে থাকা) শব্দটি আম ভাবে এসেছে সকল মানুষের ক্ষেত্রে।

অন্যত্র খাছভাবেও এসেছে। যেমন আল্লাহ ফেরাঊনের বিরুদ্ধে মূসা ও হারূনকে সাহায্য করার ওয়াদা দিয়ে বলেন, إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ‘আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনছি ও দেখছি’ *(ত্বোয়াহা ২০/৪৬)*। একইভাবে হিজরতকালে ছওর গিরিগুহায় সাথী আবুবকরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে অভয় দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ‘চিন্তান্বিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’ *(তওবা ৯/৪০)*। অন্যত্র আল্লাহ যালেমদের বিরুদ্ধে সৎকর্মশীলদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ- ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন যারা আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ’ *(নাহল ১৬/১২৮)*।

এভাবে مَعِيَّت শব্দটি আরবী ভাষায় দু’টি সত্তার মিলনের অর্থে কখনো আসেনি। যেমন আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ‘মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তার

৩৪৯. বায়হাক্বী হা/৭৫২৫, ৪/৯৫; ছহীহাহ হা/১০৪৬।

সাথে আছে' *(সূরা ফাৎহ ৪৮/২৯)*। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*। এরূপ উদাহরণ কুরআনে অসংখ্য জায়গায় রয়েছে। এসব স্থানে সত্তাগত সাহচর্য বুঝানো হয়নি। বরং জ্ঞানগত সাহচর্য বুঝানো হয়েছে। একইভাবে وَهُوَ مَعَكُمْ অর্থ সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টিকুলের সাহচর্য রয়েছে জ্ঞানগত ভাবে, সত্তাগত ভাবে নয়। আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন তার সবকিছু জানার মাধ্যমে এবং তাঁর শক্তি ও প্রতিপত্তির মাধ্যমে। তিনি কাউকে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন স্বীয় অনুগ্রহে *(মজমূ' ফাতাওয়া ৫/৪৯৪; ক্বাসেমী)*।

সর্বত্র مَعِيَّت বা সাথে থাকার অর্থ আল্লাহ্র ইলমে থাকা বা তাঁর গোচরে থাকা। যার ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহ নিজেই বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ– 'তুমি কি বুঝনা যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ জানেন? তোমাদের তিনজনের গোপন আলাপেও তিনি থাকেন চতুর্থ এবং পাঁচজনে তিনি থাকেন ষষ্ঠ। তার চাইতে সংখ্যায় তারা কম হৌক বা বেশী হৌক, সর্বদা তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত' *(মুজাদালাহ ৫৮/৭)*।

আয়াতের উক্ত প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে দূরতম অর্থে তাবীল করে ছূফীবাদীরা আল্লাহ ও বান্দার পরস্পরের আত্মা ও পরমাত্মায় লীন হওয়া তথা হুলূল ও ইত্তেহাদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার করে থাকেন। একই সাথে তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশ বলে ধারণা করেন। এভাবে তারা 'আউলিয়া' নামধারী একদল মানুষকে রব-এর আসনে বসিয়েছেন। জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও মানুষ তাদের পূজা করছে। যা পরিষ্কারভাবে শিরক। অতএব জান্নাত পিয়াসী ভাই-বোনেরা সাবধান!

(৬) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ 'তিনি প্রবেশ করান রাত্রিকে দিবসের মধ্যে এবং প্রবেশ করান দিবসকে রাত্রির মধ্যে'। 'রাত্রিকে দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করানো'র মধ্যে সৌরবিজ্ঞানের মৌলিক উৎসের সন্ধান রয়েছে এবং এর মধ্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির প্রমাণ নিহিত রয়েছে। সেই সাথে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এতবড় মহান সৃষ্টি যার এবং যিনি তোমাদের হৃদয়ের খবর রাখেন, তাকে ছেড়ে হে মানুষ! তোমরা কাকে উপাস্য ধারণা করছ?

اٰمِنُوۡا بِاللّٰہِ وَرَسُوۡلِہٖ وَاَنۡفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَکُمۡ مُّسۡتَخۡلَفِیۡنَ فِیۡہِ ؕ فَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَاَنۡفَقُوۡا لَہُمۡ اَجۡرٌ کَبِیۡرٌ ﴿۷﴾

(৭) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আর তিনি তোমাদেরকে যেসবের উপর প্রতিনিধি করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

وَمَا لَکُمۡ لَا تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰہِ ۚ وَالرَّسُوۡلُ یَدۡعُوۡکُمۡ لِتُؤۡمِنُوۡا بِرَبِّکُمۡ وَقَدۡ اَخَذَ مِیۡثَاقَکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۸﴾

(৮) তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করছ না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছেন। আর তিনি তো (আগেই) তোমাদের (নিকট থেকে) অঙ্গীকার নিয়েছেন, যদি তোমরা (তাতে) বিশ্বাসী হও।

ہُوَ الَّذِیۡ یُنَزِّلُ عَلٰی عَبۡدِہٖۤ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ لِّیُخۡرِجَکُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰہَ بِکُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۹﴾

(৯) তিনিই স্বীয় বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাযিল করেন। যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান।

وَمَا لَکُمۡ اَلَّا تُنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَلِلّٰہِ مِیۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ لَا یَسۡتَوِیۡ مِنۡکُمۡ مَّنۡ اَنۡفَقَ مِنۡ قَبۡلِ الۡفَتۡحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِکَ اَعۡظَمُ دَرَجَۃً مِّنَ الَّذِیۡنَ اَنۡفَقُوۡا مِنۡۢ بَعۡدُ وَقٰتَلُوۡا ؕ وَکُلًّا وَّعَدَ اللّٰہُ الۡحُسۡنٰی ؕ وَاللّٰہُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ ﴿۱۰﴾

(১০) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমান ও যমীনের মালিকানা আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তাদের মর্যাদা ঐসব লোকদের চাইতে অনেক উচ্চে, যারা পরবর্তীতে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয় দলকে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। **(রুকূ ১)**

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یُقۡرِضُ اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَہٗ لَہٗ وَلَہٗۤ اَجۡرٌ کَرِیۡمٌ ﴿۱۱﴾

(১১) কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? অতঃপর সেজন্য তাকে তিনি বহুগুণ বেশী দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার?

তাফসীর :

(৭) وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ‘আর তিনি তোমাদেরকে যেসবের উপর প্রতিনিধি করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর’। অত্র আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির মৌল দর্শন বর্ণিত হয়েছে যে, মাল-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। বান্দা তার ব্যবহারকারী এবং প্রতিনিধি মাত্র। অতএব সম্পদের উপার্জন ও তার ব্যয়-বণ্টন আল্লাহ্র বিধান মতে হ’তে হবে। সেখানে মানুষের কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না। এখানে আয় ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের সীমারেখা মেনে চলতে হবে। তা না করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত মানুষ দেখতে পাচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হ’ল, আল্লাহ সম্পদ দেন ব্যয় করার জন্য। সঞ্চিত রাখার জন্য নয়। ব্যয় করলেই সেটি মানুষের কল্যাণে আসে। নইলে সঞ্চিত সম্পদের কোন ভোগ্য মূল্য নেই। এই ব্যয় অবশ্যই হ’তে হবে আল্লাহ্র পথে। তাতে পৃথিবীতে সম্পদের চলাচল বৃদ্ধি পাবে এবং দেহে রক্ত প্রবাহের ন্যায় সমাজে অর্থের প্রবাহ সৃষ্টি হবে। ধনী-গরীবের বৈষম্য হ্রাস পাবে। মানুষ দুনিয়াতে শান্তি পাবে ও আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। পক্ষান্তরে যদি আয় ও ব্যয় আল্লাহ্র পথে না হয় এবং হালাল-হারামের সীমারেখা লংঘিত হয়, তাহ’লে সম্পদ একস্থানে পুঞ্জীভূত হবে। দেহে রক্তস্ফীতির ন্যায় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। একসময় সমাজদেহ ভেঙ্গে পড়বে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও কিছু লোকের অতি দ্রুত ধনী হওয়ার দিক দিয়ে আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, চীন সবাইকে টপকে বাংলাদেশ ২০১৭ সালে পৃথিবীতে শীর্ষ স্থান দখল করেছে। অথচ বহু মা পেটের দায়ে সন্তান বিক্রি করছে।

(৮) وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ‘তোমাদের কি হ’ল যে, তোমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করছ না?’ অত্র আয়াতে অবিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি যেমন ধিক্কার ফুটে উঠেছে, তেমনি তাদের হেদায়াতের প্রতি আল্লাহ্র ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আন্তরিক ও নিরন্তর দাওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ‘আর তিনি তো (আগেই) তোমাদের (নিকট থেকে) অঙ্গীকার নিয়েছেন’। এখানে বান্দাকে তার সৃষ্টির সূচনায় প্রদত্ত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন মানবজাতির সবাইকে ক্ষুদ্র পিপীলিকা সদৃশ দেহে একত্রিত করে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ ‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?’ সেদিন সবাই বলেছিলাম, হ্যাঁ (بَلَي)। সূরা আ‘রাফ ৭/১৭২-৭৩ আয়াতে যে বিষয়ে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টির সূচনায় গৃহীত এই অঙ্গীকার ‘আহদে আলাস্ত’ নামে পরিচিত। হাদীছে আদমের পিঠ থেকে বের করার কথা এসেছে। বস্তুতঃ আদম ও আদম সন্তানের বিষয়টি একই।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন 'আল্লাহ তা'আলা না'মান উপত্যকায় অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে আদমের পৃষ্ঠদেশ হ'তে তার ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে বের করে আনেন ও তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। তিনি তাদেরকে আদমের সম্মুখে ছড়িয়ে দেন ক্ষুদ্র পিপীলিকা দলের ন্যায়। অতঃপর তাদের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, হ্যাঁ। আমরা এতে সাক্ষী রইলাম। (আল্লাহ বলেন, এটা এজন্য নিলাম,) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা এ বিষয়ে কিছু জানতাম না। অথবা একথা বলতে না পার যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা আগেই মুশরিক হয়ে গিয়েছিল, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। এক্ষণে আমাদের বাতিলপন্থী পূর্ব-পুরুষরা যা কিছু করেছে, তার জন্য কি (আজ) আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?।[৩৫০]

অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বনু ইস্রাঈল সহ যুগে যুগে সকল অবাধ্য মানুষকে তাদের ফেলে আসা অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যেন তারা আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনে ও তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ শরী'আত ইসলামের উপর আমল করে।

(৯) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ 'তিনিই স্বীয় বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাযিল করেছেন'। আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হ'ল কুরআন নাযিল করা। এখানে 'তার বান্দার প্রতি' বলতে রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। নাম না নিয়ে 'তার বান্দা' বলা হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ দয়া বুঝানোর জন্য। 'কুরআন' না বলে 'সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ' বলে কুরআনের মূল বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়েছে। যার মাধ্যমে মূলকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাত বলে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়ে থাকে। 'অন্ধকার থেকে আলোর পথে' বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেবলমাত্র ইসলামই আলো। এর বিরোধী সবই অন্ধকার। যা কখনোই মানুষকে জান্নাতের পথ দেখাবেনা। আল্লাহ বিরোধী পথ হ'ল শয়তানের পথ। যাকে 'জাহেলিয়াত' বলা হয়। বিগত যুগের ন্যায় আধুনিক যুগের জাহেলিয়াতে মানবসমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। যার ফলে সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে। যার সবই মানুষের কৃতকর্মের ফল। যেমন আল্লাহ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– 'স্থলে ও সমুদ্রে সর্বত্র বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফল হিসাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের কর্মের কিছু শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (পাপ ছেড়ে আল্লাহ্র দিকে) ফিরে আসে' *(রূম ৩০/৪১)*।

৩৫০. আ'রাফ ৭/১৭২-১৭৩; আহমাদ হা/২৪৫৫; হাকেম ২/৫৯৩, হা/৪০০০; ছহীহাহ হা/১৬২৩।

(১০) لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ 'তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তাদের মর্যাদা ঐসব লোকদের চাইতে অনেক উচ্চে, যারা পরবর্তীতে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয় দলকে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন'। অত্র আয়াতে অগ্রবর্তী মুহাজিরগণের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে পরবর্তী মুজাহিদগণকেও উক্ত মর্যাদায় শামিল করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَّكُلاًّ وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا– 'যথার্থ ওযর ব্যতীত গৃহে উপবিষ্ট মুমিনগণ ঐসব মুজাহিদগণের সমান নয়, যারা তাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে। যারা মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মর্যাদা উপবিষ্টদের উপর এক দর্জা বৃদ্ধি করেছেন। আর উভয়ের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদগণকে উপবিষ্টদের উপর মহা পুরস্কারে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' *(নিসা ৪/৯৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ– 'শক্তিশালী মুমিন উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়, দুর্বল মুমিনের চাইতে'।[৩৫১]

(১১) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ 'কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে?' ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, এর অর্থ الْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ 'আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা'। এটি একটি সাধারণ বিধান। যেকোন মুমিন খালেছ অন্তরে যথার্থ সংকল্প নিয়ে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে বা সৎকর্ম করবে, সে ব্যক্তি অত্র আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে *(ইবনু কাছীর)*। বান্দা আল্লাহকে খুশী করার নেক নিয়তে একটি সৎকর্ম করলে ১০টি নেকী পায়। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى اِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ– 'যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ নেকী পাবে। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কর্ম করবে, সে তার সম পরিমাণ শাস্তি পাবে। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না' *(আন'আম ৬/১৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلاَّ أَنْ يَّتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا– 'প্রতিটি নেক আমলের ছওয়াব ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ ও তার চাইতে বহু গুণ বর্ধিত

৩৫১. মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

হয়। কিন্তু অন্যায় কর্মের পাপ সমপরিমাণ হয়। তবে যদি আল্লাহ তাকে (তওবার কারণে) ক্ষমা করে দেন'।[৩৫২] এমনকি যদি সে সৎকর্মের সংকল্প করে, অথচ সেটি করে না। আল্লাহ তার জন্য তার আমলনামায় পূর্ণ একটি নেকী লিখে থাকেন। আর যদি কাজটি সে সম্পন্ন করে, তাহ'লে সে দশগুণ ছওয়াব পায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন অসৎকর্মের সংকল্প করে, অথচ সেটি করে না, তাহ'লে তার পাপ লেখা হয় না। আর যদি করে, তাহ'লে তার জন্য একটি পাপ লেখা হয়'।[৩৫৩] এমনকি মুমিনের উত্তম নিয়ত অনুযায়ী তার ছওয়াবের কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَّاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ– 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। এছাড়াও অত্র আয়াত অনুযায়ী তার জন্য থাকবে উত্তম পুরস্কার সমূহ। যা দুনিয়াতে ও আখেরাতে উভয় জগতে হ'তে পারে।

কুশায়রী বলেন, 'উত্তম ঋণ'-এর জন্য ৯টি শর্ত রয়েছে। ১. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের বিশুদ্ধ নিয়তে ও খুশীমনে দান করা।[৩৫৪] ২. কোনরূপ রিয়া ও শ্রুতি না থাকা *(কাহফ ১৮/১১০)*। ৩. হালাল উপার্জন থেকে হওয়া *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। ৪. নিকৃষ্ট মাল থেকে না হওয়া *(বাক্বারাহ ২/২৬৭)*। ৫. সুস্থ ও লোভী থাকা।[৩৫৫] ৬. দান গোপনে হওয়া *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*। ৭. খোঁটা না দেওয়া *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। ৮. প্রিয় মাল থেকে হওয়া *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। ৯ দামী ও উত্তম হওয়া।[৩৫৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا}؛ قَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يُرِيدُ مِنَّا الْقَرْضَ، قَالَ: نَعَمْ يَا أَبَا الدَّحْدَاحِ قَالَ: أَرِنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ رَبِّي حَائِطِي، وَفِي حَائِطِي سِتَّمِائَةِ نَخْلَةٍ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَائِطِ فَنَادَى يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ، وَهِيَ فِي الْحَائِطِ فَقَالَتْ: لَبَّيْكَ فَقَالَ: اخْرُجِي فَقَدْ أَقْرَضْتُهُ رَبِّي–

৩৫২. বুখারী হা/৪৮ 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৩৭৩, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে।
৩৫৩. বুখারী হা/৬৪৯১; মুসলিম হা/১৩১; মিশকাত হা/২৩৭৪, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে।
৩৫৪. বুখারী হা/৬০৮৮; মুসলিম হা/১০৫৭; মিশকাত হা/৫৮০৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, আনাস (রাঃ) হ'তে।
৩৫৫. বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে ।
৩৫৬. কুরতুবী; বুখারী হা/২৫১৮; মুসলিম হা/৮৪; মিশকাত হা/৩৩৮৩, আবু যার (রাঃ) হ'তে ।

‘যখন অত্র আয়াত নাযিল হয়, তখন আবুদ্দাহদাহ আনছারী বলে ওঠেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে ঋণ চাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবুদ্দাহদাহ বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার হাতটি আমাকে দিন। তখন সে তাঁর হাতটি নিল এবং বলল, ‘আমি আমার প্রতিপালককে আমার বাগিচাটি ঋণ দিলাম। যে বাগিচায় আমার ছয়শো’ খেজুর গাছ রয়েছে। অতঃপর সে সেখানে গেল এবং স্ত্রীকে ডেকে বলল, হে উম্মুদ্দাহদাহ! বেরিয়ে এসো। আমি এটি আমার প্রতিপালককে কর্য দিয়েছি’।[৩৫৭] তখন তার স্ত্রী বলল, رَبِحَ بَيْعُكَ يَا أَبَا الدَّحْدَاحِ وَنَقَلَتْ مِنْهُ مَتَاعَهَا وَصِبْيَانَهَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَمْ عِذْقٍ رَدَاحٍ فِي الْجَنَّةِ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ، وَفِي لَفْظٍ : رُبَّ نَخْلَةٍ مُدَلاةٍ، عُرُوقُهَا دُرٌّ وَيَاقُوتٌ، لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ– ‘তোমার ব্যবসা লাভজনক হৌক হে আবুদ্দাহদাহ! অতঃপর স্ত্রী তার মালামাল ও সন্তানদের নিয়ে বেরিয়ে গেল। একথা শুনে রাসূলুলাহ (ছাঃ) বললেন, ‘আবুদ্দাহদাহ্র জন্য জান্নাতে কতই না বড় বড় ও ভারি কাঁদি সমূহ রয়েছে’। অন্য শব্দে এসেছে, ‘আবুদ্দাহদাহ্র জন্য জান্নাতে খর্জুর বৃক্ষের কতই না মণি-মুক্তা খচিত ঝুলন্ত কাঁদি সমূহ রয়েছে’।[৩৫৮]

মানুষকে ঋণ দিলে অনেক সময় তা মার যায়। কিন্তু আল্লাহকে ঋণ দিলে তা মার যায় না। বরং বহুগুণ বেশী ফেরৎ পাওয়া যায়। অতএব আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ– ‘এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার’ অর্থ وَلَهُ الْجَنَّةُ ‘তার জন্য রয়েছে জান্নাত’। আর এটাই হ’ল সবচেয়ে বড় পুরস্কার। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন আল্লাহ বলেছেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ)– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ– ‘আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সুখ-সম্ভার প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শুনেনি, মানুষের হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি’। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এ বিষয়ে তোমরা চাইলে পাঠ কর, ‘কেউ জানেনা তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ’ *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।[৩৫৯]

---

৩৫৭. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৬৪; বায়হাক্বী, শো‘আবুল ঈমান হা/৩৪৫২, মুসনাদে আবু ইয়া‘লা হা/৪৯৮৬, সনদ যঈফ, হোসায়েন বিন সালীম আসাদ।

৩৫৮. ইবনু আবী হাতেম হা/১৮৮২৮ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে; আহমাদ হা/১২৫০৪ আনাস (রাঃ) হ’তে, সনদ ছহীহ; হাকেম হা/২১৯৪, ২/২৪, আনাস (রাঃ) হ’তে। তবে সেখানে ‘যখন নাযিল হয়’ (لَمَّا نَزَلَتْ) কথাটি নেই; ছহীহাহ হা/২৯৬৪; তাফসীর ইবনু কাছীর।

৩৫৯. বুখারী হা/৪৭৭৯; মুসলিম হা/২৮২৫; মিশকাত হা/৫৬১২, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।

Contents

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى
نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ
الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۲﴾

(১২) যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের দেখবে তাদের সম্মুখে ও ডাইনে তাদের ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। (এ সময় তাদের) বলা হবে, তোমাদের জন্য আজ সুসংবাদ হ'ল জান্নাতের, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হ'ল মহা সফলতা।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ
اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ
ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ
بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ
وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾

(১৩) যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা ঈমানদারগণকে বলবে, তোমরা একটু থামো, তোমাদের থেকে কিছু আলো নিয়ে নিই। তখন বলা হবে, পিছনে ফিরে যাও! সেখানে আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝে প্রাচীর দাঁড় করানো হবে। যাতে একটা দরজা থাকবে। যার ভিতরের দিকে থাকবে রহমত ও বাইরের দিকে থাকবে আযাব।

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى
وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ
بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۱۴﴾

(১৪) তারা তাদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফিৎনায় নিক্ষেপ করেছিলে। তোমরা অপেক্ষায় ছিলে, সন্দেহের মধ্যে ছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা সমূহ তোমাদের প্রতারিত করেছিল। অবশেষে আল্লাহ্র আদেশ এসে গেছে। আর শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ ﴿۱۵﴾

(১৫) আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ নেওয়া হবে না এবং কাফেরদের নিকট থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের ঠিকানা। এটাই তোমাদের সঙ্গী। আর কতই না নিকৃষ্ট এই ঠিকানা।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ

(১৬) মুমিনদের কি সে সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় সমূহ বিগলিত হবে আল্লাহ্র

لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۱۶﴾

স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে, তার কারণে? এবং তারা তাদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। ফলে তাদের হৃদয়সমূহ শক্ত হয়ে গেছে এবং তাদের বহু লোক পাপাচারী হয়েছে?

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷﴾

(১৭) জেনে রাখ যে, আল্লাহই যমীনকে তার মৃত্যুর পরে জীবিত করেন। আমরা তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। যাতে তোমরা বুঝতে পার।

তাফসীর :

(১২) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ 'যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের দেখবে তাদের সম্মুখে ও ডাইনে তাদের ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে'। يَوْمَ যবর যুক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের কারণে। يَوْمَ পূর্বে فِي يَوْمٍ ছিল। فِي বিলুপ্ত করে তার বদলে শেষ অক্ষরে যবর দিয়ে يومَ করা হয়েছে। এ নিয়মটিকে বলে منصوب بنزع خافض 'যের হটিয়ে সেখানে যবর দেওয়া'।

يَسْعَى نُورُهُمْ অর্থ হাসান বাছরী বলেন, يَمْضِي نُورُهُمْ عَلَى الصِّرَاطِ 'পুলছেরাতের উপর তাদের জ্যোতি বিকীরিত হবে' *(কুরতুবী)*। তবে এর অর্থ فِيْ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের ময়দানে' হ'তে পারে *(ইবনু কাছীর)*। بِأَيْمَانِهِم অর্থ فِي أَيْمَانِهِم 'ডাইনে'। বামে না বলে কেবল ডাইনে বলা হয়েছে এজন্য যে, ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতীদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। যা থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে এবং তা তার চতুস্পার্শ্বকে আলোকিত করবে *(ক্বাসেমী)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, সেদিন তাদের ঈমানের পরিমাণ অনুযায়ী 'জ্যোতি' প্রদান করা হবে। যা কারু জন্য হবে পাহাড়ের সমান, কারু জন্য হবে খেজুর গাছের সমান, কারু জন্য হবে মানুষ সমান। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম হবে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সমান। যা কখনো নিভবে, কখনো জ্বলবে' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ক্বাতাদাহ বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনদের কারু কারু 'জ্যোতি' মদীনা ও ইয়ামনের রাজধানী ছান'আ-এর উপকণ্ঠ আদানের (عَدَن) মধ্যবর্তী অঞ্চল ব্যাপী হবে। অথবা মদীনা ও ছান'আর মধ্যবর্তী এবং কারু কারু তার চেয়ে কম হবে। এমনকি কারু কারু কোন জ্যোতি হবে

না কেবল দুই পায়ের স্থানটুকু ব্যতীত। হাসান বাছরী বলেন, যাতে তারা পুলছিরাতটুকু দেখতে পায়।[৩৬০]

يُقَالُ لَهُمْ : بُشْرَاكُم دُخولُ جَنَّاتٍ অর্থ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ 'তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ' *(কুরতুবী)*। الْأَنْهَارُ 'নদীসমূহ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেখানে কয়েক ধরনের নদী থাকবে। যেমন আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَّأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ- 'মুত্তাক্বীদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার বিবরণ হ'ল, সেখানে থাকবে বিশুদ্ধ পানির নদী সমূহ এবং দুধের নদী সমূহ, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তিত। আর থাকবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নদী ও পরিচ্ছন্ন মধুর নদী সমূহ। সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফল-মূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। অতএব মুত্তাক্বীরা কি তাদের মত হ'তে পারে, যারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

(১৩) فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ 'অতঃপর উভয়ের মাঝে প্রাচীর দাঁড় করানো হবে। যাতে একটা দরজা থাকবে। যার ভিতরের দিকে থাকবে রহমত ও বাইরের দিকে থাকবে আযাব'। অর্থাৎ ভিতরের দিকে জান্নাত ও বাইরের দিকে জাহান্নাম। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوآ إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ- 'আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদের যেসব রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে কিছু দাও। তারা বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দুই বস্তু কাফিরদের উপর হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৭/৫০)*।

(১৪) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ 'তারা তাদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফিৎনায় নিক্ষেপ করেছিলে। তোমরা অপেক্ষায় ছিলে, সন্দেহের মধ্যে ছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা সমূহ তোমাদের প্রতারিত করেছিল'। অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের সাথে ছালাতে-জামা'আতে, ছিয়ামে-ঈদায়নে এমনকি যুদ্ধ-জিহাদে শরীক ছিলাম না? কিন্তু তাদের এই ধর্মে-কর্মে ইখলাছ ছিল না। ছিল দুনিয়াবী লোভ-লালসা, ছিল লোক দেখানো ও শুনানোর

৩৬০. ইবনু জারীর হা/৩৩৬১৪-১৫; মুরসাল, সনদ জাইয়িদ; মুহাক্কিক কুরতুবী হা/৫৮২৩।

উদ্দেশ্য। ছিল নিজের বড়ত্ব ও বীরত্ব যাহির করা। এরপরেও তারা মুমিনদের পতন ও ধ্বংস কামনা করত। তাওহীদ ও নবুঅতে সন্দেহ পোষণ করত। তারা সাথে ছিল কেবল দুনিয়াবী স্বার্থে ও গণীমতের লোভে এবং মুসলমানদের শক্তির ভয়ে। অনেকদিন বাঁচবে বলে তারা তওবা করত না। তারা ক্বিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করত। তাদের মধ্যকার এইসব শয়তানী ধোঁকা সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবেই জানতেন বলে ক্বিয়ামতের দিন তারা তাদের ঈমানের জ্যোতি থেকে বঞ্চিত হবে এবং মুমিন সাথীদের থেকে পৃথক হবে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

حَتَّى جَآءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ– ‘অবশেষে আল্লাহ্র আদেশ এসে গেছে। আর শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেছিল’। أَمْرُ اللهِ ‘আল্লাহ্র আদেশ’ অর্থ ‘মৃত্যু’। الْغَرُوْرُ অর্থ ‘শয়তান’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। পর্দা থাকলেও মুমিনগণ ঐসব পাপীদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। যা তারা শুনতে পাবে। যেমন শত শত মাইল দূরে থেকেও অনলাইনের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াতেই পরস্পরে সামনাসামনি চেহারা দেখে ও কথা বলতে পারে। আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ– إِلَّآ أَصْحَابَ الْيَمِينِ– فِي جَنَّاتٍ يَّتَسَآءَلُونَ– عَنِ الْمُجْرِمِينَ– مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ– قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ– وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ– وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ– وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ– حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ– ‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ’। ‘ডান পাশের লোকেরা ব্যতীত’। ‘তারা জান্নাতে থাকবে। তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে-’ ‘পাপীদের বিষয়ে’। ‘কোন্ বস্তু তোমাদেরকে সাক্বারে (জাহান্নামে) প্রবেশ করিয়েছে?’ ‘তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না’। ‘আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না’। ‘আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় মগ্ন থাকতাম’। ‘আমরা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলতাম’। ‘অবশেষে আমাদের কাছে এসে গেল নিশ্চিত বিষয়টি (অর্থাৎ মৃত্যু)’ *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩৮-৪৭)*।

(১৫) فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ ‘আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ নেওয়া হবে না এবং কাফেরদের নিকট থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের ঠিকানা’। এতে বুঝা যায় যে, কাফির ও মুনাফিকের মধ্যে পরকালীন শাস্তির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। যদিও দুনিয়াতে পার্থক্য রয়েছে। কেননা দুনিয়াতে কাফের হত্যাযোগ্য হ’লেও মুনাফিক হত্যাযোগ্য নয় তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে হত্যা করা হয়নি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে। কিন্তু আখেরাতে মুনাফিকরা কাফিরদের সাথে জাহান্নামে থাকবে *(নিসা ৪/১৪০)*। এমনকি মুনাফিকরা কাফিরদের এক দর্জা নীচে থাকবে *(নিসা ৪/১৪৫)*। لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ বাক্যে কর্তা فِدْيَةٌ স্ত্রী লিঙ্গের

Contents

হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়া لاَ يُؤْخَذُ পুংলিঙ্গের হয়েছে একারণে যে, প্রথমতঃ কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে مِنْكُمْ দ্বারা দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এখানে কর্তা প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গের নয়। বরং 'অপ্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ' (مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٍّ)। الْمَصِيرُ অর্থ الْمَرْجَعُ 'প্রত্যাবর্তন স্থল' বা ঠিকানা।

(১৬) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ 'মুমিনদের কি সে সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় সমূহ বিগলিত হবে আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে, তার কারণে?' মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর বিশেষ করে বদর সহ বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয় লাভের পর মুসলমানদের মধ্যে ঈমানী জোশ থিতু হয়ে যায়। বদরের যুদ্ধে গণীমত নিয়ে তারা ঝগড়া করে। ফলে সূরা আনফাল ১ম আয়াত নাযিল হয়। ওহোদের যুদ্ধে রাসূলের অবাধ্যতা করায় পুরা সেনাবাহিনী বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। যাতে হযরত মুছ'আব বিন ওমায়ের সহ ৭০ জন ছাহাবী নিহত হন। রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়। এ বিষয়ে সূরা আলে ইমরানের ১২১ হ'তে ১৭৯ পর্যন্ত ৬০টি আয়াত নাযিল হয়। এই সময় মুনাফিকদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে ইহূদীদের চক্রান্ত চলতে থাকে। এমতাবস্থায় মুমিনদের ঈমানকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাদেরকে তিরষ্কার করে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ 'এবং তারা তাদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল'। ইবনু কাছীর বলেন, অত্র আয়াতে মুমিনদের জন্য নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যেন তারা ইহূদী-নাছারাদের মত না হয়। কেননা তাদের উপর যখন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, তখন তারা আল্লাহ্‌র কিতাব যা তাদের নিকট ছিল, তাতে পরিবর্তন আনে ও এর মাধ্যমে অর্থোপার্জন করে। তারা নানা মতভেদে লিপ্ত হয়। আল্ল-াহ্‌র দ্বীনের মধ্যে তারা মানুষের তাক্বলীদ যোগ করে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের সমাজনেতা এবং আলেম ও দরবেশদেরকে রব-এর আসনে বসায়। ফলে তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে যায় এবং তাদের রীতি হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ্‌র কালামকে পরিবর্তন করা। সেকারণ মুমিনদের নিষেধ করা হয়েছে যেন তারা মূল ও শাখাগত কোন বিষয়ে ইহূদীদের মত না হয় *(ইবনু কাছীর)*। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُّحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ– 'অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাদের উপর লা'নত করি এবং তাদের অন্তরগুলিকে শক্ত করে দেই। তারা (তাওরাতের) শব্দগুলিকে স্ব স্ব স্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং তাদেরকে যেসব বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি

তারা বিস্মৃত হয়। আর তুমি সর্বদা তাদের খেয়ানত সম্পর্কে জানতে পারবে তাদের অল্প কিছু লোক ব্যতীত। অতএব তুমি তাদের (চুক্তিবদ্ধ ইহূদীদের) মার্জনা কর ও ক্ষমা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন' *(মায়েদাহ ৫/১৩)*। বস্তুতঃ আয়াতটি সকল যুগের শৈথিল্যবাদী মুমিনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

أَلَمْ يَأْنِ অর্থ أَلَمْ يَحِنْ 'এখনো কি সময় আসেনি'। أَنَى يَأْنِي أَنْيًا وأَنَاةً وأَنًى অর্থ حَانَ وقَرُبَ 'নিকটবর্তী হওয়া' *(ক্বাত্বান, তায়সীরুত তাফসীর)*। وَقْتُهُ إِذَا جَاءَ إِنَاهُ অর্থ 'যখন সময় এসে যায়' *(ক্বাসেমী)*। আবুবকর (রাঃ)-এর সামনে যখন এই আয়াতটি পাঠ করা হয়, তখন সেখানে ইয়ামামাহ্র একদল লোক উপস্থিত ছিল। তারা আয়াতটি শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তখন আবুবকর (রাঃ) বলেন, هَكَذَا كُنَّا حَتَّى قَسَتِ الْقُلُوْبُ 'এরূপই ছিলাম আমরা। অবশেষে অন্তর সমূহ শক্ত হয়ে গেছে' *(কাশশাফ)*।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾

(১৮) নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী। আর তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾

(১৯) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট ছিদ্দীক ও শহীদ হিসাবে গণ্য। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার ও জ্যোতি। পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। **(রুকূ ২)**

اِعْلَمُوْٓا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ط وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾

(২০) তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছু নয়। যার উপমা বৃষ্টির ন্যায়। যার উৎপাদন কৃষককে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। যাকে তুমি হলুদ দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে (কাফেরদের

জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (মুমিনদের জন্য) আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়।

(২১) তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ত তার ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে ঐসব লোকের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ ও তার রাসূলগণের উপর। যেটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি এটা দান করেন, যাকে তিনি চান। বস্তুতঃ আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।

سَابِقُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۱﴾

(২২) পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপদ আসে না, যা তা সৃষ্টির পূর্বে আমরা কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۲۲﴾

(২৩) যাতে তোমরা যা হারাও তাতে হতাশাগ্রস্ত না হও এবং যা তিনি তোমাদের দেন, তাতে আনন্দে আত্মহারা না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে ভালবাসেন না।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۲۳﴾

(২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্ররোচনা দেয়। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ অভাবমুক্ত ও চির প্রশংসিত।

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۴﴾

তাফসীর :

(১৮) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ ‘নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী’। অর্থাৎ ১০ থেকে ৭০০ গুণ ছাড়াও রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার *(ইবনু কাছীর)*। الْمُصَّدِّقِين মূলে ছিল الْمُتَصَدِّقِين অতঃপর ‘তা’ কে ‘ছোয়াদ’-এর সাথে মিলিয়ে الْمُصَّدِّقِينَ করা হয়েছে *(কুরতুবী)*। এর

অর্থ ফরয ও নফল সকল প্রকার ছাদাক্বা যা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হয়। قَرْضًا حَسَنًا অর্থ 'উত্তম ঋণ'। যা আল্লাহকে দেওয়া হয় ছাদাক্বা বা আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের মাধ্যমে। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, كُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْقَرْضِ الْحَسَنِ فَهُوَ التَّطَوُّعُ 'কুরআনে যেখানেই করযে হাসানের কথা এসেছে, সেখানেই তার অর্থ নফল ছাদাক্বা *(কুরতুবী)*। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বিনা সূদে ও বিনা লাভে যে ঋণ দেওয়া হয়, সেটাই উত্তম ঋণ'। যার উত্তম বিনিময় আল্লাহ পরকালে দান করবেন। যেমন তিনি বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا؛ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا– 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। বস্তুতঃ তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহ্র নিকট যতটুক অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। সেটাই হ'ল উত্তম ও সবচেয়ে বড় পুরস্কার' *(মুয্যাম্মিল ৭৩/২০)*।

নুযূলে কুরআনের শুরুতে উক্ত আয়াতে মাক্কী জীবনে মুমিনদের প্রতি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দানের যে আহ্বান জানানো হয়েছে, মাদানী জীবনেও একই আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

(১৯) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ 'আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট ছিদ্দীক ও শহীদ হিসাবে গণ্য। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার ও জ্যোতি'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا– 'বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এরাই হ'লেন সর্বোত্তম সাথী' *(নিসা ৪/৬৯)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় কুশায়রী বলেন, নবীগণের পরে ছিদ্দীকগণ। অতঃপর শহীদগণ। অতঃপর সৎকর্মশীলগণ *(কুরতুবী)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এখানে তিনটি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে। দানশীল মুমিনগণ, ছিদ্দীকগণ ও শহীদগণ'। তবে নিঃসন্দেহে ছিদ্দীক-এর মর্যাদা শহীদের চাইতে অনেক উচ্চে *(ইবনু কাছীর)*। মুক্বাতিল বিন হাইয়ান বলেন, ছিদ্দীক হ'লেন যারা নবীগণের প্রতি

চোখের পলকের জন্যেও অবিশ্বাস করেনি। যেমন ফেরাঊন বংশের গোপন মুমিন ব্যক্তি, ইলিয়াস নবীর প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি, আবুবকর ছিদ্দীক এবং আছহাবুল উখদূদের শহীদগণ *(কুরতুবী)*। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সবার আগে আসবেন হযরত খাদীজা (রাঃ)। অতঃপর মুক্তদাস যায়েদ বিন হারেছাহ, চাচাতো ভাই আলী ও বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)। এছাড়া দাওয়াতের সূচনাপর্বে মক্কার স্বাধীন ও ক্রীতদাস নির্যাতিত মুমিন নর-নারীগণ। সর্বোপরি আল্লাহ যাদেরকে ছিদ্দীক-এর মর্যাদায় ভূষিত করবেন, কেবলমাত্র তারাই এ মর্যাদায় উন্নীত হবেন।

الصِّدِّيقُونَ অর্থ 'সত্যনিষ্ঠগণ' الشُّهَدَاءُ অর্থ শহীদগণ অথবা তাওহীদের সাক্ষ্যদাতাগণ *(কুরতুবী)*। আভিধানিক অর্থ যেটাই হৌক না কেন, ইসলামী পরিভাষায় এগুলি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উপাধি হিসাবে গণ্য হয়।

(২০) إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا 'তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছু নয়'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ– 'মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তার আসক্তি সমূহকে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয় সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি-পশু ও শস্যক্ষেত সমূহের প্রতি। এসবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে সুন্দরতম প্রত্যাবর্তনস্থল' *(আলে ইমরান ৩/১৪)*।

আয়াতটিতে পার্থিব জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যাকে পাড়ি দিয়েই জান্নাতের পথ তালাশ করতে হয়। সমাজে বসবাস করেই নিজেকে ও সমাজকে শয়তানের পথ থেকে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে রাখতে হয়। সমাজকে পরিত্যাগ করে নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الَّذِى يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ– 'যে মুমিন লোকদের সাথে মিশে ও তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ব্যক্তি উত্তম ঐ মুমিনের চাইতে যে লোকদের সাথে মিশেনা ও তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না'।[৩৬১]

তিনি বলেন, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا– 'জান্নাতের একটি চাবুক রাখার স্থান দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছুর চাইতে উত্তম'।[৩৬২] তিনি আরও বলেন,

---

৩৬১. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩২; তিরমিযী হা/২৫০৭; মিশকাত হা/৫০৮৭, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে; ছহীহাহ হা/৯৩৯।
৩৬২. বুখারী হা/৩২৫০; মিশকাত হা/৫৬১৩, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে ।

اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ– ‘জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চাইতে নিকটবর্তী, জাহান্নামও অনুরূপ’।[৩৬৩] অর্থাৎ জাহান্নামের কাজ পরিত্যাগ করে জান্নাতের কাজ করার মাধ্যমে দ্রুত জান্নাত লাভ করা সম্ভব। একইভাবে জান্নাতের কাজ ছেড়ে অন্যায় পথে ধাবিত হ’লে দ্রুত জাহান্নাম লাভ হবে।

(২১) سَابِقُوآ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ‘তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়’। পূর্বের আয়াতে দুনিয়ার সাময়িক চাকচিক্য বর্ণনার পর অত্র আয়াতে আখেরাতের চিরস্থায়ী শান্তি লাভে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ও সেদিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَسَارِعُوآ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ– ‘আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*।

এর অর্থ سَارِعُوْا بِالتَّوْبَةِ وَبِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ‘তোমরা তওবা ও সৎকর্ম সমূহের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দ্রুত ধাবিত হও’। তারেক বিন শিহাব বলেন, ইরাকের হীরা নগরীর কিছু লোক ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, অত্র আয়াতে জান্নাতের প্রশস্ততার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু জাহান্নামের বর্ণনা কোথায়? জবাবে ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা দেখেছ রাত্রির পরে দিন আসে। তখন রাত্রি কোথায় থাকে’? *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ জান্নাত যেমন প্রশস্ত, জাহান্নামও তেমনি। এখানে কেবল জান্নাতের বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে যোরদার করা হয়েছে।

ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ ‘এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ’ বলার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়াটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত সম্ভব নয়। অতএব সৎকর্মের মাধ্যমে জান্নাত অবশ্যই পাওয়া যাবে এবং এটাই ন্যায় বিচারের দাবী ইত্যাদি বলে মু‘তাযেলী পণ্ডিতগণ যেসব যুক্তি দিয়ে থাকেন, অত্র আয়াতে তার প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা আল্লাহ্কে বাধ্য করার কেউ নেই। যেমন তিনি বলেন, أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ ‘তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না’ *(তওবা ৯/২; রা‘দ ১৩/৪১)*। আল্লাহ বলেন, يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ‘তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন’ *(আলে ইমরান ৩/১২৯)*। হযরত জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يُدْخِلُ

৩৬৩. বুখারী হা/৬৪৮৮; মিশকাত হা/২৩৬৮, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে।

أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ– ‘তোমাদের কাউকে তার সৎকর্ম জান্নাতে প্রবেশ করাবে না এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে না, এমনকি আমাকেও নয়; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত’।[৩৬৪]

(২২) مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ ‘পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপদ আসে না, যা তা সৃষ্টির পূর্বে আমরা কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি’। مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا অর্থ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّخْلُقَ الْمَصَائِبَ أَوِ النُّفُوسَ ‘আমরা বিপদসমূহ অথবা জীবন সমূহ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই’ *(কুরতুবী)*।

এটি তাক্বদীর বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এর মধ্যে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ভ্রান্ত ফিরক্বা ক্বাদারিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। কারণ তাদের ধারণায় আল্লাহ পূর্ব থেকে কিছুই জানেন না। কর্মের পরেই কেবল জানতে পারেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ– ‘ক্বাদারিয়াগণ হ’ল এই উম্মতের মজূসী। এরা পীড়িত হ’লে সেবা করো না। মারা গেলে জানাযায় যোগ দিয়ো না’।[৩৬৫] কারণ তারা বলে যে, মানুষ নিজ ক্ষমতায় কাজ করে, আল্লাহ্র ক্ষমতায় বা তাঁর ইচ্ছায় নয়। এটি মজূসীদের আক্বীদার ন্যায়। কেননা তারা বলে, পৃথিবীর ইলাহ দু’জন। মঙ্গলের ইলাহ ও অমঙ্গলের ইলাহ। মঙ্গলের ইলাহকে বলা হয় ইয়াযদান (يَزْدَانُ) বা আল্লাহ এবং অমঙ্গলের ইলাহকে বলা হয় আহরিমান (اَهْرِمَنْ) বা শয়তান *(মিরক্বাত)*।

এর বিপরীতে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা হ’ল ভাল ও মন্দ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। যেমন তিনি বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ– ‘অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যা কিছু তোমরা কর সবকিছুকে’ *(ছাফফাত ৩৭/৯৬)*। অতএব আল্লাহ হ’লেন কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দা হ’ল কর্মের বাস্তবায়নকারী। আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا– ‘আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক’ *(দাহর ৭৬/৩)*। অতএব বান্দা তার কর্মে স্বাধীন। সেজন্য সে তার কর্মের জন্য দায়ী হবে। দুনিয়া হ’ল কর্মের জগৎ এবং আখেরাত হ’ল কর্মফলের জগৎ। আর জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে কর্মফল প্রদানের জন্যই।

---

৩৬৪. মুসলিম হা/২৮১৭; মিশকাত হা/২৩৭২ ‘দো‘আসমূহ’ অধ্যায় ‘আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রশস্ততা’ অনুচ্ছেদ-৫।
৩৬৫. আবুদাঊদ হা/৪৬৯১ সনদ হাসান; মিশকাত হা/১০৭, ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ– ‘আসমান এবং যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বেই আল্লাহ স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীরসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন’।[৩৬৬] আল্লাহ বলেন, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ– وَكُلُّ صَغِيرٍ وَّكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ– ‘তারা যারা যা কিছু করে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে’। ‘ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ’ *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*। তিনি বলেন, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا– ‘আর আমরা তাদের সকল কর্ম গণে গণে লিপিবদ্ধ করেছি’ *(নাবা ৭৮/২৯)*। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দেন, قُلْ لَنْ يُّصِيبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ– ‘তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত’ *(তওবা ৯/৫১)*। অতএব বর্তমানকালে কৃত বান্দার সকল কর্ম অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ত্রিকালজ্ঞ আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানে বহু পূর্ব থেকেই তা লিপিবদ্ধ আছে, এ বিশ্বাস রেখেই কর্মসমূহ সম্পাদন করতে হবে।

(২৩) لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ‘যাতে তোমরা যা হারাও তাতে হতাশাগ্রস্ত না হও এবং যা তিনি তোমাদের দেন, তাতে আনন্দে আত্মহারা না হও’। তাক্বদীর বিশ্বাসের এটাই হল নগদ সুফল। এই বিশ্বাসের কারণে মানুষ ব্যর্থতার গ্লানিতে যেমন আত্মহত্যা করবে না, তেমনি কিছু পাওয়ার উল্লাসে ফেটে পড়বে না। সর্বাবস্থায় সে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে। এভাবে সে একটি মধ্যপন্থী ও সামঞ্জস্যশীল জীবনের অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَجَبًا لِّأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّآءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّآءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ– ‘মুমিনের ব্যাপারটি বিস্ময়কর। তার সকল কর্মই কল্যাণময়। এটি মুমিন ব্যতীত অন্য কারু পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তাহ’লে সে শুকরিয়া আদায় করে, যা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার কোন মন্দ স্পর্শ করে, তাহ’লে সে ছবর করে, সেটিও তার জন্য কল্যাণকর’।[৩৬৭]

ইকরিমা স্বীয় উস্তায আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, এমন কেউ নেই, যে দুঃখিত হয় না বা খুশী হয় না। কিন্তু মুমিন বিপদে ছবর করে এবং আনন্দে শুকরিয়া আদায় করে। দুঃখ ও আনন্দ তখনই নিষিদ্ধ হয়, যখন তা সীমা অতিক্রম করে অসিদ্ধ

৩৬৬. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯, ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে।
৩৬৭. মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭ ‘আল্লাহ্র উপর ভরসা ও ধৈর্য ধারণ’ অনুচ্ছেদ, ছুহায়েব রূমী (রাঃ) হ’তে।

পর্যায়ে চলে যায়' *(কুরতুবী)*। مُخْتَالٌ অর্থ আত্মগর্বী এবং فَخُورٌ অর্থ অন্যের উপর দম্ভকারী *(ইবনু কাছীর)*।

(২৪) اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ 'যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্ররোচনা দেয়'। যেমন মূসা (আঃ) স্বীয় অকৃতজ্ঞ জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ– 'মূসা বলল, যদি তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই অকৃতজ্ঞ হও, তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত' *(ইব্রাহীম ১৪/৮)*। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'যারা নফসের কৃপণতা হ'তে নিজেদের মুক্ত করেছে, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*। রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেন, وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا– 'বান্দার হৃদয়ে কৃপণতা ও ঈমান কখনো একত্রিত হ'তে পারে না'।[৩৬৮] একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِى جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ– 'মুসলিমের হৃদয়ে কৃপণতা ও ঈমান কখনো একত্রিত হ'তে পারে না' *(আহমাদ হা/৯৬৯১)*। অর্থাৎ মুমিন কখনো কৃপণ হয় না এবং কৃপণ কখনো পূর্ণ মুমিন হয় না।

(২৫) নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও মীযান। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত। **(রুকূ ৩)**

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

(২৬) আর আমরা নূহ ও ইব্রাহীমকে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের উভয়ের বংশধরগণের মধ্যে নবুঅত ও কিতাবকে জারী রেখেছিলাম। অতঃপর তাদের

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾

৩৬৮. নাসাঈ হা/৩১১০; মিশকাত হা/৩৮২৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

মধ্যে কেউ সুপথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের বহু লোক হয়েছে পাপাচারী।

(২৭) অতঃপর আমরা তাদের পিছে পিছে আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে এবং তাকে ইনজীল প্রদান করেছি। অতঃপর যারা তার অনুসারী হয়েছিল, আমরা তাদের অন্তরে পরস্পরে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু বৈরাগ্যবাদ, সেটি তারা নিজেরা উদ্ভাবন করেছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায়। আমরা এটি তাদের উপর ফরয করিনি। এরপরেও তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ছিল তাদেরকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের বহু লোক ছিল পাপাচারী।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۗ وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

(২৮) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। আর তিনি তোমাদেরকে দিবেন 'জ্যোতি'। যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾

(২৯) যাতে আহলে কিতাবগণ জানতে পারে যে, আল্লাহ্র সামান্য অনুগ্রহের ব্যাপারেও তাদের কোন হাত নেই এবং যাবতীয় অনুগ্রহ কেবল আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহান অনুগ্রহের মালিক। **(রুকূ ৪)**

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

তাফসীর :

(২৫) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ‘নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি’। অত্র আয়াতে রাসূলগণকে মানবজাতির নিকটে প্রেরণের উদ্দেশ্য, পরিচিতি ও কর্মনীতি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে পাঠানো হয়েছে بِالْبَيِّنَاتِ ‘প্রমাণাদি সহ’। আর তা হ’ল তাদের নিকট প্রেরিত অহি ও মু‘জেযা সমূহ। সেই সাথে অন্যান্য অকাট্য প্রমাণ সমূহ। (২) وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ‘তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি ‘কিতাব’। যার অর্থ আল্লাহ্র কিতাব ও ছহীফা সমূহ। (৩) وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ‘যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে’। وَالْمِيزَانَ অর্থ ‘ন্যায়দণ্ড’। যার মাধ্যমে ওযন করা হয় ও ন্যায়-অন্যায় যাচাই করা হয়। সে হিসাবে এটি ‘কিতাব’-এর ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ কিতাবে বর্ণিত হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের বিধি-বিধানসমূহ পালন ও দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়বিচার কায়েম হ’তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ- وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ- ‘এগুলি হ’ল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’। ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি’ *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ، وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ، إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ- ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত’ *(মায়েদাহ ৫/৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلاَدِ اللهِ- ‘আল্লাহ্র দণ্ডবিধি সমূহের মধ্যে কোন একটি দণ্ডবিধি কায়েম করা আল্লাহ্র কোন জনপদে চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাতের চাইতে উত্তম’।[৩৬৯]

---

৩৬৯. ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৭; মিশকাত হা/৩৫৮৮, ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে; ছহীহুল জামে‘ হা/১১৩৯।

(৪) وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 'আর নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ'। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এখানে 'নাযিল' ক্রিয়াকে নাযিল অর্থেই গ্রহণ করতে হবে, خَلَقْنَا বা 'সৃষ্টি করা' অর্থে নয়। কেননা আরবরা نُزُولٌ অর্থ অবতরণ বুঝত। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পাহাড়ের উপরেও আল্লাহ লোহার খনি প্রস্তুত করেছেন। যেখান থেকে সেটি নাযিল হয় বান্দার কল্যাণে *(ক্বাসেমী)*। এর মধ্যে বিজ্ঞানের একটি অজানা উৎসের সন্ধান রয়েছে। কেননা সাধারণভাবে সবাই জানেন যে, লৌহ ভূগর্ভের খনিতে উৎপন্ন হয়।

আল্লাহ দাঊদ (আঃ)-এর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন এবং তার ব্যবহার-বিধি শিক্ষা দিয়েছিলেন। যেমন তিনি বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً، يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ- أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ- 'আর আমরা দাঊদকে আমাদের পক্ষ হ'তে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম। আর নির্দেশ দিয়েছিলাম, হে পাহাড়! তুমি দাঊদের সাথে আমার পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং হে পক্ষীকুল, তোমরাও। আর আমরা তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম'। 'আর তাকে বলেছিলাম পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর ও কড়া সমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর। আর তোমরা সৎকর্ম কর। কেননা তোমরা যা কিছু কর সবই আমি দেখি' *(সাবা ৩৪/১০-১১)*। লৌহ বর্ম ও লোহার তৈরী অস্ত্র-শস্ত্রের মাধ্যমে শত্রুর মুকাবিলা করা হয়। যেমন দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ আরও বলেন, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ- 'আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধকালে তোমাদের রক্ষা করে। অতএব তোমরা কৃতজ্ঞ হবে কি?' *(আম্বিয়া ২১/৮০)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লৌহাস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ করেছেন। লোহা দ্বারা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ যেমন দা-বটি, খোন্তা-কোদাল, এমনকি ছুরি-চাকু, ব্লেড-সূঁচ পর্যন্ত তৈরী হয়। অতএব লোহার উপকারিতা অগণিত।

খারেজীপন্থী মুফাসসিরগণ এখানে 'লৌহ' অর্থ করেছেন 'Authority' বা 'শাসনশক্তি'। তারা বলেছেন, এখানে 'লোহা' মানে শাসন ক্ষমতা। শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়া মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়'। তাদের মতে 'ইনসাফ কায়েম করার জন্য শাসনশক্তি হস্তগত করে আল্লাহ্র কিতাবকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এ কাজটিই সব ফরযের বড় ফরয। প্রধান ফরযটি কায়েম করা হ'লে আল্লাহ্র অন্য সকল ফরযই সহজে কায়েম হ'তে পারে। আসল ফরযটি কায়েম না থাকায় আর কোন ফরযই বাস্তবে ফরযের পজিশনে নেই। নামায-রোযা সমাজে ফরযের মর্যাদায় নেই। মুবাহ অবস্থায়

আছে- যার ইচ্ছা নামায-রোযা করে। দীন বিজয়ী থাকলে নামায-রোযা ফরয হিসেবে কার্যকর থাকত'।[৩৭০]

এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী খেলাফত কায়েম না থাকায় তাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য এখন ছালাত-ছিয়াম ফরয নয়, বরং 'মুবাহ' পর্যায়ে রয়েছে। যা করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই। কি মারাত্মক ভ্রান্তি! অথচ এদেশের মুসলমানগণ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হিসাবেই আদায় করে থাকেন, 'মুবাহ' হিসাবে নয়। তাছাড়া যেসব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, সেসব দেশের মুসলমানদের জন্য ছালাত-ছিয়াম কি তাহ'লে সর্বদা 'মুবাহ' থাকবে?

وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে'। অর্থ لِيَرَى اللهُ مَنْ يَّنْصُرُ دِيْنَهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ وَهُمْ لاَ يَرَوْنَهُمْ 'যাতে আল্লাহ (প্রমাণ সহ) জেনে নেন কে তার দ্বীনকে এবং তার রাসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে' *(কুরতুবী)*।

(২৬) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَّإِبْرَاهِيمَ 'আর আমরা নূহ ও ইব্রাহীমকে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের উভয়ের বংশধরগণের মধ্যে নবুঅত ও কিতাবকে জারী রেখেছিলাম'। অত্র আয়াতে মানব জাতির বিগত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে যে, নূহ ও ইব্রাহীম দু'জন নবীর বংশধরের মধ্যেই নবুঅত ও কিতাব আমানত রাখা হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের পরবর্তী মানবকুল সবাই নূহের কিশতীতে আরোহী ঈমানদার গণের বংশধর। উক্ত বংশে ইদ্রীস, হূদ, ছালেহ প্রমুখ নবীগণ প্রেরিত হন। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাকের বংশে পরবর্তী সকল নবীর আগমন ঘটেছে। ইসহাকের বংশে ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, হারূণ, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, আইয়ূব, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ) সহ হাযার হাযার নবীর আগমন ঘটে। সবশেষে ইসমাঈল বংশের একমাত্র নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আগমন করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই। তার পরবর্তী আখেরী যামানার সকল মানুষ তাঁরই উম্মত। মুসলিম উম্মাহ তাঁর দাওয়াত কবুলকারী হিসাবে 'উম্মতে ইজাবাহ'। বাকীরা দাওয়াতের হকদার হিসাবে 'উম্মতে দা'ওয়াহ'। সকলের জন্য একমাত্র নবী হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ), একমাত্র ইলাহী গ্রন্থ 'আল-কুরআন' এবং একমাত্র ধর্ম হ'ল 'ইসলাম'। আল্লাহ্র কিতাব সমূহ অনুসরণে কিছু মানুষ সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ফাসেক হয়েছে। এমনকি যারা ঈমান আনে, তাদের অধিকাংশ শিরক করে *(ইউসুফ ১২/১০৬)*। আর এটাই হ'ল পরীক্ষার চিরন্তন রীতি।

৩৭০. অধ্যাপক গোলাম আযম (১৯২২-২০১৪ খৃ.), রসূলগণকে আল্লাহ তাআলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন? সূরা হাদীদ ২৫ আয়াতের ব্যাখ্যা সহ 'এ বইটির উদ্দেশ্য' শিরোনামে লিখিত। প্রকাশকাল : ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭।

(২৭) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا 'অতঃপর আমরা তাদের পিছে পিছে আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি'। قَفَّيْنَا অর্থ أَتْبَعْنَا 'পিছে পিছে পাঠিয়েছি' *(কুরতুবী)*।

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ 'কিন্তু বৈরাগ্যবাদ, সেটি তারা নিজেরা উদ্ভাবন করেছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায়। আমরা এটি তাদের উপর ফরয করিনি। এরপরেও তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি'। অত্র আয়াতাংশে বিশেষ করে নাছারাদের কর্মকাণ্ড বর্ণিত হয়েছে। আর সম্ভবতঃ সেকারণেই পুনরায় قَفَّيْنَا বলে ঈসার কথা পৃথকভাবে বলা হয়েছে। এরা আল্লাহ্র কিতাব ইনজীল প্রাপ্ত হয়েছিল। তার বিধান সমূহে সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে অধিক পরহেযগারী দেখাতে গিয়ে নিজেরা বৈরাগ্যবাদ উদ্ভাবন করে। তারা দু'ভাবে দায়ী হয়েছে। ১. তারা আল্লাহ্র হুকুম ছাড়াই বৈরাগ্যবাদ উদ্ভাবন করেছিল। ২. অতঃপর সেটাও তারা যথার্থভাবে পালন করেনি *(ইবনু কাছীর)*। তাদের মধ্যে প্রথম দিকে যারা সত্যিকারের ঈমানদার ছিল, তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীরা ফাসেক হয়ে গিয়েছে। কেননা তারা তাদের বৈরাগ্যবাদকে জনগণের উপর কর্তৃত্ব করার ও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই বহু (ইহূদী) আলেম ও (নাছারা) দরবেশ মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে। বস্তুতঃ যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে, অথচ তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে তুমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিভোগের সুসংবাদ দাও' *(তওবা ৯/৩৪)*।

আজও পাশ্চাত্যের পোপ-পাদ্রীরা চিরকুমার থেকে দুনিয়াত্যাগী হবার ভান করে। অন্যদিকে শিশু ধর্ষণ ও সমকামিতায় তারা বিশ্বে রেকর্ড করেছে। কিন্তু অতিভক্তির কারণে অথবা মুখরক্ষার তাকীদে খৃষ্টান বিশ্ব তাদেরকে সকল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখেছে। বস্তুতঃ ইসলামই একমাত্র স্বভাবধর্ম। যার বিপরীতে সবই স্বভাব বিরুদ্ধ ও বাস্তবতা বর্জিত। সেকারণ বৈরাগ্যবাদও ব্যর্থ হয়েছে। কেননা এটি সাময়িকভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করলেও স্থায়ীভাবে অগ্রহণযোগ্য।

(২৮) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর'। 'হে মুমিনগণ!' বলে মূসা ও ঈসার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের বুঝানো হয়েছে। وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ 'এবং তাঁর রাসূলের উপর

বিশ্বাস স্থাপন কর’ বলে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনার আদেশ দান করা হয়েছে *(কুরতুবী)*।

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ ‘দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন’ এজন্য যে তারা প্রথমে মূসা বা ঈসার উপর ঈমান এনেছিল। পরে তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে। ফলে তারা দ্বিগুণ পুরস্কারের অধিকারী হবে। ‘নূর’ অর্থ ‘কুরআন’। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ– ‘বস্তুতঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে এসেছে একটি জ্যোতি ও আলোকময় কিতাব’ *(মায়েদাহ ৫/১৫)*।

বিদ‘আতপন্থীরা এখানে ‘নূর’ অর্থ করেছেন ‘মুহাম্মাদ’ (ছাঃ)। উদ্দেশ্য তাঁকে ‘নূরের নবী’ প্রমাণ করা। অথচ এটি মারাত্মক ভ্রান্তি। কেননা অন্যত্র বলা হয়েছে, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ‘তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদের মত একজন মানুষ বৈ কিছু নই’ *(কাহফ ১৮/১১০)*। মায়েদাহ ১৫ আয়াতে ‘জ্যোতি ও আলোকময় কিতাব’ বলে একই বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সূরা নিসা ১৭৪ আয়াতে وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ‘আর আমরা তোমাদের নিকট উজ্জ্বল জ্যোতি নাযিল করেছি’ বলে ‘কুরআন’-কে বুঝানো হয়েছে। একইভাবে সূরা আ‘রাফ ১৫৭ আয়াতে وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ (আর তারা সেই জ্যোতিকে অনুসরণ করে, যা তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে) বলে স্পষ্টভাবেই ‘জ্যোতি’ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অমনিভাবে সূরা তাগাবুন ৮ আয়াতে وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ‘এবং জ্যোতি যা আমরা নাযিল করেছি’ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন মুসলিম, ইহূদী ও নাছারাদের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একদল লোককে এই চুক্তিতে নিয়োগ করে যে, তারা এত মজুরীর বিনিময়ে রাত্রি পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করেই বলে দিল যে, তারা আর কাজ করবে না। তারা বলল, শর্ত মোতাবেক তোমার দেয় মজুরীর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। তাদের বলা হ’ল, তোমরা এরূপ করো না। তোমরা বাকী কাজটা শেষ করো এবং পূর্ণ মজুরী নাও। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং কাজ পরিত্যাগ করল। তখন ঐ ব্যক্তি অন্যদের নিয়োগ দিল এবং বলল যে, তোমরা বাকী দিনটা কাজ করো। তোমাদেরকে পূর্বের লোকদের সাথে কৃত চুক্তি অনুযায়ী মজুরী দেব। অতঃপর লোকগুলি কাজ করতে লাগল। কিন্তু যখন আছর হ’ল, তখন বলল, আমরা আর কাজ করব না। যা করেছি সব বাতিল। তোমার মজুরী তোমার কাছেই থাক। লোকটি তাদের অনুরোধ করে বলল, সন্ধ্যার আর সামান্য বাকী। অতএব তোমরা বাকী সময়টুকু কাজ করো। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। ফলে লোকটি আরেক দলকে নিযুক্ত করল। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করল এবং পূর্বের দু’দল লোকের পুরস্কার তারা নিয়ে নিল। এটাই

হ'ল তাদের উপমা এবং ঐ লোকদের উপমা যারা এই 'নূর' (অর্থাৎ কুরআন) থেকে গ্রহণ করল'।[৩৭১] এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, আখেরী নবীর উপর ঈমান আনতে এবং কুরআন মানতে অস্বীকারকারী শেষ যামানার ইহূদী-নাছারাগণ আখেরাতে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে যারা কুরআন কবুল করবে ও কুরআন মেনে চলবে, তারা দ্বিগুণ পুরস্কারের অধিকারী হবে।

(২৯) لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ 'যাতে আহলে কিতাবগণ জানতে পারে যে, আল্লাহ্র সামান্য অনুগ্রহের ব্যাপারেও তাদের কোন হাত নেই'। لِئَلاَّ يَعْلَمَ অর্থ لِيَعْلَمَ 'যাতে তারা জানে'। আসলে ছিল لِأَنْ لاَ যেখানে لاَ 'অতিরিক্ত' এসেছে তাকীদ হিসাবে *(কুরতুবী)*।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহ (ছাঃ)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, বিগত উম্মতগুলির তুলনায় পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থান আছর হ'তে মাগরিবের সময়কালের ন্যায়। তওরাতের অধিকারীরা তওরাতের উপর আমল করল দুপুর পর্যন্ত। তারপর তারা অক্ষম হ'ল। তখন তাদেরকে এক ক্বীরাত্ব পরিমাণ ছওয়াব দেওয়া হ'ল। অতঃপর ইনজীলের অধিকারীরা ইনজীলের উপর আমল করল আছর পর্যন্ত। তারপর তারা অক্ষম হল। তখন তাদেরকে এক ক্বীরাত্ব পরিমাণ ছওয়াব দেওয়া হল। অতঃপর তোমাদেরকে কুরআন দেওয়া হল এবং তোমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার উপর আমল করলে। তখন তোমাদের দুই ক্বীরাত পরিমাণ ছওয়াব দেওয়া হ'ল। এতে তওরাত ও ইনজীলের অনুসারীরা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! ওরা কাজ করল কম, অথচ পুরস্কার পেল বেশী! তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছি? তারা বলবে, না। তখন আল্লাহ বলবেন, এটা আমার অনুগ্রহ। আমি এটি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি'।[৩৭২]

নিঃসন্দেহে আমাদের সৃষ্টি ও লয়, আমাদের উন্নতি ও অবনতি, আমাদের সম্মান ও অসম্মান সবই আল্লাহ্র হাতে। তিনি সকল ক্ষমতার মালিক। আমরা তাঁরই আনুগত্য করি ও তাঁরই নিকটে সবকিছু প্রার্থনা করি।

॥ সূরা হাদীদ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الحديد، فلله الحمد والمنة

৩৭১. বুখারী হা/২২৭১ 'ইজারা' অধ্যায়, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে।
৩৭২. বুখারী হা/৫৫৭, ২২৬৯; তিরমিযী হা/২৮৭১ প্রভৃতি।

সূরা মুজাদালাহ (পরস্পরে ঝগড়া)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা মুনাফিকূন ৬৩/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৫৮; পারা ২৮ (শুরু); রুকূ ৩; আয়াত ২২; শব্দ ৪৭৫; বর্ণ ১৯৯১।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ①

(১) অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন ঐ মহিলার কথা যে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছে তার স্বামী সম্পর্কে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ্‌র নিকটে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের বাদানুবাদ শুনেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ ؕ إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ②

(২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে (নিজ স্ত্রীকে 'মায়ের মত' বলে)। তারা তাদের মা নয়। নিশ্চয়ই তাদের মা হ'ল তারাই যারা তাদের প্রসব করেছে। অবশ্যই তারা ঘৃণ্য ও মিথ্যা কথা বলে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ③

(৩) যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তারা তাদের স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করবে। এর দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেওয়া হ'ল। বস্তুতঃ তোমরা যা কর, আল্লাহ সবই খবর রাখেন।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ، فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ④

(৪) কিন্তু যারা এর সামর্থ্য রাখে না, তারা পরস্পরে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখবে। আর তাতে অক্ষম হ'লে ষাটজন মিসকীন খাওয়াবে। এটা এজন্য (যাতে ঐ বাজে কথা হ'তে তওবা করে) তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর (পুরোপুরি) ঈমান আনতে পার। আর এটি

হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত দণ্ডবিধান। একে প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৫) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা লাঞ্ছিত হয়, যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। অথচ আমরা সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাযিল করেছি। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۚ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٥

(৬) যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। আল্লাহ তাদের কর্মের হিসাব রেখেছেন। অথচ তারা তা ভুলে গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুর উপরে সাক্ষী থাকেন। **(রুকূ ১)**

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ أَحْصَىٰهُ اللهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٦

(৭) তুমি কি বুঝ না যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ জানেন? তোমাদের তিনজনের গোপন আলাপেও তিনি থাকেন চতুর্থ এবং পাঁচজনে তিনি থাকেন ষষ্ঠ। তার চাইতে সংখ্যায় তারা কম হৌক বা বেশী হৌক, সর্বদা তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٧

তাফসীর :

(১-৫) قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا 'অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন ঐ মহিলার কথা যে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছে তার স্বামী সম্পর্কে'।

শানে নুযূল :

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মহাপবিত্র সেই সত্তা যিনি সবকিছু শোনেন। আমি অবশ্যই খাওলা বিনতে ছা'লাবাহ্র কথাগুলি শুনেছি। যার কিছু অংশ আমার নিকট অস্পষ্ট ছিল। তিনি তার স্বামীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ পেশ

يَا رَسُولَ اللهِ! أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ مِنِّي- اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهَؤُلاَءِ الْآيَاتِ: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ}- করছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আমার যৌবন খেয়েছে। আমি আমার পেট তার জন্য বিস্তৃত করেছি। অবশেষে আমি বৃদ্ধ হয়েছি। সন্তান জন্মের সক্ষমতা ছিন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায় সে আমার সাথে 'যিহার' করেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভিযোগ পেশ করছি'। এভাবে সে বলতেই থাকে। অবশেষে জিব্রীল অত্র আয়াতটি নিয়ে অবতরণ করেন *(মুজাদালাহ ৫৮/১)*।[৩৭৩]

(২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) খুওয়াইলাহ (খাওলা) বিনতে ছা'লাবাহ থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র কসম! আমার ও (আমার স্বামী) আউস বিন ছামেতের ব্যাপারে আল্লাহ সূরা মুজাদালাহ্র প্রথম দিকের আয়াতগুলি নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, আমার বৃদ্ধ স্বামী আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ও ক্রোধবশে আমার সাথে 'যিহার' করেন। তখন আমি প্রতিবেশী এক মহিলার কাছ থেকে কাপড় ধার নিয়ে পরিধান করি এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করি। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে খুওয়াইলাহ! তোমার বৃদ্ধ চাচাতো ভাইয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর'। কিন্তু আমি অভিযোগ পেশ করতেই থাকি। খাওলা বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ঐভাবেই বসে রইলাম। যতক্ষণ না আমার ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেহুঁশের মত হয়ে গেলেন যেমনটি অহি নাযিলের সময় হয়ে থাকে। অতঃপর সেটি কেটে গেল। তখন তিনি বললেন, 'হে খুওয়াইলাহ! তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট মুজাদালাহ ১ থেকে ৪ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি তোমার স্বামীকে গিয়ে বল, সে যেন একটি দাস মুক্ত করে। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল! তার এমন কিছু নেই, যা দিয়ে সে একটি দাস মুক্ত করবে। তিনি বললেন, তাহ'লে সে একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখুক। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল! সে অতি বৃদ্ধ মানুষ। তার ছিয়াম রাখার ক্ষমতা নেই। তিনি বললেন, তাহ'লে ষাটজন মিসকীন খাওয়াক। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল! তার সে ক্ষমতা নেই। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমরা তাকে এক 'আরাক্ব (১৫ ছা') খাদ্য সাহায্য দিব। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাকে আর এক 'আরাক্ব (عَرَق) দিয়ে সাহায্য করব। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি সঠিক বলেছ ও সুন্দর কথা বলেছ। তুমি যাও এবং তার

৩৭৩. ইবনু মাজাহ হা/২০৬৩; হাকেম হা/৩৭৯১, ২/৫২৩, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী হা/১৫৬৩৭, ৭/৩৮২; কুরতুবী হা/৫৮৩৮; ইবনু কাছীর।

পক্ষ থেকে ছাদাক্বা কর। আর তোমার চাচাতো ভাইকে উত্তম উপদেশ দাও। খাওলা বলেন, অতঃপর আমি সেটা করলাম।[৩৭৪] উল্লেখ্য যে, আরবী বাকরীতিতে স্বামীকে 'চাচাতো ভাই' বলা হয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মহিলা তার অভিযোগ নিয়ে এসেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে। অথচ প্রার্থনা করে বলছেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভিযোগ পেশ করছি'। এই প্রার্থনা তিনি ঘরে বসেও করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এসেছেন আল্লাহ্র রাসূলের নিকট। কারণ তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তার জবাব পাঠাবেন এবং তাঁর মাধ্যমেই যিহারের বিধান বাস্তবায়িত হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে ইমারত ও বায়'আতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গঠনের প্রতি। যেখানে আমীর আল্লাহ্র বিধান মতে সিদ্ধান্ত দিবেন। তিনি শাসন ক্ষমতার মালিক হ'লে সরাসরি বিধান সমূহ কায়েম করবেন। আর সাংগঠনিক ক্ষমতার মালিক হ'লে আল্লাহ্র বিধান মতে উপদেশ দিবেন ও অন্যায় থেকে তওবা করার আহ্বান জানাবেন।

ঐ মহিলার স্বামী আউস বিন ছামেত ছিলেন বায়'আতে কুবরার বিখ্যাত ছাহাবী ওবাদাহ বিন ছামেত খাযরাজী (রাঃ)-এর ভাই। জাহেলী যুগে ঈলা ও যিহারকে তালাক হিসাবে গণ্য করা হ'ত *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। 'ঈলা' (إِيلاء) অর্থ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার শপথ করা এবং 'যিহার' (ظِهار) অর্থ স্ত্রীকে বলা যে, তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)। মা, বোন, দাদী-নানী বা অন্য কোন মাহরাম নারীর মত বলা। কিংবা তাদের কারু পিঠ, পেট বা তাদের কোন অঙ্গের মত বললেও একই পরিণতি হবে *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে। জাহেলী যুগে এতে তালাক হয়ে যেত এবং স্ত্রী পুরাপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

আলোচ্য খাওলা বিনতে ছা'লাবাহ্র ঘটনাটি ছিল ইসলামী যুগে যিহারের প্রথম ঘটনা। যে প্রেক্ষিতে মুজাদালাহ ২-৪ তিনটি আয়াতে কাফফারার বিধান নাযিল হয়। যাতে বলা হয় যে, যিহার করা মহাপাপ। কিন্তু এর ফলে স্ত্রী কখনো মা হয়ে যায় না। অতএব শাস্তি স্বরূপ তাকে কাফফারা দিতে হবে। আর তা হ'ল একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করা অথবা একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করা অথবা ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানো *(মুজাদালাহ ৫৮/৩-৪)*। যার পরিমাণ হ'ল, দৈনিক একজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য *(মায়েদাহ ৫/৮৯)* হিসাবে কমপক্ষে এক মুদ বা সিকি ছা' গম *(বায়হাক্বী ৪/২৫৪, হা/৮০০৫-০৬)* প্রদান করা। বেশী দিলে বেশী নেকী পাবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। কাফফারার ছিয়াম শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্পর্শ করবে না। কিন্তু যদি অধৈর্য হয়ে করেই ফেলে, তাহ'লে কাফফারা শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় স্ত্রী স্পর্শ করবে না *(ইবনু মাজাহ হা/২০৬৫; ইরওয়া ৭/১৭৯-৮০)*।

---

৩৭৪. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪২৭৯, সনদ ছহীহ।

উক্ত হাদীছে বর্ণিত عَرَق কথাটির ব্যাখ্যা হ'ল ১৫ ছা'। যেমনটি তিরমিযীতে এসেছে *(তিরমিযী হা/১২০০ 'যিহারের কাফফারা' অনুচ্ছেদ)*। আর এটাই সঠিক। কেননা ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে ছিয়ামের কাফফারা দৈনিক এক 'মুদ' খাদ্যশস্য বলা হয়েছে।[৩৭৫] যা ষাট দিনে ১৫ ছা' হয়।

ওমরের সাথে খাওলার কাহিনী :

জারীর ইবনু হাযেম বলেন, আমি আবু ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, খাওলা বিনতে ছা'লাবাহ ওমরের সাথে সাক্ষাৎ করেন যখন তিনি লোকদের নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ মহিলা তাঁকে দাঁড়াতে বললে তিনি দাঁড়ালেন ও তার নিকটে গেলেন। অতঃপর যতক্ষণ না মহিলা তার কথা শেষ করলেন ও ফিরে গেলেন, ততক্ষণ তিনি তার সাথে কথা বললেন। তখন একজন সাথী খলীফাকে বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি কুরায়েশের সম্মানী ব্যক্তিদেরকে এই বৃদ্ধার জন্য আটকে রাখলেন? জবাবে খলীফা বললেন, তোমার দুর্ভোগ! তুমি কি জানো এই মহিলা কে? লোকটি বলল, না। তখন তিনি বললেন, هَذِهِ امْرَأَةٌ سَمِعَ اللهُ شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، هَذِهِ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَاللهِ لَوْ لَمْ تَنْصَرِفْ عَنِّي إِلَى اللَّيْلِ مَا انْصَرَفْتُ عَنْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا إِلَى أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ فَأُصَلِّيَهَا ثُمَّ أَرْجِعَ إِلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا- 'ইনি হ'লেন সেই মহিলা সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ যার অভিযোগ শ্রবণ করেছিলেন। ইনি হ'লেন খাওলা বিনতে ছা'লাবাহ। আল্লাহ্র কসম! যদি তিনি কথা শেষ না হওয়ার জন্য রাত্রি পর্যন্ত ফিরে না যেতেন, তথাপি আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, কেবল ছালাতের জন্য ব্যতীত। আবার তার কাছে ফিরে আসতাম। যতক্ষণ না তার প্রয়োজন শেষ হ'ত'।[৩৭৬] রাবী আবু ইয়াযীদের সাথে ওমর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়নি বিধায় এটি ছিন্ন সূত্র। ইবনু কাছীর বলেন, قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ 'এটি অন্য সূত্র থেকেও বর্ণিত হয়েছে' *(ইবনু কাছীর)*।

(৫) إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا 'যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা লাঞ্ছিত হয়, যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা'। অত্র আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে এর মধ্যে ইসলামী আমীরের অবাধ্যতার শাস্তির কথাও পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ

---

৩৭৫. বুখারী হা/৬৭১৩; বায়হাক্বী ৪/২৫৪, হা/৮০০৫।

৩৭৬. ইবনু কাছীর; কুরতুবী; ইবনু আবী হাতেম হা/১৮৮৪১; বায়হাক্বী, আল-আসমা ওয়াছ ছিফাত হা/৮৪৭, সনদ মুনক্বাতি'।

عَصَانِى 'যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৩৭৭] তিনি আরও বলেন, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ 'যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুকে কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম'।[৩৭৮] كُبِتُوا অর্থ أُهْلِكُوا اَوِ اخْزُوا 'তারা ধ্বংস হবে বা লাঞ্ছিত হবে' *(কুরতুবী)*।

(৭) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ 'তুমি কি বুঝনা যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ জানেন?' অত্র আয়াতে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে মুনাফিকদের গোপন শলা-পরামর্শের কথা ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা ভীত হয় ও সাবধান হয়। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ– 'তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের মনের কথা ও গোপন শলা-পরামর্শ অবগত আছেন এবং আল্লাহ সমস্ত গোপন বিষয় ভালভাবে জানেন?' *(তওবা ৯/৭৮)*। তিনি আরও বলেন, أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ– 'তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদের গোপন কথা ও শলা-পরামর্শগুলি শুনিনা? অবশ্যই শুনি। আমাদের দূতেরা তাদের কাছ থেকে সবই লিপিবদ্ধ করে' *(যুখরুফ ৪৩/৮০)*। সকল যুগের মুনাফিক ও কাফির-মুশরিকদের তাই আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا 'সর্বদা তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন' এর অর্থ তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সর্বত্র তাদের সঙ্গে আছেন। এ বিষয়ে ইবনু আব্দিল বার্র ও অন্যান্য বিদ্বানগণ ছাহাবী ও তাবেঈগণের ইজমা উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া তাঁর শোনা ও দেখা এর সাথে যুক্ত রয়েছে *(ইবনু কাছীর; ক্বাসেমী)*। অর্থাৎ তিনি সবকিছু জানেন, শোনেন ও দেখেন। কোন কিছুই তাদের থেকে গোপন করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ– 'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানেনা। স্থলভাগে ও সমুদ্রভাগে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। গাছের একটি পাতা ঝরলেও তা তিনি জানেন। মাটিতে লুক্কায়িত এমন কোন শস্যদানা নেই বা

৩৭৭. বুখারী হা/১৭৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৩৭৮. বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬, মিরক্বাত; কুরতুবী হা/৫৮৪৪।

সেখানে পতিত এমন কোন সরস বা শুষ্ক ফল নেই, যা (আল্লাহ্‌র) সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই' *(আন'আম ৬/৫৯)*। ইমাম আহমাদ বলেন, আয়াতটি শুরু হয়েছে 'ইলম' (يَعْلَمُ) দিয়ে এবং শেষ হয়েছে 'ইলম' (عَلِيمٌ) দিয়ে *(ইবনু কাছীর)*।[৩৭৯]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ
حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي
أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ
جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

(৮) তুমি কি তাদের দেখ না যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। অতঃপর তারা সেই নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে। আর পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই তারা কানাঘুষা করে। তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তারা এমন ভাষায় অভিবাদন করে, যে ভাষায় আল্লাহ তোমাকে সম্ভাষণ জানাননি। আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি, সেজন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا
بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ
وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾

(৯) হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে শলা-পরামর্শ করো না। বরং তোমরা কল্যাণ কর্মে ও আল্লাহভীরুতার কাজে শলা-পরামর্শ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর যার নিকটেই তোমরা একত্রিত হবে।

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

(১০) ঐ কানাঘুষা শয়তানের কাজ বৈ তো নয়, যা মুমিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্য করা হয়। অথচ তা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত। অতএব মুমিনদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ
انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

(১১) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিস প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা সেটি কর। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত

৩৭৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : সূরা হাদীদ ৪ আয়াতের তাফসীর।

مِنۡكُمۡ ۙ وَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿۱۱﴾

করে দিবেন। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যাও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালভাবে খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نَاجَيۡتُمُ الرَّسُوۡلَ فَقَدِّمُوۡا بَيۡنَ يَدَىۡ نَجۡوٰىكُمۡ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ وَاَطۡهَرُ ؕ فَاِنۡ لَّمۡ تَجِدُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۲﴾

(১২) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলবে, তখন কথা বলার পূর্বে ছাদাক্বা পেশ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতর। আর যদি তোমরা সেটা না পার, তাহ'লে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

ءَاَشۡفَقۡتُمۡ اَنۡ تُقَدِّمُوۡا بَيۡنَ يَدَىۡ نَجۡوٰىكُمۡ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُوۡا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيۡكُمۡ فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۳﴾

(১৩) তোমরা কি (রাসূলের সঙ্গে) একান্তে আলাপকালে ছাদাক্বা পেশ করতে ভয় পাচ্ছ? এক্ষণে যখন সেটা তোমরা করলে না এবং আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(৯) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে শলা-পরামর্শ করো না'। অর্থাৎ তোমরা কাফের-মুনাফিকদের মত অন্যায় কর্মে শলা-পরামর্শ করো না।

تُحْشَرُوْنَ অর্থ تُجْمَعُوْنَ فِي الْآخِرَةِ 'তোমরা আখেরাতে একত্রিত হবে' *(কুরতুবী)*। মদীনায় ইহূদী চক্রান্ত শুরু থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। তারা ও মুনাফিকরা মিলে আড়ালে-আবডালে সর্বদা শলা-পরামর্শ করত। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাসায় এসেও ইহূদীরা অসভ্য আচরণ করত। তারা মুখের উপর তাঁর মৃত্যু কামনা করত। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, জনৈক ইহূদী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের সামনে এসে বলল, اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ 'তোমাদের মৃত্যু হৌক'! তখন সাথীরা একই জবাব দিল। ... এ সময় রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদের

সালাম দিবে, তখন তোমরা বল, عَلَيْكَ مَا قُلْتَ ‘তোমার উপরেও অনুরূপ যেমনটি তুমি বলেছ’। অতঃপর তিনি وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ আয়াতাংশটি পাঠ করলেন’ *(তিরমিযী হা/৩৩০১)*।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদল ইহূদী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ ‘হে আবুল ক্বাসেম! তোমার মৃত্যু হৌক’। তখন আমি বললাম, ‘তোমাদের মৃত্যু হৌক এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে ঐরূপ করুন ও তা হয়ে যাক’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ‘তোমাদেরও মৃত্যু হৌক এবং লা‘নত পড়ুক’! তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা থাম! কারণ আল্লাহ নির্লজ্জতা ও নির্লজ্জ কথাবার্তা পসন্দ করেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি দেখলেন না ওরা কি বলল? তিনি বললেন, তুমি কি দেখলে না তাদের জওয়াবে আমি কি বললাম? আমি বললাম, وَعَلَيْكُمْ ‘তোমাদের উপরেও’। তখন অত্র আয়াতাংশ নাযিল হয়- بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ ‘যে ভাষায় আল্লাহ তোমাকে সম্ভাষণ জানাননি’।[৩৮০] অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে ‘সালাম’ বলেছেন *(যুমার ৩৯/৭৩)*। যার অর্থ ‘শান্তি’। অথচ তারা ‘সাম’ বলছে যার অর্থ ‘মৃত্যু’ *(কুরতুবী)*। হযরত আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوا: وَعَلَيْكُمْ ‘যখন কোন আহলে কিতাব তোমাকে সালাম দিবে, তখন তুমি বলবে ‘ওয়া ‘আলায়কুম’ (তোমার উপরেও অনুরূপ)।[৩৮১]

(১০) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ‘ঐ কানাঘুষা শয়তানের কাজ বৈ তো নয়’। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ اِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ– ‘যখন তোমরা তিনজন থাকবে, তখন তৃতীয় জনকে ছেড়ে তোমরা গোপনে পরামর্শ করো না তার অনুমতি ব্যতীত। কেননা সেটি তাকে দুঃখিত করবে’ *(আহমাদ হা/৬৩৩৮; ছহীহাহ হা/১৪০২)*।

(১১) إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ ‘যখন তোমাদের বলা হয় মজলিস প্রশস্ত করে দাও’। ক্বাতাদাহ বলেন, অত্র আয়াতটি নাযিল হয়েছে যিকরের মজলিস সমূহের আদব সম্পর্কে। আর তা হ’ল যখন কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে বসত, তখন অন্যেরা এটাকে মানতে পারত না। তখন আল্লাহ হুকুম দিলেন যেন তারা একে অপরের জন্য

৩৮০. বুখারী হা/৬০৩০, ৬৯২৭; মুসলিম হা/২১৬৫ প্রভৃতি।
৩৮১. বুখারী হা/৬২৫৮; মুসলিম হা/২১৬৩ প্রভৃতি।

জায়গা ছেড়ে দেয় *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। বস্তুতঃ এর মধ্যে সকল প্রকার মজলিসের আদব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে *(কুরতুবী)*।

মুক্বাতিল বিন হাইয়ান বলেন, আয়াতটি জুম‘আর দিন নাযিল হয়। আর সেদিন রাসূল (ছাঃ) আহলে ছুফফাহ্র মজলিসে ছিলেন। জায়গা ছিল সংকীর্ণ। এমন সময় সেখানে বদরী ছাহাবীদের একটি দল এসে সালাম করলেন। কিন্তু বসার জায়গা না পেয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকলেন। এতে রাসূল (ছাঃ) কষ্টবোধ করলেন। তখন তিনি অনেককে উঠিয়ে সেখানে তাদের বসার জায়গা করে দিলেন। বিষয়টিতে মুনাফিকরা সুযোগ নিল এবং লোকদের উসকে দিয়ে বলল, তোমরা কি ধারণা কর যে, এই লোকটি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে? আল্লাহ্র কসম! আমরা ইতিপূর্বে কখনো এই লোকগুলির উপর তাকে ন্যায়বিচার করতে দেখিনি। তারা তাদের নবীর কাছাকাছি বসেছে। অথচ তাদেরকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে অন্যদেরকে তিনি বসাচ্ছেন, যারা দেরীতে আসল। আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, রাসূল (ছাঃ) তখন বলেন, رَحِمَ اللهُ رَجُلاً فَسَحَ لِأَخِيهِ– ‘আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার ভাইয়ের জন্য জায়গা ছেড়ে দিল’। এরপর লোকেরা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিল *(ইবনু কাছীর; ইবনু আবী হাতেম হা/১৮৮৪৬)*।

বর্ণনাগুলি খুবই প্রসিদ্ধ। যদিও ওয়াহেদী, সুয়ূত্বী, ইবনু কাছীর প্রমুখ বিদ্বান মুক্বাতিল বিন হাইয়ান থেকে সূত্রবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন *(মুহাক্কিক ইবনু কাছীর)*। আর মুনাফিকদের পক্ষে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের উপর এরূপ বাজে কথা বলা মোটেই বিচিত্র ছিল না। হুনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টনের সময় তাদেরই একজন যুল-খুওয়াইছিরাহ রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের উপর বলেছিল, إِعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، فَقَالَ : وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِى إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ ‘ন্যায়বিচার কর হে মুহাম্মাদ! কারণ তুমি ন্যায়বিচার করোনি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক। আমি যদি ন্যায়বিচার না করি, তাহ’লে আমার পরে আর কে আছে, যে ন্যায়বিচার করবে?’[৩৮২]

এ বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনা এই যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا– ‘একজন একজনকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে বসবে না। বরং তোমরা জায়গা ছেড়ে দাও।[৩৮৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنِ افْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ– ‘একজন একজনকে তার

৩৮২. ইবনু মাজাহ হা/১৭২; আহমাদ হা/১৪৮৬২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮১৯; সনদ ছহীহ।
৩৮৩. আহমাদ হা/৪৬৫৯; বুখারী হা/৬২৭০; মুসলিম হা/২১৭৭; ইবনু কাছীর।

www.ahlehadeethbd.org

স্থান থেকে উঠাবে না। বরং তোমরা জায়গা ছেড়ে দাও। আল্লাহ তোমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবেন'।[৩৮৪] বিশেষ করে জুম'আর দিন সম্পর্কে তিনি বলেন, لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لْيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا– 'জুম'আর দিন কেউ তার কোন ভাইকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না। বরং বলবে, اِفْسَحُوا 'জায়গা প্রশস্ত করুন'।[৩৮৫]

শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আগন্তুক কেউ এলে তার সম্মানে দাঁড়ানো যায়। যেমন ইকরিমা বিন আবু জাহল ইসলাম কবুল করতে এলে রাসূল (ছাঃ) তাকে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। অসুস্থ আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয এলে উঠে গিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য তিনি আনছারদের নির্দেশ দেন, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ 'তোমরা তোমাদের নেতার সাহায্যে উঠে যাও'।[৩৮৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ 'তোমরা তোমাদের নেতার সাহায্যে উঠে যাও ও তাকে নামিয়ে আন'।[৩৮৭] যদি এমন কোন স্থান হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোটাই রেওয়াজ এবং এর বিপরীত সুন্নাতী তরীকা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ এবং তারা তাতে নাখোশ হয়, তাহ'লে সেখানে দাঁড়ানোই উচিৎ (الأَصْلَح) হবে। কেননা এটি হবে বিভেদ দূরীকরণের উপায়। এই দাঁড়ানোটা ঐ দাঁড়ানোর অন্তর্ভুক্ত নয়, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, –مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তিকে এ বিষয়টি খুশী করে যে, লোকেরা তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাক, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল'।[৩৮৮]

يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ অর্থাৎ يَفْسَحِ اللهُ فِي قُبُورِكُمْ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য কবর প্রশস্ত করে দিবেন' *(কুরতুবী)*। অথবা يُوَسِّعُ عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ 'দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সচ্ছল করে দিবেন' *(কুরতুবী)*। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَّسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ– 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের একটি বিপদ

৩৮৪. আহমাদ হা/৮৪৪৩, সনদ হাসান, আরনাউত্ব।
৩৮৫. মুসলিম হা/২১৭৮; কুরতুবী হা/৫৮৫৭।
৩৮৬. বুখারী হা/৩০৪৩; মুসলিম হা/১৭৬৮; মিশকাত হা/৩৯৬৩, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে।
৩৮৭. আহমাদ হা/২৫১৪০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০২৮; ছহীহাহ হা/৬৭, সনদ হাসান, আয়েশা (রাঃ) হ'তে।
৩৮৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৩৭৪; তিরমিযী হা/২৭৫৫; মিশকাত হা/৪৬৯৯, মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে; ক্বাসেমী।

দূর করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিনের বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কষ্ট হাল্কা করে দিবে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট হাল্কা করে দিবেন'।[৩৮৯]

اُنْشُزُوا অর্থ 'উঠে যাও'। نَشَزَ يَنْشُزُ نَشْزًا وَ نُشُوْزًا অর্থ 'উঁচু হওয়া'। ক্বাতাদাহ বলেন, এখানে অর্থ أَجِيبُوا إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ 'কোন সঙ্গত কাজে ডাকা হ'লে তোমরা সাড়া দাও' *(কুরতুবী)*। অর্থাৎ নেতা তোমাকে উঠে যেতে বললে উঠে যাও। এর মধ্যে ইসলামী শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, নেতার ইচ্ছা মতে লোকেরা বসবে অথবা উঠবে। আর আল্লাহভীরু জ্ঞানী-গুণী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নেতার সম্মতিতে তার কাছাকাছি বসবে। যেমন ছালাতে কাতার দেওয়ার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ– 'তোমাদের মধ্যেকার জ্ঞানী-গুণীরা আমার কাছাকাছি থাক। তারপর তাদের নিকটবর্তীরা ও তারপর তাদের নিকটবর্তীরা'।[৩৯০]

আয়াতের শেষাংশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ– 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন'। এখানে ইলম বলতে 'ইলমে কুরআন' বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*। এর মাধ্যমে জনবল, ধনবল, বংশ মর্যাদা সবকিছুর উর্ধ্বে ঈমান ও ইলমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর এটাই হ'ল ইসলামী সমাজ দর্শনের মূল কথা। যার বাস্তব নমুনা দেখা গেছে মক্কা বিজয়ের দিন ক্রীতদাস বেলালকে কা'বা গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার আদেশ দানের মধ্যে। পরবর্তীকালে খলীফাদের আমলে এর নমুনা পাওয়া যায়। যেমন মক্কার গবর্ণর নাফে' বিন আব্দুল হারেছ খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে (জেদ্দার) ওছফানে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বললেন, তুমি এখানে কাকে প্রশাসক নিয়োগ করেছ? তিনি বললেন, ইবনু আবযাকে (ابْنُ أَبْزَى)। জিজ্ঞেস করলেন, সে ব্যক্তি কে? বললেন, আমাদের একজন মুক্ত দাস। ওমর (রাঃ) বললেন, একজন দাসকে? জবাবে গভর্ণর বললেন, হে খলীফা! সে আল্লাহ্র কিতাবের আলেম, ফারায়েয সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও ন্যায় বিচারক (إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَاضٍ)। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমাদের নবী বলে গেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে একদলকে উচুঁ করেছেন ও একদলকে নীচু

---

৩৮৯. মুসলিম হা/২৬৯৯; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৬; মিশকাত হা/২০৪, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
৩৯০. মুসলিম হা/৪৩২; আবুদাঊদ হা/৬৭৪; মিশকাত হা/১০৮৮, আবু মাসঊদ আল-আনছারী (রাঃ) হ'তে।

করেছেন’।[৩৯১] অর্থাৎ কুরআনই মানদণ্ড। যারা এর যত বেশী অনুসারী হবে, তাদের সম্মান তত বেশী উঁচু হবে। আর এ থেকে যারা যত দূরে থাকবে তাদের সম্মান তত নীচে হবে। এজন্য বংশ বা সম্পদ কোন শর্ত নয়।

(১২-১৩) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ ‘হে মুমিনগণ! যখন তোমরা রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলবে’। হাসান বাছরী বলেন, কিছু মুসলমান রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে গোপনে কানে কানে কথা বলত। এতে অন্যেরা ভাবতে লাগল যে, তাদেরকে হীন করা হচ্ছে। বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কষ্টদায়ক হ’ল। তখন অত্র আয়াত নাযিলের মাধ্যমে তাদের ছাদাক্বা পেশ করতে বলা হয়।

যায়েদ বিন আসলাম বলেন, মুনাফিক ও ইহূদীরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে গোপনে আলাপ করত। এটি তার জন্য খুবই কষ্টদায়ক হয়। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর বাতিলপন্থীরা সরে পড়ে। কিন্তু ঈমানদারগণের উপর ভারী হয়। তখন ১৩ আয়াতটি নাযিল হয় এবং ছাদাক্বার হুকুম রহিত হয়। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ‘এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতর’। অর্থাৎ ছাদাক্বা দুনিয়ার ভালোবাসা ও কৃপণতার পাপ হ’তে পবিত্রকারী।

ইবনুল ‘আরাবী বলেন, অত্র আয়াতে মু‘তাযিলাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের প্রতিবাদ রয়েছে। যারা বলেন, বিধান নাযিলের জন্য উদ্ভূত প্রয়োজন (اِلْتِزَامُ الْمَصَالِحِ) আবশ্যিক। কেননা ছাদাক্বা পেশ করা ‘উত্তম ও পবিত্রতর’ হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে মানসূখ করা হয়েছে তার বদলে কোন বিধান নাযিল হওয়া ছাড়াই *(কুরতুবী)*। সুয়ূত্বী বলেন, فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ بِلاَ بَدْلٍ ‘এর মধ্যে দলীল রয়েছে বদলী কোন আয়াত নাযিল হওয়া ছাড়াই নাসখ জায়েয হওয়ার’। এটি তাদের বিপরীত যারা এটাকে অস্বীকার করেন’ *(ক্বাসেমী)*।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কিতাবে একটি আয়াত রয়েছে, যার উপরে আমার পূর্বে আমি ব্যতীত কেউ আমল করেনি এবং আমার পরেও কেউ আমল করেনি। আর সেটি হ’ল মুজাদালাহ ১২ আয়াত। আমার একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছিল। আমি সেটি বিক্রি করি। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে নির্জনে আলাপ করার জন্য যেতাম, তখন সেখান থেকে একটি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছাদাক্বা পেশ করতাম। এরপর এটি শেষ হয়ে গেল এবং পরবর্তী মুজাদালাহ ১৩ আয়াতটি নাযিলের মাধ্যমে ছাদাক্বার আদেশ মনসূখ হয়ে গেল’।[৩৯২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি স্বর্ণ মুদ্রাটি ১০ দিরহামে

---

৩৯১. আহমাদ হা/২৩২; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫, ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) হ’তে; ছহীহাহ হা/২২৩৯; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।

৩৯২. হাকেম হা/৩৭৯৪, ২/৪৮২; সনদ মুনক্বাতি‘ বা ছিন্নসূত্র। কিন্তু এর অনেকগুলি ‘মুরসাল’ শাওয়াহেদ রয়েছে, যা একে শক্তিশালী করে। মুহাক্কিক কুরতুবী হা/৫৮৬৫।

Contents

বিক্রি করলাম। অতঃপর যখনই রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে যেতাম, এক দিরহাম করে দিতাম। অবশেষে তা শেষ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি মুজাদালাহ ১২ আয়াতটি পাঠ করেন।[৩৯৩]

আলী ইবনু তালহা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, মুসলমানেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খুব বেশী বেশী প্রশ্ন করত। এভাবে তারা তাঁকে বিব্রত করত। আল্লাহ বিষয়টিকে তার নবীর উপর হালকা করতে চাইলেন। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। ফলে বহু লোক বিরত হয় এবং প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয়। তখন পরবর্তী ১৩ আয়াতটি নাযিল হয়' *(ইবনু কাছীর)*। ইবনু কাছীর বলেন, এর ফলে ছাদাক্বা ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয় *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। তবে নফল ছাদাক্বার হুকুম বাকী থাকে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-এর জন্য তিনটি বিষয় রয়েছে। যদি সেগুলির কোন একটি আমার মধ্যে থাকত, তাহ'লে সেটাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় হ'ত লাল উটের চাইতে। (১) ফাতেমার সাথে তার বিয়ে হওয়া। (২) খায়বর যুদ্ধের দিন তার হাতে ঝাণ্ডা দেওয়া এবং (৩) তাঁর কারণে আয়াতুন নাজওয়া অর্থাৎ মুজাদালাহ ১২-১৩ আয়াত নাযিল হওয়া *(কুরতুবী)*। মুজাহিদ বলেন, ছাদাক্বা ব্যতীত রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে গোপনে আলাপ নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ে উক্ত আয়াতের উপর আলী ইবনু তালেব ব্যতীত কেউ আমল করেননি *(ইবনু কাছীর)*।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾

(১৪) তুমি কি তাদের দেখ না যারা আল্লাহ্র অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? ওরা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। আর তারা জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵﴾

(১৫) আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে তা কতই না মন্দ।

اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۶﴾

(১৬) তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। আর এগুলির মাধ্যমে তারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে। অতএব তাদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি।

لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا

(১৭) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে বাঁচাতে

৩৯৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২৭৮৪, ইবনু কাছীর।

خٰلِدُوْنَ﴿۱۷﴾

পারবে না। ওরা হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ﴿۱۸﴾

(১৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তারা আল্লাহ্‌র সামনে শপথ করবে। যেমন তারা তোমাদের সামনে শপথ করে এবং তারা ধারণা করে যে, তারা যথেষ্ট হেদায়াতের উপর রয়েছে। সাবধান ওরাই হ'ল মিথ্যাবাদী।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴿۱۹﴾

(১৯) শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়েছে। ফলে সে তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরা হ'ল শয়তানের দল। জেনে রেখ, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ﴿۲۰﴾

(২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ﴿۲۱﴾

(২১) আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, অবশ্যই আমি ও আমার রাসূলগণ বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর ও মহাপরাক্রান্ত।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴿۲۲﴾

(২২) আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। যদিও তারা তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর বা আত্মীয়-স্বজন হৌক। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ঈমানকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে জিব্রীলকে দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরা হ'ল আল্লাহ্‌র দল। জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম। **(রুকূ ৩)**

তাফসীর :

(১৪) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ 'তুমি কি তাদের দেখ না যারা আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে?' অত্র আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। যারা ইহূদীদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করত এবং বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রাখত। এই দ্বিমুখী চরিত্রের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً– 'এরা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। না এদিকে, না ওদিকে। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তাকে বাঁচানোর কোন পথই পাবে না' *(নিসা ৪/১৪৩)*।

(১৫) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 'আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন'। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মন্দ লোকদের দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস তাদের পরকালীন মুক্তির নিদর্শন নয়। বরং তার বিপরীত। আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ– 'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে আমরা তার জন্য তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমরা তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ ওদের দুর্নীতি ও লুটপাটে বাধা দিবেন না। কিন্তু আখেরাতে ওরা খালি হাতে উঠবে এবং জাহান্নামের খোরাক হবে। এটাই হ'ল মন্দ লোকদের মন্দ পরিণতি।

(১৮) وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ 'এবং তারা ধারণা করে যে, তারা যথেষ্ট হেদায়াতের উপর রয়েছে'। মদীনার মুনাফিকদের এই চরিত্র ছিল। يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ অর্থ مِنَ النَّفْعِ أَوْ مِنَ الْحَقِّ 'তারা যথেষ্ট কল্যাণ অথবা সত্যের উপর রয়েছে' *(ক্বাসেমী)*। কারণ যে ব্যক্তি যে বস্তুর উপর জীবন যাপন করে, সে ব্যক্তি সাধারণতঃ তার উপরেই মৃত্যুবরণ করে ও তার উপরেই পুনরুত্থিত হয়।

মুনাফিকরা ভেবেছিল এই শপথের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে উপকার লাভ করবে, যেমনভাবে তারা দুনিয়ায় উপকার লাভ করত। আর প্রকাশ্য শপথের উপরেই বাহ্যিক বিধানসমূহ প্রযোজ্য হ'ত। সেকারণ তারা ভেবেছিল, আখেরাতেও ঠিক এভাবে বিধান প্রযোজ্য হবে এবং তারা বেঁচে যাবে। তার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ 'জেনে রেখ ওরাই হ'ল মিথ্যাবাদী' *(মুজাদালাহ ৫৮/১৮)*। এভাবে মুনাফিকরা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্র মিথ্যা শপথের মাধ্যমে নিজেদের কপটতা লুকাতে চায়। এর

ফলে দুনিয়াতে বাঁচলেও আখেরাতে বাঁচবেনা। বরং আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন' *(নিসা ৪/১৪০)*।

(১৯) اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ 'শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়েছে'। অর্থ غَلَبَ وَاسْتَعْلَى بِوَسْوَسَتِهِ فِي الدُّنْيَا 'দুনিয়াতে সে ধোঁকার মাধ্যমে জয়ী ও প্রভাবশালী হয়েছিল' *(কুরতুবী)*। অথবা এর অর্থ اسْتَوْلَى عَلَيْهِمْ حَتَّى صَارَ الْكَذِبُ وَالْفَسَادُ مَلِكَة لَهُمْ– 'শয়তান তাদের উপর জয়লাভ করে। অবশেষে মিথ্যা বলা ও ফাসাদ সৃষ্টি করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়' *(ক্বাসেমী)*। যা অবশেষে তাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ اِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ– 'কোন গ্রামে বা জনপদে তিনজন থাকলেও যদি তারা জামা'আতে ছালাত আদায় না করে, শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়। অতএব তোমার উপর জামা'আত অপরিহার্য। কেননা দলছুট বকরীকেই নেকড়ে ধরে খেয়ে নেয়'।[৩৯৪] তিনি বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ– 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল। কেননা শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দু'জন থেকে দূরে থাকে'।[৩৯৫] এর মধ্যে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা বুঝানো হয়েছে। فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ অর্থ بِتَسْوِيلِ اللَّذَّاتِ الْحِسِّيَّةِ، وَالشَّهَوَاتِ الْبَدَنِيَّةِ لَهُمْ، وَتَزْيِينِ الدُّنْيَا وَزِبْرِجِهَا فِي أَعْيُنِهِمْ– 'দুনিয়ার চাকচিক্য ও দৈহিক কামনা-বাসনা সমূহকে তাদের চোখে শোভনীয় করার মাধ্যমে তাদেরকে তিনি আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দেন' *(ক্বাসেমী)*।

حِزْبُ الشَّيْطَانِ অর্থ اَتْبَاعُه فِي الْفَسَادِ والإِفْسَاد 'সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ও করানোর ব্যাপারে ইবলীসের অনুসারী দল' *(ক্বাসেমী)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। এ সময় ছায়া তাকে বেষ্টন করে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সত্বর তোমাদের নিকট একজন পীতচক্ষু বিশিষ্ট লোক আসবে। যে তোমাদের দিকে

---

৩৯৪. আবুদাঊদ হা/৫৪৭; নাসাঈ হা/৮৪৭; মিশকাত হা/১০৬৭, আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে; ইবনু কাছীর।
৩৯৫. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; ছহীহুল জামে' হা/২৫৪৬, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে।

শয়তানের চোখ দিয়ে তাকাবে। সে এলে তোমরা তার সাথে কথা বলবে না। অতঃপর আমরা এভাবেই ছিলাম। কিছুক্ষণ পর ঐ ব্যক্তি আসল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, কি জন্য তুমি ও তোমার সাথীরা আমাকে গালি দাও? সে বলল, আমাকে ছাড়ুন, আমি তাদেরকে আপনার নিকট নিয়ে আসছি। অতঃপর সে গেল এবং তাদের সবাইকে নিয়ে আসল। অতঃপর তারা সবাই কসম করে বলল যে, তারা কেউ এরূপ করে না। তখন আল্লাহ সূরা মুজাদালাহ ১৮-১৯ আয়াত দু'টি নাযিল করেন। যেখানে আল্লাহ বলেন, 'যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তারা আল্লাহ্র সামনে শপথ করবে। যেমন তারা তোমাদের সামনে শপথ করে'...।[৩৯৬]

উপরোক্ত আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অভিশপ্ত ইহূদীদের সাথে যেসব মুসলমান আন্তরিক বন্ধুত্ব করে তারা মুনাফিক। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহূদী-নাছারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। একইভাবে মুশরিকরাও ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কসম করে বলবে, আমরা শিরক করিনি। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ– اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ– 'অতঃপর তাদের এই পরীক্ষায় কিছুই বলার থাকবে না এতটুকু ছাড়া যে, তারা বলবে, আল্লাহ্র কসম হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুশরিক ছিলাম না'। 'দেখ তারা কিভাবে নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলছে। আর এভাবেই নিস্ফল হয় যা তারা মিথ্যা রটনা করে' *(আন'আম ৬/২৩-২৪)*। আল্লাহ্র এই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে যুগে যুগে মুসলিম রাষ্ট্রনেতাগণ ইহূদী-নাছারা ও মুশরিকদের সাথে অথবা তাদের ভ্রান্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচারিক আদর্শের অন্ধ অনুসরণ করে চলেছে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়েছে। মানবতা মুখ থুবড়ে পড়েছে। মানুষের জানমাল ও ইযযত ভুলূণ্ঠিত হচ্ছে। অথচ এসবই তারা করে শান্তি ও মানবাধিকারের নামে। এটাই হ'ল তাদের চিরাচরিত কপটতা ও দ্বৈতনীতির বহিঃপ্রকাশ।

(২০-২১) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَه 'নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে'। বস্তুতঃ এটাই হ'ল চূড়ান্ত কথা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধবাদীরা সর্বত্র লাঞ্ছিত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারীরা সর্বদা বিজয়ী। এই

---

৩৯৬. আহমাদ হা/২৪০৭, ৩২৭৭; হাকেম ২/৫২৪, হা/৩৭৯৫; কুরতুবী হা/৫৮৬৬; ইবনু কাছীর।

বিজয় প্রকৃত অর্থে আখেরাতের বিজয়। দুনিয়াতে মিথ্যার ধ্বজাধারীরা শক্তির জোরে সাময়িক বিজয় লাভ করলেও তা কখনোই প্রকৃত বিজয় নয়। আল্লাহ্র কাছে তো নয়ই। এমনকি মানুষের কাছেও যালেমদের কোন সম্মান নেই, মর্যাদা নেই। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ- إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ- وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ- 'আমাদের প্রেরিত বান্দা রাসূলদের সম্পর্কে আমাদের বাক্য পূর্বেই (তাক্বদীরে) স্থিরীকৃত হয়ে আছে যে, 'তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'। 'এবং নিশ্চয় আমাদের বাহিনীই হ'ল বিজয়ী' *(ছাফফাত ৩৭/১৭১-৭৩)*। অর্থাৎ لَأَغْلِبَن أَنَا وَرُسُلِي 'অবশ্যই আমি ও আমার রাসূলগণ বিজয়ী হবে' *(জালালায়েন)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ- 'নিশ্চয়ই আমরা সাহায্য করব আমাদের রাসূলদের ও মুমিনদের, পার্থিব জীবনে এবং যেদিন দণ্ডায়মান হবে সাক্ষীগণ'। 'যেদিন যালেমদের কোন ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবেনা। আর তাদের জন্য থাকবে লা'নত ও তাদের জন্য থাকবে নিকৃষ্ট বাসগৃহ' *(গাফের/মুমিন ৪০/৫১-৫২)*।

كَتَبَ اللهُ অর্থ قَضَي اللهُ 'আল্লাহ ফায়ছালা করেছেন'। অথবা كَتَبَ اللهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ 'লওহে মাহফূযে আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন' *(কুরতুবী)*। দু'টিই সঠিক। তাছাড়া ইতিহাস তার জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী। নবী-রাসূলগণ তাদের জীবদ্দশায় দুনিয়াতে অধিকাংশ লোকের সমর্থন পাননি। কিন্তু তারা জ্ঞানী মানুষদের নিকট সকল যুগে বরণীয় ও অনুসরণীয়।

(২২) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.. 'আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে'। অত্র আয়াতটিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঈমান ও কুফরের দ্বন্দ্বের বাস্তব বাণী চিত্র অংকিত হয়েছে। মক্কার চরম বিরূপ পরিবেশে, অতঃপর মদীনার সশস্ত্র যুদ্ধের দামামার মধ্যে মুসলমানদের প্রায় প্রতিটি পরিবারেই এরূপ দ্বান্দ্বিক অবস্থা বিরাজ করছিল। বিশেষ করে বদর যুদ্ধে স্ব স্ব আত্মীয়দের হত্যা করা এবং কুরায়েশদের যে ৭০ জন্য বন্দী হয়, রক্তমূল্যের বিনিময়ে তাদের মুক্তি দানের ব্যাপারে মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে অত্র আয়াতে।

এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রক্তের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে হ'ল দ্বীনের সম্পর্ক। ঈমান ও কুফর, তাওহীদ ও শিরক, ইখলাছ ও নিফাক কখনোই একত্রিত হ'তে পারে না। উক্ত মর্মে আল্লাহ বলেন, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ

فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ اِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَّيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ– 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, قُلْ إِنْ كَانَ آبَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ– 'তুমি বলে দাও, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, স্বগোত্র ও ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন কর, ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হবার আশংকা কর এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা পসন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা হ'তে অধিক প্রিয় হয়। তাহ'লে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্র নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(তওবা ৯/২৪)*।

يُوَادُّونَ অর্থ يُوَالُّوْنَ وَ يُحِبُّوْنَ 'বন্ধুত্ব করে ও ভালবাসে'। এর বিপরীত হ'ল يُحَادُّونَ অর্থ يُشَاقُّوْنَ وَيُخَالِفُوْنَ 'শত্রুতা করে ও বিরোধিতা করে'। তারা হ'ল فِي الْأَذَلِّينَ অর্থ مِنْ جُمْلَةِ الْأَذِلَّاءِ لاَ أَذَلَّ مِنْهُمْ 'নিকৃষ্টতমদের অন্তর্ভুক্ত। যাদের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ নেই'। اَلذِّلَّةُ থেকে اسم تَفْضِيل হয়েছে।

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِم অর্থ أَثْبَتَ وَقَرَّرَ 'প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও দৃঢ় করেছেন' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْه অর্থ قَوَّاهُمْ وَنَصَرَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ او بِجِبْرِيلَ 'তিনি তাদের শক্তিশালী করেন ও সাহায্য করেন নিজের অনুগ্রহ দ্বারা অথবা জিব্রীল দ্বারা *(কুরতুবী)*। حِزْبُ اللهِ অর্থ أَتْبَاعُ اللهِ فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ 'আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধের অনুসারী দল' *(জালালায়েন)*। অথবা جُنْدُ اللهِ وَأَنْصَارِ دِينِهِ 'আল্লাহ্র সেনাবাহিনী ও তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী দল' *(বায়যাভী)*।

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে'। এর মধ্যে সূক্ষ্ম তাৎপর্য রয়েছে এই যে, এইসব ঈমানদারগণ যখন আল্লাহ্র কারণে তার নিকটজন ও আত্মীয়-স্বজনের উপর ক্ষুব্ধ হবে, তখন তার বিনিময়ে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন স্বীয় নে'মত ও অনুগ্রহসমূহ প্রদানের মাধ্যমে এবং তাদেরকে তার উপর সন্তুষ্ট করে দিবেন *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*।

১৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُون ‘জেনে রেখ শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত’। এর বিপরীতে ২২ আয়াতে বললেন, أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– ‘জেনে রেখ আল্লাহ্র দলই সফলকাম’। অন্যত্র এসেছে, فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ– ‘আল্লাহ্র দলই বিজয়ী’ *(মায়েদাহ ৫/৫৬)*। এর মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতে এই দলের প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য, কল্যাণ ও সৌভাগ্য প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। এক্ষণে বুদ্ধিমান লোকদের পথ বেছে নিতে হবে, তারা কোন দলে থাকবে।

সত্য ও মিথ্যার এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যা আজও রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَزَالُ طَآئِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ– ‘চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা এভাবেই থাকবে’ *(মুসলিম হা/১৯২০ ছওবান (রাঃ) হ’তে)*। এরা কারা জিজ্ঞেস করা হ’লে ইয়াযীদ ইবনে হারূণ (১১৮-২১৭ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِى مَنْ هُمْ ؟ ‘তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা’।[৩৯৭] ইমাম বুখারীও এবিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন’।[৩৯৮]

॥ সূরা মুজাদালাহ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة المجادلة، فلله الحمد والمنة

৩৯৭. তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩-এর ব্যাখ্যা; ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা; খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোর : রিপন প্রেস, তাবি) ১৫ পৃ.।

৩৯৮. ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ‘ইলম’ অধ্যায় হা/৭১-এর ব্যাখ্যা ১/১৯৮ পৃ.।

সূরা হাশর (একত্রিত করা)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা বাইয়েনাহ ৯৮/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৫৯; পারা ২৮; রুকূ ৩; আয়াত ২৪; শব্দ ৪৪৭; বর্ণ ১৯১৩।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا، وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ، فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ ②

(২) তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে প্রথমবারের মত একত্রিতভাবে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণা করোনি যে, তারা বের হয়ে যাবে। আর তারা ভেবেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্র শাস্তি তাদের নিকট এমন দিক থেকে এল যে, তারা কল্পনাও করেনি। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন যে, তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে ও মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করতে লাগল। অতএব হে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ হাছিল কর।

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③

(৩) আল্লাহ যদি তাদের জন্য নির্বাসনের ফয়ছালা না করতেন, তাহ'লে তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ، وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ④

(৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিৎ যে, আল্লাহ কঠোর বদলা গ্রহণকারী।

مَا قَطَعۡتُمۡ مِّنۡ لِّیۡنَۃٍ اَوۡ تَرَکۡتُمُوۡهَا قَآئِمَۃً عَلٰۤی اُصُوۡلِهَا فَبِاِذۡنِ اللّٰهِ وَلِیُخۡزِیَ الۡفٰسِقِیۡنَ ﴿۵﴾

(৫) তোমরা যে কিছু খেজুর গাছ কেটেছ এবং কিছু না কেটে স্ব স্ব কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে দিয়েছ, সেটা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে। আর যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করতে পারেন।

وَمَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوۡلِهٖ مِنۡهُمۡ فَمَاۤ اَوۡجَفۡتُمۡ عَلَیۡهِ مِنۡ خَیۡلٍ وَّلَا رِکَابٍ وَّلٰکِنَّ اللّٰهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰی مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۶﴾

(৬) আল্লাহ শত্রুদের কাছ থেকে যে ‘ফাই’ তার রাসূলকে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা কোন ঘোড়া বা উট হাঁকিয়ে যুদ্ধ করোনি। বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যার উপরে চান বিজয়ী করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী।

مَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوۡلِهٖ مِنۡ اَهۡلِ الۡقُرٰی فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوۡلِ وَلِذِی الۡقُرۡبٰی وَالۡیَتٰمٰی وَالۡمَسٰکِیۡنِ وَابۡنِ السَّبِیۡلِ ۙ کَیۡ لَا یَکُوۡنَ دُوۡلَۃًۢ بَیۡنَ الۡاَغۡنِیَآءِ مِنۡکُمۡ ؕ وَمَاۤ اٰتٰىکُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ وَمَا نَهٰىکُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۷﴾

(৭) আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে স্বীয় রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র জন্য ও রাসূলের জন্য এবং তার নিকটাত্মীয়দের ও ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

لِلۡفُقَرَآءِ الۡمُهٰجِرِیۡنَ الَّذِیۡنَ اُخۡرِجُوۡا مِنۡ دِیَارِهِمۡ وَاَمۡوَالِهِمۡ یَبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضۡوَانًا وَّیَنۡصُرُوۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ ؕ اُولٰٓئِکَ هُمُ الصّٰدِقُوۡنَ ﴿۸﴾

(৮) (ফাই-এর সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য। যারা তাদের ঘর-বাড়ি ও মাল-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। আর এরাই হ’ল সত্যবাদী।

وَالَّذِیۡنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالۡاِیۡمَانَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ یُحِبُّوۡنَ مَنۡ هَاجَرَ اِلَیۡهِمۡ وَلَا یَجِدُوۡنَ فِیۡ صُدُوۡرِهِمۡ حَاجَۃً مِّمَّاۤ اُوۡتُوۡا وَیُؤۡثِرُوۡنَ عَلٰۤی اَنۡفُسِهِمۡ وَلَوۡ کَانَ بِهِمۡ خَصَاصَۃٌ ؕ وَمَنۡ یُّوۡقَ

(৯) আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা

شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٩

নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠

(১০) (আর এই সম্পদ তাদের জন্য) যারা তাদের পরে এসেছে। যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও পরম দয়ালু। **(রুকূ ১)**

তাফসীর :

মদীনার ইহূদী 'বনু নাযীর' গোত্রকে মদীনা থেকে সমূলে উৎখাত ও একত্রিত বহিষ্কার উপলক্ষে অত্র সূরা নাযিল হয়। সেকারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) অত্র সূরাকে সূরা নাযীর (سُوْرَةُ النَّضِيرِ) বলেছেন।[৩৯৯]

(১) سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে'। سَبَّحَ 'পবিত্রতা বর্ণনা করা'। অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সকল বস্তু সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহ যে একক ও লা-শরীক, সেকথা বর্ণনা করা। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا– 'সাত আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা বর্ণনা তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতীব সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' *(ইসরা/বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৪)*।

(২) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا 'তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে প্রথমবারের মত একত্রিতভাবে বহিষ্কার করেছেন'। اَلْحَشْرُ অর্থ اَلْجَمْعُ একত্রিত করা। ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে আল্লাহ্র সামনে

৩৯৯. বুখারী হা/৪৮৮২-৮৩; মুসলিম হা/৩০৩১ (৩১); ইবনু কাছীর।

একত্রিত করা হবে। সে কারণ ঐ দিনকে হাশরের দিন (يَوْمُ الْحَشْرِ) বা সমবেত হওয়ার দিন বলা হয়। অত্র আয়াতে أَوَّلُ الْحَشْرِ অর্থাৎ 'প্রথম একত্রিত বহিষ্কার' বলতে মদীনার কপট ইহূদী গোত্র বনু নাযীরকে মদীনা থেকে প্রথম উৎখাতের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যা ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

উল্লেখ্য যে, সে সময় মদীনায় তিনটি ইহূদী গোত্র বসবাস করত। যারা হযরত হারূণ (আঃ)-এর বংশধর ছিল। ফিলিস্তীনে 'আমালেক্বাদের হাতে নির্যাতিত ও বিতাড়িত হওয়ার পর ইয়াছরিবে হিজরত করে আসে শেষনবীর আগমনের প্রতীক্ষায়। যাতে তারা তাঁর সাথে মিলে যুদ্ধ করে তাদের সাবেক আবাস ভূমি ফিলিস্তীন পুনর্দখল করতে পারে *(কুরতুবী)*। কিন্তু যখন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তারা তাঁকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করল। কারণ তাদের ধারণা ছিল শেষনবী তাদের বংশ বনু ইসহাক থেকে হবেন। কিন্তু তিনি হয়েছেন বনু ইসমাঈল থেকে। এই বৈমাত্রেয় হিংসার কারণে তারা তাঁর ধ্বংস কামনা করে। মক্কার মুশরিকদের সাথে গোপন চক্রান্ত এবং মদীনার মুনাফিকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সব ধরনের বাধা দেওয়ার এমনকি তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করে। তখন বাধ্য হয়ে রাসূল (ছাঃ) একে একে তাদের তিনটি গোত্রকেই মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। প্রথম বিতাড়িত হয় বনু ক্বায়নুক্বা বদর যুদ্ধের পর পরই ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে। অতঃপর বিতাড়িত হয় বনু নাযীর ওহোদ যুদ্ধের পর ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে এবং সর্বশেষ বিতাড়িত হয় বনু কুরায়যা খন্দক যুদ্ধের পরপরই ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে।

(৩) وَلَوْلَآ أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ 'আল্লাহ যদি তাদের জন্য নির্বাসনের ফয়ছালা না করতেন, তাহ'লে তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন'। 'অবশ্যই দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন' অর্থ হত্যা, বন্দীত্ব, দাসত্ব ইত্যাদি শাস্তি। যেমনটি পরবর্তীতে বনু কুরায়যাকে দেওয়া হয়েছিল।

(৫) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا 'তোমরা যে কিছু খেজুর গাছ কেটেছ এবং কিছু না কেটে স্ব স্ব কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে দিয়েছ, সেটা তো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধ কৌশল বিবেচনায় বনু নাযীরকে ভীত করার জন্য তাদের খেজুর বাগান কেটে জ্বালিয়ে দিতে বলেন। যাতে তারা দ্রুত সন্ধিতে রাযী হয়। কোন বর্ণনায় এসেছে ৬টি, কোন বর্ণনায় এসেছে একটি খেজুর গাছ এভাবে কাটা হয়েছিল *(কুরতুবী)*। তখন অনেকের মধ্যে প্রশ্ন উদয় হ'ল, এতে নেকী আছে কি-না। আবার যারা কাটেনি, তাদের প্রশ্ন জাগল, আমরা না কেটে গোনাহগার হলাম কি-না। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়'।[৪০০] এতে কাজ হয় এবং তারা দ্রুত সন্ধিতে রাযী হয়ে যায়।

৪০০. ইবনু কাছীর; নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৭৪ 'তাফসীর' অধ্যায়; বুখারী হা/৪০৩১; ৪০৩২, ৪৮৮৪; মুসলিম হা/১৭৪৬।

বর্তমান যুগে অত্র আয়াতকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে বিরোধী ইসলামী দলগুলি সরকার পতনের লক্ষ্যে হরতাল-ধর্মঘট ডেকে সরকারী গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করা জায়েয বলছে এবং একে নেকীর কাজ মনে করছে। তাদের অনেকে এই আয়াত থেকে দলীল দেন। অথচ দেশ রক্ষার স্বার্থে ও যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকারই কেবল এটি করতে পারে, অন্য কেউ নয়। জানা উচিৎ যে, তখন রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সবকিছুর প্রধান এবং সর্বোচ্চ হুকুমদাতা। অতএব এটি কেবল রাষ্ট্র প্রধানের জন্য নির্ধারিত, অন্যের জন্য নয়।[৪০১]

(৬) وَمَا أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ 'আল্লাহ শত্রুদের কাছ থেকে যে 'ফাই' তার রাসূলকে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা কোন ঘোড়া বা উট হাঁকিয়ে যুদ্ধ করোনি'। ফাই (اَلْفَيْءُ) অর্থ 'বিনাযুদ্ধে শত্রু পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ' *(ইবনু কাছীর)*। এখানে বনু নাযীর থেকে বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত ফাই সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধলব্ধ মালকে 'গণীমত' (اَلْغَنِيمَةُ) বলা হয়। যার এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকীটা সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যে বিধান বদর যুদ্ধের পর নাযিল হয় *(আনফাল ৮/১, ৪১)*। তার বিপরীতে ফাইয়ের সম্পদ সবই রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য নির্ধারিত। যা অত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই ছিল ইসলামী জিহাদের ইতিহাসের প্রথম ফাইয়ের ঘটনা। 'ফাই' পুরাপুরি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। পরের আয়াতে ফাই বণ্টনের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

(৭) مِنْ أَهْلِ الْقُرَى 'জনপদবাসীদের নিকট থেকে' অর্থ مِنْ بَنِي نَضِيْرٍ 'বনু নাযীরের কাছ থেকে' প্রাপ্ত ফাই। উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে সিকি ভাগ থাকত গোত্র নেতার জন্য। এই অংশটিকে মিরবা' (اَلْمِرْبَاعُ) বলা হ'ত। এটি নেওয়ার পরেও নেতারা উত্তম গুলি অতিরিক্ত নিতেন। এক্ষণে নেতা হিসাবে রাসূল (ছাঃ) সেটা না নিয়ে প্রয়োজনমত নিজের পরিবার সহ অন্যান্য হকদারদের মধ্যে বিতরণ করার আদেশপ্রাপ্ত হন। যাতে সম্পদ সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং নেতাদের হাতেই পুঞ্জীভূত না হয়। এর মধ্যে ইসলামী অর্থনীতির মূলসূত্র নিহিত রয়েছে। যা পুঁজিবাদের বিপরীত।

كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ 'যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়'। অর্থ كَيْ لاَ يَكُونَ اَلْفَيْءُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ 'যাতে ফাই তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়'। জানা আবশ্যক যে, মুসলমানদের আমীরের নিকট তিন ধরনের মাল জমা হয়। ছাদাক্বা, গণীমত ও ফাই'। যাকাত ও ছাদাক্বা হ'ল মুসলমানদের মাল পবিত্র করার জন্য এবং তাদের হৃদয়কে কৃপণতা হ'তে পরিশুদ্ধ করার জন্য।

---

৪০১. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' 'বনু নাযীর যুদ্ধ' অধ্যায়। যামাখশারী স্বীয় তাফসীরে 'আজওয়া ও বারনিয়াহ' (اَلْعَجْوَةَ وَالْبَرْنِيَّة) নামক দু'টি উত্তম খেজুরের গাছ বাদ দিয়ে কাটা হয়েছিল বলেছেন *(কাশশাফ)*। এটি ঠিক নয়। কেননা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে সকল প্রকার খেজুর গাছকে বুঝানো হয়েছে।

‘গণীমত’ হ’ল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। যা কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত হয়। ‘ফাই’ হ’ল কাফেরদের নিকট থেকে বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ এবং তাদের থেকে সন্ধির মাধ্যমে বা জিযিয়া, খাজনা, ব্যবসায়িক ট্যাক্স প্রভৃতি সূত্র থেকে যা প্রাপ্ত হয়। ছাদাক্বা সমূহ ৮টি খাতে ব্যয় হয় *(তওবা ৯/৬০)*। অতঃপর গণীমতের চার পঞ্চমাংশ মুসলিম সেনাদলের মধ্যে এবং বাকী এক পঞ্চমাংশ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য। যা তিনি ব্যয় করতেন আনফাল ৪১ আয়াতে বর্ণিত খাত সমূহে। যা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ১. আল্লাহ ও রাসূলের জন্য। ২. রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্য ৩. ইয়াতীমদের জন্য ৪. মিসকীনদের জন্য ৫. মুসাফিরদের জন্য *(ক্বাসেমী)*।

‘ফাই’ পুরাটাই রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য। যা থেকে নিজের পরিবারের বার্ষিক ভরণ-পোষণ বাদে বাকীটা সেনাবাহিনী প্রতিপালন সহ রাষ্ট্রীয় তহবিল সমৃদ্ধ করবেন *(ইবনু কাছীর)*। এর বাইরে সবই নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করবেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে, গণীমতের এক পঞ্চমাংশ বণ্টনের খাত ও ফাই বণ্টনের খাত একই *(ইবনু কাছীর)*।

وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ ‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন’। এটি গণীমত বণ্টন বিষয়ে নাযিল হ’লেও এটি ব্যাপক অর্থে এসেছে। অর্থাৎ গণীমত সহ সকল ব্যাপারে তিনি তোমাদের যা নির্দেশ দেন, তা পালন কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ’তে বিরত থাক। وَمَآ آتَاكُمْ অর্থ وَمَا اَعْطَاكُمْ ‘তিনি যা তোমাদের দেন’। কিন্তু এখানে অর্থ হবে مَا اَمَرَكُمْ যা তোমাদের নির্দেশ দেন’। কেননা এর পরেই বলা হয়েছে وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ‘যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন’। আর নিষেধ হ’ল আদেশের বিপরীত। মাওয়ার্দী বলেন, ‘এটি রাসূল (ছাঃ)-এর সকল আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি কল্যাণ ব্যতীত আদেশ করেন না এবং অকল্যাণ ব্যতীত নিষেধ করেন না’ *(কুরতুবী)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ– ‘আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে আদেশ দেই, তখন তোমরা সাধ্যমত সেটি পালন কর। আর যখন কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বিরত থাক’।[৪০২] তিনি বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ! لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ اِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ– ‘হে জনগণ! আমি তোমাদেরকে এমন কোন আদেশ করতে ছাড়িনি, যা তোমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল করবে। আর আমি তোমাদেরকে এমন

৪০২. মুসলিম হা/১৩৩৭; বুখারী হা/৭২৮৮; মিশকাত হা/২৫০৫ ‘মানাসিক’ অধ্যায়।

কোন বিষয়ে নিষেধ করতে বাকী রাখিনি, যা তোমাদরেকে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যাবে'।[৪০৩]

এ বিষয়ে নিম্নের ঘটনাগুলি শিক্ষণীয়। যেমন (১) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ- 'আল্লাহ লা'নত করেছেন হাতে উল্কিকারিনী, উল্কি গ্রহণকারিনী, ললাটের চুল উৎপাটনকারিনী ও দন্ত তীক্ষ্ণকারিনী নারীদের প্রতি, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্র সৃষ্টিগত অবয়বকে পরিবর্তন করে'। কথাটি বনু আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নাম্নী জনৈকা মহিলার কানে পৌঁছলে তিনি এসে বলেন, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, আপনি এরূপ এরূপ বলেছেন? ইবনু মাসঊদ বললেন, আমি কেন তাকে লা'নত করব না যাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) লা'নত করেছেন? আর সেটি আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে? তখন মহিলা বলেন, আমি কুরআন পুরাটা পড়েছি। কিন্তু কোথাও ওটি পাইনি যা আপনি বলেছেন। তখন তিনি বললেন, যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, তাহ'লে পেতেন। আপনি কি পড়েননি, وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক'। মহিলা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) এটি নিষেধ করেছেন'। মহিলাটি বললেন, আমার মনে হয়, আপনার স্ত্রী ঐরূপ করেন। ইবনু মাসঊদ বললেন, যান দেখে আসেন। মহিলাটি ভিতরে গিয়ে তেমন কিছুই পেলেন না। তখন ইবনু মাসঊদ বললেন, এরূপ করলে সে আমাদের সঙ্গে একত্রে থাকতে পারত না' (অর্থাৎ তালাক দিতাম)।[৪০৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি উক্ত মহিলাকে বলেন, আপনি কি একজন নেক বান্দার (নবী শু'আয়েব-এর) উপদেশ মুখস্ত করেননি? যিনি তার কওমকে বলেছিলেন, قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ اِلاَّ الْإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي اِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ- 'সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি মনে কর, যদি আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর কায়েম থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ হ'তে উত্তম রিযিক (নবুঅত) দান করে থাকেন, (তাহ'লে কিভাবে আমি তা গোপন করতে পারি?)। আর আমি চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই কাজ করি, যে কাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করি। আমি আমার সাধ্যমত তোমাদের

৪০৩. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহাহ হা/২৮৬৬।
৪০৪. বুখারী হা/৪৮৮৬; মুসলিম হা/২১২৫; মিশকাত হা/৪৪৩১।

সংশোধন চাই মাত্র। আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই'।[৪০৫]

(২) একদা ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ أُخْبِرْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ : -أَصْلَحَكَ اللهُ- فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ؟ 'তোমরা আমাকে যা খুশী প্রশ্ন কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব ও তোমাদের নবীর সুন্নাহ থেকে জবাব দেব। তখন একজন বলল, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! মুহরিম অবস্থায় ভীমরুল বা বোলতা (الزُّنْبُورَ) মারার হুকুম কি? তিনি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে সূরা হাশর ৭ আয়াতাংশটি (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ) পাঠ করলেন। অতঃপর হাদীছটি বললেন যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اِقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ أَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ- 'তোমরা আমার পরে আবুবকর ও ওমরের অনুসরণ কর'।[৪০৬] অতঃপর বললেন, 'ওমর (রাঃ) বোলতা মারতে আদেশ করেছেন' *(কুরতুবী)*।

কুরতুবী বলেন, এটি অত্যন্ত সুন্দর জবাব (جَوَابٌ فِي نِهَايَةِ الْحُسْنِ)। এর দ্বারা ইহরাম অবস্থায় বোলতা মারা সিদ্ধ হওয়ার ফৎওয়া পাওয়া গেল। যা তিনি ওমর (রাঃ)-এর অনুসরণে দিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) যার অনুসরণ করতে বলেছেন। আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলতে বলেছেন। ফলে বোলতা বা ভীমরুল মারার হুকুম কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই পাওয়া গেল *(কুরতুবী)*।

وَاتَّقُوا اللهَ অর্থ اِتَّقُوْا عَذَابَ اللهِ 'তোমরা আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় কর'। কেননা তিনি অবাধ্যদের শাস্তি দানে কঠোর। إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ অর্থ لِأَنَّهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ لِمَنْ خَالَفَ أَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيْهِ 'তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি কঠোর শাস্তি দানকারী, যে তার আদেশ ও নিষেধ সমূহের বিরোধিতা করে' *(কুরতুবী)*।

(৮) অত্র আয়াতে অগ্রবর্তী মুহাজিরগণের প্রশংসা করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করার জন্য। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে অগ্রবর্তী আনছারদের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ

---

৪০৫. হূদ ১১/৮৮; আহমাদ হা/৩৯৪৫, সনদ শক্তিশালী (قوي)-আরনাঊত্ব ।

৪০৬. হাকেম হা/৪৪৫১; তিরমিযী হা/৩৬৬২; ইবনু মাজাহ হা/৯৭; মিশকাত হা/৬০৫২; ছহীহাহ হা/১২৩৩; হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১০০)*।

(৯) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ 'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল'। وَالْإِيمَانَ অর্থ اِعْتَقَدُوْا الْإِيمَانَ 'ঈমান এনেছে'। এখানে اِعْتَقَدُوْا ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। আর সে কারণেই الْإِيمَان-এর শেষ অক্ষর যবরযুক্ত হয়েছে। এটি পূর্ববর্তী ক্রিয়া تَبَوَّءُوا-এর সংযুক্তি (عَطْفٌ) নয়। কেননা 'বসবাস' ক্রিয়াপদ গৃহের সঙ্গে যুক্ত। ঈমানের সাথে নয়। অতএব এখানে الْإِيمَان-এর পূর্বে اِعْتَقَدُوْا ক্রিয়াপদ থাকা আবশ্যিক। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ '(নূহ তার কওমের নেতাদের বলল) অতএব তোমরা তোমাদের কৌশল মযবূত কর ও তোমাদের শরীকদের ডাক' *(ইউনুস ১০/৭১)*। এখানে شُرَكَاءَكُمْ-এর পূর্বে أُدْعُوْا 'তোমরা ডাক' ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে *(কুরতুবী)*।

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً 'তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না'। অর্থ – لاَ يَحْسُدُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى مَا خُصُّوا بِهِ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ 'তারা মুহাজিরদের প্রতি হিংসা পোষণ করেনি ফাই ও অন্যান্য দানের ব্যাপারে তাদেরকে নির্দিষ্ট করার জন্য' *(কুরতুবী)*। হাসান বাছরী বলেন, এখানে حَاجَةً অর্থ حسدًا 'হিংসা' *(ইবনু কাছীর)*। বস্তুতঃ এটি মানুষের স্বভাবধর্মের অন্তর্ভুক্ত। অন্যে পেল, আমি পেলাম না- এর মধ্যে হিংসা বা ঈর্ষা সৃষ্টি হবেই। তবে এই আয়াত দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, হকদার হ'লে আনছাররাও ফাই থেকে অংশ পাবে। সে হিসাবে রাসূল (ছাঃ) তাদের মধ্য থেকে আবু দুজানাহ ও সাহল বিন হুনায়েফকে 'ফাই' থেকে দান করেন।[৪০৭]

আনছারদের মনের মধ্যে যে মুহাজিরদের ব্যাপারে কোনরূপ হিংসা ছিল না, সে ব্যাপারে নিম্নের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ– 'তোমাদের নিকট এখন একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবেন। অতঃপর আনছারদের

৪০৭. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'ফাইয়ের বিধান' অনুচ্ছেদ ৩৯৮ পৃ.।

জনৈক ব্যক্তি এলেন বাম হাতে জুতা ধরা অবস্থায়। তখনও তার দাড়ি দিয়ে ওযুর পানি টপকাচ্ছিল। দ্বিতীয় দিন রাসূল (ছাঃ) অনুরূপ কথা বললেন এবং একই ব্যক্তি এলেন। তৃতীয় দিন রাসূল (ছাঃ) একই কথা বললেন এবং আগের দিনের মত একই ব্যক্তি এলেন। অতঃপর এদিন রাসূল (ছাঃ) চলে গেলে আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ ঐ ব্যক্তির পিছু নিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে বললেন, আমি আমার আব্বাকে কসম দিয়ে বলেছি যে, আমি তিনদিন তার কাছে যাব না। এক্ষণে যদি আপনি আমাকে আপনার কাছে তিন দিন থাকতে দেন, তাহ'লে আমি আপনার সাথে যেতাম। লোকটি বললেন, চলুন। আনাস বলেন, আব্দুল্লাহ তাকে বলেছেন যে, অতঃপর আমি ঐ ব্যক্তির সাথে তার বাড়িতে তিন রাত কাটিয়েছি। কিন্তু আমি তাকে রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া উঠতে দেখিনি। ঘুম থেকে উঠে তিনি আল্লাহর যিকর করেছেন। অতঃপর ফজর ছালাতের জন্য উঠে গেছেন। তবে আমি তাকে সর্বদা উত্তম কথা বলতে শুনেছি। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হ'লে আমি তার আমলকে হীন মনে করতে লাগলাম। তখন আমি ঐ ব্যক্তিকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, আমার আব্বার সঙ্গে আমার কোন রাগ নেই। আমি কেবল এজন্য এসেছি যে, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পরপর তিন দিন একই কথা শুনেছি যে, তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবেন। আর সে তিন দিনই আমরা আপনাকে আসতে দেখেছি। তখন আমি চিন্তা করলাম যে, আমি আপনার নিকট থাকব। যাতে আমি আপনার আমল সমূহ দেখতে পাই। অতঃপর তার অনুসরণ করি। কিন্তু আমি তো আপনাকে বেশী কোন আমল করতে দেখলাম না। তাহ'লে কি সে আমল, যে জন্য রাসূল (ছাঃ) এমন কথা বলেছেন? তিনি বললেন, আপনি যা দেখেছেন, তা ব্যতীত কিছু নেই। এ কথা শুনে আমি চলে আসার জন্য পিঠ ফিরালাম। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, مَا هُوَ اِلاَّ مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّى لاَ أَجِدُ فِى نَفْسِى لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلاَ أَحْسُدُ أَحَداً عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ- আপনি যা দেখেছেন, তা ব্যতিত কিছু নেই। তবে কোন মুসলমানের ব্যাপারে আমার অন্তরে কোন বিদ্বেষ নেই এবং আল্লাহ কাউকে উত্তম কিছু দিলে তাতে আমি কাউকে হিংসা করিনা। আব্দুল্লাহ বলেন, هَذِهِ الَّتِى بَلَغَتْ بِكَ وَهِىَ الَّتِى لاَ نُطِيقُ- 'এটাই আপনার ব্যাপারে আমার নিকট খবর পৌঁছেছে এবং এটাই হ'ল সেই বস্তু যাতে আমরা সক্ষম হ'তে পারি না'।[৪০৮]

يُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَي حَوَائِجِهِم অর্থ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الدُّنْيَوِيَّةِ رَغْبَةً فِي الْمَحْظُوْظِ الْأُخْرَوِيَّةِ- 'তারা মুহাজিরগণকে নিজেদের দুনিয়াবী প্রয়োজন সমূহের উপরে অগ্রাধিকার দিয়েছিল পরকালীন পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষায়'। خَصَاصَةٌ অর্থ اَلْإِيْثَارُ تَقْدِيْمُ الْغَيْرِ عَلَي النَّفْسِ 'নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৪০৮. আহমাদ হা/১২৭২০, হাদীছ ছহীহ- আরনাঊত্ব; ইবনু কাছীর।

অর্থ فَاقَةٌ অভাব বা অন্নক্লিষ্টতা। خَصَاصَةٌ এর মূল উৎস হ'ল اَلْاِخْتِصَاص যার অর্থ الْخَصَاصَةُ اي الاِنْفِرَادُ بِالْأَمْرِ 'একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করা'। সেখান থেকে الاِنْفِرَادُ بِالْحَاجَةِ 'একটিমাত্র প্রয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট করা'। এক্ষণে সারকথা দাঁড়াল وَلَوْ كَانَ بِهِمْ فَاقَةٌ وَحَاجَةٌ 'যদিও তাদের মধ্যে ছিল অন্নক্লিষ্টতা ও অভাব' *(কুরতুবী)*। এটি ছিল আনছারদের জন্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শানে নুযূল : একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তার ক্ষুধার অভিযোগ করল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট খবর পাঠালেন। কিন্তু সেখানে পানি ছাড়া কিছু নেই বলে জানা গেল। তখন তিনি উপস্থিত ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, مَنْ يُّضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ ؟ رَحِمَهُ اللهُ– 'কে এই ব্যক্তিকে আজ রাতে মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তার উপর অনুগ্রহ করবেন'। তখন আবু তালহা আনছারী উঠে দাঁড়ালেন এবং মেহমানকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন, ضَيْفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا– 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর মেহমান। তার জন্য কিছুই সঞ্চিত রেখ না'। অর্থাৎ যা আছে সব দিয়ে মেহমানদারী কর। স্ত্রী বলল, وَاللهِ مَا عِنْدِي اِلاَّ قُوتُ الصِّبْيَةِ 'আমার কাছে কিছুই নেই বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত'। তিনি বললেন, বাচ্চারা যখন রাতে খেতে চাইবে, তখন তাদের ঘুমিয়ে দিবে ও আলো নিভিয়ে দিবে। আমরাও না খেয়ে থাকব। অতঃপর তারা বসলেন ও মেহমান খেয়ে নিল। ফজরের সময় যখন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে গেলেন, ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ –أَوْ عَجِبَ– مِنْ فَعَالِكُمَا 'আল্লাহ গতরাতে তোমাদের উত্তম কর্মে হেসেছেন, অথবা বিস্মিত হয়েছেন (রাবীর সন্দেহ)। অতঃপর অত্র আয়াতটি নাযিল হয়'।[৪০৯]

ইবনু কাছীর বলেন, অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দানের মর্যাদা ঐ অবস্থার চাইতে বেশী, যাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেছেন, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ 'তারা তাঁর মহব্বতে সম্পদ ব্যয় করে' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭; দাহর ৭৬/৮)*। এখানে তাদের সম্পদ ব্যয় করে এমন অবস্থায় যে, তাতে তাদের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের প্রয়োজন ও অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা দান করে *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*।

বস্তুতঃ নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দানের এরূপ দৃষ্টান্ত ছাহাবী ও তাবেঈদের জীবনে বহু রয়েছে। যেমন ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-কে বাঁচানোর জন্য ছাহাবী

৪০৯. বুখারী হা/৪৮৮৯, ৩৭৯৮; মুসলিম হা/২০৫৪; মিশকাত হা/৬২৫২, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

তালহার বুক পেতে দেওয়ার ঘটনা *(বুখারী হা/৩৮১১)*, তাবূক যুদ্ধের তহবিলে আবুবকরের সর্বস্ব দানের ঘটনা *(তিরমিযী হা/৩৬৭৫)*, ইয়ারমূকের যুদ্ধে মৃত্যু পথযাত্রী ছাহাবীদের নিজে পানি পান না করে অন্যকে দেওয়ার তুলনাহীন ঘটনা *(আল-বিদায়াহ ৭/১১)* মানবজাতির ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে।

আবুল জাহম বিন হুযায়ফা আল-'আদাভী আল-কুরায়শী বলেন, ইয়ারমূকের দিন আমি আমার চাচাতো ভাইকে খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার সাথে সামান্য পানি ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যদি আমি তাকে প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় পাই, তাহ'লে এই পানিটুকু তাকে দেব। অতঃপর আমি তাকে পেয়ে গেলাম ও বললাম, তোমাকে কি পানি দেব? সে ইঙ্গিতে বলল, দাও। এমন সময় পাশ থেকে একজনের আহ্ আহ্ শব্দ কানে এল। তখন ভাইটি আমাকে ইশারায় বলল, ওর কাছে যাও। গিয়ে দেখলাম তিনি হিশাম ইবনুল 'আছ। বললাম, পানি দেব? ইশারায় বললেন, দাও। এমন সময় পাশ থেকে আহ্ আহ্ শব্দ কানে এল। তখন হিশাম ইশারায় বললেন, ওর কাছে যাও। আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি মারা গেছেন। পরে হিশামের কাছে এসে দেখলাম তিনি মারা গেছেন। তখন আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে এলাম। দেখলাম সেও মারা গেছে।[৪১০]

আবু ইয়াযীদ বিসত্বামী (ওরফে বায়েযীদ বোস্তামী) বলেন, আমাকে বালখের এক যুবক এমনভাবে পরাজিত করে যেমনটি আমি আর কখনো হইনি। সে আমার কাছে এল হাজী অবস্থায়। অতঃপর বলল, مَا حَدُّ الزُّهْدِ عِنْدَكُمْ؟ فَقُلْتُ: إِنْ وَجَدْنَا أَكَلْنَا وَإِنْ فَقَدْنَا صَبَرْنَا، فَقَالَ: هَكَذَا كِلاَبُ بَلْخٍ عِنْدَنَا، فَقُلْتُ: وَمَا حَدُّ الزُّهْدِ عِنْدَكُمْ؟ قَالَ: إِنْ فَقَدْنَا شَكَرْنَا، وَإِنْ وَجَدْنَا آثَرْنَا– 'আপনার নিকট ত্যাগের সর্বোচ্চ সীমা কি?' আমি বললাম, পেলে খাই, না পেলে ছবর করি। সে বলল, বালখের কুকুররাও তো এটা করে। আমি বললাম, তাহ'লে তোমার কাছে কোনটি? সে বলল, না পেলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আর পেলে অন্যকে অগ্রাধিকার দেই' *(কুরতুবী ১৮/২৯ পৃ.)*।

وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِه অর্থ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشُّحِّ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ 'যে ব্যক্তি নিজেকে কৃপণতা থেকে মুক্ত করল, সে সফলকাম হ'ল ও কৃতকার্য হ'ল'।

وَقَي يَقِي وَقْيًا وِقَايَةً অর্থ পরহেয করা, বিরত হওয়া। اَلشُّحُّ অর্থ اَلْبُخلُ 'কৃপণতা'। তবে কোন কোন অভিধানবিদের নিকট اَلشُّحُّ اَشَدُّ مِنَ الْبُخلِ 'এটি কৃপণতার চাইতে অধিক'। اَلصِّحَاحُ অভিধানে বলা হয়েছে, اَلشُّحُّ اَلْبُخلُ مَعَ حِرصٍ 'লোভসহ কৃপণতাকে বলা হয় *(কুরতুবী)*।

৪১০. বায়হাক্বী শু'আব হা/৩৪৮৩; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৯৬৯১, ৭/৭২; কুরতুবী ১৮/২৮ পৃ.।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ– ‘তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে। তোমরা কৃপণতা হ’তে বেঁচে থাকো। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। এটি তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল পরস্পরে রক্তপাত ঘটাতে ও হারামকে হালাল করতে’।[৪১১] তিনি বলেন, لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا– ‘আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো মুমিন বান্দার পেটে একত্রিত হয় না। আর কৃপণতা ও ঈমান কখনো একজন বান্দার পেটে একত্রিত হয় না’।[৪১২]

একই রাবী হ’তে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ– ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ছাদাক্বায় সর্বোত্তম পুরস্কার রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি ছাদাক্বা কর এমন অবস্থায় যে, তুমি সুস্থ ও কৃপণ। তুমি দরিদ্রতাকে ভয় কর ও সচ্ছলতার আকাঙ্ক্ষা কর। আর তুমি ছাদাক্বা দিতে দেরী করো না। যাতে জীবন তোমার কণ্ঠনালীতে পৌঁছে না যায়। আর তুমি বল যে, অমুকের জন্য অত, অমুকের জন্য অত এবং অমুকের জন্য অত’।[৪১৩]

বর্ণিত আছে যে, পারস্যের বাদশাহ কিসরা তার সভাসদদের জিজ্ঞেস করলেন, বনু আদমের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর বস্তু কোনটি? তারা বলল, দরিদ্রতা। বাদশাহ বললেন, না। বরং الشُّحُّ أَضَرُّ مِنَ الْفَقْرِ، لِأَنَّ الْفَقِيرَ إِذَا وَجَدَ شَبِعَ، وَالشَّحِيحَ إِذَا وَجَدَ لَمْ يَشْبَعْ أَبَدًا– ‘কৃপণতা দরিদ্রতার চেয়ে ক্ষতিকর। কেননা দরিদ্র ব্যক্তি যা পায় তাতে তৃপ্ত হয়। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি পেলেও তাতে কখনো তৃপ্ত হয় না’ *(কুরতুবী)*।

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– ‘বস্তুতঃ তারাই হ’ল সফলকাম’। অর্থ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ‘তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম’। অর্থাৎ তারা উভয় জগতে সৌভাগ্যবান *(ক্বাসেমী)*।

৪১১. মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫, জাবের (রাঃ) হ’তে।
৪১২. নাসাঈ হা/৩১১০; তিরমিযী হা/১৬৩৩; মিশকাত হা/৩৮২৮, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।
৪১৩. বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭।

(১০) وَالَّذِينَ جَآءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ '(আর এই সম্পদ তাদের জন্য) যারা তাদের পরে এসেছে। যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে'। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অভাবগ্রস্ত মুহাজির ও আনছারগণ ছাড়াও পরবর্তীতে আগত সকল হকদার মুসলমান ফাই তথা রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে সাহায্য পাবে। যা সাধারণভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, اَنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ– 'ছাদাক্বাসমূহ কেবল (আট শ্রেণীর) লোকের জন্য। ফকীর, অভাবগ্রস্ত, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য (যাদের পাথেয় হারিয়ে যায় বা শেষ হয়ে যায়)। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৬০)*।

وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا 'ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও পরম দয়ালু'। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পরবর্তীকালে আগত মুমিনগণ সর্বদা পূর্ববর্তী মুমিনগণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। কারণ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ– 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১০০)*।

(১১) তুমি কি মুনাফিকদের দেখনি, যারা কিতাবধারীদের মধ্যকার তাদের কাফের ভাইদের বলে, যদি তোমরা বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বেরিয়ে যাব। আর তোমাদের স্বার্থের বিপরীতে আমরা কখনোই কারু কোন কথা মানবো না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۱﴾

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، وَلَئِنْ نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ⑫

(১২) যদি ইহূদীরা বহিষ্কৃত হয়, তাহ'লে মুনাফিকরা তাদের সাথে বেরিয়ে যাবে না। আর তারা আক্রান্ত হ'লে এরা তাদের কোন সাহায্য করবে না। আর যদি তারা সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পিঠ ফিরে পালাবে। অতঃপর কাফেররা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ⑬

(১৩) নিশ্চয় তোমরা (হে মুমিনগণ!) তাদের (অর্থাৎ কাফের ও মুনাফিকদের) অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ভীতিকর। এটা এজন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَّقُلُوبُهُمْ شَتّٰى ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ⑭

(১৪) তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে আসবে না। কেবল সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে ব্যতীত। তাদের পরস্পরের মধ্যে আভ্যন্তরীণ লড়াই প্রচণ্ড। তুমি তাদেরকে মনে কর ঐক্যবদ্ধ। অথচ তাদের হৃদয়গুলি বিভক্ত। এটা এজন্য যে, ওরা হ'ল বেওকূফ সম্প্রদায়।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ⑮

(১৫) এরা হ'ল তাদের মত যারা মাত্র কিছুদিন পূর্বে তাদের অপকর্মের পরিণাম ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعٰلَمِينَ⑯

(১৬) তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন বলে আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِينَ⑰

(১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা উভয়ে জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। আর এটাই হ'ল যালেমদের কর্মফল। **(রুকূ ২)**

Contents

তাফসীর :

(১১-১২) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا 'তুমি কি মুনাফিকদের দেখনি, যারা কিতাবধারীদের মধ্যকার তাদের কাফের ভাইদের বলে, যদি তোমরা বহিস্কৃত হও, তবে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই বেরিয়ে যাব'। অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদের গোপন তৎপরতা ফাঁস করে দিয়েছেন। তারা বনু নাযীরের ইহূদীদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহায্য করবে। কিন্তু তারা যে তাদের বিপদকালে সাহায্য করবেনা, সেকথা আল্লাহ আগেই জানিয়ে দিলেন। এতে রাসূল (ছাঃ)-এর সত্যনবী হওয়ার দলীল রয়েছে এজন্য যে, বনু নাযীর তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করলেও যখন তাদের সকলকে বহিষ্কার করা হয়, তখন মুনাফিকরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে যায়নি *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

(১৩) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ 'নিশ্চয় তোমরা (হে মুমিনগণ!) তাদের (অর্থাৎ কাফের ও মুনাফিকদের) অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ভীতিকর'। কারণ তারা আল্লাহ্‌র অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। ওরা মুসলমানদের ঈমানী শক্তি ও জিহাদী জাযবাকে ভয় পায়। অথচ মুমিনরা সর্বদা দুনিয়াবী শক্তির বিপরীতে আল্লাহ্‌র শক্তিকে বেশী ভয় পায় এবং সর্বদা তাঁরই সাহায্য কামনা করে।

(১৪) لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا اِلاَّ فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ 'তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে আসবে না। কেবল সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে ব্যতীত'। এখানে جَمِيعًا 'সম্মিলিতভাবে' অর্থ 'মুনাফিক ও ইহূদীরা সম্মিলিতভাবে' *(কাশশাফ, ইবনু কাছীর)*। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে ঐক্যবদ্ধ। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও মুসলমানদের ধ্বংসের স্বার্থে ইহূদী ও মুনাফিকরা ঐক্যবদ্ধ। যেটি সাময়িক। কিন্তু পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও কপটতায় ওদের হৃদয়গুলি স্থায়ীভাবে বিভক্ত এবং তার ফলে ওদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ লড়াই প্রচণ্ড। তাই তাদের বাহ্যিক ঐক্যজোট দেখে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। যদিও এটাকেই ওরা বড় শক্তি ভেবেছে। সেজন্যই তো ওরা বোকা ও বেওকূফ সম্প্রদায়।

অত্র আয়াতে সর্বযুগে দৃঢ় ঈমানদার ও তাদের বিরোধীদের সামাজিক চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যারা স্রেফ আল্লাহকে খুশী করার জন্য সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়, সর্বব্যাপী কপটতাকে মুকাবিলা করেই তাদেরকে দৃঢ়পদে আল্লাহ্‌র পথে এগিয়ে যেতে হয়। আর এখানেই হয় তাদের জন্য ঈমানের পরীক্ষা। ভয়-ভীতি ও লোভ কোন অবস্থাতেই তারা কপটদের সাথে আপোষ করে না। আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'এরাই হ'ল আল্লাহ্‌র সেনাদল। মনে রেখ আল্লাহ্‌র

Contents

সেনাদল সর্বদা সফলকাম' *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*। অন্যত্র এসেছে, فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُوْن– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনীই বিজয়ী' *(মায়েদাহ ৫/৫৬)*।

(১৫) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا 'এরা হ'ল তাদের মত যারা মাত্র কিছুদিন পূর্বে তাদের অপকর্মের পরিণাম ভোগ করেছে'। 'এরা' বলতে বনু নাযীরকে এবং 'কিছুদিন পূর্বে শাস্তি ভোগকারী দলটি' বলতে বনু ক্বায়নুক্বা ইহূদী গোত্র। যারা বদরের যুদ্ধের পর ২য় হিজরীর ১লা যিলক্বা'দ সর্বপ্রথম বহিস্কৃত হয়।[৪১৪]

(১৬) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ 'তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন বলে আমি তোমার থেকে মুক্ত'। এখানে ইহূদী ও মুনাফিকদের কপট আচরণকে শয়তানের আচরণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরা সর্বদা পিছন থেকে উসকে দেয়, সামনে আসে না; যাতে তাদের শাস্তি না পেতে হয়। এইসব খলনায়করাই সমাজে যত অশান্তির মূল। এরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। আর সেজন্যেই এরা মুসলিম শক্তিকে ভয় পায় এবং বিপদে পড়লে আল্লাহ আল্লাহ করে। অথচ আল্লাহ ওয়ালা মুমিনদের বিরুদ্ধেই এদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। এখানে كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ অর্থ عَمَلُ الْمُنَافِقِيْنَ مَعَ الْيَهُوْدِ كَمَثَلِ عَمَلِ الشَّيْطَانِ 'ইহূদীদের সাথে মুনাফিকদের আচরণ শয়তানের আচরণের মত' *(কাশশাফ, ক্বাসেমী)*। এখানে كَمَثَلِ এর পূর্বে 'ওয়াও' حرف عطف বা সংযোগকারী অব্যয় বিলুপ্ত করা হয়েছে *(কুরতুবী)*।

আর এরূপ উদাহরণ সর্বত্র রয়েছে। যেমন বলা হয় اَنْتَ عَالِمٌ اَنْتَ عَاقِلٌ আপনি বিদ্বান, আপনি জ্ঞানী *(কুরতুবী)*। এখানে মধ্যে واو অর্থাৎ 'এবং' বলা হয়না। একইভাবে পূর্বের আয়াতে كَمَثَلِ-এর সাথে অত্র আয়াতের كَمَثَلِ-এর মধ্যে কোন সংযোগকারী অব্যয় আনা হয়নি দু'টি একই মর্মের হওয়ার কারণে। যদিও ঘটনা পৃথক। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সে যুগের ইহূদী ও মুনাফিকদের ন্যায় কপট চরিত্রের লোক সকল যুগেই থাকবে। যারা প্রকৃত মুমিনদের দুশমন হবে। যখন যারাই এটা করবে, তখন তাদের দৃষ্টান্ত হবে শয়তানের মত।

শয়তান কিভাবে মানুষকে উসকে দিয়ে পথভ্রষ্ট করে সে বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, (বিগত যুগে) একজন ছাগল চরানো মহিলা রাত্রিতে এক দরবেশের খানক্বায় রাত্রি যাপন করে। তখন উক্ত দরবেশ তাকে ধর্ষণ করে। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তখন শয়তান এসে দরবেশকে বলে, তুমি

৪১৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ 'গাযওয়া বনু ক্বায়নুক্বা ও বনু নাযীর' অধ্যায়, ৩২৫ ও ৩৭৫ পৃ.।

ওকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেল। কেননা তুমি একজন সাধু মানুষ। লোকেরা তোমার কথা বিশ্বাস করে। তখন সে তাই-ই করল। অতঃপর শয়তান উক্ত মহিলার চার ভাইকে গিয়ে রাতে স্বপ্ন দেখিয়ে ঘটনা ফাঁস করে দিল। সকালে উঠে প্রত্যেক ভাই একই স্বপ্নের কথা বলল। তখন তারা সকালে উঠে ঐ দরবেশের কাছে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হ'ল। ইতিমধ্যে শয়তান এসে দরবেশকে উক্ত খবর দিল এবং বলল, এমতাবস্থায় আমি ছাড়া তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তুমি আমাকে একটি সিজদা কর, তাহ'লে আমি তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করব। দরবেশ তাকে সিজদা করল। অতঃপর যখন তারা এসে গেল, শয়তান তখন তাকে ছেড়ে গেল। অতঃপর চার ভাই এসে ঐ দরবেশকে হত্যা করল' *(ত্বাবারী, তাফসীর উক্ত আয়াত ২৮/৩৩ পৃ. সনদ মওকূফ)*।

একই ঘটনা হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, বনু ইস্রাঈলের জনৈক দরবেশ ষাট বছর ধরে গীর্জায় উপাসনা করত। অতঃপর শয়তান তাকে এক মহিলার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করে। অতঃপর সে মহিলাকে হত্যা করে। পরে বাঁচার জন্য শয়তান তাকে সিজদা করতে বলে এবং সে তাকে সিজদা করে। অতঃপর নিহত মহিলার ভাইয়েরা এলে শয়তান তাকে ছেড়ে চলে যায় ও বলে, আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহকে ভয় করি' *(ত্বাবারী ২৮/৩২ পৃ.; ইবনু কাছীর)*। একইরূপ বর্ণিত হয়েছে ইবনু আব্বাস, তাঊস, মুক্বাতিল বিন হাইয়ান প্রমুখ থেকে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত *(ইবনু কাছীর)*। কুরতুবী ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন *(হা/৫৮৯৫)*। তবে তার অধিকাংশ ইস্রাঈলী বর্ণনার অংশ *(মুহাক্কিক কুরতুবী)*।

আমরা উল্লেখ করলাম কেবলমাত্র উপদেশ গ্রহণের জন্য। কেননা শয়তানের পক্ষে এগুলি ঘটানো সর্ব যুগে সম্ভব। যেমন শেষনবী (ছাঃ)-এর যুগে সে সুরাক্বা বিন মালেকের রূপ ধারণ করে বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে নেমেছিল। পরে ফেরেশতাদের দেখে পালিয়ে যায় *(আনফাল ৮/৪৮)*।[৪১৫] আর শয়তান মানুষ ও জিন থেকে হয় এবং সে মুমিনের প্রকাশ্য দুশমন। শয়তানের আরেকটি বিশুদ্ধ ঘটনা রয়েছে, যা জুরায়েজের ঘটনা বলে প্রসিদ্ধ। যা নিম্নরূপ :

বনু ইস্রাঈলের জনৈকা বেশ্যা নারী জুরায়েজকে ব্যভিচারের অপবাদ দিল এবং তার বিরুদ্ধে সমাজনেতাদের কাছে অভিযোগ পেশ করল। নেতারা এসে জুরায়েজের খানক্বাহ ভেঙ্গে দিল। তখন জুরায়েজ বললেন, তোমরা থাম। অতঃপর তিনি ঐ মহিলার কোলের বাচ্চাকে হাতে নিয়ে বললেন, হে বাচ্চা! তোমার পিতা কে? বাচ্চা বলল, অমুক রাখাল। তখন লোকেরা ভুল বুঝতে পারল ও ক্ষমা চাইল এবং তার খানক্বাহ সোনা দিয়ে বানিয়ে দিতে চাইল। জুরায়েজ বললেন, না। যেমন ছিল তেমন মাটি দিয়ে বানিয়ে দাও'।[৪১৬]

---

৪১৫. দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ 'বদর যুদ্ধ' অধ্যায়, ৩০৩ পৃ., টীকা ৪২৩।
৪১৬. বুখারী হা/২৪৮২; মুসলিম হা/২৫৫০; ইবনু কাছীর।

(১৭) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ ‘অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা উভয়ে জাহান্নামে থাকবে চিরকাল’। এখানে ‘উভয়ের’ অর্থ শয়তান ও তার অনুসারী ব্যক্তি। শয়তান জাহান্নামী হবে পাপে উসকে দেওয়ার কারণে। আর মানুষ জাহান্নামী হবে পাপ করার কারণে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٍ؟ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴿١٨﴾

(১৮) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে? আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡ ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿١٩﴾

(১৯) আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই হ’ল অবাধ্য।

لَا يَسۡتَوِيٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ ۚ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾

(২০) জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীগণই সফলকাম।

لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(২১) যদি এই কুরআন আমরা কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহ’লে অবশ্যই তুমি তাকে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হ’তে দেখতে। আর আমরা এইসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা করে।

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

(২২) তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু জানেন। যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُ ۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿٢٣﴾

(২৩) তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, তত্ত্বাবধানকারী, পরাক্রমশালী, প্রতাপশালী, অহংকারের অধিকারী। লোকেরা যাদেরকে শরীক

করে, তিনি সেসব থেকে পবিত্র।

(২৪) তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, আকৃতি দানকারী, তাঁরই জন্য সুন্দরতম নামসমূহ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর গুণগান করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। **(রুকূ ৩)**

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

তাফসীর :

(১৮) وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ‘আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ এ বিষয়ে ভেবে দেখা যে, সে আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম প্রেরণ করছে?’ ইহূদী ও মুনাফিকদের বর্ণনা শেষে আল্লাহ মুমিনদের সাবধান করেছেন। অতঃপর সাধারণভাবে সকলের উদ্দেশ্যে বলছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ভেবে দেখে আগামী দিনের জন্য অর্থাৎ পরকালের জন্য সে ভাল-মন্দ অগ্রিম কি প্রেরণ করছে? আরবরা ভবিষ্যৎকে ‘আগামীকাল’ হিসাবে অভিহিত করে থাকে *(কুরতুবী)*। হাসান বাছরী ও ক্বাতাদাহ বলেন, ক্বিয়ামত সর্বদা নিকটবর্তী। সেকারণ তাকে ‘আগামীকাল’ বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا- وَنَرَاهُ قَرِيبًا- ‘অবিশ্বাসীরা ঐদিনটাকে অনেক দূরে মনে করে’। ‘অথচ আমরা ওটাকে নিকটে মনে করি’ *(মা‘আরিজ ৭০/৬-৭)*। আর মৃত্যু হ’ল ক্বিয়ামতের পূর্ব সোপান। এজন্য একে ‘ছোট ক্বিয়ামত’ (قيامت صغرى) বলা হয়। যা আসবেই এবং তা যেকোন মুহূর্তে আসতে পারে। অতএব মৃত্যু আসার আগেই পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করাটাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্তব্য। নইলে পরকালে পস্তাতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন গভীর আল্লাহভীতি। যার মধ্যে আল্লাহভীতি কম, সে পরকাল সম্পর্কে উদাসীন থাকে।

অতএব যাতে মুমিন পরকাল থেকে গাফেল না হয়ে পড়ে, সেজন্য সাবধান করে অত্র আয়াতের শুরুতে ও শেষে দু’বার আল্লাহ বলেছেন, اتَّقُوا اللهَ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর’। উল্লেখ্য যে, আল্লাহকে বিশ্বাস করলে ‘মুমিন’ হওয়া যায়। আর তাকে ভয় করলে ‘মুত্তাক্বী’ হওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্র বিধান সমূহ যথাযথভাবে মেনে চললে তবে ‘মুসলিম’ হওয়া যায়। সেজন্য আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ اِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ- ‘হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না’ *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। আয়াতের শেষে وَلاَ تَمُوتُنَّ اِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ- ‘তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না’ বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেবল মুখে ঈমানের দাবী এবং তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণের নামে

মা'রেফতের কসরৎ পরকালে কোন ফায়েদা দিবে না, যদি না ব্যবহারিক জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ মতে সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করা হয়। ইবনু কাছীর বলেন, حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَانْظُرُوا مَاذَا ادَّخَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ لِيَوْمِ مَعَادِكُمْ وَعَرْضِكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ– 'আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দেওয়ার আগে তোমরা নিজেদের হিসাব নাও। আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করার আগে তোমরা তোমাদের সৎকর্ম সমূহের দিকে তাকাও, কি তোমরা সঞ্চয় করেছ' *(ইবনু কাছীর)*।

(১৯) وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ 'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন'। نَسُوا اللهَ 'তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে' অর্থ لاَ تَنْسَوْا ذِكْرَ اللهِ 'তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলে যেয়ো না' *(ইবনু কাছীর)*। যার পরিণতিতে আল্লাহ তাদের সৎকর্ম ভুলিয়ে দিয়েছেন। যা তাদের পরকালে কাজে লাগত। الْفَاسِقُونَ অর্থ الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ 'আল্লাহ্‌র আনুগত্য হ'তে বহির্গত' *(ইবনু কাছীর)*। ফলে তারা ক্বিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হবে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ– 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে ফেলে। যারা এটা করবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*। الْفِسْقُ অর্থ الْخُرُوجُ 'বের হওয়া' এখানে অর্থ الَّذِينَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ اللهِ 'যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়' *(কুরতুবী)*। فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ 'আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন' বলে উক্ত কাজটি নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন এটা বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, ভাল-মন্দ সকল কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ। কিন্তু বাস্তবায়নকারী হ'ল বান্দা। আর সেজন্যেই সে পুরস্কৃত হয় অথবা তিরস্কৃত হয়। এর মধ্যে ঐসব ভ্রান্ত ফের্কার প্রতিবাদ রয়েছে। যারা ধারণা করে যে, ভাল-র স্রষ্টা আল্লাহ এবং মন্দের স্রষ্টা মানুষ বা শয়তান।

অত্র আয়াতের তাফসীরে যামাখশারী বলেছেন, فَجَعَلَهُمْ نَاسِيْنَ حَقَّ أَنْفُسِهِمْ بِالْخِذْلاَنِ 'অতঃপর লজ্জিত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দেন'। এর দ্বারা তিনি তাঁর মু'তাযেলী আক্বীদা মতে বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে ভুলে যাওয়ার শাস্তি দিতে বাধ্য। অথচ আল্লাহ কোন কাজে বাধ্য নন। অতএব এর অর্থ হবে بَلْ خَلَقَ فِيْهِمُ النِّسْيَانَ 'বরং আল্লাহ তাদের মধ্যে ভুলে যাওয়াকে সৃষ্টি করে দেন' *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, একটু চিন্তা করলেই তুমি এই আয়াতের মধ্যে একটি মহান তাৎপর্য খুঁজে পাবে। আর তা এই যে, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভুলে যায়, সে তার নিজ সত্তাকেই ভুলে যায়। ফলে সে নিজের ভাল-মন্দ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। সে তখন চরে বেড়ানো পশুর মত হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় পশু নিজের ভাল-মন্দ বুঝলেও ঐ ব্যক্তি সেটা বুঝেনা। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا– 'আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' *(কাহফ ১৮/২৮)*। অতএব সকল জ্ঞানের মূল হ'ল আল্লাহকে জানা। আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হ'ল আল্লাহকে ভুলে যাওয়া। আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর আনুগত্য করার মধ্যেই বান্দার সফলতা এবং তাকে ভুলে যাওয়া ও অবাধ্যতা করার মধ্যে বান্দার ব্যর্থতা নিহিত' *(ক্বাসেমী)*।

(২০) لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ 'জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীগণই সফলকাম'। অত্র আয়াতে সফলতা ও বিফলতার মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়াবী নিরিখে নয়, বরং আখেরাতের নিরিখেই এটি নির্ণীত হয়ে থাকে। আর জান্নাতের অধিবাসীরাই প্রকৃত সফলকাম। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ– 'যারা দুষ্কর্মসমূহ করে, তারা কি ভেবেছে যে, আমরা তাদের বাঁচা ও মরাকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে? কতই না মন্দ সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে থাকে!' *(জাছিয়াহ ৪৫/২১)*। তিনি আরও বলেন, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلاَ الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ– 'বস্তুতঃ সমান হয় না অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ও দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তি এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে। কিন্তু তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক' *(মুমিন/গাফের ৪০/৫৮)*। তিনি কঠোর ভাষায় বলেন, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ– 'আমরা কি তাহ'লে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ন্যায় গণ্য করব? নাকি আল্লাহভীরুদেরকে পাপাচারীদের ন্যায় গণ্য করব?' *(ছোয়াদ ৩৮/২৮)*। তিনি আরও বলেন, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ– مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ– أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ– 'আমরা কি অনুগতদের (মুসলমানদের) অপরাধীদের (কাফিরদের) ন্যায় গণ্য করব?' 'তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেমন

সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?' 'তোমাদের কি কোন কিতাব আছে যা তোমরা পাঠ কর?' *(ক্বলম ৬৮/৩৫-৩৭)*। যামাখশারী বলেন, অত্র আয়াত দ্বারা শাফেঈগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন কাফেরের বদলায় কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না এবং কাফের কোন মুসলিমের সম্পদে যবরদস্তি করে মালিক হ'তে পারবে না *(কাশশাফ; ক্বাসেমী)*।

(২১) لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ 'যদি এই কুরআন আমরা কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহ'লে অবশ্যই তুমি তাকে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হ'তে দেখতে'। ইহূদী-মুনাফিক ও মুমিনদের বর্ণনা শেষে এবার আল্লাহ কুরআনের উচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করছেন এমন একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে, যার কোন তুলনা নেই। আল্লাহ এখানে 'পৃথিবীর পেরেক' হিসাবে বর্ণিত সবচেয়ে মযবূত সৃষ্টি পাহাড়ের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলছেন, যদি আমরা কুরআনকে পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহ'লে সেটি কুরআনের সত্য ভাষণ ও তার অবাধ্যতায় কঠোর শাস্তি সমূহের ধমকি শুনে আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত ও বিদীর্ণ হয়ে যেত। অথচ মানুষের অন্তর এত শক্ত যে তার মধ্যে কোন ভাবান্তর সৃষ্টি হয় না এবং সে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয় না।

আল্লামা যামাখশারী পাহাড়ের সাথে তুলনা করাকে রূপক আখ্যায়িত করে বলেছেন, هَذَا تَمْثِيلٌ وَتَخْيِيلٌ، كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ تعالى (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ) 'এটি রূপক ও কাল্পনিক বিষয়, যেমনটি বলা হয়েছে ইতিপূর্বে সূরা আহযাব ৭২ আয়াতে *(কাশশাফ)*। বায়যাভীও একই ব্যাখ্যা করেছেন *(ঐ, তাফসীর)*। অথচ এটি রূপক বা কাল্পনিক বিষয় নয়। বরং এটি ছিল নিঃসন্দেহে আসমান-যমীন সৃষ্টির সূচনা কালের একটি সত্য ঘটনা যা আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেছেন। যুক্তি বিরোধী মনে করলেই মু'তাযেলীগণ তাকে রূপক ও কাল্পনিক বলেন। অথচ কুরআন-সুন্নাহ কোন উপন্যাস নয় বা রূপকথার কল্প-কাহিনী নয়। কুরআনী সত্যকে এভাবে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া কেবল এ ধরনের যুক্তিবাদী বিদ্বানগণের পক্ষেই সম্ভব। যদি অত্র আয়াতটি রূপক হ'ত, তাহ'লে তো আল্লাহ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ 'এইসব দৃষ্টান্ত' না বলে وَتِلْكَ الْخَيَالَاتُ 'এইসব কল্পকথা' বলতে পারতেন? *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। অতএব কুরআনের সামনে নিজের যুক্তিকে সমর্পণ করে দেওয়াই হ'ল 'ইসলাম' বা আত্মসমর্পণ। আর এর মধ্যেই রয়েছে মানুষের দুনিয়াবী কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন!

অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে যে, পাহাড়ের প্রাণ আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। যেভাবে তারা গাছের জীবন প্রমাণ করেছে। অথচ দেড় হাযার বছর পূর্বেই কুরআন তা বর্ণনা করেছে। কেবল পাহাড় নয় বরং পুরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রাণ রয়েছে। যা সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্য করে ও তাঁর গুণগান করে *(হামীম সাজদাহ ৪১/১১; ইসরা ১৭/৪৪)*। এর বাস্তব প্রমাণ মানুষ দেখেছে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ),

আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) ওহোদ পাহাড়ে ওঠেন এবং তাদের সম্মানে সে কেঁপে ওঠে। তখন তাকে আঘাত করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ! ‘ওহোদ! তুমি থাম, তোমার উপরে আছেন একজন নবী, একজন ছিদ্দীক ও দু’জন শহীদ’।[৪১৭] নিঃসন্দেহে এটি ছিল তাঁর সত্যনবী হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। কেননা পরবর্তীতে ওমর ও ওছমান (রাঃ) দু’জনেই শহীদ হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে যখন মসজিদে নববীতে কাঠের মেম্বর স্থাপন করা হয় এবং রাসূল (ছাঃ) তাতে উঠে খুৎবা দিতে উদ্যত হন, তখন এতদিন যে খেজুর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিতেন, সেটি মা হারা শিশুর মত কাঁদতে শুরু করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বর থেকে নেমে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন ও তাকে হাত চাপড়িয়ে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর সে স্থির হয়’ *(বুখারী হা/৩৫৮৪)*। যেটি আজও মসজিদে নববীতে ‘হান্না’ খুঁটি নামে পরিচিত। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, হাসান বাছরী উক্ত হাদীছটি বর্ণনার পর বলতেন, فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْجِذْعِ ‘অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি আসক্ত হওয়ার অধিক হকদার এই কাঠের গুঁড়ির চাইতে’ *(ইবনু কাছীর)*। আয়াতের শেষে আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তা-গবেষণার আহ্বান জানিয়েছেন। অতএব আছেন কি কোন চিন্তাশীল পাঠক, যিনি সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার সন্ধান লাভে ব্রতী হবেন?

(২২) هُوَ اللهُ الَّذِي لآ إِلَهَ اِلاَّ هُوَ ‘তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’। এখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব মানুষ যাদেরকে উপাস্য বলে ওরা আদৌ কোন উপাস্য নয়। ওরা শর্তহীন আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী নয়।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة ‘যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু জানেন’। আল্লাহ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছু জানেন। যা অন্যেরা জানেনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ- ‘আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানেনা। স্থলভাগে ও সমুদ্রভাগে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। গাছের একটি পাতা ঝরলেও তা তিনি জানেন। মাটিতে লুক্কায়িত এমন কোন শস্যদানা নেই বা সেখানে পতিত এমন কোন সরস বা শুষ্ক ফল নেই, যা (আল্লাহ্র) সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই’ *(আন‘আম ৬/৫৯)*।

৪১৭. বুখারী হা/৩৬৭৫; তিরমিযী হা/৩৬৯৭; মিশকাত হা/৬০৭৪।

Contents

ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বান্দার হাযারো গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। যাতে বান্দাহ আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। বান্দার তওবা কবুলের জন্য তিনি তাঁর অনুগ্রহের দুয়ার সর্বদা উন্মুক্ত রেখেছেন। তিনি বলেন, قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ– 'আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিয়ে থাকি। আর আমার অনুগ্রহ সবকিছুতে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে' *(আ'রাফ ৭/১৫৬)*। তিনি বান্দাকে আশ্বস্ত করে বলেন, وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– 'আর যখন তোমার নিকট আমাদের আয়াত সমূহে বিশ্বাস স্থাপনকারীরা আসবে, তখন তাদেরকে বলবে 'সালাম'। তোমাদের পালনকর্তা অনুগ্রহকে নিজের উপর বিধিবদ্ধ করে নিয়েছেন এই মর্মে যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞতাবশে কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর যদি সে তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে তিনি (তার ব্যাপারে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আন'আম ৬/৫৪)*। কিন্তু আল্লাহ্র রহমত লাভের আকাঙ্খী বান্দা আছে কি?

(২৩) اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ 'তিনি একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি'। 'মালিক' অর্থ مَلِكَ الْمُلُوكِ 'রাজাধিরাজ'। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। 'পবিত্র' অর্থ সকল প্রকারের শরীক হ'তে পবিত্র। 'শান্তি' অর্থ ذُو السَّلاَمَةِ 'সত্তাগত ভাবেই তিনি শান্তি'। তিনি শান্তির অধিকারী।

اَلْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ 'পরাক্রমশালী, প্রতাপশালী, অহংকারের অধিকারী'। 'মুতাকাব্বির' অর্থ 'অহংকারের অধিকারী'। কেননা অহংকারের গুণ আল্লাহ্র সত্তার সাথে সনাতন। যা তাঁর জন্য প্রশংসনীয়, কিন্তু বান্দার জন্য নিন্দনীয়। অহংকার কেবল আল্লাহ্র জন্যই খাছ। যেমন তিনি বলেন, اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ– 'অহংকার আমার চাদর এবং বড়ত্ব আমার পাজামা। যে ব্যক্তি এ দু'টির কোন একটি আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়, আমি তাকে চূর্ণ করে দেব। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'।[৪১৮]

(২৪) لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى 'তাঁরই জন্য সুন্দরতম নামসমূহ'। উপরে বর্ণিত নামগুলি আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত। শতাধিক নাম এসেছে কুরআনে ও হাদীছে। এখানে ১৫টি নাম বর্ণিত হয়েছে। সবগুলিই ছিফাতী বা গুণবাচক নাম। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِينَ اسْمًا

৪১৮. আবুদাঊদ হা/৪০৯০; ইবনু মাজাহ হা/৪১৭৪; মুসলিম হা/২৬২০; মিশকাত হা/৫১১০।

مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ– ‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলি গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন’।[৪১৯] এর অর্থ যে ব্যক্তি উক্ত নামগুলি অর্থসহ মুখস্থ করে পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহর উপর অটুট নির্ভরতার সাথে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, وَلِلَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– ‘আর আল্লাহ্‌র জন্য সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে। সেসব নামেই তোমরা তাঁকে ডাক এবং তাঁর নাম সমূহে যারা বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর। সত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে’ *(আ‘রাফ ৭/১৮০)*। এর মধ্যে সূক্ষ্ম তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক নামের حَسَن ‘সুন্দর’ ও أَحْسَن ‘সুন্দরতম’ দু’টি অর্থ হয়ে থাকে। এখানে أَحْسَن বা ‘সুন্দরতম’ অর্থ নিতে হবে। যা বহুবচনে حُسْنَى শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব এখানে ‘সুন্দর’ অর্থ নয়। বরং অর্থ হবে ‘সুন্দরতম’ *(ক্বাসেমী)*।

উল্লেখ্য যে, এখানে যামাখশারী ও কুরতুবী ৩টি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। যার সবগুলি যঈফ। যেগুলির মধ্যে মানুষের মুখে মুখে যেটি সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ তা হ’ল এই যে, আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা হাশরের শেষের আয়াতগুলি পাঠ করল রাতে বা দিনে, অতঃপর আল্লাহ তার জান কবয করলেন ঐ রাতে বা দিনে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিবেন’।[৪২০]

এতদ্ব্যতীত ইবনু কাছীর যে হাদীছটি এনেছেন, সেটিও যঈফ। যেমন মা‘ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিনবার *আঊযুবিল্লাহিস সামী‘ইল ‘আলীম মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম* পাঠ করে। অতঃপর সূরা হাশরের শেষ আয়াতটি পাঠ করে, আল্লাহ তার জন্য সত্তুর হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। যা তার উপর সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দো‘আ করে। যদি সে ঐদিন মারা যায়, তাহ’লে শহীদ অবস্থায় মারা যায়। আর যদি কেউ এটা সন্ধ্যায় পাঠ করে, সেও উক্ত মর্যাদার অধিকারী হবে’।[৪২১]

॥ সূরা হাশর সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الحشر، فلله الحمد والمنة

---

৪১৯. বুখারী হা/৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭; মিশকাত হা/২২৮৭।
৪২০. বায়হাক্বী শো‘আব হা/২৫০১; কুরতুবী হা/৫৮৯৯; যঈফাহ হা/৪৬৩১।
৪২১. তিরমিযী হা/২৯২২; মিশকাত হা/২১৫৯; যঈফুল জামে‘ হা/৫৭৩২।

সূরা মুমতাহিনা (পরীক্ষাদান কারিণী)[৪২২]

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা আহযাব ৩৩/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৬০; পারা ২৮; রুকূ ২; আয়াত ১৩; শব্দ ৩৫২; বর্ণ ১৫১৯।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ①

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। তাদের নিকট তোমরা বন্ধুত্ব পেশ করছ, অথচ তারা তোমাদের নিকট আগত সত্যকে অস্বীকার করছে। তারা রাসূল ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা বেরিয়ে থাক আমার পথে জিহাদের জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাহ'লে তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্ব পোষণ করো না। আর আমি ভালভাবেই জানি যা তোমরা লুকিয়ে রাখ এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে ব্যক্তি সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ؕ ②

(২) ওরা যদি তোমাদের কব্জায় পায়, তাহ'লে ওরা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তোমাদের দিকে মন্দ উদ্দেশ্যে ওরা ওদের হাত ও যবান প্রসারিত করবে। আর ওরা চায়, যদি তোমরা (মুহাম্মাদের সাথে) কুফরী করতে!

---

৪২২. সূরাটিকে 'মুমতাহিনা' ও 'মুমতাহানা' দু'টিই পড়া যায়। 'মুমতাহিনাহ' (أَيِ الْمُخْتَبِرَةُ) বললে সেটি সূরার মর্মার্থ মোতাবেক হবে। কারণ এর মধ্যে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত কারিণী মহিলাদের ঈমান যাচাই করতে বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় 'মুমতাহিনাহ' শব্দটি 'সূরাহ' স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হবে (سُوْرَةٌ مُمْتَحِنَةٌ)। অর্থাৎ পরীক্ষা দানকারিণী সূরা। আর 'মুমতাহানাহ' বা পরীক্ষিত বললে বিশেষভাবে ঐ মহিলাকে বুঝাবে, যাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। একে অনেকে 'সূরাতুল ইমতিহান' বা পরীক্ষার সূরা বলেছেন *(ক্বাসেমী)*।

Contents

لَنۡ تَنۡفَعَكُمۡ اَرۡحَامُكُمۡ وَلَاۤ اَوۡلَادُكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ۚ يَفۡصِلُ بَيۡنَكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿۳﴾

(৩) (মনে রেখ) ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন কাজে আসবে না। সেদিন তিনি তোমাদের মাঝে (জান্নাত ও জাহান্নামের) ফায়ছালা করে দিবেন। বস্ত্ততঃ তোমরা যা কর সবই আল্লাহ দেখেন।

قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ فِيۡۤ اِبۡرٰهِيۡمَ وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗ ۚ اِذۡ قَالُوۡا لِقَوۡمِهِمۡ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنۡكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ الۡعَدَاوَةُ وَالۡبَغۡضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَحۡدَهٗۤ اِلَّا قَوۡلَ اِبۡرٰهِيۡمَ لِاَبِيۡهِ لَاَسۡتَغۡفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ اَمۡلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنۡ شَىۡءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَاِلَيۡكَ اَنَبۡنَا وَاِلَيۡكَ الۡمَصِيۡرُ ﴿۴﴾

(৪) তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের থেকে মুক্ত। আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিঘোষিত হ'ল চিরদিনের জন্য, যতদিন না তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে। তবে ইব্রাহীমেরঐ কথাটি ব্যতীত, যা সে তার পিতাকে বলেছিল যে, আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। আর (এটুকু ব্যতীত) আমি তোমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। (আর তারা বলেছিল) হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার উপরেই আমরা ভরসা করি, তোমার দিকেই আমরা প্রণত হয়েছি এবং তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةً لِّلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَاغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۵﴾

(৫) (তারা আরও দো'আ করেছিল) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। তুমি আমাদের ক্ষমা কর হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِيۡهِمۡ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ يَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ ؕ وَمَنۡ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ

(৬) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতকে কামনা করে। আর যে ব্যক্তি

Contents

اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ۝٦

মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত। (রুকূ ১)

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۭ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝٧

(৭) সত্বর আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের শত্রুদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ۝٨

(৮) দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓي اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۝٩

(৯) আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে ও তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে। বস্তুতঃ তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই যালেম।

তাফসীর :

(১) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না’। অত্র আয়াতে মুমিন ও তাদের শত্রুদের মধ্যে ভালবাসা রক্ষা ও তা ছিন্ন করার মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। মুনাফিক ও কাফেররা কখনোই মুমিনদেরকে অন্তর থেকে ভালবাসে না। অতএব তাদের সাথে কখনোই মুমিনের হৃদয়ের সম্পর্ক থাকবে না। এটাই হ’ল চূড়ান্ত কথা। কারণ মুমিন সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তারা কুরআন ও সুন্নাহকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তির চাবিকাঠি বলে বিশ্বাস করে এবং সেমতে জীবন পরিচালনা করে। আর এ পথেই সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। পক্ষান্তরে কাফের এটির প্রকাশ্য বিরোধী এবং মুনাফিক এটির গোপন বিরোধী ও সুবিধাবাদী। অতএব তাদের প্রতি যদি কোন মুমিন বন্ধুত্ব পোষণ করে বা বন্ধুত্ব পেশ করে, তাহ’লে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

Contents

এখানে تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ ক্রিয়া পদটি সংযুক্ত অব্যয় (عطف) হয়েছে পূর্ববর্তী ক্রিয়াপদ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ-এর সাথে *(কুরতুবী)*। দু'টির মর্ম একই। সেকারণ দু'টিরই প্রথমে না বোধক لَا ('না') হরফটি উহ্য মানতে হবে। যার সারমর্ম দাঁড়াবে এই যে, তোমরা তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্ব পোষণ করো না'। আর কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের নিষেধাজ্ঞার মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে অন্য আয়াতে। যেখানে আল্লাহ বলেন, لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ اِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ– 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে যদি তোমরা তাদের থেকে কোনরূপ অনিষ্টের আশংকা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্র কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

শানে নুযূল : সূরা শুরুর অত্র আয়াতটি মুহাজির ছাহাবী হাতেব বিন আবু বালতা'আহ (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়। যিনি ইয়ামন থেকে আগত এবং মক্কায় বসবাসকারী ছিলেন। যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ)-এর গোত্রের সাথে তিনি চুক্তিবদ্ধ (حَلِيفٌ) ছিলেন।

হাতেব বিন আবু বালতা'আহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর আসন্ন মক্কা অভিযানের খবর দিয়ে একটি পত্র লিখে একজন মহিলার মাধ্যমে গোপনে মক্কায় প্রেরণ করেন। অহি-র মাধ্যমে অবগত হয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আলী, যুবায়ের ও মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ)-কে দ্রুত তার পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা 'খাখ' (رَوْضَةُ خَاخٍ) নামক বাগিচায় গিয়ে একজন হাওদানশীন মহিলাকে পাবে, যার কাছে কুরায়েশদের নিকটে লিখিত একটি পত্র রয়েছে'। তারা অতি দ্রুত পিছু নিয়ে ১২ মাইল দূরে ঠিক সেখানে গিয়েই মহিলাকে পেলেন ও তাকে পত্রের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা অস্বীকার করলে তার হাওদা তল্লাশি করা হ'ল। কিন্তু না পেয়ে আলী (রাঃ) তাকে বললেন, مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آللهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ– 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মিথ্যা বলেননি। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তুমি চিঠিটি বের করে দিবে। নইলে অবশ্যই আমরা তোমাকে উলঙ্গ করব' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৪৯৯)*। তখন মহিলা ভয়ে তার মাথার খোপা থেকে চিঠিটা বের করে দিল। পত্রখানা নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে এলেন। পরে হাতেবকে এ বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হ'লে তিনি বলেন, মক্কায় আমার রক্ত সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় নেই যে, মক্কা বিজয়ের সময় তাদের কেউ আমার

পরিবারকে রক্ষা করবে। তাই আমি আগেভাগে খবরটি জানাতে চেয়েছিলাম, যাতে মক্কার নেতারা আমার পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে। নইলে আমি ইসলাম ত্যাগ করিনি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা থেকে বিচ্যুত হইনি। স্রেফ পারিবারিক স্বার্থ ব্যতীত এর মধ্যে আমার কোন দূরভিসন্ধি ছিল না। রাসূল (ছাঃ) তার কৈফিয়ত কবুল করলেন এবং বদরী ছাহাবী হিসাবে তাকে ক্ষমা করে দিলেন'।[৪২৩]

(২) إِنْ يَّثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَآءً 'ওরা যদি তোমাদের কব্জায় পায়, তাহ'লে ওরা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তোমাদের দিকে মন্দ উদ্দেশ্যে ওরা ওদের হাত ও যবান প্রসারিত করবে'। অত্র আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণকারী মুমিনদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর সেটি হ'ল এই যে, তারা হবে সুযোগ সন্ধানী। খাঁটি মুমিনরা একটু দুর্বল হ'লেই তারা প্রকাশ্যে শত্রু হয়ে যাবে এবং তাদের হাত ও যবান দিয়ে মুমিনদের সাধ্যমত ক্ষতি করবে। আর ওরা চাইবে যেন খাঁটি মুমিনরা রাসূল (ছাঃ)-কে ছেড়ে তাদের মত সুবিধাবাদীদের দলভুক্ত হয়ে যায়। বস্তুতঃ যুগে যুগে প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাদের সনিষ্ঠ অনুসারী সমাজ সংস্কারকগণ এ ধরনের সুবিধাবাদী অনুসারীদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আর এটাই আল্লাহ্র রীতি। এর মাধ্যমেই তিনি জান্নাতী ও জাহান্নামীদের বাছাই করেন ও এজন্য প্রমাণাদি প্রস্তুত করেন। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

إِنْ يَّثْقَفُوكُمْ অর্থ إِنْ يَّظْفَرُوا بِكُمْ وَيَتَمَكَّنُوا مِنْكُمْ 'যদি তোমাদের উপর তারা বিজয়ী হয় ও তোমাদের কব্জায় পায়' *(কুরতুবী)*। আয়াতের প্রথমাংশ শর্ত এবং দ্বিতীয়াংশ 'তারা তোমাদের শত্রু হবে' বাক্যটি হ'ল শর্তের জওয়াব। ثَقِفَ يَثْقَفُ ثَقَفًا অর্থ চতুর হওয়া, বিজয়ী হওয়া। সেখান থেকে الْمُثَاقَفَةُ অর্থ طَلَبُ مُصَادَفَةِ الْغِرَّةِ فِي الْمُسَابَقَةِ 'প্রতিযোগিতায় সুযোগের সন্ধানে থাকা' *(ফাৎহুল ক্বাদীর)*। উক্ত মর্মে আয়াতের অর্থ হবে 'তোমাদের কব্জায় পেলে'। এর দ্বারা মক্কার কাফেরদের বুঝানো হ'লেও এটির মর্ম চিরন্তন। সকল যুগেই মুমিন ও কাফিরের মধ্যে এটাই সম্পর্ক হয়ে থাকে। মুমিন শক্তিহীন হ'লেই কাফের সেই সুযোগ গ্রহণ করবে। এজন্যেই রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ– 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় দুর্বল মুমিনের চাইতে'।[৪২৪] অতএব কাফেরদের প্রতি বন্ধুত্ব পেশ করে মুমিনদের দুর্বলতা প্রমাণ করা যাবে না।

وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ অর্থ لَوْ تَكْفُرُونَ بِمُحَمَّدٍ 'আর ওরা চায়, যদি তোমরা মুহাম্মাদের সাথে কুফরী করতে'! এখানে 'কুফরী' তার আভিধানিক অর্থে এসেছে। যার অর্থ

৪২৩. বুখারী হা/৩৯৮৩, আলী (রাঃ) হ'তে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৫২৪-২৫ পৃ.।
৪২৪. মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, বিরূপ হওয়া *(মিছবাহুল লুগাত)*। বস্তুতঃ কাফেররা সর্বদা চায় মুমিনরা তাদের নেতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অস্বীকার করুক বা তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হৌক বা তার থেকে বিরূপ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিক। আর যুগে যুগে এটাই বাস্তব।

অত্র আয়াতে শর্ত ও শর্তের জওয়াব ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদে এসেছে। অথচ শেষাংশে وَوَدُّوا 'তারা চায়' বাক্যটি অতীত ক্রিয়াপদে আনা হয়েছে এই সূক্ষ্ম বিষয়টি জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, وَوَدُّوا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ كُفْرَكُمْ وَارْتِدَادَكُمْ 'তারা সবকিছুর পূর্বে তোমাদের কুফরী ও মুরতাদ হওয়া কামনা করে' *(কাশশাফ)*। আর এটাই হ'ল কাফেরদের প্রধান লক্ষ্য ও সবকিছুর ঊর্ধ্বে মুখ্য বিষয়। অতএব কাফেরদের সঙ্গে পার্থিব সম্পর্ক রাখা গেলেও দ্বীনী বিষয়ে কোনরূপ ছাড় দেওয়া যাবে না। তাতে আক্বীদায় ত্রুটি সৃষ্টি হবে।

(৩) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ '(মনে রেখ) ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন কাজে আসবে না'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ- وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ- وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ- لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ- 'সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে' *(৩৪)*। 'তার মাতা ও পিতা থেকে' *(৩৫)*। 'এবং তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে' *(৩৬)*। 'প্রত্যেক মানুষের সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, সে নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকবে' *('আবাসা ৮০/৩৪-৩৭)*।

(৪) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে'। হাতেব বিন আবু বালতা'আহ্‌র অবিশ্বাস্য ঘটনায় মদীনার মুসলমানদের মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সে অবস্থায় তাদেরকে শান্ত করার জন্য আল্লাহ এখানে নবীগণের পিতা ইব্রাহীম ও তার সাথীদের ঘটনা পেশ করেছেন। অত্র সূরার ১-৪ আয়াত উক্ত উদ্দেশ্যেই নাযিল হয় *(ইবনু কাছীর)*। এখানে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মানদণ্ড হিসাবে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমানকেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইব্রাহীম ও তাঁর সাথীগণ দুনিয়াবী স্বার্থে ঈমানকে বিসর্জন দেননি। তারা ঈমানের জন্য জান-মাল, পিতা-মাতা-গোত্র ও জন্মস্থান সবকিছু ত্যাগ করে হিজরত করেছিলেন কেবল আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে। সেদিন তারা যে প্রার্থনা করেছিলেন, সেটাই আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেছেন। আজও মুসলমানদের কর্তব্য হবে অনুরূপ দৃঢ়তার সাথে ঈমানকে বুকে ধারণ করা এবং পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা।

তবে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর কাফের পিতাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে মুসলমানদের জন্য কোন আদর্শ নেই। কেননা সেটা ছিল কেবল প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ– 'আর নিজ পিতার জন্য ইব্রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা সে তার পিতাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল' *(তওবা ৯/১১৪)*। কেবল ইব্রাহীম নন বরং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি পাননি কেবল ক্রন্দন করা ব্যতীত।[৪২৫] তিনি স্বীয় পিতাকেও রক্ষা করতে পারবেন না। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ أَبِى قَالَ فِى النَّارِ فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ أَبِى وَأَبَاكَ فِى النَّارِ– 'জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা কোথায়? তিনি বললেন, জাহান্নামে। অতঃপর যখন লোকটি ফিরে চলল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, নিশ্চয়ই আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে'।[৪২৬] এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে। নবী-রাসূলের পিতা-মাতা হওয়া তার জন্য কোন কাজে আসবে না।

(৬) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতকে কামনা করে'। ইব্রাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে এবং বিগত নবী রাসূলগণের মধ্যে ঈমানদারগণের জন্য যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, সেটি আল্লাহ পুনরায় মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এরপরেও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কাফেরদের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করে, তাহ'লে তাদের জেনে রাখা আবশ্যক যে, কাফের-মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা বা না রাখায় আল্লাহ্র কিছু যায় আসে না। বরং এর দ্বারা মুসলমানরাই কেবল নিজেদের ক্ষতি সাধন করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান বা আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন। কারণ তিনি সকল চাওয়া-পাওয়া হ'তে মুক্ত এবং সর্বাবস্থায় প্রশংসিত।

(৭) عَسَى اللهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ 'সত্বর আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের শত্রুদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন'। আয়াতটি কুরআনের মু'জেযা সমূহের অন্যতম। কারণ এর মধ্যে রয়েছে অদৃশ্যের খবর *(ক্বাসেমী)*। যা মক্কা বিজয়ের আগের দিন রাতেই বাস্তবায়ন হয় শত্রুদলের নেতা আবু সুফিয়ানের ইসলাম কবুলের মাধ্যমে। এরপরে একে একে বহু নেতা ইসলাম কবুল করেন। যারা পরবর্তীতে ইসলামের জন্য প্রভূত অবদান রাখেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলেন,

---

৪২৫. মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে। আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১২১।

৪২৬. মুসলিম হা/২০৩; আবুদাঊদ হা/৪৭১৮; আহমাদ হা/১২২১৩, ১৩৮৬১, আনাস (রাঃ) হ'তে।

يَا نَبِيَّ اللهِ ثَلاَثٌ أَعْطِنِيهِنَّ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : عِنْدِى أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِى سُفْيَانَ أُزَوِّجُكَهَا قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ. قَالَ : نَعَمْ. قَالَ وَتُؤَمِّرُنِى حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : أَبُو زُمَيْلٍ وَلَوْلاَ أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِـــِّى -صلى الله عليه وسلم- مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْئَلُ شَيْئًا اِلاَّ قَالَ : نَعَمْ-

‘হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনটি বস্তু আপনি আমাকে দিন। তিনি বলেন, হ্যাঁ দেব। তিনি বললেন, আমার কাছে রয়েছে আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়ে আবু সুফিয়ান কন্যা উম্মে হাবীবা, যাকে আমি আপনার সাথে বিয়ে দিতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ।[৪২৭] তিনি বললেন, (আমার পুত্র) মু‘আবিয়া আপনার সম্মুখে আছে। তাকে আপনি ‘লেখক’ নিয়োগ করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হবে। আমাকে আমীর নিয়োগ করুন। যাতে আমি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। যেমনটি আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, হবে। অন্যতম রাবী আবূ যুমায়েল বলেন, ‘যদি তিনি এইসব বিষয়ে নবী (ছাঃ)-এর কাছে না চাইতেন, তাহ’লে তিনি দিতেন না। কেননা তাঁর কাছে যা চাওয়া হ’ত (তিনি তা দিয়ে দিতেন)’।-*মুসলিম হা/২৫০১*।

ইবনু শিহাব যুহরী হ’তে ইবনু আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সুফিয়ানকে ইয়ামনের একটি গোত্রের উপর আমীর নিযুক্ত করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর যখন লোকেরা ‘মুরতাদ’ হ’তে শুরু করে, তখন তিনি তাদের এক নেতা যুল-খিমার (ذُوْ الْخِمَارِ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও তাকে হত্যা করেন। এভাবে তিনিই ছিলেন ‘মুরতাদ’দের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী প্রথম ব্যক্তি এবং দ্বীনের জন্য প্রথম মুজাহিদ’। যুহরী বলেন, ‘তিনিই ছিলেন তাদের মধ্যেকার অন্যতম ব্যক্তি যার ব্যাপারে মুমতাহিনা ৭ আয়াতটি নাযিল হয়’।[৪২৮] উল্লেখ্য যে, মু‘আবিয়াকে রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন বিষয়ে অন্যতম লেখক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তবে অহি লেখকদের তালিকায় তাঁর নাম পাওয়া যায়নি।[৪২৯]

(৯) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ ‘আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে’। উপরের ৭ ও ৮ দু’টি আয়াতে

---

৪২৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে আগেই ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে হাবশায় সম্রাট নাজাশীর মাধ্যমে বিবাহ করেছিলেন। যখন উম্মে হাবীবা তার পিতার আগেই ইসলাম কবুল গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলাম কবুলকারী আবু সুফিয়ান পিতা হিসাবে তার আনুষ্ঠানিক সম্মতি ও প্রস্তাব পেশ করেন তার হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য। যা রাসূল (ছাঃ) হ্যাঁ বলার মাধ্যমে মেনে নেন *(শরহ নববী হা/২৫০১-এর ব্যাখ্যা)*। যদিও আবু সুফিয়ানের এই সম্মতির কোন প্রয়োজন ছিল না।

৪২৮. ইবনু আবী হাতেম হা/১৮৮৬৩; সনদ মুরসাল, তাফসীর ইবনু কাছীর।

৪২৯. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৮১৯ পৃ.।

অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্বের ও শত্রুতার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কেবল যেসব কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা যুদ্ধে উস্কানি দেয় ও সাহায্য করে, তারা ব্যতীত অন্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। এ মূলনীতি কেবল সে যুগের জন্য নয়। বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য। হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)-এর মা কুতায়লা (قُتَيلَة), যিনি জাহেলী যুগে তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন, তিনি হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পর মুশরিক অবস্থায় মদীনায় আসেন। তখন আসমা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, তিনি তার মায়ের সাথে সদাচরণ করবেন কি-না। রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দেন'।[৪৩০] মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় (হা/১৬১৫৬) এসেছে যে, উক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যেই আয়াতটি নাযিল হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا جَآءَكُمُ الۡمُؤۡمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامۡتَحِنُوۡهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعۡلَمُ بِاِيۡمَانِهِنَّ فَاِنۡ عَلِمۡتُمُوۡهُنَّ مُؤۡمِنٰتٍ فَلَا تَرۡجِعُوۡهُنَّ اِلَى الۡكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّوۡنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوۡهُمۡ مَّاۤ اَنۡفَقُوۡا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اَنۡ تَنۡكِحُوۡهُنَّ اِذَاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمۡسِكُوۡا بِعِصَمِ الۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُوۡا مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُوۡا مَاۤ اَنۡفَقُوۡا ؕ ذٰلِكُمۡ حُكۡمُ اللّٰهِ ؕ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ۝

(১০) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের নিকট মুমিন নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার, তাহ'লে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিয়ো না। তারা তাদের জন্য হালাল নয় এবং তারাও এদের জন্য হালাল নয়। আর কাফেররা (মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছে, সেটা তাদের দিয়ে দাও। বস্তুতঃ তাদের বিয়ে করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যখন তোমরা তাদের মোহরানা দিয়ে দিবে। আর তোমরা কাফের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রেখো না। তোমরা (মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছ, সেটা চেয়ে নাও এবং তারা যেটা ব্যয় করেছে, সেটা তারা চেয়ে নিক। এটাই আল্লাহ্র বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

وَاِنۡ فَاتَكُمۡ شَىۡءٌ مِّنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ اِلَى الۡكُفَّارِ

(১১) আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের কেউ

৪৩০. বুখারী হা/২৬২০, ৩১৮৩; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩।

فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

তোমাদের ছেড়ে কাফেরদের নিকট চলে যায়। অতঃপর যদি তোমরা (গণীমত লাভের) সুযোগ পাও, তাহ'লে যাদের স্ত্রী চলে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়ের পরিমাণ মোহরানা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

(১২) হে নবী! যখন মুমিন নারীগণ তোমার কাছে এসে এই মর্মে বায়‘আত করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবেনা, যেনা করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং বৈধ কর্মে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তাহ'লে তুমি তাদের বায়‘আত গ্রহণ কর ও তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿١٣﴾

(১৩) হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন হতাশ হয়েছে কাফেররা তাদের কবরবাসীদের সম্পর্কে। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(১০) إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ‘হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের নিকট মুমিন নারীরা হিজরত করে আসে, তখন তোমরা তাদের পরীক্ষা কর’। আয়াতটি নাযিল হয় হোদায়বিয়ার সন্ধির পরপরই। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হোদায়বিয়ার নিম্নাঞ্চলে অবস্থান করছিলেন। ঘটনা ছিল এই যে, ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলক্বা‘দ মাসে কুরায়েশ নেতাদের সাথে যে চার দফা সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার একটিতে ছিল যে, কুরায়েশদের কোন লোক পালিয়ে মুহাম্মাদের দলে যোগ দিলে তাকে ফেরৎ দিতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কেউ কুরায়েশদের নিকটে গেলে তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে না’। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর সাঈদাহ বিনতুল হারেছ, উম্মে কুলছূম বিনতে উক্ববা বিন আবু মু‘আইত্ব প্রমুখ বেশ কিছু মুমিন নারী মক্কা থেকে চলে আসেন এবং মদীনায় হিজরতের অনুমতি চান। পিছে পিছে তাদের অভিভাবকরা এসে তাদের ফেরৎ চান। কিন্তু

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, সন্ধিচুক্তিতে পুরুষ মুহাজিরের কথা বলা আছে, মহিলাদের কথা নেই। কেননা চুক্তির ভাষ্য হ'ল এই যে, وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا 'আমাদের মধ্যকার কোন পুরুষ (رَجُلٌ) যদি আপনার নিকটে আসে, সে আপনার দ্বীনের উপরে হ'লেও তাকে আপনি ফেরৎ দিবেন'। এখানে মহিলাদের বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। একই সময়ে ঐ ধরনের মহিলা মুহাজিরদের সম্পর্কে সূরা মুমতাহিনা ১০ আয়াতটি নাযিল হয়। যাতে বলা হয় যে, এইসব মুহাজির মহিলাদের পরীক্ষা করো। পরীক্ষায় সত্যিকারের মুমিন প্রমাণিত হ'লে তাদেরকে কাফেরদের নিকটে ফেরৎ দিয়ো না। কেননা কাফেররা তাদের জন্য হালাল নয়। অতঃপর ঐসব মহিলাদের যথাযথভাবে মোহর দানের মাধ্যমে মুমিনদের সাথে বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাদের কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয় *(মুমতাহিনা ৬০/১২)*।[৪৩১] বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুকুমে ওমর (রাঃ) এই পরীক্ষা নিতেন *(ইবনু কাছীর)*।

অত্র আয়াতের মাধ্যমে মুমিন ও মুশরিক নর-নারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কন্যা যয়নবের সাথে তার স্বামী আবুল 'আছের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। বদর যুদ্ধের বন্দী বিনিময় হিসাবে যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবার শর্তে বন্দী জামাতা আবুল 'আছকে মুক্তি দেওয়া হয়। অতঃপর ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর আবুল 'আছ ইসলাম কবুল করলে পূর্ব বিবাহ বহাল রাখা হয় এবং ৬ বছর পর তার কাছে যয়নবকে সোপর্দ করা হয়।[৪৩২]

وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ 'আর তোমরা কাফের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রেখো না'। অর্থ وَلاَ تُمْسِكُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ بِالنِّسَاءِ الْكَافِرَةِ 'কাফের স্ত্রীদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধন ধরে রেখ না'। عِصَمٌ একবচনে عِصْمَةٌ অর্থ পবিত্রতা, রশি। এখানে عِصْمَةٌ অর্থ نِكَاحٌ 'বিবাহ'। وَهِيَ مَا اعْتَصَمَ بِهِ مِنَ الْعَقْدِ 'যার মাধ্যমে গিরা দেওয়া হয়'। الْكَوَافِرُ একবচনে كَافِرَةٌ 'কাফের নারী'। এর মাধ্যমে মুমিন ও কাফের নারী-পুরুষের বিবাহ ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। এর ফলে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব তখনই তাঁর মক্কায় অবস্থানরত দু'জন স্ত্রীকে তালাক দেন। যাদের একজনকে বিবাহ করেন মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান, অন্যজনকে বিবাহ করেন আবু জাহ্ম বিন হুযাফাহ বা হুযায়ফা। দু'জনেই তখন মুশরিক ছিলেন *(কুরতুবী)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ছাফওয়ান বিন উমাইয়া *(ইবনু কাছীর)*।

---

৪৩১. বুখারী হা/২৭৩২; মিশকাত হা/৪০৪২; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ পৃ. ৪৫৮।
৪৩২. আবুদাঊদ হা/২২৪০; তিরমিযী হা/১১৪৩; ইবনু মাজাহ হা/২০০৯; ইবনু কাছীর; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩১৬-১৭ পৃ.।

(১১) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ 'আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের কেউ তোমাদের ছেড়ে কাফেরদের নিকট চলে যায়'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ৬ জন মহিলা এরূপ ছিলেন, যারা তাদের মুসলিম স্বামীদের ত্যাগ করে মুশরিকদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। তারা হ'লেন, (১) উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান। যিনি মুরতাদ হন এবং তার স্বামী ইয়ায বিন গান্ম আল-কুরাশী অথবা আবু শাদ্দাদ আল-ফিহরীকে ত্যাগ করে চলে যান। এই মহিলা ব্যতীত কুরাইশের অন্য কোন মহিলা 'মুরতাদ' হননি। পরে ইনি আবার ইসলামে ফিরে আসেন। (২) উম্মে সালামাহ্‌র বোন ফাতেমা বিনতে আবু উমাইয়া। ইনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের স্ত্রী ছিলেন। ওমর হিজরত করে মদীনায় এলে ইনি মুরতাদ হয়ে যান। (৩) বারওয়া' বিনতে উক্ববা। তিনি শাম্মাস বিন উছমানের স্ত্রী ছিলেন। (৪) 'আবদাহ বিনতে আব্দুল 'উযযা। ইনি হেশাম ইবনুল 'আছের স্ত্রী ছিলেন। (৫) উম্মে কুলছূম বিনতে জিরওয়াল। যিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের অন্যতম স্ত্রী ছিলেন। (৬) শিহবাহ বিনতে গায়লান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এইসব মহিলাদের প্রদত্ত মোহরানা খুমুস বণ্টনের পূর্বেই গণীমত থেকে তাদের মুসলিম স্বামীদের ফেরৎ দেন' *(কুরতুবী)*।

(১২) إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ 'হে নবী! যখন মুমিন নারীগণ তোমার কাছে এসে বায়'আত করবে'। মক্কা থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে আগত মুমিন নারীদের যাচাই করার আদেশ হ'লে তাদের পরীক্ষার জন্য অত্র আয়াত নাযিল হয়। (১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বায়'আত নিতেন। যেসব মহিলা এসব শর্ত মেনে নিত, রাসূল (ছাঃ) তাদের বলতেন, قَدْ بَايَعْتُكِ 'এবার আমি তোমার বায়'আত নিব'। তিনি মুখে কথার মাধ্যমে বায়'আত নিতেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনোই বায়'আতের সময় কোন মহিলার হস্ত স্পর্শ করতেন না। কেবল বলতেন, قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكَ 'উক্ত কথাগুলির উপর আমি তোমার বায়'আত নিলাম'।[৪৩৩] বায়'আত অর্থ আমীরের নিকট আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করা। দুনিয়াবী শপথ সমূহের ঊর্ধ্বে এটি কেবল আমীর ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত। আমীরের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র বিধান মান্য করলে মামূর ইহকালে ও পরকালে সফলকাম হয়। আর বায়'আত ভঙ্গ করলে গোনাহগার হয় *(সূরা তওবা ৯/১১১; ফাৎহ ৪৮/১০)*।

(২) উমাইমা বিনতে রুক্বাইক্বা বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বায়'আত করতে এলাম। তখন তিনি আমাদেরকে কুরআনের অত্র আয়াত দ্বারা বায়'আত নিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের হাত স্পর্শ করবেন না? জবাবে তিনি বললেন, আমি কোন নারীর হাত স্পর্শ করি না। নিশ্চয়

---

৪৩৩. বুখারী হা/৪৮৯১; মিশকাত হা/৪০৪৫, আয়েশা (রাঃ) হ'তে।

একজন মহিলার জন্য আমার কথা একশ' মহিলার জন্য আমার কথার ন্যায়'।[৪৩৪] অর্থাৎ একজনের জন্য বলা সকলের জন্য বলার সমান। প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে হাত স্পর্শ করে বায়'আত নেবার প্রয়োজন নেই।

(৩) অত্র আয়াত দ্বারা মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষদের বায়'আত নেন এবং তাঁর হুকুমে তাঁর নীচে বসে ওমর (রাঃ) মহিলাদের বায়'আত নেন *(ইবনু কাছীর)*।

(৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন অত্র আয়াত দ্বারা মহিলাদের বায়'আত নিতেন। তিনি অত্র আয়াতটি পাঠ করার পর বলতেন, তোমরা কি একথাগুলির উপরে একমত? তখন মহিলাদের মধ্যে একজন বলত, হ্যাঁ। কিন্তু অন্যেরা কোন জবাব দিত না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলতেন, তোমরা ছাদাক্বা কর। এরপর বেলাল তার কাপড় মেলে ধরত। তখন মহিলারা তাতে তাদের কানের দুল, আংটি ইত্যাদি নিক্ষেপ করত।[৪৩৫]

وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ- অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَ يُلْحِقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلاَدِهِمْ 'জারজ সন্তানকে স্বামীর সন্তানের সঙ্গে যুক্ত না করা' *(ইবনু কাছীর)*। যামাখশারী বলেন, মিথ্যা অপবাদকে ঐ ব্যভিচারী মহিলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে অন্যের সন্তানকে নিজের স্বামীর সন্তান বলে মিথ্যাচার করে এবং বলে যে, هُوَ وَلَدِيْ مِنْكَ 'আমার এ সন্তানটি তোমার থেকে হয়েছে' *(কাশশাফ)*। কেবল উক্ত আয়াতের মাধ্যমে নয়, বরং রাসূল (ছাঃ) সময়ানুপাতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বায়'আত নিতেন।[৪৩৬]

নাসাঈ 'বায়'আত' অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বায়'আতের ১৭টি অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদে এক বা একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যা শায়খ আলবানী সংকলিত নাসাঈর হা/৪১৪৯-৪২১১ পর্যন্ত ৬২টি হাদীছে সংকলিত হয়েছে। যেমন :

(١) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ (আদেশ পালন এবং অনুগত থাকার বায়'আত)। (٢) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ (আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করব না মর্মে বায়'আত)। (٣) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ (সত্য কথা বলার উপর বায়'আত)। (٤) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ (ন্যায়ানুগ কথা বলার উপর বায়'আত)। (٥) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الأَثَرَةِ (অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া হ'লে তাতে ধৈর্যধারণের উপর

৪৩৪. আহমাদ হা/২৭০৫১; নাসাঈ হা/৪১৮১; তিরমিযী হা/১৫৯৭ প্রভৃতি; ইবনু কাছীর; মিশকাত হা/৪০৪৮।
৪৩৫. বুখারী হা/৪৮৯৫; মুসলিম হা/৮৮৪; মিশকাত হা/১৪২৯, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে।
৪৩৬. বুখারী হা/১৩০৬, ৪৮৯৪; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/১৮; আহমাদ হা/১৫৪৬৯।

Contents

বায়‘আত)। (٦) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার উপর বায়‘আত)। (٧) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপর বায়‘আত)। (٨) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْمَوْتِ (আমৃত্যু দৃঢ় থাকার উপর বায়‘আত)। (٩) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ (জিহাদের উপর বায়‘আত)। (١٠) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْهِجْرَةِ (হিজরতের উপর বায়‘আত)। (١١) بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ (পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সকল বিষয়ে আনুগত্য করার বায়‘আত)। (١٢) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ (মুশরিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার উপর বায়‘আত)। (١٣) بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ (মহিলাদের বায়‘আত)। (١٤) بَابُ بَيْعَةِ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ (রুগ্ন ব্যক্তির বায়‘আত)। (١٥) بَابُ بَيْعَةِ الْغُلاَمِ (বালকদের বায়‘আত)। (١٦) بَابُ بَيْعَةِ الْمَمَالِيكِ (ক্রীতদাসদের বায়‘আত)। (١٧) بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ (মানুষের সাধ্যের অধীন কাজে আনুগত্য করার বায়‘আত)।[৪৩৭]

(১৩) لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ‘আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না’ বলে ইহূদী, নাছারা ও কাফের-মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। যারা পরকালে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত। সূরার শুরুতে যেভাবে আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, সূরার শেষে সেই একই নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপ করা হয়েছে। আয়াতের শেষে ‘যেমন হতাশ হয়েছে কাফেররা তাদের কবরবাসীদের সম্পর্কে’ বাক্যটির দু’টি অর্থ হ’তে পারে। ১- জীবিত কাফেররা তাদের মৃত কাফেরদের ফিরে আসা ও তাদের সাথে মিলিত হওয়া সম্পর্কে হতাশ হয়েছে। ২- মৃত কাফেররা কবরে গিয়ে সকল কল্যাণ থেকে হতাশ হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বদা আল্লাহ্‌র রহমতের ভিখারী। তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

॥ সূরা মুমতাহিনাহ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الممتحنة، فلله الحمد والمنة

---

৪৩৭. নাসাঈ ‘বায়‘আত’ অধ্যায়-৪০; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ ডক্টরেট থিসিস, ৩৬৬ পৃ.।

সূরা ছফ (সারি)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা তাগাবুন ৬৪/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৬১; পারা ২৮; রুকূ ২; আয়াত ১৪; শব্দ ২২৬; বর্ণ ৯৩৬।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝١

(২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না?

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢

(৩) আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না?

کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣

(৪) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়।

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِهٖ صَفًّا کَاَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝٤

(৫) স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, হে আমার কওম! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰی لِقَوْمِهٖ یٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِیْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۝٥

(৬) (স্মরণ কর,) যখন মারিয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিল, হে ইস্রাঈল বংশীয়গণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। আমার পূর্বে প্রেরিত তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম 'আহমাদ'। অতঃপর

وَاِذْ قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ یٰبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ یَّاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝٦

যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটি প্রকাশ্য জাদু।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۝

(৭) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ۝

(৮) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দানকারী। যদিও অবিশ্বাসীরা তা পসন্দ করেনা।

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۝

(৯) তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল-কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও অংশীবাদীরা এটা পসন্দ করেনা। **(রুকূ ১)**

বিষয়বস্তু :

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু আল্লাহ্র গুণগান করে। অতএব মানুষের উচিৎ সর্বদা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করা। (২) কথা ও কর্ম সর্বদা এক হওয়া উচিৎ। কেননা দ্বিমুখী লোকদের প্রতি আল্লাহ সবচেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ হন। (৩) আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। (৪) ইহূদী-নাছারা, কাফির-মুশরিক, কপট বিশ্বাসী ও তাদের অনুসারীরাই আল্লাহ্র পথে লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় বাধা। তারা ইসলামের জ্যোতিকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। (৫) ইসলাম সর্বদা বিজয়ী ধর্ম এবং তা বিজয়ী হবার জন্যই এসেছে। (৬) আল্লাহ্র পথে জিহাদই জাহান্নাম থেকে বাঁচার একমাত্র পথ। (৭) প্রকৃত মুমিনকে সর্বদা আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যকারী থাকতে হবে। তাহ'লেই কেবল তারা দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হবে।

গুরুত্ব :

এটিকে সূরা হাওয়ারীঈনও (سورة الْحَوارِيِّين) বলা হয় *(ক্বাসেমী)*। ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)* বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর একদল ছাহাবী বসে আলোচনা করছিলাম, যদি আমরা জানতে পারতাম কোন্ আমলটি আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয়, তাহ'লে অবশ্যই আমরা সেই আমলটি করতাম। তখন আল্লাহ অত্র সূরাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন। অতঃপর

তিনি সেটি আমাদেরকে পাঠ করে শুনান'।[৪৩৮] মুজাহিদ বলেন, ঐ মজলিসে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা উপস্থিত ছিলেন। যিনি ৪র্থ আয়াতটি শুনে বলেন, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে দৃঢ় থাকব, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করি *(ইবনু কাছীর)*। অতঃপর তিনি ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মাসে খৃষ্টান রোমক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুতার যুদ্ধে অন্যতম সেনাপতি হিসাবে আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে যান *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫১২ পৃ.)*।

তাফসীর :

(১) سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়'। অত্র আয়াতের মাধ্যমে সূরার শুরুতেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই মর্মে যে, উপরে ও নীচে, দৃশ্যে ও অদৃশ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর একক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাঁর কোন শরীক নেই। সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্র। সবাই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। অতএব মানুষের উচিৎ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করা এবং একমাত্র তাঁকেই সিজদা করা ও তাঁর বিধান মান্য করা।

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না?' অত্র আয়াতে কপট বিশ্বাসী ও তাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ব্যক্ত হয়েছে। যারা মুখে আল্লাহকে স্বীকার করে। অথচ বাস্তবে তাঁর বিধান অমান্য করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ 'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। (১) যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। (২) যখন সে ওয়াদা করে, খেলাফ করে (৩) যখন আমানত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে'।[৪৩৯] ছহীহ মুসলিমে বর্ধিতভাবে এসেছে, وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ 'যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' *(মুসলিম হা/৫৯ (১০৯)*। তিনি আরও বলেন, أَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ- 'যার মধ্যে চারটি দোষ রয়েছে, সে পরিষ্কার মুনাফিক। আর যার মধ্যে সেগুলির কোন একটি রয়েছে, তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব রয়েছে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। সেগুলি হ'ল, যখন আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন চুক্তি করে ভঙ্গ

৪৩৮. আহমাদ হা/২৩৮৪০, সনদ ছহীহ -আরনাঊত্ব; হাকেম হা/২৮৯৯, সনদ ছহীহ।
৪৩৯. বুখারী হা/৩৩; মুসলিম হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৫, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

করে। যখন ঝগড়া করে অশ্লীল ভাষা বলে’।[৪৪০] এর দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করবে, তার উপর ওয়াজিব হ’ল ঈমান অনুযায়ী আমল করা। নইলে সেটি হবে মিথ্যা দাবী এবং সে ঈমান হবে ফলবলহীন। আর যখন কথা অনুযায়ী কাজ না হবে, তখন সেটি হবে আল্লাহ্র সর্বাধিক ক্রোধের কারণ।

(৩) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ‘আল্লাহ্র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না?’ كَبُرَ مَقْتًا অর্থ أَشَدُّ بُغْضًا ‘সবচেয়ে বড় বিদ্বেষ পূর্ণ কাজ’। رَجُلٌ مَقِيتٌ وَمَمْقُوتٌ ‘ঘৃণ্য ও ঘৃণিত ব্যক্তি, যাকে কেউ ভালবাসে না’ *(কুরতুবী)*। যামাখশারী বলেন, كَبُرَ مَقْتًا বাক্যটি অত্যন্ত অলংকারময় ও বিশুদ্ধতম (هَذَا مِنْ أَفْصَحِ كَلَامٍ وَأَبْلَغِهِ)। কারণ এখানে পরপর চারটি বিষয় এসেছে। যেমন (ক) বিস্ময়ের অর্থে كَبُرَ (অতিশয়) ক্রিয়াপদ আনা হয়েছে, যা সরাসরি শ্রোতার মধ্যে সর্বোচ্চ আবহ সৃষ্টি করে। (খ) مَقْتًا (ক্রোধের) ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে, أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ– ‘তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না?’ যা এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করে যে, কথা অনুযায়ী কাজ না করাই আল্লাহ্র ক্রোধের মুখ্য কারণ। এতে তার কোন অজুহাত গ্রাহ্য হবে না। (গ) مَقْتًا শব্দ বেছে নেওয়া হয়েছে এজন্য যে, এর দ্বারা সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ বিদ্বেষ বুঝানো হয় (أَشَدُّ الْبُغْضِ وَأَبْلَغُهُ)। (ঘ) সবশেষে عِنْدَ اللهِ ‘আল্লাহ্র নিকটে’ বলার মাধ্যমে ক্রোধ ও বিদ্বেষের সর্বোচ্চ সীমা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র নিকট যেটি সবচেয়ে বড় বিদ্বেষের কারণ, সেটি নিকৃষ্টতার নিম্নতম সীমায় পৌঁছে যায়’ *(কাশশাফ)*। এর সঙ্গে পঞ্চম আরও একটি বিষয় যুক্ত হ’তে পারে যে, ২য় ও ৩য় আয়াতে পরপর مَا لاَ تَفْعَلُونَ ‘কেন তোমরা বল যা তোমরা কর না’ বাক্যটি এসেছে। এতে আল্লাহ্র ক্রোধের মূল কারণটি বারবার উল্লেখ করে কপট ও শৈথিল্যবাদী ঈমানদারদের প্রতি চূড়ান্ত ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে *(মুহাক্কিক কাশশাফ, ক্বাসেমী)*।

বিগত বিদ্বানগণের অনেকে অত্র আয়াতটির আলোকে ওয়াদা পূর্ণ করা সাধারণভাবে সকল ক্ষেত্রে ওয়াজিব বলে মনে করতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ‘আমের বিন রবী‘আহ বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এলেন। তখন আমি শিশু ছিলাম। অতঃপর আমি খেলার জন্য বের হ’তে চাইলাম। তখন মা বললেন, হে আব্দুল্লাহ! এদিকে এসো। তোমাকে বখশিশ দিব। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাকে বললেন, তুমি তাকে কি দিতে

৪৪০. বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮; মিশকাত হা/৫৬, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে।

চেয়েছ? মা বললেন, আমি তাকে খেজুর দিতে চেয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ 'যদি তুমি না দাও, তাহ'লে তোমার জন্য একটি মিথ্যা লেখা হবে'।[৪৪১] তবে জমহূর বিদ্বানগণের মতে এটি সাধারণভাবে (مُطْلَقًا) সর্বক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়। তারা অত্র আয়াতকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত বলে গণ্য করেছেন। যখন মুসলমানরা জিহাদ থেকে ভীত হচ্ছিল *(ক্বাসেমী)*। এটাই যে সঠিক তার অন্যতম প্রমাণ হ'ল এই যে, অত্র আয়াতের পরেই আল্লাহ্র পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াইয়ের কথা এসেছে।

(৪) إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন ঐসব লোকদের যারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে'। এর দ্বারা কাফের শক্তির বিরুদ্ধে আক্বীদার যুদ্ধ ও সশস্ত্র যুদ্ধ দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে সশস্ত্র যুদ্ধের আগেই আসে আক্বীদার যুদ্ধ। যার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। নবী-রাসূলগণ সর্বদা এই যুদ্ধই করেছেন। কেননা আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তন হয়ে থাকে।

كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ 'সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়'। অত্র আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জামা'আতবদ্ধ ভাবে সদা প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। যেভাবে যুদ্ধের সারিতে সেনাদল সারিবদ্ধ ভাবে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর যুদ্ধের সারির দৈনন্দিন নমুনা হ'ল ছালাতে জামা'আতের সারি। যুদ্ধের সারিতে মুসলিম সেনাদল শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে যেমন একক নেতৃত্বের অধীনে সুসজ্জিত ও সদা সতর্ক থাকে। ছালাতের জামা'আতে তেমনি এক ইমামের ইমামতিতে মুছল্লীদের হৃদয় কুফর ও নিফাকের বিরুদ্ধে ঈমান ও ইখলাছের জ্যোতিতে সর্বদা আলোকিত থাকে। ছালাত ও জিহাদ তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ছালাত মুমিনের নৈতিক জগতকে দৃঢ় রাখে। আর জিহাদ মুমিনের সামাজিক জীবনকে নিরাপদ রাখে। তাই জিহাদ ও ক্বিতালের সার্বক্ষণিক নমুনা হ'ল 'সংগঠন'। যা মুমিনকে সর্বদা সুশৃঙ্খল ও জামা'আতবদ্ধ রাখে। যা ইসলাম বিরোধী শক্তিকে সর্বদা ভীত করে এবং নিজেদের মধ্যে শক্তি ও স্বস্তি বিরাজ করে।

ঈমানকে সর্বদা তাযা ও সতেয রাখার জন্য মুমিনকে সর্বদা সাংগঠনিক বন্ধন ও পারস্পরিক পরিচর্যার মধ্যে থাকতে হয় এবং কাফের ও মুনাফিক হ'তে দূরে থাকতে হয়। কারণ বাতিলের চাকচিক্যপূর্ণ যুক্তি অনেক সময় ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। বস্তুতঃ বাতিলের বিরুদ্ধে ঈমানদারগণকে আমীরের নেতৃত্বে জামা'আতবদ্ধ মুকাবিলার বাস্তব নমুনা হ'ল জামা'আতে ছালাতের নমুনা। আল্লাহ্র পথে জিহাদে মুমিন সমাজের এই দৃশ্যই আল্লাহ পসন্দ করেন। অত্র আয়াতে তাদেরকে 'সীসাঢালা প্রাচীরে'র সাথে তুলনা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ইট যত পাকাই হৌক, তার মাঝে রড-সিমেন্ট, বালু ও খোয়া

৪৪১. আবুদাঊদ হা/৪৯৯১; আহমাদ হা/১৫৭৪০; মিশকাত হা/৪৮৮২, আব্দুল্লাহ বিন 'আমের (রাঃ) হ'তে; ছহীহাহ হা/৭৪৮; ইবনু কাছীর।

Contents

দিয়ে ফাঁক বন্ধ না করলে এবং মযবূত গাঁথুনী না দিলে তা দিয়ে যেমন মযবূত প্রাচীর তৈরী হয় না, তেমনিভাবে বিচ্ছিন্ন জনগণকে দিয়ে বাতিলকে পরাভূত করা বা হক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমারত ও বায়‘আতের মাধ্যমে ঈমানী সমাজ গড়েছিলেন। যাদের দ্বারা দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে জাহেলী সমাজে ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব হয়েছিল। সেদিকে ইঙ্গিত করেই তিনি বলেন, (১) اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ– ‘শক্তিশালী মুমিন উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়, দুর্বল মুমিনের চাইতে’।[৪৪২] (২) হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِـــِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ– ‘তোমাদের উপর জামা‘আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করা হ’ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ’ল। কারণ শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দু’জন থেকে সে অনেক দূরে থাকে। আর যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন অবশ্যই জামা‘আতবদ্ধ জীবনকে অপরিহার্য করে নেয়’।[৪৪৩]

(৩) হযরত হারেছ আল-আশ‘আরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اَللهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ أَنْ يَّرْجِعَ؛ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ– رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ– ‘আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে এগুলি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন : (ক) জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (খ) আমীরের আদেশ শ্রবণ করা (গ) তার আনুগত্য করা (ঘ) (প্রয়োজনে) হিজরত করা ও (ঙ) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন করল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের পথে আহ্বান জানাল, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ’ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে ও ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম’।[৪৪৪]

---

৪৪২. মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৮; মিশকাত হা/৫২৯৮, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে।
৪৪৩. তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; আহমাদ হা/১১৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০।
৪৪৪. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭২৪; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৯৫; হাকেম হা/১৫৩৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/৩৬৯৪।

Contents

(৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ– 'যে ব্যক্তি আনুগত্য হ'তে বেরিয়ে যায় ও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, অতঃপর মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করে। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকাতলে যুদ্ধ করে, যার হক ও বাতিল হওয়া সম্পর্কে তার স্পষ্ট জ্ঞান নেই। বরং সে দলীয় প্রেরণায় ক্রুদ্ধ হয়, দলীয় প্রেরণায় লোকদের আহ্বান করে ও দলীয় প্রেরণায় মানুষকে সাহায্য করে, অতঃপর নিহত হয়। এমতাবস্থায় সে জাহেলিয়াতের উপর নিহত হয়'..।[৪৪৫]

(৫) হযরত নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ– 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব'।[৪৪৬] (৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى– 'যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[৪৪৭]

শিরক ও বিদ'আতপন্থী বা ইসলাম বিরোধী সেক্যুলার কোন নেতা বা শাসক কখনোই রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় 'আমার আমীর' নন। যদিও বাধ্য ও অবাধ্য উভয় আমীরই আমীর। যেমন বাধ্য ও অবাধ্য উভয় সন্তানই পিতার সন্তান। কিন্তু কেবল বাধ্য সন্তানকেই পিতা বলেন, 'আমার সন্তান'। আর সেই-ই কেবল পিতার স্নেহ লাভে ধন্য হয়। বস্তুতঃ ইসলামী আমীরের আনুগত্য হবে নেকীর উদ্দেশ্যে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

এই আমীর রাষ্ট্রনেতা বা সংগঠনের নেতা দুইই হ'তে পারেন। রাষ্ট্রনেতা দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্ম করবেন। কিন্তু সংগঠনের নেতা ইসলামী দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করবেন না। যেমন রাসূল (ছাঃ) মাক্কী জীবনে দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়নের অধিকারী ছিলেন না। তবে উভয় আমীরের উপরেই আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী দেশ ও সংগঠন পরিচালনা করা অপরিহার্য। নইলে উভয়ে দায়ী হবেন।

বাস্তবতা এই যে, বিশ্বব্যাপী কোথাও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত নেই। বলতে গেলে দ্বীন বেঁচে আছে জামা'আতে খাছ্ছাহ বা বিশুদ্ধ ইসলামী সংগঠনসমূহের

৪৪৫. মুসলিম হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৩৬৬৯ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।
৪৪৬. ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৩; শু'আবুল ঈমান হা/৯১১৯; হাদীছটি 'হাসান' পর্যায়ের।
৪৪৭. বুখারী হা/১৭৩৭; মুসলিম হা/১৮৩৫; মিশকাত হা/৩৬৬১।

Contents

মাধ্যমে। অতএব সেখানে শারঈ ইমারত ও আনুগত্য অপরিহার্য। যেমন মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য অপরিহার্য ছিল। রাসূল (ছাঃ) মাদানী জীবনে দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়নের অধিকারী হন। সেমতে মুসলিম রাষ্ট্রনেতাগণ উক্ত অধিকার বাস্তবায়ন করবেন। নইলে আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের সম্মুখীন হবেন।

التَّرَاصُّ অর্থ التَّلَاصُقُ 'দৃঢ়ভাবে মিলানো'। মুবাররদ বলেন, বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলিকে যুক্ত করে একটি টুকরায় পরিণত হওয়াকে الرَّصَاصُ বলা হয়। بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ অর্থ 'সীসাঢালা প্রাচীর বা মযবূত ভৌত কাঠামো' *(কুরতুবী)*।

(৫) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي 'স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, হে আমার কওম! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?' পূর্বের আয়াতে জিহাদের হুকুম দানের পর অত্র আয়াতে আল্লাহ মূসা ও ঈসার বর্ণনা দিচ্ছেন এই মর্মে যে, তারা উভয়ে স্ব স্ব জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন *(কুরতুবী)*। যদিও তাদের জাতি তাদের কষ্ট দিয়েছিল। উম্মতে মুহাম্মাদীও তেমনি তাদের শেষনবীকে কষ্ট দিয়েছে তার যথার্থ অনুসারী না হওয়ার কারণে। মূসার জাতি ইহূদীরা 'অভিশপ্ত' হয়েছে এবং ঈসার জাতি নাছারারা 'পথভ্রষ্ট' হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৯৫৪)*।

وَقَدْ تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ 'অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল' বাক্যে حال হয়েছে। অর্থ تُؤْذُونَنِي عَالِمِينَ عِلْمًا قَطْعِيًّا أَنِّي رَسُولُ اللهِ– 'আমি যে আল্লাহ্র রাসূল, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ' *(কাশশাফ)*। قَدْ আসে নিকটবর্তী ভবিষ্যতে কোন কাজের নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য। যেমন বলা হয়, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ 'ছালাত দাঁড়িয়ে গেছে' *(আবুদাঊদ হা/৫১০ প্রভৃতি)*।

অত্র আয়াতে শেষনবী (ছাঃ)-কে বিগত দুই শ্রেষ্ঠ রাসূলের জীবন কাহিনী তার উম্মতকে জানিয়ে দেবার জন্য বলা হয়েছে। যার মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদী যদি তাদের শেষনবীর অবাধ্যতা করে, তাহ'লে তাদের অবস্থাও পূর্ববর্তীদের মত হবে।

অত্র আয়াতে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে ইহূদী ও কাফের-মুনাফিকদের দেওয়া কষ্টে ছবর করার উপদেশ দিয়েছেন এবং পূর্বতন নবী মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তাদের কওমের দেওয়া কষ্ট সমূহের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন।

হুনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টনের সময় বনু তামীম গোত্রের নওমুসলিম বেদুঈন হুরকূছ বিন যুহায়ের যুল-খুইয়াইছিরাহ নামক জনৈক ন্যাড়ামুণ্ড ঘন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি বলে

উঠে, يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَّعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ 'হে মুহাম্মাদ! ন্যায় বিচার করুন! জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! যদি আমি ন্যায় বিচার না করি, তবে কে ন্যায় বিচার করবে? সে আরও বলল, إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ 'এই বণ্টনে ন্যায়বিচার করা হয়নি এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র চেহারা কামনা করা হয়নি'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ 'আল্লাহ মূসার প্রতি অনুগ্রহ করুন! তিনি এর চাইতে অনেক বেশী নির্যাতিত হয়েছিলেন। এরপরেও তিনি ছবর করেছেন'।[৪৪৮] এজন্য মুসলমানদেরকে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا- 'হে মুমিনগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছিল, তোমরা তাদের মত হয়ো না। তারা যা রটনা করেছিল, আল্লাহ তা হ'তে তাকে দায়মুক্ত করেছিলেন। আর সে ছিল আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবান' *(আহযাব ৩৩/৬৯)*।

মূসাকে দেওয়া কষ্টের একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ- قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَّخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ- قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ- 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এই পুণ্য ভূমিতে (বায়তুল মুক্বাদ্দাসে) প্রবেশ কর। যা আল্লাহ তোমাদের (মুমিনদের) জন্য নির্ধারিত করেছেন। আর তোমরা (জিহাদ থেকে) পশ্চাদপসারণ করো না। তাহ'লে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে'। 'তারা বলল, হে মূসা! সেখানে পরাক্রমশালী একটি সম্প্রদায় রয়েছে। অতএব আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারা বের হয়ে যায়, তাহ'লে আমরা প্রবেশ করব'। 'তখন দুই ব্যক্তি বলল, যারা আল্লাহকে ভয় করত এবং আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছিলেন, তোমরা তাদের উপর হামলা চালিয়ে শহরের প্রধান ফটক পর্যন্ত যাও। ফলে যখনই তোমরা সেখানে পৌঁছবে, তখনই তোমরা জয়লাভ করবে। আর আল্লাহ্‌র উপরে তোমরা ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'। 'তারা বলল, হে মূসা! আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকে। অতএব তুমি ও

---

৪৪৮. বুখারী হা/৩১৫০; মুসলিম হা/১০৬২, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৩ পৃ.।

তোমার প্রভু (আল্লাহ) যাও ও যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২১-২৪)*।

অন্যান্য কষ্ট সমূহের মধ্যে রয়েছে, (১) মূসার সাময়িক অনুপস্থিতিতে তাদের বাছুর পূজা করা *(বাক্বারাহ ২/৫১)*। (২) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার যিদ করা *(বাক্বারাহ ২/৫৫)*। (৩) বায়তুল মুক্বাদ্দাসে প্রবেশ করার সময় তাদেরকে 'হিত্তাহ' বলার আদেশ করা হ'লে এবং সেখানে সিজদা করতে বলা হ'লে তারা তা মানেনি। বরং কথা পাল্টে দেয় *(বাক্বারাহ ২/৫৮)*। (৪) জান্নাতী খাদ্য মান্না ও সালওয়া খেতে অস্বীকার করে তারা শাক-সবজি, কাকুড়, গম, মসুর ডাল ও পেঁয়াজ খাওয়ার দাবী করে *(বাক্বারাহ ২/৬১)*। (৫) তাদেরকে খুনের আসামী শনাক্তের জন্য গাভী কুরবানী করতে বলা হ'লে তারা তাতে টালবাহানা করে *(বাক্বারাহ ২/৬৭-৭৩)*। (৬) ফেরাঊনের সাগরডুবির পর শামে আসার পথে মূর্তিপূজা দেখে তারাও পূজার জন্য একটা মূর্তির আবদার করে *(আ'রাফ ৭/১৩৮)*। এ ধরনের নানাবিধ অন্যায় ও অবাধ্যাচরণে মূসা (আঃ)-কে তারা ত্যক্ত-বিরক্ত করে রাখে। অবশেষে তারা আল্লাহ্র চিরস্থায়ী গযবের শিকার হয় *(বাক্বারাহ ২/৬১)*। সেকারণ সূরা ফাতেহার মধ্যে তাদেরকে 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) এবং নাছারাদেরকে 'যা-ল্লীন' (পথভ্রষ্ট) বলে অভিহিত করা হয় *(তিরমিযী হা/২৯৫৪)*।

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ 'অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন'। এ বাক্যের মধ্যে অদৃষ্টবাদী জাবরিয়াদের প্রতিবাদ রয়েছে। যাদের ধারণা মতে মানুষের নিজের ইচ্ছা বলে কিছু নেই। সে পুতুলের মত। আল্লাহ তাদের যেমনে নাচান, তারা তেমনি নাচে। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। এটা হ'লে তো আর পুরস্কার ও শাস্তির কোন প্রয়োজন থাকে না এবং এর ফলে জান্নাত ও জাহান্নামের আক্বীদাও বাতিল হয়ে যায়। বরং এখানে বলা হয়েছে, যখন তারা স্বেচ্ছায় বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন এবং বাধা দিলেন না। কেননা বাধা দিলে তো আর পরীক্ষা থাকে না। অথচ পরীক্ষাতেই পুরস্কার। এতেই জান্নাত ও জাহান্নাম।

যামাখশারী তাঁর মু'তাযেলী আক্বীদা অনুযায়ী অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنْ مَنَعَ أَلْطَافَهُ عَنْهُمْ 'আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহ বক্র করে দিলেন এভাবে যে, তিনি তাদের থেকে তার অনুগ্রহ সমূহ রোধ করলেন' *(কাশশাফ)*। কারণ তাঁর মাযহাব অনুযায়ী 'আল্লাহ মন্দ ইচ্ছা করেন না'। অথচ সঠিক আক্বীদা হ'ল এই যে, আল্লাহ ভাল ও মন্দ দু'টিরই ইচ্ছা করেন এবং তিনি দু'টিরই সৃষ্টিকর্তা' *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। এ আক্বীদা না থাকলে ভাল ও মন্দের দু'জন সৃষ্টিকর্তা মানতে হবে। যা স্পষ্ট শিরক।

وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ– 'আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না'। অর্থ আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে সত্যের পথে বা জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন না *(বায়যাভী)*।

(৬) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَآئِيلَ '(স্মরণ কর,) যখন মারিয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিল, হে ইস্রাঈল বংশীয়গণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল'। অত্র আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এখানে إِذْ 'যখন'-এর পূর্বে اُذْكُرْ 'স্মরণ কর' ক্রিয়া উহ্য রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পূর্বের আয়াতে মূসার কাহিনী বলার সময় বলা হয়েছে, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ '(স্মরণ কর,) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়'। কিন্তু অত্র আয়াতে ঈসার কাহিনী বলার সময় বলা হয়েছে, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ '(স্মরণ কর) যখন ঈসা ইবনু মারিয়াম বলেছিল, হে ইস্রাঈল বংশীয়গণ'। এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে : (১) মূসা ছিলেন স্বাভাবিক নিয়মে তার পিতা-মাতার সন্তান। তাই তার নামে স্রেফ 'মূসা' বলা হয়েছে। কিন্তু ঈসা ছিলেন স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে পিতা ছাড়াই কেবল মায়ের সন্তান। তাই তার নামের বেলায় 'ঈসা ইবনু মারিয়াম' তথা 'মারিয়াম-পুত্র ঈসা' বলা হয়েছে। আর এটা যে অলৌকিক, সেটা আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন যে, إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ- اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِينَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন। অতঃপর বলেছেন, হও। তখন হয়ে যায়'। 'সত্য কেবল তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে আসে। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/৫৯-৬০)*। অর্থাৎ আদমকে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই কেবল মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই কেবল তার মায়ের বুকে ফুঁক দিয়ে ফেরেশতা জিব্রীলের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে *(মারিয়াম ১৯/১৬-৩৬=২১ আয়াত)*। আল্লাহ্র হুকুমে সবকিছু হয়ে থাকে। এতে সন্দেহ করার কিছু নেই। আর এটি ছিল আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত *(মারিয়াম ১৯/২১)*।

(২) মূসা তার কওমকে সরাসরি يَا قَوْمِ 'হে আমার কওম! বলে সম্বোধন করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন তাদের বংশধর। কিন্তু ঈসা সম্বোধন করেছেন, يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ 'হে ইস্রাঈল বংশীয়গণ' বলে। কেননা তিনি তাদের কোন পিতার ঔরসে জন্ম নেননি। ফলে তাদের সাথে তাঁর সরাসরি কোন বংশীয় সম্পর্ক ছিল না *(কাশশাফ, কুরতুবী)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, বংশ নির্ধারিত হয় পিতা থেকে, মা থেকে নয়। এছাড়া এখানে সহ কুরআনের প্রায় সর্বত্র 'ঈসা ইবনু মারিয়াম' বা মারিয়াম-পুত্র বলা হয়েছে, যা অন্য কোন নবীর বেলায় এটা বলা হয়নি।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ 'আমার পূর্বে প্রেরিত তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী'। مُصَدِّقًا বলার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, তিনি তাওরাতের সত্যায়ন করেছিলেন। কেননা সেখানে তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল *(কুরতুবী)*। যেমনটি আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِـــيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'যারা এই রাসূলের আনুগত্য করে যিনি নিরক্ষর নবী, যার বিষয়ে তারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পেয়েছে। যিনি তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ দেন ও অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। যিনি তাদের জন্য পবিত্র বিষয় সমূহ হালাল করেন ও নাপাক বিষয় সমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের উপর থেকে বোঝা ও বন্ধন সমূহ নামিয়ে দেন যা তাদের উপরে ছিল। অতএব যারা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাকে শত্রু থেকে প্রতিরোধ করেছে ও সাহায্য করেছে এবং সেই জ্যোতির (কুরআনের) অনুসরণ করেছে যা তার সাথে নাযিল হয়েছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، 'এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম 'আহমাদ'। এভাবে মূসা যেমন ঈসার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ঈসাও তেমনি শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী করেন। যার নাম হবে 'আহমাদ'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِى أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِى الَّذِى يَمْحُو اللهُ بِىَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى، وَأَنَا الْعَاقِبُ– 'আমার অনেকগুলি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি 'মাহী'। আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরী দূর করেছেন। আমি 'হাশের'। আল্লাহ আমার পায়ের নিকট সমস্ত মানুষকে ক্বিয়ামতের দিন জমা করবেন। আমি 'আক্বেব' সবশেষে আগমনকারী'।[৪৪৯] এগুলির মধ্যে 'মুহাম্মাদ' নামটি রাখেন দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব এবং 'আহমাদ' নামটি রাখেন মা আমেনা। বাকীগুলি গুণবাচক নাম।

তিনি আরও বলেন, أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى 'আমি আমার পিতা ইব্রাহীমের দো'আ ও ঈসার সুসংবাদ'।[৪৫০]

---

৪৪৯. বুখারী হা/৪৮৯৬; মুসলিম ২৩৫৪; মিশকাত হা/৫৭৭৬, জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (রাঃ) হ'তে।
৪৫০. আহমাদ হা/১৭১৯০; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৪০৪; ছহীহাহ হা/১৫৪৫, হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে।

(৭) وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلاَمِ অর্থ وَهُوَ يُدْعَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ إِلَى الْإِسْلاَمِ 'তাকে তার নবীর যবানে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। যার মধ্যে তার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে' *(কাশশাফ)*।

وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ– 'বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না'। অর্থ যারা ইসলাম কবুল না করে উল্টা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে *(ক্বাত্বান, কাশশাফ)*। ইতিপূর্বে ইহূদীরাও তাদের নবী মূসা (আঃ) আনীত এলাহী কিতাব তওরাত-এর উপরে মিথ্যারোপ করেছিল। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا؛ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ– 'যাদেরকে তাওরাত বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি; তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল গাধার মত। যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে। কতই না নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেমদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন না' *(জুম'আহ ৬২/৫)*।

(৮) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ 'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়'। অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দানকারী। যদিও অবিশ্বাসীরা তা পসন্দ করেনা'। يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا অর্থ يُرِيدُونَ أَنْ يُّطْفِئُوا *(তওবা ৯/৩২)*। এখানে لِيُطْفِئُوا-এর মধ্যে ل হরফটি অতিরিক্ত এসেছে 'ইরাদাহ' ক্রিয়ার তাকীদ হিসাবে। আসলে ছিল لِأَنْ يُّطْفِئُوْا 'যাতে তারা নিভিয়ে দিতে পারে'। যেমন বলা হয় لاَ أَبَالَكَ 'তোমার বাপ না থাকুক!' لاَ أَبَاكَ-এর সম্বন্ধ পদের তাকীদ হিসাবে *(কাশশাফ)*।

نُورَ اللهِ 'আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি' অর্থ ইসলাম *(কুরতুবী)*। কেননা পূর্বের আয়াতে ইসলামের দিকে তাদের আহ্বানের কথা এসেছে। পরের আয়াতে একে 'হেদায়াত' (بِالْهُدَى) বলা হয়েছে। আর অন্য আয়াতে 'হেদায়াত' বলতে সরাসরি ইসলামকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا– 'সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা হ'ল নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল' *(নিসা ৪/১১৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ –صلى الله عليه وسلم– 'সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত' *(মুসলিম হা/৮৬৭)*।

পক্ষান্তরে মানব রচিত ‘দ্বীন’ প্রকৃত অর্থে কোন ‘দ্বীন’ নয়। বরং আল্লাহ প্রেরিত ‘দ্বীন’ হ’ল প্রকৃত দ্বীন। যা মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ‘আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন হ’ল ইসলাম’ *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। অতএব ইসলামের আলো নিভিয়ে দেওয়াই হ’ল বানোয়াট দ্বীন সমূহের অনুসারী কাফের-মুনাফিকদের একান্ত কাম্য।

نُورَ اللهِ ‘আল্লাহ্র নূর’ অর্থ কুরআনও হ’তে পারে *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র কুরআনকে ‘নূর’ বলেছেন *(মায়েদাহ ৫/১৫; আ‘রাফ ৭/১৫৭)*। কাফের-মুশরিকরা সর্বদা কুরআনের জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চায়। ইসলাম ও কুরআনের জ্যোতিকে নিভিয়ে দেওয়ার অর্থ হ’ল তাকে মানুষের আক্বীদা ও ব্যবহারিক জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া। যেমন কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় সংসদে কুরআন বিরোধী আইন পাস করা হয়। অতঃপর সেগুলি আদালত ও প্রশাসনের মাধ্যমে জনগণকে মানতে বাধ্য করা হয়। এমনকি জাতীয় সংসদে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পরেই হিন্দুদের গীতা, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক ও খৃষ্টানদের বাইবেল পাঠ করা হয়। যেন সবই সমমর্যাদা সম্পন্ন। এর দ্বারা কথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার নামে প্রকৃত ধর্ম ইসলামকে অপমান করা হয় ও কুরআনকে অপদস্থ করা হয়। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র নামে শপথ নিতে তারা ভয় পান। তারা বলেন, ‘আমি সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে,... *(বাংলাদেশ সংবিধান, ধারা-১৪৮ (ক)*। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ নিল সে কুফরী করল অথবা শিরক করল’।[৪৫১] আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর গযব হ’তে রক্ষা করুন!

وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ ‘আল্লাহ তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণতা দানকারী’। অর্থ مُتِمُّ الْحَقِّ وَمُبَلِّغُهُ غَايَتَهُ ‘সত্যকে পূর্ণতা দানকারী এবং তার লক্ষ্য প্রচারকারী’ *(কাশশাফ)*।

এর মাধ্যমে ইসলামী বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যেমন (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا. قُلْتُ: فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ– ‘ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন মাটির (বা ইটের) ঘর অথবা পশমের ঘর (অর্থাৎ তাঁবু) বাকী থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী প্রবেশ করাবেন না; সম্মানী ব্যক্তির ঘরে সম্মানের সাথে এবং অপমানিতের ঘরে অপমানের সাথে। এক্ষণে আল্লাহ

---

৪৫১. তিরমিযী হা/১৫৩৫; হাকেম হা/৭৮১৪; ছহীহাহ হা/২০৪২, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে।

যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে ইসলামের অনুসারী করবেন। পক্ষান্তরে যাদেরকে তিনি অপমানিত করবেন, তারা (কর দানের মাধ্যমে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে'। রাবী মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, (একথা শুনে) আমি বললাম, তখন তো পুরা দ্বীনই আল্লাহ্‌র হয়ে যাবে' (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপরে ইসলাম বিজয়ী হবে)'।[৪৫২] (২) তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا 'আল্লাহ তা'আলা গোটা যমীনকে একত্রিত করে স্বপ্নে আমার সম্মুখে পেশ করলেন। তখন আমি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিলাম। নিশ্চয় আমার উম্মতের শাসন সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে'।[৪৫৩]

(৩) মক্কায় নির্যাতিত ছাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাতকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ- 'আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এই শাসনকে পূর্ণতা দান করবেন। এমনকি একজন সওয়ারী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান'আ থেকে হাযরামাউত যাবে। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত সে কাউকে ভয় পাবে না, কেবল তার ছাগপালের উপর নেকড়ের হামলা ব্যতীত। কিন্তু তোমরা বড়ই ব্যস্ততা প্রদর্শন করছ'।[৪৫৪]

(৪) একইভাবে তিনি মদীনায় খৃষ্টান নেতা নওমুসলিম ছাহাবী 'আদী বিন হাতেমকে বলেন, فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ- 'যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে অবশ্যই তুমি দেখবে একজন হাওদানশীন মহিলা একাকী (ইরাকের) 'হীরা' নগরী থেকে মক্কায় গিয়ে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করবে, অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় পাবে না'।[৪৫৫]

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। পরবর্তীতে উমাইয়া, আব্বাসীয়, ওছমানীয় প্রভৃতি খেলাফতকালে পৃথিবীতে যেখানেই ইসলামী শাসন কায়েম ছিল, সেখানেই কমবেশী এটির বাস্তবায়ন ঘটেছে। অবশেষে পুনরায় পূর্ণরূপে পৃথিবী ব্যাপী বাস্তবায়িত হবে ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পর। যে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।[৪৫৬]

---

৪৫২. আহমাদ হা/২৩৮৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৭০১; ছহীহাহ হা/৩, মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) হ'তে।

৪৫৩. মুসলিম হা/২৮৮৯; মিশকাত হা/৫৭৫০, ছওবান (রাঃ) হ'তে।

৪৫৪. বুখারী হা/৩৬১২, ৬৯৪৩; মিশকাত হা/৫৮৫৮।

৪৫৫. বুখারী হা/৩৫৯৫; মিশকাত হা/৫৮৫৭।

৪৫৬. মাহদী : আবুদাঊদ হা/৪২৮৪-৮৫; তিরমিযী হা/২২৩২; ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৩; মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৫; ঈসা ও মাহদী : বুখারী হা/২২২২; মুসলিম হা/১৫৫; তিরমিযী হা/২২৩৩; মিশকাত হা/৫৫০৫-০৭।

(৯) لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ 'যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপরে বিজয়ী করে দেন' অর্থ بِالْحُجَجِ وَبِالسُّيُوفِ 'দলীল ও তরবারি উভয় দিক দিয়ে' *(কুরতুবী মর্মার্থ)*। মুশরিক নেতারা যুক্তি দিয়ে কুরআনের সামনে টিকতে পারেনি। পরে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারির সামনেও তারা টিকতে পারেনি। এ নীতি সর্বযুগে অব্যাহত থাকবে। তবে অস্ত্রের বিজয় হ'ল আপেক্ষিক। কিন্তু যুক্তির বিজয় স্থায়ী। যা সর্বযুগে উম্মতের বিদ্বানমণ্ডলীর মাধ্যমে বিজয়ী থাকবে। অন্যদিকে বস্তুগত শক্তিতে সমপর্যায়ের কোন অমুসলিম শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ হ'লে সেখানে অবশ্যই মুসলিম শক্তি বিজয়ী হবে তাদের ঈমানী শক্তির জোরে এবং আল্লাহ্র রহমতে। যদিও তারা বস্তুগত শক্তিতে কিছুটা কমও হয়। ইতিপূর্বেকার ইসলামী জিহাদসমূহ এরই প্রমাণ বহন করে।

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ অর্থ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهِ 'সকল ধর্মের উপর'। এখানে 'দ্বীন' বলা হয়েছে প্রচলিত অর্থে। নইলে দ্বীন বলতে কেবলমাত্র ইসলামকেই বুঝানো হয় *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। অতঃপর الدِّيْنُ একবচন এনে এখানে বহুবচন বুঝানো হয়েছে। কেননা دِيْنٌ শব্দটি 'মাছদার' যা বহুবচনের অর্থ দেয় *(কুরতুবী)*।

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ– 'যদিও অংশীবাদীরা এটা পসন্দ করেনা'। মুশরিকরা কেবল অপসন্দই করে না, তারা ইসলামকে মিটিয়ে দেবার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। যেহেতু সকল প্রচেষ্টার মূলে থাকে মনের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, সেকারণ এখানে 'অপসন্দ' শব্দ আনা হয়েছে।

নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতাকে বাধামুক্ত রাখার জন্যই কাফির-মুশরিকরা আল্লাহ্র আনুগত্য তথা তাওহীদকে অপসন্দ করে। যদিও তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সর্বদা শয়তানের আনুগত্য করে থাকে। যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার অজুহাতে আমেরিকা 'সমকামিতা' ও 'গর্ভপাত' সিদ্ধ হওয়ার আইন পাস করেছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট একই অজুহাতে 'সমকামিতা' সিদ্ধ বলে রায় দিয়েছে। চীন 'এক সন্তান নীতি' গ্রহণ করায় ২০১৬ সাল পর্যন্ত তারা ৩০ কোটি মানব ভ্রুণ হত্যা করেছে। ধনী দেশ সমূহের ব্যাংকগুলিতে বিলিয়ন বিলিয়ন টন স্বর্ণ মওজুদ রয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভারসাম্য রক্ষার নামে। অথচ এগুলি মানুষের কোন কল্যাণে আসেনা। যদিও পৃথিবীর সিকি মানুষ দৈনিক অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত থাকে। সিকি মানুষ নিজ দেশে ও পরদেশে বাস্তুচ্যুত ও মানবেতর জীবন যাপন করে। এমনিভাবে বিভিন্ন দেশে আইনের নামে চলছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা। অথচ আল্লাহ্র বিধান চিরন্তন কল্যাণের উৎস। যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত।

(১০) হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ'তে মুক্তি দিবে?

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١٠﴾

(১১) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾

(১২) তাহ'লে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং প্রবেশ করাবেন 'আদন' নামক জান্নাতের উত্তম বাসগৃহ সমূহে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

(১৩) তিনি আরও অনুগ্রহ করবেন যা তোমরা পসন্দ কর। (আর তা হ'ল) আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অতএব তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

(১৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মারিয়াম-পুত্র ঈসা তার শিষ্যদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহ্‌র পথে আমাকে সাহায্যকারী? শিষ্যরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহ্‌র পথে (আপনার) সাহায্যকারী। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল অবিশ্বাস করল। তখন আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের মোকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হ'ল। **(রুকূ ২)**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

তাফসীর :

(১০) يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ‘হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ’তে মুক্তি দিবে?’ ইবনু কাছীর বলেন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম বর্ণিত হাদীছে ছাহাবীগণের একটি দলের ‘শ্রেষ্ঠ আমল কোনটি’ সে প্রশ্নের উত্তরে সূরা ছফ নাযিল হয় এবং তার অংশ হিসাবে অত্র আয়াতটি নাযিল হয় *(ইবনু কাছীর)*। যাতে বলা হয় যে, ঈমান ও জিহাদই শ্রেষ্ঠ আমল *(কাশশাফ)*।

دَلَّ يَدُلُّ دَلاَلَةً অর্থ পথ দেখানো, সন্ধান দেওয়া। সেখান থেকে هَلْ أَدُلُّكُمْ ‘আমি কি তোমাদের সন্ধান দিব?’ যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ‘যে ব্যক্তি কল্যাণ পথের সন্ধান দিল, সে ব্যক্তির জন্য অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে, যেরূপ রয়েছে উক্ত আমলকারীর জন্য’ *(মুসলিম হা/১৮৯৩; মিশকাত হা/২০৯)*।

عَلَى تِجَارَةٍ ‘একটি ব্যবসায়ের’। এখানে ‘ব্যবসার’ কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, দুনিয়াতে ব্যবসাই রূযীর প্রধান মাধ্যম। অতঃপর এটির লাভ কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ না রেখে পরকালীন জীবনে লাভজনক করার জন্য আল্লাহ বলছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? আর সেটি হ’ল,

(১১) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ‘তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে’। অত্র আয়াতে ব্যবসাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ‘ঈমান ও জিহাদ’ দ্বারা। যেন বলা হচ্ছে هَلْ تَتَّجِرُونَ بِالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ يَغْفِرْ لَكُمْ ‘তোমরা কি ঈমান ও জিহাদ দিয়ে ব্যবসা করবে? তাহ’লে তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে’ *(কুরতুবী)* এবং জান্নাত লাভ করবে। এর ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে’ *(তওবা ৯/১১১)*। হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে ব্যাপকভাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ– ‘তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে, তোমাদের মাল দ্বারা জান দ্বারা ও যবান দ্বারা’।[৪৫৭] এতে বুঝা যায় যে, কেবল সশস্ত্র জিহাদ নয়, বরং আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের জিহাদই মুখ্য।

---

৪৫৭. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৩১; মিশকাত হা/৩৮২১ ‘জিহাদ’ অধ্যায়, আনাস (রাঃ) হ’তে।

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ'। অর্থ যদি তোমরা জ্ঞানী হও। কেননা মূর্খরা কেবল নগদটাই দেখে। বিচক্ষণ মুমিন সর্বদা ঈমান ও জিহাদের ইহকালীন ও পরকালীন লাভকে অগ্রাধিকার দেয়। এখানে 'যদি তোমরা বুঝ' কথাটি শর্তের প্রকৃত অর্থে আসেনি *(ক্বাসেমী)*। বরং সাধারণ অর্থে এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের পাওনা যা বাকী রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮)*। অর্থাৎ যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক। একইভাবে এখানে এসেছে, ঈমান ও জিহাদ তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক।

(১২) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ 'তাহ'লে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত'। এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَّأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، 'সেখানে থাকবে বিশুদ্ধ পানির নদী সমূহ এবং দুধের নদী সমূহ, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তিত। আর থাকবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নদী ও পরিচ্ছন্ন মধুর নদী সমূহ' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

جَنَّاتٌ একবচনে جَنَّةٌ। যার অর্থ বিভিন্ন ফল-মূলের বাগিচা। সেই সাথে বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ও তার বিলাস-ব্যসনে ভরা জৌলুসপূর্ণ কক্ষসমূহ। এখানে অনির্দিষ্টবাচক বহুবচন (جَنَّاتٌ) আনা হয়েছে এর নে'মতরাজি ও স্তরসমূহকে শামিল করার জন্য। সেকারণ জান্নাতকে 'দারুছ ছাওয়াব' বা পুরস্কারের গৃহ বলা হয় *(ক্বাসেমী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৫ আয়াত)*।

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، 'এবং প্রবেশ করাবেন 'আদন' নামক জান্নাতের উত্তম বাসগৃহ সমূহে'। فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ অর্থ فِى جَنَّاتِ إِقَامَةٍ 'বসবাসের বাগিচা সমূহে'। মূলতঃ এটি জান্নাতের অন্যতম নাম। প্রত্যেক জান্নাতই মুমিনদের বসবাসের জন্য। প্রত্যেকটিরই থাকতে পারে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সে হিসাবে 'আদন' নামক জান্নাতটিরও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা অবশ্যই আকর্ষণীয়। নইলে আল্লাহ এখানে নির্দিষ্টভাবে উক্ত জান্নাতের নাম বলতেন না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 'এটাই হ'ল মহা সফলতা'। অর্থাৎ আখেরাতের সফলতাই হ'ল প্রকৃত সফলতা।

Contents

(১৩) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا ‘ তিনি আরও অনুগ্রহ করবেন যা তোমরা পসন্দ কর’। এটি ১০ আয়াতে বর্ণিত عَلَى تِجَارَةٍ ‘একটি ব্যবসা’-এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ تِجَارَةً أُخْرَى تُحِبُّونَهَا ‘আরেকটি ব্যবসা, যা তোমরা ভালবাস’। আর সেটি হ’ল نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ‘আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়’। এটি হ’ল দুনিয়াবী বিজয়। যা প্রত্যেকে নগদ কামনা করে। আর এজন্য প্রধান শর্ত হ’ল খাঁটি মুমিন হওয়া। অতঃপর সে মোতাবেক কাজ করা ও বস্তুগত সামর্থ্য অর্জন করা। সেকারণ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ‘আর তুমি মুমিনদের এ বিষয়ে সুসংবাদ দাও’। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, -وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ‘তোমরা হীনবল হয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী। যদি তোমরা মুমিন হও’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় বদর, খন্দক, খায়বর, মুতা ও মক্কা প্রভৃতি বিজয় সমূহ এবং পরবর্তীকালে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামী বিজয় সমূহ এর মধ্যে শামিল। আল্লাহ্‌র চিরন্তন ওয়াদা হ’ল, -يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوآ إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ‘হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলি সুদৃঢ় করবেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। অর্থাৎ সার্বিক জীবনে আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ মান্য করার মাধ্যমে কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সাহায্য করলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ও পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থানকে দৃঢ় করবেন।

প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের বিশ্বজয়ের মূল শক্তি ছিল আল্লাহ্‌র উপরে অটুট নির্ভরতা। যেমন তৎকালীন পরাশক্তি রোম সম্রাটের সেনাপতি বারবার পরাজিত হয়ে ১৩ হিজরীতে আজনাদাইন যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার এক দুঃসাহসী ও উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরব খৃষ্টান গুপ্তচরকে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রেরণ করেন। গুপ্তচর মুসলিম সেনা শিবিরে কয়েকদিন অবস্থান শেষে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দেয়, তা ছিল নিম্নরূপ :-هُمْ بِاللَّيْلِ رُهْبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ وَلَوْ سَرَقَ ابْنُ مَلِكِهِمْ قَطَعُوْا يَدَهُ وَلَوْ زَنَى رَجَمُوْهُ ‘তারা রাতের বেলায় ইবাদতগুযার ও দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তাদের শাসকপুত্র চুরি করে, তাহ’লে তারা তার হাত কেটে দেয়। আর যদি যেনা করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে মাথা ফাটিয়ে হত্যা করে ফেলে’। একথা শুনে সেনাপতি ক্বায়কুলান বলে ওঠেন, وَللهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَنَا مِنْ ظَهْرِهَا ‘আল্লাহ্‌র কসম! যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহ’লে ভূগর্ভ আমাদের জন্য উত্তম হবে ভূপৃষ্ঠের চাইতে’। অর্থাৎ আমাদের মরে যাওয়াই উত্তম হবে।

উল্লেখ্য যে, যুদ্ধে উক্ত সেনাপতি নিহত হন এবং মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। পরবর্তীতে ১৬ হিজরীতে শাম থেকে নিরাশ হয়ে রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে ফিরে গিয়ে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর এক গুপ্তচরকে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, هُمْ فُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ وَرُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ، لاَ يَأْكُلُونَ فِي ذِمَّتِهِمْ إِلاَّ بِثَمَنٍ، وَلاَ يَدْخُلُونَ إِلاَّ بِسَلاَمٍ، يَقِفُوْنَ عَلَى مَنْ حَارَبُوْهُ حَتَّى يَأْتُوا عَلَيْهِ. 'তারা দিনের বেলায় ঘোড় সওয়ার ও রাতের বেলায় ইবাদতগুযার। তারা তাদের যিম্মায় থাকা কোন বস্তু মূল্য না দিয়ে খায় না এবং শান্তির বার্তা ব্যতীত কোন স্থানে প্রবেশ করে না। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, যতক্ষণ না তারা পরাজিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসে'। একথা শুনে রোম সম্রাট বলে ওঠেন, لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَنِيْ لَيَمْلِكُنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ 'যদি তুমি আমাকে সত্য বলে থাক, তাহ'লে ওরা অবশ্যই আমার দু'পায়ের নীচের এই সিংহাসনটারও মালিক হয়ে যাবে'।[৪৫৮] তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল এবং হযরত ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে রোমক ও পারসিক সাম্রাজ্য ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়েছিল।

মুসলমান আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী এক মহা বীরের জাতি। যদি পূর্বের ন্যায় ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আল্লাহ্র উপর অবিচল আস্থা নিয়ে তারা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহ'লে পৃথিবীর কোন শক্তি তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

(১৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও' অর্থ أَنْصَارَ الْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَهُ وَأَمَرَ بِهِ 'তোমরা সত্যের সাহায্যকারী হও। যা তিনি নাযিল করেছেন ও আদেশ করেছেন' *(ক্বাসেমী)*। অন্যত্র আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ 'আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে' *(হজ্জ ২২/৪০)*। অর্থাৎ يَنْصُرُ دِينَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীনকে ও তার বন্ধুদেরকে সাহায্য করে' *(ক্বাসেমী)*। অত্র আয়াতে 'আল্লাহকে সাহায্য করা' অর্থ জীবনের সর্বক্ষেত্রে চিন্তায় ও কর্মে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র বিধানসমূহ মান্য করার মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান মানে না, কেবল মুখে দ্বীনের দাবী করে; আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন না।

كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ؟ 'যেমন মারিয়াম-পুত্র ঈসা তার শিষ্যদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্যকারী?'

আয়াতের শুরুতে মুমিনদেরকে আল্লাহ্র সাহায্যকারী হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর এক্ষণে তাদের সম্মুখে ঈসা (আঃ)-এর সাথী হাওয়ারীদের দৃষ্টান্ত পেশ করছেন।

---

৪৫৮. ইবনু জারীর, তারীখুত ত্বাবারী ২/২১৫; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৭, ৫৪ পৃ.।

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ؛ ‘শিষ্যরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহ্র পথে (আপনার) সাহায্যকারী’। আল্লাহ বলেন, যেমন তারা ঈসার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেছিল, نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ ‘আমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী’। ঈসার হাওয়ারী ছিলেন ১২ জন *(ইবনু কাছীর)*।

‘হাওয়ারী’ এসেছে ‘হূর’ থেকে। যার অর্থ ‘ধবধবে সাদা’। বলা হয়েছে তারা ছিলেন ধোপা, যারা কাপড় ছাফ করতেন *(জালালায়েন)*। اَلْحَوَارِيُّونَ অর্থ ‘ধোপাগণ’ *(কুরতুবী)*। এখানে অর্থ الْأَصْفِيَاءُ। অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর খালেছ সাথীগণ *(কাশশাফ)*। তারা হ’লেন خَوَاصُّ الرُّسُلِ ‘রাসূলগণের খাছ ব্যক্তিগণ’ *(কুরতুবী)*। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ– ‘প্রত্যেক নবীর ‘হাওয়ারী’ থাকে। আর আমার ‘হাওয়ারী’ হ’ল যুবায়ের’।[৪৫৯]

فَآمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ، ‘অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল অবিশ্বাস করল। তখন আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের মোকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হ’ল’। অত্র আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর বিভক্ত অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ– ‘অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতভেদ করল। অতএব অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ সেই ভয়ংকর দিবস (ক্বিয়ামত) আগমনের দিন’ *(মারিয়াম ১৯/৩৭)*।

আমর বিন মায়মূন, ইবনু জুরায়েজ, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহনের পর লোকেরা তাঁর সম্পর্কে মতভেদ করে। যেমন (১) ইহূদীরা ধারণা করে যে, তিনি ছিলেন ব্যভিচারিণীর পুত্র (وَلَدُ زِنْيَةٍ) ‘আল্লাহ তাদের উপর লা‘নত করুন! অতঃপর (২) ঈসার অনুসারী খ্রিষ্টানদের মধ্যে তাঁর ব্যাপারে চারটি দল হয়।- (ক) ইয়াকূবিইয়াহ (اَلْيَعْقُوبِيَّةُ) : তাদের মতে ঈসা নিজেই ছিলেন আল্লাহ। যিনি পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। অতঃপর পুনরায় আসমানে চলে গেছেন। (খ) নাসতূরিইয়াহ (اَلنَّسْطُورِيَّةُ) : এদের মতে ঈসা আল্লাহ্র পুত্র (গ) ইস্রাঈলিইয়াহ (اَلْإِسْرَائِيلِيَّةُ) : এদের মতে তিনি তিন উপাস্যের অন্যতম। এরা হ’ল খ্রিষ্টানদের শাসক শ্রেণী (ঘ) মুসলিম (اَلْمُسْلِمُونَ) : যারা বলেন যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর রূহ ও কালেমা। যা আল্লাহ ফেরেশতা জিব্রীলের মাধ্যমে পবিত্রা মা মারিয়ামের প্রতি নিক্ষেপ

৪৫৯. বুখারী হা/২৮৬৪; মুসলিম হা/২৪১৫; মিশকাত হা/৬১০১।

করেছিলেন। অতঃপর তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়'।[৪৬০] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এভাবে ইসলাম নিশ্চিহ্ন (طَامِسًا) ছিল, যতদিন না আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন।[৪৬১]

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ– 'তখন আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের মোকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হ'ল'। এখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাঠিয়ে ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী 'মুসলিম' দলকে সাহায্য করা বুঝানো হয়েছে। বস্তুতঃ শেষোক্ত দলের লোকেরাই পরে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়। যেমন হয়েছিলেন খৃষ্টান রাজা নাজাশী এবং তার পাদ্রীরা। যেকথা সূরা মায়েদার ৮২-৮৪ এবং সূরা ক্বাছাছ ৫৩ আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর উম্মতে মুহাম্মাদীর একটি দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে *(মুসলিম হা/১৯২০)*। সবশেষে তাদের শেষ দলটি ঈসার সাথে মিলে দাজ্জাল নিধন করবে *(আবুদাঊদ হা/২৪৮৪)*। অতঃপর সারা পৃথিবী শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে যাবে। যা ছহীহ হাদীছ সমূহে অবিরত ধারায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ– 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, সত্বর তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতরণ করবেন শাসক ও ন্যায়বিচারক হিসাবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া রহিত করবেন, অর্থ-সম্পদের ব্যাপক প্রবাহ সৃষ্টি হবে। এমনকি তা নেওয়ার মত লোক পাওয়া যাবেনা'।[৪৬২] খাত্ত্বাবী বলেন, ইহূদী-খৃষ্টানদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে। ফলে তাদের উপর থেকে জিযিয়া রহিত করা হবে'।[৪৬৩]

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একত্রে নাযিল হওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ সূরাটির মূল সুর হ'ল, আখেরাতের চেতনায় পরিশুদ্ধিতা, নিরন্তর দাওয়াতের মাধ্যমে পরিচর্যা এবং জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় সাধন করা। প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হ'ল, ইসলামের সার্বিক বিজয়ে অবদান রাখা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন -আমীন!

॥ সূরা ছফ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الصف، فلله الحمد والمنة

---

৪৬০. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মারিয়াম ৩৭ আয়াত; তাফসীর আব্দুর রাযযাক হা/১৭১৩।
৪৬১. ইবনু কাছীর; নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৯১ 'তাফসীর' অধ্যায়।
৪৬২. বুখারী হা/২২২২; মুসলিম হা/১৫৫; মিশকাত হা/৫৫০৫।
৪৬৩. 'আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ হা/৪৩২৪-এর ব্যাখ্যা, ১১/৩০৬ পৃ.।

সূরা জুম‘আহ (জুম‘আর দিন)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা ছফ ৬১/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৬২; পারা ২৮; রুকূ ২; আয়াত ১১; শব্দ ১৭৭; বর্ণ ৭৪৯।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র গুণগান করে। যিনি অধিপতি, পবিত্র, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ، وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ②

(২) তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

(৩) এবং অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ④

(৪) এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশী এটি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা অনুগ্রহ পরায়ণ।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۭ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللهِ ۭ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑤

(৫) যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হ’ল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে। কতই না মন্দ সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ

(৬) বলে দাও, হে ইহূদীরা! যদি তোমরা ধারণা

أَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑥

করে থাক যে, অন্যেরা ব্যতীত কেবল তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাহ'লে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ⑦

(৭) তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনোই মৃত্যু কামনা করবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ، ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ⑧

(৮) বলে দাও, নিশ্চয়ই যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাচ্ছ, সেটি তোমাদের মুখোমুখি হবেই। অতঃপর তোমরা ফিরে যাবে অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছুর জ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকটে। অতঃপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম সম্পর্কে। **(রুকূ ১)**

সূরার গুরুত্ব :

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর ছালাতে সূরা জুম'আ ও মুনাফিকূন পাঠ করতেন।[৪৬৪] তবে নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ঈদায়েন ও জুম'আর ছালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ পড়তেন।[৪৬৫]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ– 'আমরা শেষের উম্মত। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন প্রথমে থাকব। যদিও তারা আমাদের পূর্বে আল্লাহ্‌র কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে। জুম'আর এই দিনটি আল্লাহ তাদের উপর ফরয করেছিলেন। কিন্তু তারা মতভেদ করল। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এটি দান করলেন। ফলে মানুষ এখন আমাদের অনুসারী। ইহূদীদের জন্য শনিবার ও নাছারাদের জন্য রবিবার'।[৪৬৬] (৩) অন্য বর্ণনায় এসেছে, أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

৪৬৪. মুসলিম হা/৮৭৭; মিশকাত হা/৮৩৯।
৪৬৫. মুসলিম হা/৮৭৮; মিশকাত হা/৮৪০।
৪৬৬. বুখারী হা/৮৭৬; মুসলিম হা/৮৫৫; মিশকাত হা/১৩৫৪, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ– 'আল্লাহ আমাদের পূর্বের উম্মতগুলিকে পথভ্রষ্ট করেছেন জুম'আর ব্যাপারে। অতঃপর ইহূদীদের জন্য শনিবার ও নাছারাদের জন্য রবিবার। আর আল্লাহ আমাদেরকে শুক্রবারের জন্য পথপ্রদর্শন করেন। অতএব শুক্র, শনি ও রবিবার পরপর হওয়ার কারণে তারা আমাদের পিছনে পড়ে গেছে। ফলে দুনিয়াতে আমরা পিছনের উম্মত হ'লেও ক্বিয়ামতের দিন আমরা প্রথমে থাকব। সৃষ্টিজগতের সকলের পূর্বে আমাদের হিসাব শেষ করা হবে'।[৪৬৭]

(৪) তিনি আরও বলেন, خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ اِلاَّ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ– 'সূর্য উদিত হয়েছে এমন দিন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল জুম'আর দিন। এ দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এদিন তাকে সেখান থেকে বের করা হয়। আর ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না জুম'আর দিন ব্যতীত'।[৪৬৮]

তাফসীর :

(১) يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র গুণগান করে'। এগুলি আল্লাহ্র ছিফাতী বা গুণবাচক নাম। যা তাঁর সত্তার সাথে যুক্ত ও সনাতন এবং যা পরিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ। বান্দার মধ্যে এসব গুণের কিছু অংশ আছে স্বল্প মাত্রায়। যা আল্লাহ তাদেরকে প্রদান করেছেন।

(২) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً 'তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন'। 'উম্মী' অর্থ নিরক্ষর। এর অর্থ অজ্ঞ বা মূর্খ নয়। এখানে উম্মী বলতে আরবদের বুঝানো হয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, الْأُمِّيُّونَ الْعَرَبُ كُلُّهُمْ، مَنْ كَتَبَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَكْتُبْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ كِتَابٍ– 'উম্মী' বলতে সমগ্র আরব জাতিকে বুঝানো হয়। চাই তাদের কেউ লিখতে জানুক বা না জানুক। কেননা তারা আল্লাহ্র কিতাবের অধিকারী ছিল না' *(কুরতুবী)*। উক্ত মর্মে অন্যত্র এসেছে, وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ– 'তুমি আহলে কিতাব ও (মুশরিক) উম্মীদের বল, তোমরা কি ইসলাম কবুল করলে? যদি করে, তবে তারা সরল পথ প্রাপ্ত হ'ল। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে তোমার উপর দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া' *(আলে ইমরান ৩/২০)*।

---

৪৬৭. মুসলিম হা/৮৫৬; নাসাঈ হা/১৩৬৮; আবু হুরায়রা ও হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হ'তে; ইবনু কাছীর।
৪৬৮. মুসলিম হা/৮৫৪; আবুদাঊদ হা/১০৪৬; তিরমিযী হা/৪৯১; মিশকাত হা/১৩৫৬, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

শেষনবী প্রেরণের জন্য মক্কার উম্মীদের খাছ করার মাধ্যমে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ অন্যদের নিকট তাঁকে পাঠানো হয়নি, তা নয়। বরং তিনি বিশ্বনবী ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের নবী এবং শেষনবী। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآ إِلَهَ اِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِـــيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ– 'তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। যার জন্যই আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর, যিনি নিরক্ষর নবী। যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আল্লাহ ও তার বিধান সমূহের উপর। তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*। তিনি আরও বলেন, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، 'তুমি জিজ্ঞেস কর, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বড়? বল, আল্লাহ। তিনি সাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে। এই কুরআন আমার নিকট অহী করা হয়েছে। যাতে এর দ্বারা আমি ভয় প্রদর্শন করি তোমাদের ও যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের' *(আন'আম ৬/১৯)*। বরং জীবিত প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর দাওয়াতের মুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ বলেন, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ– 'যাতে সে ভয় প্রদর্শন করে জীবিতদের এবং যাতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়' *(ইয়াসীন ৩৬/৭০)*।

আলোচ্য আয়াতটি ইব্রাহীম (আঃ)-এর দো'আর সত্যায়ন। যেখানে তিনি ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে বলেছিলেন, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ– 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের মধ্য থেকেই তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ কর, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করবে, তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দিবে এবং তাদের (অন্তরসমূহকে) পরিচ্ছন্ন করবে। নিশ্চয়ই তুমি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(বাক্বারাহ ২/১২৯)*।

একই সাথে এটি ছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন। যে সুসংবাদ তিনি তার জাতির নিকট আগেই দিয়েছিলেন *(ছফ ৬১/৬)*। এ সময় ঈসার অনুসারীদের অধিকাংশ পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছু সংখ্যক মুমিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। আরবরা ইব্রাহীমেরঅনুসারী হবার দাবীদার হ'লেও তারা ছিল শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত।

ইব্রাহীমী তাওহীদকে তারা শিরকের কালিমা দ্বারা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এ বিষয়ে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'আরবের লোকেরা প্রাচীনকালে ইব্রাহীমী দ্বীনের অনুসারী ছিল। পরে তারা তাওহীদকে শিরকে এবং ইয়াক্বীনকে সন্দেহে রূপান্তরিত করে। এছাড়াও তারা বহু কিছু বিদ'আতের প্রচলন ঘটায়। একই অবস্থা হয়েছিল তওরাত ও ইনজীলের অনুসারীদের। তারা তাদের কিতাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাতে শাব্দিক যোগ-বিয়োগ করেছিল, রূপান্তর করেছিল ও দূরতম ব্যাখ্যা করেছিল। অতঃপর আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন পূর্ণাঙ্গ শরী'আত দিয়ে, যা সমস্ত সৃষ্টিজগতকে শামিল করে'।[৪৬৯]

অত্র আয়াতে রাসূল প্রেরণের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। ১- কুরআনের আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনানো। ২- তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধিতা। অর্থাৎ আখেরাতে জওয়াবদিহিতার চেতনা তীব্রতর করার মাধ্যমে লোকদের অন্তর জগতকে কুফর, শিরক, নিফাক ও দুশ্চরিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ করা এবং ৩- হিকমাহ তথা সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া। রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতির মাধ্যমে পরিশুদ্ধিতা ও পরিচর্যার (التَّزْكِيَةُ ও التَّرْبِيَةُ) দ্বারা যেটা করা হয়েছিল।

বস্তুতঃ সকল যুগে সমাজ সংস্কারকদের জন্য উপরোক্ত তিনটি গুণ থাকা অপরিহার্য। কুরআন ও সুন্নাহ্র দুই অভ্রান্ত সত্যের আলোকে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া এবং উক্ত দুই উৎসের আলোকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হওয়া। সাধারণ মানুষ সর্বদা রেওয়াজের পূজারী। সেকারণ তারা কোনরূপ সংস্কার বা পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। ফলে নবী-রাসূলদের সংস্কার আন্দোলনকে তারা কখনো মেনে নেয়নি। এ যুগেও নিতে পারে না। কিন্তু এ প্রচেষ্টা চালাতেই হবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এজন্য একদল লোক থাকবেই। যারা হবে ফিরক্বা নাজিয়াহ এবং তারাই হ'ল আহলুল হাদীছ।[৪৭০]

(৩) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ 'এবং অন্যান্যদের জন্যেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি'। অর্থাৎ তাদের যামানার পরে যারা আগমন করবে, সকলের জন্য তিনি রাসূল *(কুরতুবী)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। এ সময় সূরা জুম'আর অত্র আয়াতটি নাযিল হয়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা? এভাবে তিনবার প্রশ্ন করার পর তিনি আমাদের মধ্যে সালমান ফারেসীর উপর হাত রেখে বললেন, لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلاَءِ– 'যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটেও থাকত, তাহ'লে এদের মধ্যকার লোকেরা অথবা তাদের কোন ব্যক্তি তা পেয়ে যেত'।[৪৭১] এতে

৪৬৯. ইবনু কাছীর; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় সংস্করণ ৫২ পৃ.।
৪৭০. তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩, সনদ ছহীহ, মু'আবিয়া ইবনু কুর্রা তার পিতা হ'তে।
৪৭১. বুখারী হা/৪৮৯৭; মুসলিম হা/২৫৪৬; মিশকাত হা/৬২০৩।

প্রমাণিত হয় যে, শেষনবী ছিলেন আরব-আজমের নবী। এছাড়াও এতে ইঙ্গিত রয়েছে ভবিষ্যৎ পারস্য ও রোমক বিজয়ের এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রসারের। এখানে সালমানের নাম ধরে বলার কারণ ঐ মজলিসে সালমানই ছিলেন একমাত্র অনারব। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র দ্বীনকে পাওয়ার জন্য সালমানের আকুল আগ্রহ এবং সত্যের সন্ধানে তার অতুলনীয় ত্যাগের স্বীকৃতি রয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সালমানের ন্যায় পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে যারাই যখন এ সত্যদ্বীনের সন্ধান পাবে, তারাই এর অনুসারী হবে। আর এটা চলতেই থাকবে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَآئِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ- ‘আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ (অর্থাৎ ক্বিয়ামত) এসে যাবে। অথচ তারা সেভাবেই থাকবে’ *(মুসলিম হা/১৯২০)*। এতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত ফিরক্বা নাজিয়াহ থাকবে। এজন্যই কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, অত্র আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু‘জেযা সমূহের অন্যতম। আর সেটি হ’ল গায়েবের খবর প্রদান, যা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অনারবরা ইসলাম কবুল করে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে *(ক্বাসেমী)*। যেমন আল্লাহ বলেন,-وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ- ‘আর নিশ্চয়ই তোমাদের এই দ্বীন একই দ্বীন এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর’ *(মুমিনূন ২৩/৫২)*।

ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হি.) বলেন, অত্র আয়াতে ‘উম্মী’ বলে আরবদের বুঝানো হয়েছে এবং ‘অন্যদের’ (وَآخَرِينَ) বলে অনারবদের বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যখনই তারা ইসলাম কবুল করেছে, তখনই তারা সবাই একই মুসলিম উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যদিও তারা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- ‘আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান’ *(তওবা ৯/৭১; রাযী; ক্বাসেমী)*।

এর বিপরীতে কাফের-মুনাফিকরাও এক উম্মতভুক্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ– وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ– 'মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত সমূহ বন্ধ রাখে (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ব্যয় থেকে কৃপণতা করে)। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই হ'ল পাপাচারী'। 'আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি' *(তওবা ৯/৬৭-৬৮)*। এজন্যেই বলা হয়, اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِـــدَةٌ 'কাফেররা সব এক দলভুক্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ 'আর যারা অবিশ্বাসী তারা পরস্পরে বন্ধু' *(আনফাল ৮/৭৩)*।

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ 'কতই না মন্দ সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত' বলে ইহূদীদেরকে বুঝানো হ'তে পারে। অথবা সকল যুগের ঐসকল মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হ'তে পারে, যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে। এদের সবার দৃষ্টান্ত গাধার মত বা তার চাইতে নিকৃষ্ট। এজন্যেই অন্যত্র বলা হয়েছে, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ– 'আমরা বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*। মুসলিম উম্মাহ্র অবস্থাও কি তাই নয়? হাযার হাযার হাফেয, ক্বারী, আলেম ও মুফতী রয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এমনকি পারিবারিক জীবনে কুরআনের আমল কতটুকু রয়েছে?

এখানে মাওলানা ছানাউল্লাহ পানিপথী (১১৪৩-১২২৫ হি.) কৃত তাফসীরে মাযহারীর প্রান্তটীকায় জালালুদ্দীন সুয়ূতীর (৮৪৯-৯১১ হি.) বরাতে এক বিস্ময়কর তথ্য সংযোজিত হয়েছে, যা তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআনেও পরিবেশিত হয়েছে। আর তা এই যে, 'আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন'।[৪৭২] অথচ নুযূলে কুরআনের সময় আবু হানীফার

৪৭২. মুফতী মুহাম্মাদ শফী (করাচী) অনুবাদ ও সংক্ষেপায়ন : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা (বঙ্গানুবাদ তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন) প্রকাশক : ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স, মদীনা, সঊদী আরব, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খৃ., তাফসীর সূরা মুহাম্মাদ শেষ আয়াত ও শেষ প্যারা, পৃ. ১২৬৩।

(৮০-১৫০ হি.) জন্মই হয়নি এবং সালমান ফারেসী (মৃ. ৩৩ হি.) যার খবরই রাখতেন না। এগুলি দলীলবিহীন ও স্রেফ রায় ভিত্তিক তাফসীর, যা নিষিদ্ধ।

(৪) ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ 'এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশী এটি দান করেন'। অর্থাৎ আল্লাহ যে মুহাম্মাদকে তাঁর মহান নবুঅত দান করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মাদীকে তাঁর অনুসারী হিসাবে খাছ করেছেন, এটা নিতান্তই তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত নয় *(ইবনু কাছীর)*।

(৫) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ 'যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে'। حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ অর্থ كُلِّفُوا الْعَمَلَ بِهَا 'তাদের উপরে সে মোতাবেক আমল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল'। অর্থাৎ 'ইহূদীদেরকে তাওরাতের বিধান সমূহ পালনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল' *(কুরতুবী)*। أَسْفَارًا একবচনে سِفْرٌ অর্থ اَلْكِتَابُ الْكَبِيرُ 'বড় কিতাব' *(কুরতুবী)*। لَمْ يَحْمِلُوهَا অর্থ لَمْ يَعْمَلُوا بِهَا 'তারা তাতে আমল করেনি। তাওরাতের বিধান সমূহের উপরে আমল না করার কারণে তারা যেন তা বহন করেনি' *(কাশশাফ)*। অথচ তাওরাত তাদের হাতে থাকত *(কুরতুবী)*। 'ইয়াহূদ' অর্থ 'হেদায়াত প্রাপ্ত'। هَادَ وَ تَهَوَّدَ অর্থ যখন কেউ ইহূদী হয় *(কাশশাফ, টীকা)*।

ইহূদীদেরকে 'গাধা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এজন্য যে, গাধা তার পিঠে কিতাব বহন করে। কিন্তু সে জানেনা তাতে কি আছে। অমনিভাবে ইহূদীরা তাওরাত বহন করে। কিন্তু জানেনা তার বিধান সমূহ কি? তারা এগুলি পাঠ করে। কিন্তু এর মর্ম অনুধাবন করে না এবং এর বিধান সমূহ মানে না। এমনকি তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটায়। এরা গাধার চাইতে নিকৃষ্ট। কেননা গাধার কোন বুঝ নেই। কিন্তু এদের বুঝ আছে, কিন্তু মানে না। তাদের কিতাব তাওরাত-ইনজীলে 'উম্মী নবী' (ছাঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। অতঃপর তারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে চিনতে পেরেও তাঁর উপরে ঈমান আনেনি *(বাক্বারাহ ২/১৪৬)*। একইভাবে বর্তমান যুগে ইহূদী-নাছারা হওয়ার দাবীদাররাও দ্বীনে মুহাম্মাদীর উপর ঈমান আনেনি।

(৬) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ 'বলে দাও, হে ইহূদীরা! যদি তোমরা ধারণা করে থাক যে, অন্য লোকেরা ব্যতীত কেবল তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু, তাহ'লে তোমরা মৃত্যু কামনা কর'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ 'ইহূদী ও নাছারারা বলে আমরা আল্লাহ্র বেটা ও তার আপনজন' *(মায়েদাহ*

৫/১৮)। তারা বলত, لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ‘(জাহান্নামের) আগুন আমাদের কখনোই স্পর্শ করবে না হাতে গণা কয়েকটা দিন ব্যতীত’ *(বাক্বারাহ ২/৮০)*। তার জওয়াবে আল্লাহ এখানে বলেন, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ– ‘বেশ তাহ’লে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও!’

(৭) وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ‘তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কখনোই মৃত্যু কামনা করবে না’। একই মর্মে অন্যত্র এসেছে, قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ– وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ– وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَّمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَّمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُّعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ– ‘বলে দাও, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহ্র নিকটে অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল তোমাদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহ’লে তোমরা (সত্বর) মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও’। ‘বস্তুতঃ কখনোই তারা তা কামনা করবে না ঐসব পাপের কারণে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রিম প্রেরণ করেছে। আর আল্লাহ যালেমদের বিষয়ে সম্যক অবগত’। ‘তুমি তাদেরকে দীর্ঘ জীবনের ব্যাপারে অন্যদের চাইতে অধিক আকাঙ্ক্ষী পাবে এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাযার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। বস্তুতঃ তারা যা করে, সবই আল্লাহ দেখেন’ *(বাক্বারাহ ২/৯৪-৯৬)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– لَرَجَعُوا لاَ يَجِدُونَ مَالاً وَّلاَ أَهْلاً– ‘যদি ইহূদীরা মৃত্যু কামনা করত, তাহ’লে তাদের মারা হ’ত ও তারা জাহান্নামে তাদের ঠিকানা দেখত। আর সেসব খ্রিষ্টানরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে যদি ‘মুবাহালা’ করতে বের হ’ত, তাহ’লে অবশ্যই ওরা ফিরে আসত। অথচ তাদের সম্পদ ও পরিবার কিছুই পেত না’ *(আহমাদ হা/২২২৫, হাদীছ ছহীহ)*। অর্থাৎ ওরা আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা কেবল মুখে মৃত্যুর দাবী করে, অন্তরে নয়।

(৮) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ 'বলে দাও, নিশ্চয়ই যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাচ্ছ, সেটি তোমাদের মুখোমুখি হবেই'। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ– 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। তিনি আরও বলেন, أَيْنَمَا تَكُوْنُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর' *(নিসা ৪/৭৮)*। তিনি স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ– 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩৯/৩০)*। রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের মাত্র তিন বছর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী এবং স্বীয় পরিবারকে ইসলাম গ্রহণের অছিয়তকারী জাহেলী যুগের মু'আল্লাক্বা খ্যাত কবি যুহায়ের বিন আবু সুলমা (৫২০-৬০৭ খৃ.) বলেন, رَأَيتُ الْمَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ + تُمِتْهُ وَمَنْ تُخْطِئْ يُعَمَّرْ فَيُهْرَمِ 'আমি মৃত্যুগুলিকে অন্ধ উষ্ট্রীর মত হাত পা ছুঁড়তে দেখি। যাকে সে পায়, তাকে মেরে ফেলে। আর যাকে পায় না, তার জীবন দীর্ঘায়িত হয়। অতঃপর সে জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়' *(মু'আল্লাক্বা যুহায়ের ৪৯ লাইন)*। وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ + وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ

'আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর কারণ সমূহকে ভয় পায়, তা তাকে পাকড়াও করে। যদিও সে সিঁড়ি দিয়ে আকাশে উঠে যায়' *(ঐ, ৫৪ লাইন)*।

(৯) হে মুমিনগণ! যখন জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ⑨

(১০) অতঃপর ছালাত শেষ হ'লে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর। আর তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর যাতে তোমরা

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ⑩

সফলকাম হ'তে পার।

(১১) যখন তারা ব্যবসা বা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন তারা তোমাকে (খুৎবায়) দাঁড় করিয়ে রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলে দাও, যা আল্লাহ্র নিকটে আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসার চাইতে উত্তম। বস্তুতঃ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা। **(রুকূ ২)**

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

তাফসীর :

(৯) يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ 'হে মুমিনগণ! যখন জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও'। نُودِيَ لِلصَّلاَةِ অর্থ أُذِّنَ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ 'জুম'আর খুৎবার জন্য আযান দেওয়া হয়'। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় একটি মাত্র আযান দেওয়া হ'ত খুৎবার পূর্বে *(ক্বাসেমী)*। আর খুৎবা শেষেই ছালাতের জামা'আত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর যামানার প্রথম দিকে সর্বদা খুৎবার আযানই মাত্র ছিল। পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মসজিদে নববীর অদূরে 'যাওরা' বাজারের সবচেয়ে উঁচু বাড়ীটির ছাদে দাঁড়িয়ে আরেকটি আযানের প্রচলন হয় *(ইবনু কাছীর)*। কুরতুবী এটিকে ওছমান (রাঃ)-এর (عَلَى دَارِهِ الَّتِي تُسَمَّى الزَّوْرَاءُ) বাড়ির উপরে বলেছেন *(তাফসীর কুরতুবী)*।

এটি ওছমান (রাঃ)-এর সময় এবং পরবর্তীতেও ইসলামী খেলাফতের সর্বত্র চালু করা হয়নি এবং সর্বত্র আবশ্যিক করা হয়নি। অতএব এযুগে এটি আবশ্যিক গণ্য করা উচিত নয়। কেননা এখন মাইক, ঘড়ি ও মোবাইলের যুগে যেকোন স্থান থেকে সময় জানা ও শোনা সহজ। তাছাড়া জামে মসজিদের সংখ্যাও এখন সর্বত্র নাগালের মধ্যে। অতএব আমাদের উচিত রাসূল (ছাঃ) ও শায়খায়নের যুগের মূল সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া।

مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ অর্থ 'সমবেত হওয়ার দিন'। সপ্তাহের এদিন মুসলমানগণ খুৎবা ও ছালাতের জন্য মসজিদে সমবেত হয়। ১ম হিজরী সনেই জুম'আর ছালাত ফরয হয়। ইবনু সীরীন বলেন, হিজরতের পূর্বে আনছারগণ বৈঠকে মিলিত হন। তারা বলেন, ইহূদীরা সপ্তাহের শনিবারে ইবাদতের জন্য একত্রিত হয়। নাছারাগণ রবিবারে একত্রিত হয়। এসো আমরা 'উরূবাহ্র দিন (يَوْمُ الْعُرُوبَةِ) ইবাদতের জন্য একত্রিত হই। তখন তারা আস'আদ বিন যুরারাহ্র কাছে গেলেন। আস'আদ তাদেরকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করালেন ও উপদেশবাণী সমূহ শুনালেন। তাদের অন্যতম নেতা কা'ব বিন

লুওয়াই নাম রাখলেন يَوْمُ الْجُمُعَةِ বা সমবেত হওয়ার দিন। সুহায়লী বলেন, يَوْمُ الْعُرُوبَةِ অর্থ 'রহমতের দিন' *(ছাবূনী, ছাফওয়াতুত তাফাসীর)*। আস'আদ তাদেরকে এদিন বকরী যবহ করে খাওয়ালেন। এদিন মাত্র ১২ জন মুছল্লী ছিলেন। আর এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুম'আ *(কুরতুবী)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুছ'আব বিন ওমায়ের (রাঃ) জুম'আর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করান। বায়হাক্বী বলেন, সম্ভবতঃ তিনি আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর ব্যবস্থাপনায় উক্ত ছালাত আদায় করান *(কুরতুবী)*। হিজরতের পর জুম'আর ছালাত ফরয হয়। ক্বোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে বনু সালেম বিন 'আওফের 'নাক্বী'উল খাযেমাত' (نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ) উপত্যকায় 'রানূনা' (رَانُوْنَاء) নামক স্থানে ৪০ জন মুছল্লী নিয়ে রাসূল (ছাঃ) প্রথম জুম'আর ছালাত আদায় করেন।

الْجُمْعَةُ، الْجُمُعَةُ، الْجُمَعَةُ তিন ভাবেই পড়া যায়। তবে الْجُمُعَةُ-টাই সহজ ও প্রসিদ্ধ। বহুবচনে جُمَعٌ যেমন غُرْفَةٌ-এর বহুবচন غُرَفٌ *(কুরতুবী)*। এদিনকে জুম'আ নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, প্রতি সপ্তাহের এদিন মুসলমানেরা এলাকায় বড় মসজিদে সমবেত হয়। এদিন হ'ল ৬ষ্ঠ দিন, যে ছয়দিনে আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি সম্পন্ন করেন *(ইবনু কাছীর)*। এদিন আদমের সৃষ্টি হয়। এদিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এদিন তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়। এদিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে'।[৪৭৩] এদিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যেখানে মুমিন বান্দা আল্লাহ্র কাছে কোন কল্যাণ চাইলে তিনি তাকে তা প্রদান করেন'।[৪৭৪]

অত্র আয়াতের মাধ্যমে জুম'আ ফরয করা হয়। এটি 'ফরযে আয়েন' অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ– 'একদল লোক জুম'আ সমূহ হ'তে বিরত থাকবে। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'।[৪৭৫] অত্র হাদীছ জুম'আ ওয়াজিব হওয়ার অন্যতম প্রধান দলীল *(কুরতুবী)*। ইবনুল 'আরাবী বলেন, مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ শব্দের মধ্যেই এর ফরয হওয়ার দলীল রয়েছে। কারণ এদিনের আযান কেবল জুম'আর জন্য খাছ *(কুরতুবী)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত আমল এটি ফরয হওয়ার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট।

---

৪৭৩. মুসলিম হা/২৭৮৯; আবুদাঊদ হা/১০৪৬; মিশকাত হা/৫৭৩৪, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৪৭৪. বুখারী হা/৯৩৫; মুসলিম হা/৮৫২; মিশকাত হা/১৩৫৭, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৪৭৫. মুসলিম হা/৮৬৫; মিশকাত হা/১৩৭০, ইবনু ওমর ও আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হ'তে।

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ অর্থ اِمْشُوْا إِلَى الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ 'খুৎবা ও ছালাতের দিকে ধাবিত হও'। খুৎবা ও ছালাত দু'টিই যিকরের মধ্যে শামিল। এখানে فَاسْعَوْا অর্থ দৌড়াও নয়। তবে وَذَرُوا الْبَيْعَ 'ব্যবসা ছাড়' বলার মধ্যে জুম'আয় যাওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণের তাকীদ রয়েছে। অর্থাৎ আযান শোনার সাথে সাথে জুম'আয় হাযির হওয়ার জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তবে হাদীছে খুৎবা শুরুর আগেই মসজিদে হাযির হওয়ার ফযীলত সমূহ বর্ণিত হয়েছে। সেকারণ খুৎবার আযানের পূর্বেই মসজিদে হাযির হয়ে নফল ছালাত সমূহ আদায় করে খুৎবার অপেক্ষায় থাকতে হবে। এর দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, জুম'আর সময় মুসলমানের দোকানপাট বন্ধ রাখা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'এটাই তোমার জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ'। এখানে وَذَرُوا الْبَيْعَ বলে ব্যবসাকে খাছ করা হয়েছে এজন্য যে, এটি মানুষের প্রধান ব্যস্ততা সমূহের অন্যতম (مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ)। তবে এর দ্বারা ব্যবসা সহ সকল প্রকার ব্যস্ততাকে বুঝানো হয়েছে। যা ছেড়ে মসজিদের দিকে ধাবিত হ'তে হবে।

(১০) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ 'অতঃপর ছালাত শেষ হ'লে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর'। مِنْ فَضْلِ اللهِ অর্থ مِنْ رِّزْقِ اللهِ 'আল্লাহ্র রিযিক সমূহ হ'তে'। এটি أَمْرٌ مُبَاحٌ বা মুবাহ কর্মের অন্তর্ভুক্ত *(কুরতুবী)*। যা করা বা না করায় কোন বাধ্যবাধকতা নেই। وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا 'আর তোমরা আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ কর' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ব্যবসায়ে মানুষ সম্পদ লাভের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ে এবং আল্লাহকে ভুলে অন্যায় পথে ধাবিত হয়। অতএব আনুষ্ঠানিকভাবে জুম'আর খুৎবা ও ছালাত আদায়ের পর সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্র স্মরণ অব্যাহত রাখতে হবে। নইলে শয়তানী ধোঁকায় যেকোন সময় পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ لَا إِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَّ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ– 'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করার সময় বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি বাঁচান ও মারেন। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনোই মরবেন না। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। আর তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী’- তার জন্য হাযার হাযার নেকী লেখা হয় ও হাযার হাযার গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়’।[৪৭৬]

তবে এই নেকী কেবল দো‘আ পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সৎভাবে ব্যবসা করতে হবে। অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে কোন নেকী তো হবেই না, বরং গোনাহ হবে। কেননা দো‘আ পাঠ বা আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ হ’ল তাঁর আনুগত্য করা। আল্লাহ্র অবাধ্যতায় দো‘আ পাঠ করায় কোন ফায়েদা নেই। আর এটি বুঝানোর জন্যই উক্ত দো‘আ পাঠের এত বেশী নেকী বর্ণিত হয়েছে। কেননা ব্যবসায়ে সততা ও দুর্নীতি উভয়টির প্রভাব বাজারে ব্যাপকভাবে পড়ে। যা সমাজে শান্তি ও অশান্তির কারণ হয়। তাই বাজারে প্রবেশের মুহূর্তে বান্দাকে দো‘আ পাঠের মাধ্যমে সেটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এটি ইসলামী অর্থনীতির জন্য সার্বক্ষণিক চালিকাশক্তি।

মুজাহিদ বলেন, ঐ ব্যক্তি অধিকহারে যিকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে না অর্থাৎ দো‘আ পাঠ করে না *(ইবনু কাছীর)*।

(১১) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ‘যখন তারা ব্যবসা বা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন তারা তোমাকে (খুৎবায়) দাঁড় করিয়ে রেখে সেদিকে ছুটে যায়’। অত্র আয়াতে ব্যবসা ও ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতি মানুষের অতি আসক্তির নিন্দা করা হয়েছে এবং বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ নির্ধারিত রূযীই যথেষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম‘আর খুৎবা দানরত অবস্থায় শাম থেকে ব্যবসায়ী কাফেলা এসে উপস্থিত হয়, যাতে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু ছিল। (তারা দফ বাজিয়ে সবাইকে আহ্বান করে) তখন আবুবকর ও ওমর সহ ১২ জন ব্যতীত বাকী সব মুছল্লী বেরিয়ে সেদিকে দৌড়ে যায়। এমতাবস্থায় অত্র আয়াত নাযিল হয়।[৪৭৭] অত্র আয়াতে খুৎবা দাঁড়িয়ে দেওয়ার দলীল রয়েছে *(কুরতুবী)*। উক্ত ব্যবসায়ী ছিলেন দেহইয়াতুল কালবী *(ইবনু কাছীর)*।

اِنْفَضُّوآ إِلَيْهَا এখানে ‘ব্যবসা বা ক্রীড়া-কৌতুক’ দু’টি বস্তুর প্রতি সম্বন্ধ করে দ্বিবচন إِلَيْهِمَا বলা উচিৎ ছিল। কিন্তু তা না বলে একবচন إِلَيْهَا বলা হয়েছে। কারণ দু’টিতে একই বিষয়বস্তু এসেছে *(কাশশাফ)*।

---

৪৭৬. তিরমিযী হা/৩৪২৯; ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৪৩১, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে।
৪৭৭. বুখারী হা/৯৩৬, জুম‘আ অধ্যায়-১১ অনুচ্ছেদ-৩৮; ৪৮৯৯, ২০৫৮; মুসলিম হা/৮৬৩।

শিক্ষণীয় : উপরোক্ত আয়াত সমূহে কয়েকটি বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন (১) নেকীর কাজে সমবেত হওয়া মুমিনের আবশ্যিক কর্তব্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত। (২) আযানের পর ব্যবসা নিষিদ্ধ। (৩) জুম‘আর খুৎবায় ও ছালাতে যোগদানের জন্য দ্রুত আসার আবশ্যিকতা। (৪) এজন্য শাসকের অনুমতির প্রয়োজন নেই। কারণ এটি সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশ। (৫) আযান হয় খুৎবার জন্য। অতএব ছালাতের পূর্বে খুৎবা হবে, পরে নয়। (৬) আযানের পর খুৎবা ব্যতীত এবং তাহিইয়াতুল মাসজিদ ব্যতীত অন্য কিছুই করণীয় নেই। অতএব খুৎবার পূর্বে ‘বয়ানের’ নামে মিম্বারে বসে যে দীর্ঘ বক্তব্য দেয়া হয়, তা বিদ‘আত। (৭) ছালাত শেষে আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দানের মধ্যে এদিন মুসলমানদের ছুটি পালনের বাধ্যবাধকতা নেই। যা ইহূদীদের শনিবার ও খ্রিষ্টানদের রবিবারের বিপরীতে ধারণা করা হয় *(ক্বাসেমী)*। অতএব ইহূদী-নাছারাদের বিপরীত রীতি হিসাবে নয়, বরং ব্যবহারিক প্রয়োজনে সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। (৮) এর মধ্যে খুৎবা বিধিবদ্ধ হওয়ার ও তা দাঁড়িয়ে দেবার এবং এজন্য বড় জামা‘আত হওয়ার দলীল রয়েছে। (৯) এর মধ্যে খুৎবা শোনার বাধ্যবাধকতা এবং খুৎবা থেকে অমনোযোগী হওয়া বা খুৎবা না শুনে চলে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল পাওয়া যায়।

॥ সূরা জুম‘আহ সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الجمعة، فلله الحمد والمنة

সূরা মুনাফিকূন (কপট বিশ্বাসীগণ)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা হজ্জ ২২/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ)। তবে সূরা হজ্জ মাক্কী ও মাদানী মিশ্রিত (কুরতুবী) ॥

সূরা ৬৩; পারা ২৮; রুকূ ২; আয়াত ১১; শব্দ ১৮০; বর্ণ ৭৮০।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ ۘ وَاللهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ①

(১) যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ②

(২) তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা (এর মাধ্যমে) মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দেয়। নিশ্চয়ই তারা যা করে, তা খুবই মন্দ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ③

(৩) এটা এজন্যে যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা (হক) বুঝে না।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللهُ ۘ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ④

(৪) যখন তুমি তাদের দেখবে তখন তাদের দেহসৌষ্ঠব তোমাকে প্রীত করবে। আর যদি তারা কথা বলে, তুমি তাদের কথা শুনবে। যেন ওরা দেওয়ালে লাগানো কাষ্ঠ সমূহের ন্যায়। তারা প্রত্যেক শোরগোলকে তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। ওরা (তোমাদের) শত্রু। অতএব ওদের বিষয়ে সাবধান থাক। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন! ওরা কোথায় দিশেহারা হয়ে ঘুরছে?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ

(৫) যখন তাদের বলা হয়, তোমরা এস আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়।

مُّسْتَكْبِرُوْنَ﴿۵﴾

আর তুমি তাদের দেখবে যে, তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ﴿۶﴾

(৬) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, দু'টিই সমান। আল্লাহ কখনোই ওদের ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ﴿۷﴾

(৭) ওরা তো তারাই যারা বলে, আল্লাহ্র রাসূলের নিকট যারা থাকে, তাদের জন্য কোন ব্যয় করো না যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে চলে যায়। অথচ আসমান ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার সমূহ আল্লাহ্রই অধিকারে। কিন্তু মুনাফিকরা এটা বুঝে না।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴿۸﴾ ع

(৮) তারা বলে, আমরা যদি মদীনায় ফিরতে পারি, তাহ'লে নিশ্চয়ই সম্মানিতরা নিকৃষ্টদের সেখান থেকে বের করে দেবে। অথচ সম্মান তো কেবল আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। **(রুকূ ১)**

তাফসীর :

(১) إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ 'যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল'। الْمُنَافِقُونَ অর্থ 'কপট বিশ্বাসীগণ'। نَافَقَ يُنَافِقُ نِفَاقًا ومُنافقةً অর্থ 'কপটতা'। نَافَقَ فِي دِينِهِ অর্থ إِظْهَارُ الإِيْمَانِ بِاللِّسَانِ و إِبِطَانُ الْكُفْرِ فِي الْقَلْبِ 'মুখে ঈমান যাহির করা ও হৃদয়ে কুফরী লুকিয়ে রাখা'। نَافَقَ الْيَرْبُوعُ 'জংলী ইঁদুর গর্তে লুকিয়েছে' *(মিছবাহুল লুগাত)*। মুনাফিকরা তেমনি ইঁদুরের মত। যারা ভিতরে মিথ্যা লুকিয়ে রেখে বাইরে সততা যাহির করে।

আলোচ্য আয়াতে إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ-এর সঠিক অর্থ হবে 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'। এখানে إِنَّ ও لَكَاذِبُونَ দু'বার নিশ্চয়তাবোধক অব্যয় এনে মুনাফিকরা যে নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী, সেটা বুঝানো হয়েছে। উপরন্তু একথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। অতএব মুনাফিকদের মিথ্যাবাদী হওয়ার ব্যাপারে যেন

ঈমানদারগণের মধ্যে কোন সংশয় না থাকে। আর সেকারণেই আল্লাহ বলেছেন, إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন’ *(নিসা ৪/১৪০)*।

মুনাফিকরা তাদের সাক্ষ্যদানের বিষয়টি তাদের মুখের ও অন্তরের বলে বুঝাতে চেয়েছে। কিন্তু তার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, ‘তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী’। অর্থাৎ তাদের মুখের কথা ও অন্তরের কথা এক হওয়ার দাবীতে তারা মিথ্যাবাদী। দুই সাক্ষ্যের মাঝে ‘আল্লাহ জানেন যে, তুমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল’ কথা বলার উদ্দেশ্য হ’ল, তাদের সাক্ষ্য সত্য হওয়ার ধারণাটুকুও নাকচ করে দেওয়া *(কাশশাফ)*। একইরূপ সামঞ্জস্য বর্ণিত হয়েছে, সূরা হুজুরাত ১৪ আয়াতে। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوآ أَسْلَمْنَا ‘মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল তোমরা ঈমান আনোনি। বরং তোমরা বল আমরা মুসলমান হয়েছি’ *(হুজুরাত ৪৯/১৪)*। এখানে সামঞ্জস্যশীল বক্তব্য হ’ত قُلْ لاَ تَقُوْلُوا آمَنَّا وَلَكِنْ قُوْلُوا أَسْلَمْنَا ‘তুমি বল, তোমরা বলোনা যে, আমরা ঈমান এনেছি, বরং বল যে, আমরা মুসলিম হয়েছি’। কিন্তু তার স্থলে لَمْ تُؤْمِنُوا ‘তোমরা ঈমান আনোনি’ বলা হয়েছে, তাদের দাবীকে প্রথমেই মিথ্যা বলে নাকচ করার জন্য *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। এখানে তাদেরকে كَذَبْتُمْ ‘তোমরা মিথ্যা বলেছ’ না বলে لَمْ تُؤْمِنُوا ‘তোমরা ঈমান আনোনি’ বলার মধ্যে সুন্দর শিষ্টাচার বজায় রাখা হয়েছে।

(২) اِتَّخَذُوآ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ‘তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে’। অত্র আয়াতে মুনাফিকদের প্রধান চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, তারা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে রাখত। যদিও তারা কসম করে বলত যে, তারা মুমিনদের সাথে আছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَآءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، ‘আর মুসলমানেরা বলবে, আরে এরাই তো তারা যারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করত যে তারা তোমাদের সাথেই আছে’ *(মায়েদাহ ৫/৫৩)*। কিন্তু কোন ঝুঁকি এলে তারা পালায় এবং সেজন্য কসম দিয়ে মিথ্যা অজুহাত পেশ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ– ‘সত্বর ওরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে যে, সাধ্যে কুলালে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বের হ’তাম। এভাবে (শপথ করে) তারা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করে। অথচ আল্লাহ জানেন যে ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী’ *(তওবা ৯/৪২)*। তিনি আরও

يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ– বলেন, 'তোমাদের খুশী করার জন্য তারা তোমাদের কাছে এসে আল্লাহ্র নামে শপথ করে। বস্তুতঃ যদি তারা (সত্যিকারের) মুমিন হয়ে থাকে, তাহ'লে খুশী করার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলই বেশী হকদার (অতএব তাদেরকেই তারা খুশী করুক)' *(তওবা ৯/৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ– 'মুনাফিকের আলামত তিনটি। (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন সে ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং (৩) আমানত রাখা হ'লে খেয়ানত করে'।[৪৭৮] তিনি আরও বলেন, أَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا؛ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ– 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খালেছ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর একটা থাকবে তার মধ্যে মুনাফেকীর একটা স্বভাব থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। সে চারটি হ'ল : (১) যখন তার নিকটে কিছু আমানত রাখা হয়, সে খেয়ানত করে (২) যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে (৩) যখন সে ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে (৪) যখন সে ঝগড়া করে, অশ্লীল কথা বলে বা অশ্লীল আচরণ করে'।[৪৭৯]

(৩) فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ 'তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে' অর্থাৎ তাদের অন্তরগুলি সত্য গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তাদের অন্তরগুলিকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত হয়ে গেছে *(ক্বাসেমী)*।

(৪) كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ 'তারা যেন দেওয়ালে লাগানো কাষ্ঠ সমূহের ন্যায়'। যাদের নিজ ক্ষমতায় দাঁড়ানোর শক্তি নেই। ভৌত কাঠামো নির্মাণের জন্য দেওয়ালে যেসব সুন্দর তক্তা বা কাঠ ব্যবহার করা হয়, এগুলির কোন পৃথক গুরুত্ব নেই। মুনাফিকদের সুন্দর দেহগুলিকে এসব সুন্দর কাঠের সঙ্গে তুলনা করার কারণ হ'ল এরা ঐসব কাঠের মত প্রাণহীন। এরা কিছু শোনে না বা বুঝে না। এরা স্রেফ দেহ সর্বস্ব কিছু মানুষ, যাদের মধ্যে কোন জ্ঞান নেই। সত্য-মিথ্যা বুঝার যোগ্যতা নেই *(কুরতুবী)*। এরা এতই ভীতু যে, কোন শোরগোল হ'লেই ভাবে, এটা তাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে। ঐ বুঝি তাদের মুনাফেকী ধরা পড়ে গেল।

هُمُ الْعَدُوُّ 'ওরা শত্রু' বলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মুমিনদের বিরুদ্ধে মুনাফিকরা স্রেফ শত্রু। ওদের তওবা করার সুযোগ নেই। অতএব ওদের থেকে মুমিনরা সাবধান। ওরা হীন স্বার্থের জন্য সবার সাথে খাতির রাখে ও দিশেহারার মত ঘুরে বেড়ায়।

---

৪৭৮. বুখারী হা/৩৩; মুসলিম হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৫, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৪৭৯. বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮; মিশকাত হা/৫৬, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে।

(৭) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا 'ওরা তো তারাই যারা বলে, আল্লাহ্র রাসূলের নিকট যারা থাকে, তাদের জন্য কোন ব্যয় করো না যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে চলে যায়'। হাতেম আল-আছামকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথা থেকে খান? জবাবে তিনি পাঠ করেন, وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ 'আল্লাহ্র অধিকারেই রয়েছে আসমান ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার সমূহ'। জুনায়েদ বাগদাদী বলেন, خَزَآئِنُ السَّمَوَاتِ الْغُيُوبُ وَخَزَآئِنُ الْأَرْضِ الْقُلُوبُ، فَهُوَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ وَمُقَلِّبُ الْقُلُوبِ– 'নভোমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডারসমূহ অজানা। ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার হ'ল হৃদয় সমূহ। আল্লাহ হ'লেন সকল অদৃশ্যের জ্ঞাতা ও হৃদয় সমূহের পরিবর্তনকারী'। শিবলী বলেন, وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ 'নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডারসমূহ আল্লাহ্র। তাহ'লে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' *(কুরতুবী)*।

(৮) يَقُولُونَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ 'তারা বলে, আমরা যদি মদীনায় ফিরতে পারি, তাহ'লে নিশ্চয়ই সম্মানিতরা নিকৃষ্টদের সেখান থেকে বের করে দেবে'। উপরে বর্ণিত ১-৮ আয়াতগুলির সবই মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মুনাফেকী আচরণের বিষয়ে নাযিল হয়। এছাড়াও তারা এ সময় মা আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে কলঙ্ক রটিয়ে ইফকের ঘটনা ঘটায়। যার বিরুদ্ধে সূরা নূর ১১-২০ মোট ১০টি আয়াত নাযিল হয়। ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এসব ঘটনা ঘটে।[৪৮০]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

(৯) হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে ফেলে। যারা সেটা হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾

(১০) আর আমরা তোমাদেরকে যে রূযী দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ কর তোমাদের কারু মৃত্যু আসার আগেই। যাতে সে না বলে, হে আমার পালনকর্তা! যদি তুমি আমাকে স্বল্পকাল অবকাশ দিতে, তাহ'লে আমি ছাদাক্বা করতাম ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম।

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۗ وَاللّٰهُ

(১১) আর কখনোই আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না যখন তার (মৃত্যুর) নির্ধারিত

৪৮০. বিস্তারিত বিবরণ দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৪২৯ পৃ. 'বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ'।

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ⑪ সময়কাল এসে যাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত।

(রুকূ ২)

তাফসীর :

(৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে ফেলে'। এখান থেকে মুমিনদের সাবধান করা হয়েছে যেন মুনাফিকদের বস্তুবাদী স্বভাব তাদের মধ্যে প্রবেশ না করে। কেননা মুনাফিকরা হয় দুনিয়া পূজারী। আর মুমিনরা হয় আখেরাত পূজারী। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا– 'একজন বান্দার হৃদয়ে কখনো কৃপণতা ও ঈমান একত্রিত হয় না'।[৪৮১] হয় সে কৃপণ হবে, নয় সে ঈমানদার হবে। ঈমানদার কখনো কৃপণ হবে না এবং কৃপণ কখনো ঈমানদার হবে না। কেননা ঈমানদার সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে। ধন-সম্পদ বা সন্তানের মায়া তাকে আল্লাহ্র উপর ভরসা থেকে ফিরাতে পারে না।

(১০) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ 'আর আমরা তোমাদেরকে যে রূযী দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ কর তোমাদের কারু মৃত্যু আসার আগেই'। একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ– لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ– 'অবশেষে যখন তাদের কারু কাছে মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠান'। 'যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি করিনি। কখনই নয়। এটা তো তার একটি (বৃথা) উক্তি মাত্র যা সে বলে। বরং তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০০)*।

لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، 'হে আমার পালনকর্তা! যদি তুমি আমাকে স্বল্পকাল অবকাশ দিতে, তাহ'লে আমি ছাদাক্বা করতাম ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম'। لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي বাক্যের لَوْلاَ এখানে تَمَنِّى বা আকাঙ্খা অর্থে এসেছে। فَأَصَّدَّقَ উক্ত আকাঙ্খার জবাব হিসাবে এসেছে। সেকারণ শেষ অক্ষর যবর যুক্ত হয়েছে। অর্থ أَصَّدَّقَ 'আমি ছাদাক্বা দিতাম'।

৪৮১. নাসাঈ হা/৩১১০; আহমাদ হা/৯৬৯১; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩২৫১; মিশকাত হা/৩৮২৮, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِينَ– ‘আর আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ’তাম’। ক্রিয়াটি পূর্বের ক্রিয়ার উপর সংযুক্ত (عطف) হয়েছে। অর্থাৎ একটু অবকাশ পেলে আমি ছাদাক্বা দিতাম ও সৎকর্মশীল হ’তাম। বস্ততঃ এটাই সত্য যে, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে সুপথ দেখাবার কেউ থাকে না। যেমন অন্যত্র এসেছে, مَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ‘যাকে আল্লাহ বিপথগামী করেন, তাকে সুপথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই’ *(আ‘রাফ ৭/১৮৬)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াতটি মুমিনদের জন্য খুবই কঠিন। কেননা প্রকৃত মুমিন কখনোই জান্নাতের ভোগ-বিলাস ছেড়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না *(কুরতুবী)*। তবে শহীদ ব্যতীত। কেননা তারা জান্নাতে শহীদদের উচ্চ মর্যাদা দেখে পুনরায় পৃথিবীতে এসে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে শহীদ হতে চাইবেন।[৪৮২]

অত্র আয়াতে একটি মৌলিক বিষয়ের পথ নির্দেশনা রয়েছে যে, রূযীর মালিক আল্লাহ, বান্দা নয়। আল্লাহ হ’লেন রূযী সৃষ্টিকারী ও বণ্টনকারী। বান্দা হ’ল রূযী অন্বেষণকারী ও ব্যবহারকারী। তার পরীক্ষা হবে এখানেই যে, সে আল্লাহ্র দেওয়া রূযী আল্লাহ্র বিধান মতে উপার্জন ও ব্যয় করছে কি-না। এই পরীক্ষার উপরেই এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র রহমতের উপরেই তার জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভর করে। আয়াতের শেষে সাবধান করা হয়েছে যে, রূযীর মোহে যেন তোমরা আল্লাহকে ভুলে যেয়ো না। তাহ’লে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(১১) وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ‘আর কখনোই আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না যখন তার (মৃত্যুর) নির্ধারিত সময়কাল এসে যাবে’। এখানে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহকে ভুলো না। কেননা বান্দা সর্বদা পরীক্ষারত ছাত্রের ন্যায় থাকে। ভুল করলেই সে ফেল করবে। অতএব মৃত্যু আসার আগেই পরকালের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা বুদ্ধিমানের কাজ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিচক্ষণ মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ– ‘যারা মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হ’ল বিচক্ষণ’।[৪৮৩]

॥ সূরা মুনাফিকূন সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة المنافقون، فلله الحمد والمنة

---

৪৮২. বুখারী হা/২৮১৭; মুসলিম হা/১৮৭৭; মিশকাত হা/৩৮০৩ ‘জিহাদ’ অধ্যায়, আনাস (রাঃ) হ’তে।
৪৮৩. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯; ছহীহাহ হা/১৩৮৪, ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে।

সূরা তাগাবুন (লাভ-ক্ষতি)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা তাহরীম ৬৬/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৬৪; পারা ২৮; রুকূ ২; আয়াত ১৮; শব্দ ২৪২; বর্ণ ১০৬৬।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ①

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ②

(২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ③

(৩) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর সুন্দরতম করেছেন তোমাদের আকৃতি সমূহকে। আর তাঁর দিকেই রয়েছে সব কিছুর প্রত্যাবর্তন।

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ④

(৪) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ের বিষয়ে সম্যক অবহিত।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ، فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ⑤

(৫) তোমাদের নিকট কি তাদের খবর পৌঁছেনি যারা ইতিপূর্বে কুফরী করেছিল? অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করেছিল। আর তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

(৬) এটি একারণে যে, তাদের নিকট তাদের

فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا؟ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا، وَاسْتَغْنَى اللهُ ط وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ٦

রাসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ নিয়ে আগমন করলে তারা বলত, মানুষ কি আমাদের পথ দেখাবে? অতঃপর তারা তাদের প্রত্যাখ্যান করত ও মুখ ফিরিয়ে নিত। অথচ আল্লাহ তাদের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ٧

(৭) কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বল, আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আর সেটি আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।

فَاٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ط وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٨

(৮) অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যে জ্যোতি আমরা নাযিল করেছি, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ، ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٩

(৯) (স্মরণ কর) যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিন। আর সেটি হবে লাভ-ক্ষতির দিন। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হ'ল মহা সফলতা।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ، اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ١٠ ع

(১০) পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করে ও আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর কতই না মন্দ সেই ঠিকানা। **(রুকূ ১)**

তাফসীর :

(১) يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ 'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে'। 'পবিত্রতা বর্ণনা' অর্থ যাবতীয় শরীক হ'তে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা। সৃষ্টি ও বিধানের সকল পর্যায়ে আল্লাহ শরীকহীন, তিনি এক ও অমুখাপেক্ষী। তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। একথার সাক্ষ্যদাতা ও প্রতি মুহূর্তে এর বর্ণনা দাতা হ'ল পুরা সৃষ্টি জগত।

(২) فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন' বলার মধ্যে একটি মৌলিক দর্শনের সন্ধান রয়েছে যে, আল্লাহ কাফের-মুমিন এবং কুফর ও ঈমান সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু বান্দা তার ইচ্ছামত কুফর বা ঈমানকে বেছে নেয় ও সেমতে সে কাজ করে। যেটি আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 'আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সবই দেখেন'। আর সে হিসাবে তার পুরস্কার ও শাস্তি হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا– 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহ্র ৭৬/৩)*। তবে সবকিছুই হয় ক্বাযা ও ক্বদর তথা আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী এবং সবই হয় তাঁর জ্ঞাতসারে। তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর জানার বাইরে বান্দা কিছুই করতে পারে না। এই সঠিক বিশ্বাস থাকলে অদৃষ্টবাদ ও অদৃষ্টকে অস্বীকারের ভ্রান্তি থেকে মানুষ নিরাপদ থাকবে। এই বিশ্বাস থাকলে বান্দা আনন্দে দিশেহারা হবেনা বা ব্যর্থতায় হতাশ হবেনা। আল্লাহ বলেন, مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ– لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ– 'পৃথিবীতে বা তোমাদের জীবনে এমন কোন বিপদ আসে না, যা তা সৃষ্টির পূর্বে আমরা কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ'। 'যাতে তোমরা যা হারাও তাতে হতাশ না হও এবং যা তিনি তোমাদের দেন, তাতে উল্লসিত না হও। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(হাদীদ ৫৭/২২-২৩)*। তিনি বলেন, قُلْ لَنْ يُّصِيبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ– 'তুমি বল, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব আল্লাহ্র উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত' *(তওবা ৯/৫১)*।

আল্লাহ এখানে কেবল কাফের ও মুমিন বলেছেন, কিন্তু ফাসেক বলেননি। কারণ ফাসেকদের বিষয়টি উক্ত বক্তব্যের মধ্যেই বুঝা যায়। আল্লাহ মুমিন ও কাফের বলে

ঈমান ও কুফরের দুই প্রান্তসীমাকে বুঝিয়েছেন। মধ্যবর্তী ফাসেকী অবস্থাকে উহ্য রেখেছেন *(কুরতুবী)*।

ঈমান ও কুফরের স্তর বিন্যাস পাপ ও পুণ্যের কম-বেশীর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এর আলোকেই ছগীরা ও কবীরা গুনাহ সাব্যস্ত হয়। যা তওবার মাধ্যমে মাফ হয়। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ؛ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ 'যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোট-খাট পাপ ব্যতীত; (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী' *(নাজম ৫৩/৩২)*। সেকারণ জান্নাতে ও জাহান্নামেও স্তর বিন্যাস রয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সর্বোচ্চ জান্নাত হিসাবে জান্নাতুল ফেরদাঊস প্রার্থনা করতে বলেছেন।[৪৮৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, -شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي 'আমার শাফা'আত হবে আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য'।[৪৮৫] খারেজী ও মু'তাযেলীগণ কবীরা গুনাহগার মুমিনদের জন্য শাফা'আতকে অস্বীকার করেন। কেননা তাদের মতে কবীরা গুনাহগার মুমিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী'।[৪৮৬] তারা মানুষকে কেবল মুমিন ও কাফের দুই ভাগে ভাগ করেন। মধ্যবর্তী ত্রুটিপূর্ণ ঈমানদার তথা ফাসেক মুমিনদেরকে কাফের বলেন। উক্ত চরমপন্থী আক্বীদার লোকদের মাধ্যমেই ইসলামের নামে জঙ্গীবাদের উদ্ভব ঘটেছে। অন্যদিকে মুরজিয়াদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়, সেহেতু কবীরা গোনাহ তাদের ঈমানের কোন ক্ষতি করবেনা।[৪৮৭] এই আক্বীদায় বিশ্বাসীরা দ্বিধাহীন ভাবে কবীরা গোনাহ করে যায়। সেকারণ এদেরকে 'শৈথিল্যবাদী' বলা হয়। মুসলিম উম্মাহ উপরোক্ত দুই ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। অথচ সঠিক আক্বীদা এই যে, কবীরা গোনাহগার মুমিন ঈমান হ'তে খারিজ নয়। সে তওবা না করে মারা গেলেও স্থায়ীভাবে জাহান্নামী নয়। কেননা আল্লাহ পাক চাইলে শিরক ব্যতীত বান্দার যেকোন গুনাহ মাফ করতে পারেন *(নিসা ৪/৪৮)*। এটাই হ'ল আহলে সুন্নাত আহলেহাদীছের মধ্যপন্থী ও সঠিক আক্বীদা।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মু'তাযেলী মুফাসসির আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) বলেন, فَمِنْكُمْ آتٍ بِالْكُفْرِ وَفَاعِلٌ لَهُ وَمِنْكُمْ آتٍ بِالْإِيمَانِ وَفَاعِلٌ لَهُ 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী নিয়ে আগমন করে ও তার জন্য সে কাজ করে। আর তোমাদের

---

৪৮৪. তিরমিযী হা/২৫৩১; মিশকাত হা/৫৬১৭, উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে; মুসলিম হা/২৮৪৫; মিশকাত হা/৫৬৭১, সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে।

৪৮৫. আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; মিশকাত হা/৫৫৯৮, 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা' অধ্যায়, 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ; হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে।

৪৮৬. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস, (রাজশাহী, প্রকাশকাল ১৯৯৬ খৃ.) ১০৭ পৃ.; গৃহীত : ইবনু তায়মিয়াহ, আক্বীদাহ ওয়াসিত্বিইয়াহ-শরহ ১৫০ পৃ.।

৪৮৭. ঐ, থিসিস ১০৫ পৃ.।

মধ্যে কেউ ঈমান নিয়ে আগমন করে ও তার জন্য সে কাজ করে'। তিনি বলেন, فَمَا أَجْهَلَ مَنْ يَّمْزُجُ الْكُفْرَ بِالْخَلْقِ وَيَجْعَلُهُ مِنْ جُمْلَتِهِ، وَالْخَلْقُ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ، وَالْكُفْرُ أَعْظَمُ كُفْرَانٍ مِّنَ الْعِبَادِ لِرَبِّهِمْ سُبْحَانَهُ– 'তার চেয়ে বড় মূর্খ আর কে আছে, যে কুফরকে সৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রিত করে এবং একে তার মধ্যে শামিল করে? অথচ 'সৃষ্টি' হ'ল বান্দার উপর আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এবং 'কুফর' হ'ল বান্দার পক্ষ হ'তে আল্লাহ্র প্রতি সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা' *(কাশশাফ)*।

উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি আহলে সুন্নাতের আক্বীদাকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছের বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল, কুফরী সহ বান্দার স্বেচ্ছাকৃত ভাল-মন্দ সকল কর্মের মূল স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। আর বান্দা হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত কর্মশক্তির ভাল-মন্দ প্রয়োগের ফলাফল অর্জনকারী *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ– 'আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৬)*। চাই সে কর্ম ভাল হৌক বা মন্দ হৌক। ভাল করলে ভাল ফল পাবে এবং মন্দ করলে মন্দ ফল পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ– 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের নিকট দায়বদ্ধ' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩৮)*। তিনি বলেন, 'আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত'। 'আর তার কর্ম অচিরেই দেখা হবে' *(নাজম ৫৩/৩৯-৪০)*। এটা না থাকলে আল্লাহ কেবল ভাল-র স্রষ্টা হবেন। মন্দের স্রষ্টা আরেকজনকে মানতে হবে। যা স্পষ্ট শিরক।

(৩) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 'তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর সুন্দরতম করেছেন তোমাদের আকৃতি সমূহকে'। এখানে بِالْحَقِّ 'যথাযথভাবে' অর্থ 'সত্য সহকারে, যাতে কোন সন্দেহ নেই'। অনেক বিদ্বান এর ব্যাখ্যা করেছেন, لِلْحَقِّ অর্থ 'ভাল-মন্দ কর্মের যথাযথ বদলা দেওয়ার জন্য' *(কুরতুবী)*।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 'এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর সুন্দরতম করেছেন তোমাদের আকৃতি সমূহকে' অর্থ আল্লাহ আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। তিনি বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 'অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে' *(তীন ৯৫/৪)*। প্রত্যেক সৃষ্টিকেই আল্লাহ পৃথক পৃথক সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এর পরেও তিনি মানুষকে 'সুন্দরতম' করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং ভিতর ও বাহির

Contents

সার্বিকভাবে মানুষকে আল্লাহ অন্য সকল সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً– 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর আমরা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(ইসরা ১৭/৭০)*।

আলোচ্য আয়াতে জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের জন্য সূক্ষ্ম চিন্তার খোরাক রয়েছে। আর সেকারণেই আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ– 'আর সে আমাদের সম্পর্কে নানাবিধ উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি বিষয়ে ভুলে যায়। সে বলে, কে হাড্ডিগুলিকে জীবিত করবে যখন তা পচে-গলে যাবে?' *(ইয়াসীন ৩৬/৭৮)*।

(৬) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ 'এটি এ কারণে যে তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ নিয়ে আগমন করলে তারা বলত, মানুষ কি আমাদের পথ দেখাবে?' তারা মানুষকে রাসূল মানতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু পাথরকে উপাস্য মানতে অস্বীকার করেনি *(কাশশাফ)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন যুগেই মানুষ মানুষকে নবী হিসাবে মানতে চায়নি। বরং ফেরেশতা নবী চেয়েছে। এ যুগেও অনেকেও সেটা মানতে চায় না বলেই শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'মানুষ নবী' না বলে 'নূরের নবী' ধারণা করে। একইভাবে মানুষ কোন হকপন্থী আলেমকে মানতে চায় না। বরং বিদ'আতী আলেমদের অনুসরণ করে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থ ছেড়ে কথিত কাশফ ও কারামতের প্রতি তাদের ভক্তি ও আনুগত্য বেশী।

وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ، 'তারা মুখ ফিরিয়ে নিত। অথচ আল্লাহ তাদের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন'। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, يُوهِمُ وُجُودَ التَّوَلِّي وَالاسْتِغْنَاءِ مَعًا، وَاللهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ غَنِيًّا. قُلْتُ: مَعْنَاهُ: وَظَهَرَ اسْتِغْنَاءُ اللهِ حَيْثُ لَمْ يُلْجِئْهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ وَلَمْ يَضْطَرُّهُمْ إِلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ– 'তারা মুখ ফিরিয়ে নিত। অথচ আল্লাহ তাদের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন' এক সাথে বলা হয়েছে। অথচ আল্লাহ সর্বদা বেপরোয়া'। এর অর্থ হ'ল, আল্লাহ বেপরোয়া এজন্য যে, তিনি তাদেরকে ঈমানের দিকে বাধ্য করেননি। যদিও এর ক্ষমতা তাঁর রয়েছে'। এটিও যামাখশারীর আক্বীদা অনুযায়ী ব্যাখ্যা। আর তা এই যে, আল্লাহ কুফরী বা কোন মন্দ সৃষ্টি করেননা। যা ভুল। বরং সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তাদের জন্য ঈমান ও ঈমানের ক্ষমতা সৃষ্টি

করেননি। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্র উক্ত ক্ষমতা রয়েছে *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*। আল্লাহ ভাল ও মন্দ সবকিছুর একক সৃষ্টিকর্তা। তাঁর কোন শরীক নেই।

(৭) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، 'কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বল, নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আর সেটি আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ' *(তাগাবুন ৬৪/৭)*।

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا 'কাফেররা ধারণা করে'। এখানে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করার বিষয়টি স্রেফ ধারণা মাত্র। আর ধারণা হ'ল মিথ্যার শামিল। কাযী শুরাইহ বলেন, "لِكُلِّ شَيْءٍ كُنْيَةٌ وَكُنْيَةُ الْكَذِبِ "زَعَمُوا প্রত্যেক বস্তুর উপনাম রয়েছে। আর মিথ্যার উপনাম হ'ল, ধারণা' *(ফাৎহুল ক্বাদীর)*। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا؛ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا؛ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ- 'ওদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সকল বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত' *(ইউনুস ১০/৩৬)*।

আলোচ্য আয়াতে لَتُبْعَثُنَّ 'তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে' অর্থ স্ব স্ব কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে *(ত্বাবারী, কুরতুবী, শাওকানী)*। এটি কবর আযাবের অন্যতম দলীল।

ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ 'অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে'। এখানে بِمَا عَمِلْتُمْ 'তোমাদের কৃতকর্ম' বলতে বড়-ছোট সকল প্রকার সৎকর্ম ও অসৎ কর্ম বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ- 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে'। 'আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। তিনি আরও বলেন, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا؛ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، 'অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতঙ্কগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না' *(কাহফ ১৮/৪৯)*।

بَعْثُكُمْ وَمُجَازَاتُكُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ– 'আর সেটি আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ' অর্থ 'তোমাদের পুনরুত্থান ও ফলাফল প্রদান' *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، 'তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ' *(রূম ৩০/২৭)*। তিনি আরও বলেন, إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا؛ وَعْدَ اللهِ حَقًّا، إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ؛ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ؛ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ– 'তোমাদের সবাইকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন। যাতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিদান দিতে পারেন। আর যারা কাফের তাদের জন্য থাকবে তপ্ত পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের অবিশ্বাসের ফল হিসাবে' *(ইউনুস ১০/৪)*।

(৮) فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا 'অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যে জ্যোতি আমরা নাযিল করেছি, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর'। এখানে النُّورُ বা 'জ্যোতি' বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষ মূর্খতার অন্ধকার থেকে সত্যের আলোর সন্ধান পায় *(কুরতুবী)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا– 'হে মানব জাতি! তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে অকাট্য প্রমাণ এসে গেছে এবং তোমাদের প্রতি আমরা নাযিল করেছি উজ্জ্বল জ্যোতি' *(নিসা ৪/১৭৪)*। তিনি আরও বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ– 'এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে অন্ধকার হ'তে আলোর দিকে বের করে আনতে পার, তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে; মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে' *(ইব্রাহীম ১৪/১)*।

(৯) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ '(স্মরণ কর) যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিন। আর সেটি হবে লাভ-ক্ষতির দিন'। لِيَوْمِ الْجَمْعِ অর্থ 'একত্রিত করার দিন'। এর দ্বারা ক্বিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ– 'ওটা এমন একটা দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হ'ল সকলের উপস্থিত হওয়ার দিন'

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ- لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ- *(হূদ ১১/১০৩)*। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ‘বলে দাও! নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ’। ‘সবাই সমবেত হবে একটি নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন)’ *(ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৪৯-৫০)*। সেখান থেকে يَوْمُ التَّغَابُنِ অর্থ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ‘ক্বিয়ামতের দিন’। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটি ক্বিয়ামত দিবসের অন্যতম নাম’ *(ইবনু কাছীর)*। سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَغْبِنُونَ فِيْهِ أَهْلَ النَّارِ، أو لِأَنَّهُ يَوْمٌ تَبَادَلَ الْإِتِّهَامُ بَيْنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ- ‘উক্ত নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, ঐদিন জান্নাতীগণ জাহান্নামীদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অথবা অহংকারীগণ ও দুর্বলগণের মধ্যে পরস্পরে অপবাদ বিনিময় হবে’। যেমন আল্লাহ বলেন, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ- ‘তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের (উপহাস করে) বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সবই আমরা যথার্থভাবে পেয়েছি। এখন তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া প্রতিশ্রুতি যথার্থভাবে পেয়েছ? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয় দলের মধ্যে ঘোষণা করে বলবে, যালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাৎ’ *(আ‘রাফ ৭/৪৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَآءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ- ‘যখন তারা জাহান্নামে পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা অহংকারীদের বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। এক্ষণে তোমরা কি আমাদের থেকে আগুনের কিছু অংশ বহন করবে?’ ‘অহংকারীরা বলবে, আমরা তো সবাই এখন জাহান্নামে আছি। আর আল্লাহ তো তার বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দিয়েছেন’ *(মুমিন/গাফের ৪০/৪৭-৪৮)*।

الْغَبْنُ অর্থ النَّقْصُ ‘ক্ষতি’। غَبَنَهُ غَبْنًا إِذَا أَخَذَ الشَّيْءَ مِنْهُ بِدُونِ قِيمَتِهِ- ‘যখন কারু কাছ থেকে মূল্য ছাড়াই বস্তু নেওয়া হয়। এতে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ক্রেতা লাভবান হয়’ *(কুরতুবী)*। ক্বিয়ামতের দিনকে পরস্পরে লাভ-ক্ষতির দিন এজন্য বলা হয়েছে যে, সেদিন জান্নাতীরা দুনিয়া ত্যাগের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে এবং জাহান্নামীরা আখেরাত ত্যাগের বিনিময়ে জাহান্নামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটি ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতির

ন্যায়। এর ব্যাখ্যা আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন আলোচ্য ৯ ও ১০ আয়াতে *(ইবনু কাছীর)*। তাছাড়া এদিনকার দৃশ্যের বাস্তব বাণীচিত্র অংকিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে।-

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوآ إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوآ إِنَّ هَؤُلَآءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَآ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)-

‘নিশ্চয়ই যারা পাপী, তারা (দুনিয়ায়) বিশ্বাসীদের উপহাস করত’ *(২৯)*। ‘যখন তারা তাদের অতিক্রম করত, তখন তাদের প্রতি চোখ টিপে হাসতো’ *(৩০)*। ‘আর যখন তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত’ *(৩১)*। ‘যখন তারা বিশ্বাসীদের দেখত, তখন বলত নিশ্চয়ই ওরা পথভ্রষ্ট’ *(৩২)*। ‘অথচ তারা বিশ্বাসীদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরিত হয়নি’ *(৩৩)*। ‘পক্ষান্তরে আজকের দিনে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের দেখে হাসবে’ *(৩৪)*। ‘উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে’ *(৩৫)*। ‘অবিশ্বাসীরা যা করত, তার প্রতিফল তারা পেয়েছে তো?’ *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৯-৩৬)*।

(১০) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ‘পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করে ও আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী’। এখানে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারাই আল্লাহ্র আয়াতসমূহে অবিশ্বাস করবে, তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। সন্দেহবাদী ও কপটবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের পর্যায়ভুক্ত। অতএব মুসলিম নামধারীরা সাবধান।

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ‘আর কতই না মন্দ সেই ঠিকানা’। صارَ يَصِيْرُ صَيْرًا وصَيْرورةً ومَصِيرًا، الْمَوْضِعُ الَّذِي يَصِيرُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ النَّارُ অর্থ بِئْسَ الْمَصِيرُ এক্ষণে صَارَ إِلَيْهِ اَيْ رَجَعَ- ‘ঐস্থান যেখানে তারা পৌঁছবে। আর সেটি হ’ল জাহান্নাম’ *(কুরতুবী)*। بِئْسَ মন্দ সূচক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যার দ্বারা সম্বন্ধিত ব্যক্তি বা বস্তুর মন্দ বর্ণনা করা হয়।

مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

(১১) কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ।

وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

(১২) তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি

www.ahlehadeethbd.org

فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾	তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে আমাদের রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।
اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾	(১৩) আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব বিশ্বাসীদের উচিৎ আল্লাহ্র উপর ভরসা করা।
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾	(১৪) হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে। অতএব তাদের থেকে সাবধান হও! আর যদি তোমরা তাদের মার্জনা কর ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর ও ক্ষমা কর, তাহ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।
اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾	(১৫) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা মাত্র। আর আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে মহা পুরস্কার।
فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾	(১৬) অতএব তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর কথা শোন ও মান্য কর এবং (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা তাদের হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।
اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾	(১৭) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সেটি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল।
عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾	(১৮) তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু জানেন। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(১১) مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ 'কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে

পরিচালিত করেন’। অত্র আয়াতে ক্বাযা ও ক্বদর সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। যে বিষয়ে ২ আয়াতের তাফসীরে আলোচিত হয়েছে।

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তাক্বদীরে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তার অন্তরকে প্রশান্ত করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَجَبًا لِّأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّآءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّآءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ– ‘মুমিনের জন্য বিস্ময়কর এই যে, তার সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর এটি মুমিন ব্যতীত অন্য কারু জন্য হয় না। যদি তাকে আনন্দ স্পর্শ করে, সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি মন্দ স্পর্শ করে এবং তাতে সে ছবর করে ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, সেটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়’।[৪৮৮]

পক্ষান্তরে যারা প্রকৃত মুমিন নয় এবং তাক্বদীরে বিশ্বাসী নয়, তারা বিপদে পড়লে ঈমান ও ইসলামকে দোষারোপ করে। যেভাবে মূসার আমলে ফেরাঊনীরা মূসা ও তার ঈমানদার অনুসারীদের দায়ী করত *(আ‘রাফ ৭/১৩১)*। একইভাবে শেষনবীর আমলে মুনাফিকরা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের দায়ী করত। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘তুমি ঐ লোকদের দেখোনি, যাদেরকে (মক্কায়) বলা হয়েছিল তোমরা হস্ত সংযত রাখ এবং ছালাত আদায় কর ও যাকাত প্রদান কর। কিন্তু পরে যখন (মদীনায়) তাদের উপর জিহাদ ফরয করা হ’ল, তখন তাদের একটি দল মানুষকে ভয় করল, যেমন আল্লাহকে ভয় করা হয় কিংবা তার চাইতেও বেশী। তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আপনি আমাদের উপর জিহাদ ফরয করলেন? কেন আপনি আমাদেরকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলেন না? তুমি বলে দাও যে, দুনিয়ার সম্পদ তুচ্ছ। আর আল্লাহভীরুদের জন্য আখেরাতই উত্তম। সেদিন তোমরা সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না’। ‘তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। অতএব ঐ লোকদের কি হ’ল যে, ওরা যেন কোন কথাই বুঝতে চায় না?’ *(নিসা ৪/৭৭-৭৮)*।

এইসব সুবিধাবাদী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ؛ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ– ‘লোকদের মধ্যে কেউ কেউ (অর্থাৎ কপট বিশ্বাসী ও সুবিধাবাদীরা) আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। তাকে কল্যাণ স্পর্শ করলে শান্ত হয় এবং বিপর্যয় স্পর্শ করলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সেটাই হ’ল সুস্পষ্ট ক্ষতি’ *(হাজ্জ ২২/১১)*। তিনি বলে দিয়েছেন, مَآ أَصَابَكَ مِنْ

৪৮৮. মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭, ছুহায়েব রূমী (রাঃ) হ’তে।

Contents

حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ– 'তোমার যে কল্যাণ হয়, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। আর যে অকল্যাণ হয়, তা তোমার (কর্মের) ফলে হয়' *(নিসা ৪/৭৯)*। এখানে مِنْ نَّفْسِكَ অর্থ مِنْ عَمَلِكَ 'তোমার কর্মের ফলে' *(ইবনু কাছীর)*। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَآ أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ 'তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল' *(শূরা ৪২/৩০)*। কেননা আল্লাহ বান্দার অকল্যাণ চান না। তিনি বলেন, وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 'আর তিনি তার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতায় খুশী হন না' *(যুমার ৩৯/৭)*। হাফেয ইবনু কাছীর সূরা নিসা ৭৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, هَذَا كَلاَمٌ مَتِينٌ قَوِيٌّ فِي الرَّدِّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ– 'ক্বাদারিয়া ও জাবরিয়াদের প্রতিবাদে এটি হ'ল সুদৃঢ় ও শক্তিশালী বক্তব্য' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর নিসা ৭৯ আয়াত)*।

(১২) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর'। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ– 'বল, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তার দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তাহ'লে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। বস্তুতঃ রাসূলের উপর দায়িত্ব হ'ল কেবল সুস্পষ্টভাবে (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছে দেওয়া' *(নূর ২৪/৫৪)*। যারা রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে বা অবহেলা করে সরে পড়বে, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, لاَ تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– 'তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের প্রতি আহ্বানের মতো গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*।

ইমাম যুহরী বলেন, –مِنَ اللهِ الرِّسَالَةُ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে রিসালাত। রাসূলের দায়িত্ব হ'ল সেটি পৌঁছে দেওয়া এবং আমাদের দায়িত্ব হ'ল সেটি মাথা পেতে মেনে নেওয়া' *(ইবনু কাছীর)*।

(১৩) اَللهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ‘আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব বিশ্বাসীদের উচিৎ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা’। আয়াতের প্রথমাংশে তাওহীদ অর্থাৎ উলূহিয়াত ও ইবাদতের সবটুকুই আল্লাহ্‌র জন্য খাছ করা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে তাঁর উপর একনিষ্ঠভাবে ভরসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। যেখানে কাউকে শরীক করা হবে না বা কাউকে অসীলা সাব্যস্ত করা হবে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً– ‘তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই তুমি তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে গ্রহণ কর’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/৯)*।

(১৪) يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُم ‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে’। অত্র আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’লে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এরা হ’ল ঐসব মক্কাবাসী মুসলিম, যারা হিজরত করে মদীনায় আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা তাদের বাধা দিয়েছিল। পরে যখন তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসে এবং লোকদের দেখে যে, তারা দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছে, তখন তারা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের বদলা নিতে মনস্থ করে। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়’।[৪৮৯] তবে আয়াতটির মর্ম সকলের জন্য সর্বযুগের। একই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ– ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এটা হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত’ *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*। ইবনুল ‘আরাবী বলেন, স্ত্রী-সন্তানাদি সত্তাগতভাবে শত্রু নয়। বরং তাদের কর্মের কারণে শত্রু হয়ে থাকে। যখন তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে বাধা হবে, তখন তারা শত্রু হবে, নইলে নয়। কেননা বান্দা ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাঝে বাধা সৃষ্টি করার চাইতে মন্দ কর্ম আর কিছু নেই’ *(কুরতুবী)*। বিশেষ ঘটনায় নাযিল হ’লেও আয়াতগুলির তাৎপর্য সর্বযুগীয়। সবকালেই স্ত্রী-সন্তানাদি দ্বীন পালনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ বিষয়ে সাবধান করাই আয়াতের উদ্দেশ্য। আয়াতে مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ‘স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কেউ কেউ, সবাই নয়। বরং সন্তানরাই পিতা-মাতার সবচেয়ে বড় সহযোগী এবং সুসন্তানরা পিতা-মাতার জন্য দো‘আ করে।

(১৫) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ ‘তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা মাত্র’। পূর্বের আয়াতে ‘স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে’ বলার

৪৮৯. তিরমিযী হা/৩৩১৭ ‘তাফসীর’ অধ্যায়, ‘সূরা তাগাবুন’ অনুচ্ছেদ।

পর এবার তাদের সবাইকে ‘ফিৎনা’ বা ‘পরীক্ষা’ বলা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক বক্তব্য। যেকোন পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য এটি নিঃসন্দেহে মহব্বতের পরীক্ষা। মানুষ মাত্রই এ পরীক্ষায় পতিত হবে। যেন এই মায়া-মহব্বত মুমিনকে দ্বীন থেকে উদাসীন না রাখে, সে বিষয়ে সকলকে সাবধান করা হয়েছে।

বুরাইদা আসলামী (রাঃ) বলেন, خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ اللهُ (إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ)... ثُمَّ أَخَذَ فِى الْخُطْبَةِ– ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হাসান ও হোসায়েন দু’টি লাল জামা পরে সেখানে এল সবার ঘাড় মাড়াতে মাড়াতে। তখন তিনি মিম্বর থেকে নামলেন ও তাদেরকে কোলে নিলেন। অতঃপর মিম্বরে উঠে বললেন, মহান আল্লাহ সঠিক কথাই বলেছেন, অতঃপর তিনি অত্র আয়াতটি পাঠ করলেন, ‘তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিৎনা স্বরূপ’। ...অতঃপর তিনি খুৎবায় রত হ’লেন’।[৪৯০] একই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ– ‘মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তার আসক্তি সমূহকে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয় সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি-পশু ও শস্য-ক্ষেত সমূহের প্রতি। এসবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। বস্তুতঃ আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে সুন্দরতম প্রত্যাবর্তনস্থল’ *(আলে ইমরান ৩/১৪)*।

(১৬) فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ‘তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর’। এটি একটি মৌলিক বিধানগত আয়াত। অনেকে বলেছেন, অত্র আয়াত দ্বারা اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ *(আলে ইমরান ১০২)* আয়াতটি মানসূখ হয়েছে। কিন্তু এটি ঠিক নয়। বরং দু’টিই স্ব স্ব স্থানে সঠিক *(কুরতুবী)*। আর –وَلاَ تَمُوتُنَّ اِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ‘তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না’ *(আলে ইমরান ৩/১০২)* হ’ল তাকীদমূলক এবং فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ‘তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*, এটি হ’ল বিধান মূলক আয়াত। অতএব উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ– ‘যখন আমি তোমাদের কোন কাজের আদেশ

৪৯০. আবুদাঊদ হা/১১০৯; তিরমিযী হা/৩৭৭৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৬০০; মিশকাত হা/৬১৫৯।

করি, তখন তোমরা সেটি সাধ্যমত পালন কর। আর যখন আমি তোমাদের কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তোমরা সেটি ছেড়ে দাও'।[৪৯১]

(১৭) إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সেটি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন'। قَرْضًا حَسَنًا 'উত্তম ঋণ' বলতে সকল প্রকার সৎকর্ম বুঝায়, যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বান্দা করে থাকে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَّمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا، 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহ্র নিকট যতটুক অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা তা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। সেটাই হ'ল উত্তম ও সবচেয়ে বড় পুরস্কার' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। তবে অত্র আয়াতে আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করাকে কর্যে হাসানা বা উত্তম ঋণ বলা হয়েছে, যা পূর্বের আয়াত থেকে বুঝা যায়। যেখানে বলা হয়েছে, وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ '(আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম' *(তাগাবুন ১৬)*। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, اِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ 'বিরত হও! এটিই তোমাদের জন্য উত্তম' *(নিসা ৪/১৭১)*। এখানে خَيْرًا কর্ম হয়েছে উহ্য ক্রিয়ার। অর্থাৎ أَنْفِقُوا يَكُنْ خَيْرًا لَكُمْ 'তোমরা ব্যয় কর, সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*।

ضَعَفَ ضَعْفًا বৃদ্ধি করা, দ্বিগুণ করা। এখানে অর্থ হবে বহুগুণ বৃদ্ধি করা। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً؟ 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন?' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে তিনি 'গুণগ্রাহী'। কেননা তিনি অল্প সৎকর্মে বেশী পুরস্কার দেন। অতঃপর 'সহনশীল' এজন্য যে, তিনি বান্দার বহু গোনাহ এড়িয়ে যান। সে ক্ষমা না চাইলেও মাফ করে দেন ও গোপন রাখেন *(ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ আমাদের গোনাহ-খাতা মাফ করুন- আমীন!

॥ সূরা তাগাবুন সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة التغابن، فلله الحمد والمنة

---

৪৯১. মুসলিম হা/১৩৩৭; বুখারী হা/৭২৮৮; মিশকাত হা/২৫০৫, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

সূরা তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা দাহ্‌র ৭৬-এর পরে (কাশশাফ)। সূরা 'দাহর'কে যামাখশারী 'মাদানী' বলেছেন। কিন্তু ইবনু কাছীর ও ক্বাসেমীসহ জমহূর বিদ্বানগণ 'মাক্কী' বলেছেন ॥

সূরা ৬৫; পারা ২৮; রুকূ ২; আয়াত ১২; শব্দ ২৭৯; বর্ণ ১১৭০।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। তালাকের পর স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত করো না এবং তারাও যেন স্বামীগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে না যায়। যদি না তারা স্পষ্ট ফাহেশা কাজে লিপ্ত হয়। এগুলি হ'ল আল্লাহ্‌র সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমারেখা লংঘন করে, সে তার নিজের উপর যুলুম করে। তুমি জানো না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন (সমঝোতার) পথ বের করে দিবেন।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝١

(২) যখন তারা তাদের ইদ্দতের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, তখন তোমরা তাদেরকে সুন্দরভাবে রেখে দাও, অথবা সুন্দরভাবে পৃথক করে দাও। আর তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ। তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সত্য সাক্ষ্য দিয়ো। এর মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝٢

(৩) আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করে থাকেন। বস্তুতঃ যে

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ

جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ③

ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④

(৪) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতু থেকে নিরাশ হয়েছে, যদি তোমরা তাদের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হও, তাহ'লে তাদের ইদ্দতকাল হ'ল তিন মাস। আর যাদের এখনও ঋতু আসেনি, তাদেরও ইদ্দতকাল হবে অনুরূপ। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল হবে গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য কর্ম সহজ করে দেন।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ⑤

(৫) এটি আল্লাহ্‌র বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপসমূহ মোচন করেন ও তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করেন।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ؕ ⑥

(৬) তোমরা তাদের থাকতে দাও যেখানে তোমরা থাক তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। তোমরা তাদের ক্ষতি করো না কষ্ট দেওয়ার জন্য। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তাহ'লে তাদের জন্য ব্যয় কর, যতদিন না গর্ভ খালাস হয়। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায়, তাহ'লে তোমরা তাদের পারিশ্রমিক দাও। আর এ বিষয়ে তোমরা পরস্পরে সুন্দরভাবে পরামর্শ কর। কিন্তু যদি তোমরা সংকট সৃষ্টি কর, তাহ'লে অন্য নারী তাকে স্তন্য দান করবে।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ⑦

(৭) সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। কিন্তু যার রিযিক সীমিত, সে আল্লাহ যা তাকে দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত বোঝা কাউকে চাপান না।

সত্বর আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দিবেন।

(রুকূ ১)

তাফসীর :

(১) يَآ أَيُّهَا النَّبِـــيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ ‘হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক’। এখানে আল্লাহ তা‘আলা ইদ্দত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদের তালাক দিতে আদেশ করেছেন। অতএব একসাথে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করলে তখন আর তিন তালাকের মধ্যে প্রতি তালাক শেষে ইদ্দত পালনের সুযোগ থাকে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন একটি বিষয়ে স্ত্রী হাফছাকে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি সেটি আয়েশাকে বলে দেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে রাসূল (ছাঃ) হাফছাকে তালাক দেন। ফলে তিনি তার পরিবারের কাছে চলে যান। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় এবং তিনি তাকে ফিরিয়ে নেন।[৪৯২] এতে বলা হয়েছে যে, তালাক দিলে তার জন্য ইদ্দত গণনা করতে হবে। আর তার নিয়ম হ’ল তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়া। একসাথে দিলে সেটি এক তালাকে রাজ‘ঈ হবে। ইচ্ছা করলে সে তাকে ইদ্দতের মধ্যে ফেরত নিবে। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে। যা অন্যান্য আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। এক্ষণে যদি কেউ এক মজলিসে তিন তালাক দেয় ও তাতে তালাকে বায়েন হয়ে যায়, তাহ’লে সে কিভাবে ইদ্দত গণনা করবে? প্রচলিত উক্ত নিয়ম অত্র আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী। অতএব তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হ’লেও এর দ্বারা তাঁর উম্মতকে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*।

(২) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ‘যখন তারা তাদের ইদ্দতের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, তখন তোমরা তাদেরকে সুন্দরভাবে রেখে দাও, অথবা সুন্দরভাবে পৃথক করে দাও’। কুরআনী নীতি অনুযায়ী তিন তুহরে তিন তালাক না দিয়ে যদি কেউ নিয়মবহির্ভূতভাবে একই সাথে তিন তালাক দেয়, তবে সে তালাক পতিত হবে কি-না, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মতভেদকে চারভাগে ভাগ করা যায়। (১) এর ফলে কিছুই বর্তাবে না। (২) তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে। (৩) সহবাসকৃত নারীর উপরে তিন তালাক বর্তাবে ও সহবাসহীন নারীর উপরে এক তালাক বর্তাবে। (৪) এক তালাক রাজ‘ঈ হবে। নিম্নে চার দলের বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হ’ল।-

১ম পক্ষের দলীল সমূহ :

যারা বলেন, একত্রিত তিন তালাকে কোন তালাকই বর্তাবে না। তাঁদের মূল দলীল হ’ল (ক) সূরা বাক্বারাহ ২২৮ ও ২২৯ আয়াত এবং সূরা তালাক ১ম ও ২য় আয়াত। অতঃপর (খ) হাদীছের দলীল হ’ল-

৪৯২. আবুদাঊদ হা/২২৮৩; ইবনু মাজাহ হা/২০১৬; ইরওয়া হা/২০৭৬; কুরতুবী, ইবনু কাছীর।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَآءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَّمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَآءُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ-

(১) ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তার স্ত্রীকে ঋতুকালীন সময়ে তালাক দেন। তখন ওমর (রাঃ) উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি ওমর-কে বলেন, তুমি আব্দুল্লাহকে বল যেন সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় ও ঘরে রাখে পরবর্তী তুহর পর্যন্ত। অতঃপর সে পুনরায় ঋতুবর্তী হবে ও পবিত্র হবে। তখন ইচ্ছা করলে সে তাকে রেখে দিবে অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই হ’ল তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য ইদ্দত, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন’।[৪৯৩] ছহীহ বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে ‘ঋতুকালীন অবস্থার উক্ত তালাককে আমার উপর এক তালাক গণ্য করা হয়’ *(বুখারী হা/৫২৫৩)*। আবুদাঊদ-এর বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীকে আমার নিকটে ফিরিয়ে দিলেন এবং ‘তিনি এটাকে কিছুই গণ্য করলেন না’। অতঃপর বললেন, যখন সে পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দাও অথবা রেখে দাও’ *(আবুদাঊদ হা/২১৮৫)*।

অর্থাৎ ইবনু ওমর (রাঃ) ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীকে তালাক দিলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে ফিরিয়ে নিতে বলেন এবং ‘তিনি এটাকে কিছুই গণ্য করেননি’ *(আবুদাঊদ হা/২১৮৫)*। কেননা এটি নিয়ম বহির্ভূত ছিল। নিয়ম হ’ল স্ত্রীকে তার পবিত্রতার শুরুতে সহবাসহীন অবস্থায় তালাক প্রদান করা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৬)*। অনুরূপভাবে সুন্নাতী তরীকার বাইরে একত্রিতভাবে তিন তালাক দিলে তাকে কিছুই গণ্য করা হবে না।

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিজস্ব রায় একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার পক্ষে ছিল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পরে তার উক্ত রায় হ’তে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করেন’ *(মুহাল্লা ৯/৩৯৪ টীকা-১)*। যেমন উপরে উল্লেখিত বুখারীর অপর বর্ণনায় ঋতুকালীন তালাককে এক তালাক গণ্য করার কথা এসেছে *(বুখারী হা/৫২৫৩)*। তাছাড়া

৪৯৩. বুখারী হা/৫২৫১; মুসলিম হা/১৪৭১; মিশকাত হা/৩২৭৫; বুলূগুল মারাম হা/১০৭০।

‘ছাহাবীর মরফূ রেওয়ায়াত তার নিজস্ব মতামতের বিপরীতে গ্রহণীয় হয়ে থাকে’ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৬)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدَ أَبُوْ رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ فَقَالَ: إِنِّىْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً يا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا وَتَلاَ يَآ أَيُّهَا النَبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الأية، رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ-

وَفِىْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيْدًا، قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَال: طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا فَقَالَ: فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَال: نَعَم، قال: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةً فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، قَالَ: فَرَاجَعَهَا-

‘আব্দু ইয়াযীদ আবু রুকানা স্বীয় স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দেন এবং মুযায়না গোত্রের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেন। সে মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বলল যে, আবু রুকানা সহবাসে অক্ষম। যেমন আমার মাথার চুল অন্য চুলের কোন উপকারে আসেনা। কাজেই আপনি তার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিন। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) ক্রুদ্ধ হন এবং রুকানা ও তার ভাইদের আসতে বলেন। অতঃপর তিনি তাদের উপস্থিত করে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, অমুক অমুকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আবু রুকানার সাথে মিলছে কি-না? সকলে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) আবু রুকানা আব্দু ইয়াযীদকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও।[৪৯৪] অতঃপর তাকে বললেন, তুমি স্ত্রীকে ফেরৎ নাও। আবু রুকানা বললেন, আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি হে আল্লাহ্র রাসূল! জবাবে তিনি বললেন, সেটা আমি ভালভাবেই জানি। তুমি স্ত্রীকে ফেরৎ নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করলেন’ *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬, সনদ হাসান)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু রুকানা তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দেন। এতে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিভাবে তালাক দিয়েছ? আবু রুকানা বললেন, আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এক মজলিসে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওটি এক তালাক হয়েছে। অতএব তুমি চাইলে তাকে ফেরৎ নিতে পার। তখন আবু রুকানা

---

৪৯৪. হাদীছের মতনে رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَــهِ এসেছে। অর্থাৎ সহবাসে সক্ষম বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানার জন্য তোমার স্ত্রী উম্মে রুকানা ও রুকানার ভাইদের পুনরায় ডেকে আন- আব্দুল মুহসিন আল-‘আব্বাদ, শরহ সুনানে আবুদাঊদ ১২/২৩৩।

তাকে ফিরিয়ে নিলেন' *(আহমাদ হা/২৩৮৭)*। টীকাকার শু'আইব আরনাঊত্ব বলেন, সনদ যঈফ। অতঃপর তিনি বলেন, এতদসত্ত্বেও শক্তিশালী কারণ থাকার ফলে ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এর সনদকে 'শক্তিশালী' বলেছেন। ইবনুল ক্বাইয়িম ও ভাষ্যকার আহমাদ শাকের একে 'ছহীহ' বলেছেন *(ঐ)*।

২য় ও ৩য় দলের বক্তব্য একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কারণ তা সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াতের প্রকাশ্য বিরোধী। সেজন্য উক্ত মতের বিদ্বানরাই একে 'তালাকে বেদঈ' বা বিদ'আতী তালাক বলেছেন। যা পরবর্তীকালে হানাফী বিদ্বানদের সৃষ্ট। কুরআন তাকে তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পুনরায় চিন্তা করার সুযোগ পেত। অথচ এই মতের লোকেরা তা বন্ধ করেছে। যা আল্লাহ্র দেওয়া সীমারেখার স্পষ্ট লংঘন। অতএব তা অগ্রহণযোগ্য।

বস্তুতঃ এই বিদ'আতী তালাকের বৈধতা দেওয়ার কারণেই জাহেলী যুগের ফেলে আসা অবৈধ হিল্লা প্রথাকে 'মাযহাবে'র নামে বৈধ করা হয়েছে। যা কুরআনী বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। একইসাথে এই ঘৃণ্য প্রথা অগণিত মুসলিম দম্পতির জীবনে কালিমা লেপন করেছে।

৪র্থ মতের বিদ্বানগণের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। কেননা তা কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে বলা হয়েছে, তালাক দু'বার। অতঃপর তাকে ভদ্রভাবে রাখ অথবা ভদ্রভাবে ছাড় *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِىْ أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর-এর যামানায় এবং ওমর-এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত। অতঃপর ওমর বললেন, লোকেরা এমন এক বিষয়ে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে, যে বিষয়ে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা যদি এটা তাদের উপরে জারি করে দিতাম! অতঃপর তিনি এটা তাদের উপরে জারি করে দিলেন'।[৪৯৫]

মন্তব্য : এ হাদীছে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, একত্রিত তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হ'ত রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা থেকেই। উক্ত সরল বিধান-এর অপব্যবহার দেখে ওমর ফারূক (রাঃ) কঠোরতা অবলম্বন করার মনস্থ করেন ও সে মতে আইন জারি করেন। রাষ্ট্রনেতা হিসাবে সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তিনি সাময়িকভাবে এই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি এর দ্বারা আল্লাহ্র বিধানকে পরিবর্তন করেননি। বরং তালাক-এর বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

৪৯৫. মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯।

দ্বিতীয়তঃ এটিকে ইজমা হিসাবে গণ্য করা যাবে না। কেননা কুরআনী নির্দেশ ও সুন্নাতের স্পষ্ট প্রমাণাদি ও ছাহাবীগণের সম্মিলিত আমল মওজূদ থাকতে তার বিরুদ্ধে ইজমা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দাবী করলেও তা অগ্রাহ্য হবে।

১ম আয়াতে বর্ণিত فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থ ইকরিমা বলেন, لِطُهْرِهِنَّ 'তাদের পবিত্র অবস্থার জন্য' *(ইবনু কাছীর)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ حَائِضٌ وَلاَ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، وَلَكِنْ تَتْرُكُهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً– 'ঋতু অবস্থায় তালাক দিবে না বা ঐ তুহরে তালাক দিবেনা, যাতে সে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছে। বরং তার থেকে দূরে থাকবে, যতক্ষণ না সে ঋতুবতী হয় ও পবিত্র হয়। অতঃপর তুমি তাকে এক তালাক দিবে'।[৪৯৬] وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 'তোমরা তালাক গণনা কর' অর্থ এর শুরু ও শেষ হিসাব কর ও সঠিকভাবে গণনা কর। যাতে এর মেয়াদ বৃদ্ধি না পায়। وَاتَّقُوا اللهَ 'আর ইদ্দত গণনার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' *(ইবনু কাছীর)*।[৪৯৭] যেন মেয়াদে কমবেশী নয়।

(৩) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান'। পূর্বের আয়াতটির সাথে অত্র আয়াতটির মর্ম যুক্ত রয়েছে। যামাখশারী বলেন, পূর্বের আয়াতে বর্ণিত সুন্নাতী তালাকের পক্ষে তাকীদকারী হিসাবে অত্র আয়াতটি পৃথক বাক্য হিসাবে নাযিল হ'তে পারে। যাতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে ও সুন্নাতী তালাক দিবে এবং ইদ্দত পালনকারিণীর কোন ক্ষতি করবে না বা তাকে ঘর থেকে বের করে দিবে না, তাকে তিনি অজানা উৎস থেকে রিযিক করবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের দুশ্চিন্তাসমূহ থেকে মুক্তি দিবেন *(কাশশাফ)*।

অত্র আয়াতের প্রতিটি কথাই মানব জীবনের মৌলিক দিক নির্দেশক। যেখানে বলা হয়েছে (১) আল্লাহ তাকে ধারণাতীত উৎস থেকে রূযী দিবেন। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, বান্দা নিজে তার রূযীর মালিক নয়। আর কিভাবে তার রূযী আসবে, সেটাও সে জানে না। (২) তাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। (৩) আল্লাহ অবশ্যই তাঁর আদেশ পূর্ণ করবেন। যেটা তিনি চাইবেন, সেটা হবেই। তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সবশেষে বলা হয়েছে (৪) তিনি সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। বান্দা তার অতিরিক্ত পাবে না এবং শত চেষ্টায়ও তার বাইরে যেতে পারবে না। কথাগুলির প্রতিটিই চূড়ান্ত। আর প্রতিটি কথার প্রমাণে

---

৪৯৬. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তালাক ১ আয়াত।
৪৯৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ হাফাবা প্রকাশিত 'তালাক ও তাহলীল' বই।

বহু আয়াত ও হাদীছ রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র উপর অটুট আস্থা ও ভরসার মাধ্যমেই মানুষ অফুরন্ত শক্তি ও সাহস অর্জন করে। তার হৃদয় প্রশান্ত হয় ও জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করে। মূলতঃ এ শিক্ষার মাধ্যমেই বস্তুবাদী ও অসীলাপূজারী আরবীয় সমাজে দ্রুত পরিশুদ্ধি আসে এবং সেখানে ইসলাম সকলের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। আজও এটি সম্ভব যদি মানুষ এগুলি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ও সে অনুযায়ী কাজ করে।

ইসলামের এই আল্লাহ নির্ভরতার শিক্ষা হবে শিশুকাল থেকেই। যেমন রাসূল (ছাঃ) স্বীয় কিশোর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে নিজ বাহনের পিছনে বসিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন, يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ- 'হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি। (১) তুমি আল্লাহ্র বিধান সমূহের হেফাযত কর, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহ্র হুকুমের হেফাযত কর, তুমি তাকে তোমার সামনে পাবে। (২) যখন চাইবে, আল্লাহ্র কাছে চাইবে। (৩) যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহ্র কাছ সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ যদি মানবজাতির সবাই তোমার কোন উপকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না কেবল অতটুকু ব্যতীত, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অনুরূপভাবে যদি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমার কোন ক্ষতির চেষ্টা করে, তারা কোনই ক্ষতি করতে পারবে না কেবল অতটুকু ব্যতীত, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলম সমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ফলক সমূহ শুকিয়ে গেছে'।[৪৯৮]

إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন'। এর ব্যাখ্যায় যামাখশারী বলেন, এখানে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা এবং সকল বিষয় তাঁর প্রতি সোপর্দ করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে' *(কাশশাফ)*। 'অথচ তাদের মাযহাব অনুযায়ী সৃষ্টি জগৎ তিন ভাগে বিভক্ত। (১) যা আল্লাহ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন। এগুলি হ'ল তাঁর আদিষ্ট বিষয় সমূহ। যাতে বেশী হবার কোন সুযোগ নেই। (২) যা তিনি ইচ্ছা করেন না। এগুলি হ'ল নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ। যাতে বেশী হ'লে সেটি হবে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। (৩) যা না হওয়া বা হওয়া কোনটিই তিনি চান না। এখানে যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হয়, তবে সেটি সেভাবেই হবে'।

---

৪৯৮. তিরমিযী হা/২৫১৬; আহমাদ হা/২৬৬৯; মিশকাত হা/৫৩০২, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে।

নিঃসন্দেহে এইসব প্রলাপোক্তি (هَذَا الْهَذَيَانُ) স্রেফ অলীক কল্পনা মাত্র। যারা এরূপ কথা বলেন, তারা কিভাবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ওয়াজিব বলেন? অথচ এটাই সঠিক যে, আল্লাহ যেটা চান সেটাই করেন এবং সৃষ্টি জগতের সবকিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল' *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

(৪) وَاللَّآئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতু থেকে নিরাশ হয়েছে, যদি তোমরা তাদের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হও, তাহ'লে তাদের ইদ্দতকাল হ'ল তিন মাস'। إِنِ ارْتَبْتُمْ 'যদি তোমরা সন্দেহে পতিত হও'-এর দু'টি অর্থ হ'তে পারে। ১- তার রক্ত হায়েযের না ইস্তিহাযার সে বিষয়ে সন্দেহ। ২- ঋতু থেকে নিরাশ ও ঋতু আসেনি, এরূপ মেয়েদের ইদ্দতকাল কত সে বিষয়ে সন্দেহ। দু'টিরই জবাব তিন মাস *(ইবনু কাছীর)*। وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে' অর্থ যে ব্যক্তি ইদ্দতের উক্ত বিধান মেনে চলে, আল্লাহ তার স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেবার পথ সহজ করে দেন *(ক্বাসেমী)*।

(৫) ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 'এটি আল্লাহ্র বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন'। ذَلِكَ 'এটি' বলতে পূর্বে বর্ণিত তালাক, রাজ'আত ও ইদ্দতের বিধান সমূহ *(ক্বাসেমী)*। প্রশ্ন হ'ল, যারা আল্লাহ প্রদত্ত সুন্নাতী তালাকের বিধান পরিত্যাগ করে এক বৈঠকে তিন তালাক বায়েন বৈধ বলেন এবং সেটিকে বিদ'আতী তালাক বলে স্বীকার করার পরেও তা বৈধ হওয়ার পক্ষে যিদ করেন ও হঠকারিতা দেখান, তারা কি আল্লাহকে ভয় করেন? তাদের পাপ সমূহ কি আল্লাহ মোচন করবেন? তারা কি আল্লাহ্র নিকট মহা পুরস্কারে ভূষিত হবেন? নাকি নিজেদের বানোয়াট বিধান ও তার উপর গোঁড়ামীর শাস্তি ভোগ করবেন। সেই সাথে তাদের অন্ধ অনুসারীদের পাপের বোঝা নিজেরা বহন করবেন।

আল্লাহ বলেন, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ- 'ফলে ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদের পাপভার যাদেরকে ওরা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। সাবধান! কতই না নিকৃষ্ট ভার যা তারা বহন করে' *(নাহল ১৬/২৫)*। অতএব সবকিছু ছেড়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র পথে ফিরে আসা কর্তব্য। কেননা এর মধ্যেই তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(৭) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُّجْدِكُمْ 'তোমরা তাদের থাকতে দাও যেখানে তোমরা থাক তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী'। একদল বিদ্বানের মতে উপরের বিধানগুলি

সবই বায়েন তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য। আরেক দল বিদ্বানের মতে সবই রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য *(ইবনু কাছীর)*। তবে সঠিক কথা এই যে, যেকোন ইদ্দত পালনকারী স্ত্রীকে তার ইদ্দতকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীকে সুন্দরভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। থাকার বিনিময়ে তার কাছ থেকে অর্থ দাবী করে তাকে সংকটে ফেলা চলবে না। তাকে থাকার জায়গা দিবে, কিন্তু খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবেনা সেটাও হবে না। কেননা থাকার সঙ্গে খাওয়া-পরাটাও যুক্ত। আর খাওয়া-পরা না দেওয়াটা হ'ল তাকে সবচেয়ে বড় সংকটে ফেলা *(কুরতুবী)*। যেটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

لِيُنْفِقْ 'ব্যয় করবে' অর্থ তার স্ত্রী ও সন্তানের থাকা-খাওয়া ও ভরণ পোষণে ব্যয় করবে *(কুরতুবী)*। –سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا 'সত্বর আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দিবেন' এর দ্বারা আল্লাহ গরীব দম্পতিকে সান্ত্বনা দিয়েছেন *(ক্বাসেমী)*। অন্য আয়াতে এটি স্থায়ী নীতি আকারে বর্ণিত হয়েছে। –فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا– إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে'। 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' *(ইনশিরাহ ৯৪/৫-৬)*। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে س ও سَوْفَ (সত্বর) বলার অর্থ সেটার 'নিশ্চয়তা' বুঝানো *(কাশশাফ)*। অর্থাৎ সেটা হবেই।

(৮) কত জনপদ ছিল, যারা তাদের প্রতিপালকের ও তাঁর রাসূলদের আদেশ লংঘন করেছিল। অতঃপর আমরা কঠোরভাবে তাদের হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে অচেনা আযাব দ্বারা শাস্তি দিয়েছিলাম।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا۝٨

(৯) অতঃপর তারা তাদের কর্মের পরিণাম ভোগ করল। আর ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণতি।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۝٩

(১০) আল্লাহ তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি উপদেশ (কুরআন) নাযিল করেছেন।

أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فَاتَّقُوا اللهَ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۝١٠

(১১) (এবং প্রেরণ করেছেন) একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন। যাতে

رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ

الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿۱۱﴾

তিনি ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম রিযিক দান করবেন।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾

(১২) আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীকেও সেইরূপ। এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়। যাতে তোমরা জানো যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী। আর আল্লাহ সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(৮) وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ‘কত জনপদ ছিল, যারা তাদের প্রতিপালকের ও তাঁর রাসূলদের আদেশ লংঘন করেছিল’। অত্র আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্যকারীদের পূর্বকালের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করা হয়েছে। বিশেষ করে ইতিপূর্বে বর্ণিত তালাক বিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধেই অত্র সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। ইদ্দত গণনার মাধ্যমে তিন মাসে তিন তালাক না দিয়ে এক সাথে তিন তালাক দেওয়ার বিদ‘আতী তালাকের পরিণতিতে জাহেলী আরবের ফেলে আসা যে হিল্লা প্রথা মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর মধ্যে চালু হয়েছে, তার শাস্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হচ্ছে এমন ভাবে, যা ইতিপূর্বে কেউ জানত না। এর ফলে একদিকে মানবতার কবর হচ্ছে, অন্যদিকে দম্পতির মধ্যে নেমে আসছে মর্মান্তিক স্বাস্থ্যগত ও মনোগত পরিণতি। যেটাকে অত্র আয়াতে عَذَابًا نُّكْرًا ‘অচেনা শাস্তি’ বলা হয়েছে। ক্যান্সার, এইড্স ও নানাবিধ অজানা রোগ ও ভাইরাসের আক্রমণ এবং নিত্য নতুন আসমানী ও যমীনী গযব যেভাবে একের পর এক ধেয়ে আসছে, ইসলামের সুন্দর তালাক বিধান অমান্য করা কি তার অন্যতম কারণ নয়? আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

(৯) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ‘অতঃপর তারা তাদের কর্মের পরিণাম ভোগ করল’। অর্থাৎ দুনিয়াতে ধ্বংস ও আখেরাতে জাহান্নাম, দুই জগতে স্রেফ ক্ষতিই আর ক্ষতি। আল্লাহ্র অবাধ্যদের এটিই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা যে, তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ও নিজ যুগের অন্যান্য অভিশপ্তদের শাস্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তুচ্ছ দুনিয়াবী শক্তির দম্ভে অন্ধ হয়ে বদ্ধ পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ে তারা নিজেদের অহংকার প্রকাশ করে মাত্র।

(১১) رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ ‘(এবং প্রেরণ করেছেন) একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন’। অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, বহু মানুষ আছে, যাদের অন্তর আল্লাহমুখী। কিন্তু তারা হক-এর দাওয়াত না পাওয়ায় এবং অহি-র বিধান না জানায় কুফর ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে। নবী-রাসূলগণ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে এনেছেন। অতএব নবীগণের অনুসারী বিশেষ করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সনিষ্ঠ অনুসারীদের দায়িত্ব হ’ল ব্যাপকভাবে সর্বত্র অহি-র দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। যাতে অন্ধকার থেকে লোকেরা আলোর পথে ফিরে আসে। যেন লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মাদীকে দায়ী করতে না পারে যে, তারা আমাদের দাওয়াত দেয়নি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দাওয়াত দানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে আল্লাহ্র জন্য দলীল কায়েম করা। যাতে আমরা সেটি বলতে পারি যে, আমরা সাধ্যমত দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি। নইলে আমরাই সেদিন কৈফিয়তের সম্মুখীন হব। অতএব নিজেদের দায়িত্ব মুক্ত হওয়া এবং অন্যদের প্রশ্নের জবাব দানের স্বার্থে আমাদেরকে যথাসাধ্য দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

(১২) اَللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ‘আল্লাহ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীকেও সেইরূপ। এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়’। অত্র আয়াতটিতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি রহস্য বর্ণিত হয়েছে। আর তা হ’ল আকাশ ও পৃথিবী দু’টিই সাতটি স্তরে বিভক্ত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ– ‘যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারু এক বিঘত জমি দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় বেড়ীরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে’।[৪৯৯] আকাশ ও পৃথিবীর গঠনপ্রণালী পৃথক এবং দু’টিই মানুষের লৌকিক জ্ঞানের অতীত। যেখানে আল্লাহ ব্যতীত কারু কোন ক্ষমতা চলে না। কেবল ‘সাতটি’ বলেই আল্লাহ ক্ষান্ত হয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, ‘এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ

৪৯৯. বুখারী হা/৩১৯৮; মুসলিম হা/১৬১০; মিশকাত হা/২৯৩৮ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-১১, সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) হ’তে।

অবতীর্ণ হয়’। যে আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কারু নেই। আজও মানুষ আকাশের গঠন ও তার সীমানা জানতে পারেনি। একইভাবে ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের রহস্য জানতে পারেনি। এটম ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা বারবার চালিয়েও পৃথিবীকে সামান্য টলাতে পারেনি। চারভাগের তিনভাগ পানি ও সুউচ্চ পর্বতমালা সমন্বিত এই বিশাল পৃথিবী কিভাবে মহাশূন্যে ঝুলে আছে, কে একে স্থির রেখেছে, কেন এত ঘাত-প্রতিঘাতে ও ঝড়-ঝঞ্ঝাতে পৃথিবী নড়া-চড়া করে না বা টলে পড়ে না। এসবের উত্তর কে দিবে? হ্যাঁ এর উত্তর দিয়েছে কুরআন- اَللهُ لَآ إِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ‘তিনি হ’লেন আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক’ *(আয়াতুল কুরসী, বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*। অর্থাৎ তিনিই ধরে রেখেছেন সবকিছু। এক সময় আকাশ ও পৃথিবী মিলিত ছিল। পরে দু’টিকে আল্লাহ পৃথক করেন *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। এতে বুঝা যায় পৃথিবী আকাশেরই অংশ। মানব বসতির উপযোগী করার জন্য এটাকে পৃথক করে নেওয়া হয়েছে। কঠিন চৌম্বিক আকর্ষণে এটি সৌরমণ্ডলের সাথে যুক্ত। ক্বিয়ামতের দিন যা ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নতুন পৃথিবীতে পরিবর্তিত হবে *(ইব্রাহীম ১৪/৪৮)*। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর মহা শক্তি ও সার্বভৌমত্ব অনুধাবনের তাওফীক দান করুন!

॥ সূরা তালাক সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة الطلاق، فلله الحمد والمنة

সূরা তাহরীম (নিষিদ্ধ করণ)

॥ মদীনায় অবতীর্ণ। সূরা হুজুরাত ৪৯/মাদানী-এর পরে (কাশশাফ) ॥

সূরা ৬৬; পারা ২৮ (শেষ); রুকূ ২; আয়াত ১২; শব্দ ২৫৪; বর্ণ ১১৬৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অশেষ দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللهُ لَكَ؟ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ط وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

(১) হে নবী! কেন তুমি হারাম করছ যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করছ। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ، وَاللهُ مَوْلٰىكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ②

(২) আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথ থেকে মুক্তি লাভের বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا؛ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ؛ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا؟ قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ③

(৩) (স্মরণ কর) যখন নবী তার কোন একজন স্ত্রীকে (হাফছাকে) গোপনে কিছু বলেছিল। অতঃপর যখন সে সেটি অন্যকে (আয়েশাকে) বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ সেটি নবীকে জানিয়ে দেন। তখন সে তাকে (হাফছাকে) উক্ত বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দিল ও কিছু এড়িয়ে গেল। অতঃপর যখন সে তাকে (হাফছাকে) বিষয়টি জানায়, তখন সে বলে কে আপনাকে এটি জানালো? সে বলল, আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত।

اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا؛ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ④

(৪) যদি তোমরা উভয়ে (হাফছা ও আয়েশা) আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও, যেহেতু তোমাদের হৃদয়গুলি (তওবার দিকে) ঝুঁকে পড়েছে (তাহ'লে তোমাদের ভাল হবে)। আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তার অভিভাবক এবং জিব্রীল ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ। এরপরেও ফেরেশতাগণ তার সাহায্যকারী।

Contents

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ﴿٥﴾

(৫) যদি নবী তোমাদের তালাক দেন, তাহ'লে তার প্রতিপালক তাকে দিতে পারেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, বিনয়ী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, ছিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী ও কুমারী।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

(৬) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যার উপর নিযুক্ত রয়েছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তারা তাই করে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾

(৭) হে কাফেরগণ! আজ তোমরা কোন ওযর পেশ করো না। তোমরা যেসব কাজ করতে তারই প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হবে। **(রুকূ ১)**

তাফসীর :

(১) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ 'হে নবী! কেন তুমি হারাম করছ যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন?'। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন তাঁর অন্য স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহশের নিকট অবস্থান করেন ও সেখানে মধু পান করেন। তখন আমি ও হাফছা এক জোট হ'লাম এমতে যে, তিনি আমাদের কাছে এলে আমরা প্রত্যেকে বলব, আমি মাগাফীরের দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি 'মাগাফীর' (الْمَغَافِيرُ) খেয়েছেন?[৫০০] অতঃপর যখন তিনি হাফছার কাছে এলেন, তখন তিনি ঐকথা বললেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তো যয়নবের কাছে মধু খেয়েছি। বেশ আর কখনো মধু খাব না। তিনি হাফছার কাছে উক্ত শপথ করেন ও বলেন, لاَ تُخْبِرِى بِذَلِكِ أَحَدًا 'এ খবর তুমি কাউকে বলো না'। তখন ১ হ'তে ৪ আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়।[৫০১]

---

৫০০. একবচনে 'মাগফূর' (مُغْفُـــورٌ) এক ধরনের কাঁটাদার বৃক্ষ। যা থেকে মদের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত রস বের হয় *(কুরতুবী)*।

৫০১. বুখারী হা/৪৯১২; মুসলিম হা/১৪৭৪; মিশকাত হা/৩২৭৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।

এটিই হ'ল এ বিষয়ে বিশুদ্ধতম বর্ণনা। কিন্তু যামাখশারী, বায়যাভী, জালালায়েন সহ অধিকাংশ মুফাসসির দাসী মারিয়া ক্বিবতিয়া বিষয়ক একটি অশুদ্ধ ঘটনাকে এখানে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এমনকি ইবনু কাছীর বর্ণনাটিকে আগে এনেছেন। ক্বাসেমী দাসী হারাম করার ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইবনু জারীর কোনটাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বলেছেন, 'নবী হারাম করেছিলেন এমন বস্তু যা তার জন্য আল্লাহ হালাল করেছিলেন'। সেটি হ'তে পারে দাসী, হ'তে পারে কোন পানীয় বস্তু বা অন্য কিছু। তখন আল্লাহ তাকে এজন্য ভর্ৎসনা করেন এবং তাকে শপথ ভঙ্গের কথা বলেন' *(ইবনু কাছীর, ক্বাসেমী)*। বর্ণনাটি হ'ল হাফছার অনুপস্থিতিতে তার কক্ষে দাসী মারিয়া ক্বিবতিয়ার সাথে রাসূল (ছাঃ) মিলিত হয়েছিলেন। হাফছা তাতে অনুযোগ করলে তিনি তাকে বলেন যে, আমি মারিয়াকে হারাম করলাম এবং শপথ করলেন যে, তার কাছে আর যাব না'। তিনি তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, আমার পরে আয়েশা ও তোমার পিতা পরপর খলীফা হবেন। তবে কথাটি কাউকে বলোনা'। কিন্তু হাফছা সেটি আয়েশাকে বলে দেন।[৫০২] এটি ছিল পারিবারিক শিষ্টাচার বিরোধী এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার বিপরীত।

ইবনুল 'আরাবী বলেন, বিশুদ্ধতম বক্তব্য হ'ল মধুর হাদীছটি এবং দাসী হারাম করার বর্ণনাটি কোন ছহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। বরং 'মুরসাল' সূত্রে এসেছে *(কুরতুবী)*।

কুরতুবী বলেন, وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُعَاتَبَةٌ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى، وَأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَّهُ صَغِيرَةٌ وَّلَا كَبِيْرَةٌ সঠিক কথা হ'ল, এটি ছিল উত্তমটি ত্যাগ করার কারণে ভর্ৎসনা মাত্র। আর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য কোন ছগীরা বা কবীরা গোনাহ নেই'। এখানে 'হারাম করা' অর্থ হ'ল হালাল বস্তু থেকে বিরত থাকার শপথ করা। ক্বাসেমী বলেন, এটি 'মুবাহ'। এটিতে কোন গোনাহ নেই। لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللهُ لَكَ 'কেন তুমি হারাম করলে যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন' বলা হয়েছে রাসূলের প্রতি স্নেহবশে এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দিয়ে *(ক্বাসেমী)*। এজন্যেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ– অর্থাৎ غَفُورٌ لِّمَا أَوْجَبَ الْمُعَاتَبَةَ 'আল্লাহ ক্ষমাশীল ঐ ব্যাপারে যা তাঁর উপর ভর্ৎসনা ওয়াজিব করেছে'। رَحِيمٌ بِرَفْعِ الْمُؤَاخَذَةِ 'আর তিনি দয়াবান তার উপর শাস্তি উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা তাহরীম ১ আয়াত)*।

---

৫০২. দারাকুৎনী হা/৪০৫৮; ওয়াহেদী, আসবাবুন নুযূল; তাবাক্বাতে ইবনু সা'দ ৮/১৫০; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২৬৪০; নাসাঈ কুবরা হা/১১৬০৭। আলবানী আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত মধুর হাদীছটি ছহীহ বলেছেন *(নাসাঈ হা/৩৯৫৮)*। কিন্তু মারিয়া বিষয়ে আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিকে صَحِيحُ الإِسْنَادِ অর্থাৎ 'ছহীহ সনদযুক্ত' বলেছেন *(ঐ, হা/৩৯৫৯)*। সম্ভবতঃ তাঁর নিকট হাদীছের মর্ম ছহীহ নয়। কেননা ইরওয়াতে তিনি কেবল মধুর হাদীছটি এনেছেন, যা বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে *(ইরওয়া হা/২৫৭৩, ৮/২০০ পৃ.)*।

(২) قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথ থেকে মুক্তি লাভের বিধান দিয়েছেন'। فَرَضَ اللهُ لَكُمْ অর্থ شَرَعَ اللهُ لَكُمْ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান দিয়েছেন' *(কাশশাফ)*। যা অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। আর সেটি হ'ল শপথ ভঙ্গের কাফফারা। অর্থাৎ ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো বা পরানো। অথবা একটি দাস মুক্ত করা কিংবা তিনটি ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

এখন প্রশ্ন হ'ল উক্ত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত শপথের কাফফারা দিয়েছিলেন কি? এ বিষয়ে একদল মুফাসসির বলেন, ২য় আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি কাফফারা দিয়েছিলেন এবং একটি দাস মুক্ত করেন। কিন্তু হাসান বাছরীসহ অন্য বিদ্বানগণ বলেন, তিনি কাফফারা দেননি। কারণ তাঁর আগে-পিছে সব গোনাহ মাফ। শা'বী, মাসরূক্ব, রবী'আহ, আবু সালামাহ, আছবাগ প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, এটি পানি ও খাদ্য হারাম করার মত। তাঁরা মায়েদাহ ৮৭ ও নাহল ১১৬ আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর দ্বারা হালালকে হারাম করেননি। সাধারণভাবে বিরত থাকার শপথ করেছিলেন মাত্র *(কুরতুবী)*।

(৩) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا '(স্মরণ কর) যখন নবী তার কোন একজন স্ত্রীকে (হাফছাকে) গোপনে কিছু বলেছিল'। এখানে إِذْ 'যখন'-এর পূর্বে اذْكُرْ 'স্মরণ কর' ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ 'তার কোন একজন স্ত্রীকে' অর্থ إِلَى حَفْصَةَ 'হাফছার নিকটে'। فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ 'অতঃপর যখন সে সেটি অন্যকে (আয়েশাকে) বলে দিয়েছিল' অর্থ أَخْبَرَتْ بِهِ عَائِشَةَ 'আয়েশাকে বলে দিয়েছিল'। وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ 'এবং আল্লাহ সেটি নবীকে জানিয়ে দেন' অর্থ أَطْلَعَهُ اللهُ عَلَى أَنَّهَا قَدْ نَبَّأَتْ بِهِ 'আল্লাহ তাকে জানিয়ে দেন যে, হাফছা সেটি আয়েশাকে বলে দিয়েছে, যেটা বলতে তিনি হাফছাকে নিষেধ করেছিলেন' *(কুরতুবী)*। عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ 'তখন সে তাকে (হাফছাকে) উক্ত বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দিল ও কিছু এড়িয়ে গেল' অর্থ عرّفها بَعضَ مَا أَفْشَتْهُ مُعاتِبًا وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ تكرُّمًا 'হাফছা যেটুকু প্রকাশ করেছিল, সেটুকু স্বীকার করল ধমক দিয়ে এবং কিছু বিষয় এড়িয়ে গেল তার সম্মানার্থে' *(ক্বাসেমী)*।

(৪) إِنْ تَتُوبَآ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا 'যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও, যেহেতু তোমাদের হৃদয়গুলি ঝুঁকে পড়েছে'। এই দুইজন মহিলা কে ছিলেন, এ

বিষয়ে ইবনু আব্বাসের প্রশ্নের উত্তরে ওমর (রাঃ) বলেন, হাফছা ও আয়েশা *(মুসলিম হা/১৪৭৯)*। দ্বিবচন قَلْبَاكُمَا না বলে বহুবচন قُلُوبُكُمَا ব্যবহার করা হয়েছে আরবদের প্রচলিত বাকরীতি অনুযায়ী। যেমন কুরআনের অন্যত্র এসেছে, فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 'পুরুষ ও মহিলা চোরের হাত কেটে দাও' *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*। এখানে 'দু'হাত' يَدَاهُمَا না বলে 'হাত সমূহ' أَيْدِيَهُمَا বলা হয়েছে আরবীয় বাকরীতি অনুযায়ী *(কুরতুবী)*।

صَغَتْ অর্থ مَالَتْ 'ঝুঁকে পড়েছে'। কুরতুবী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, زَاغَتْ وَمَالَتْ عَنِ الْحَقِّ 'বক্র হয়েছে ও ঝুঁকে পড়েছে সত্য থেকে'। ক্বাসেমী বলেছেন, إِلَى الْحَقِّ 'সত্যের দিকে' *(ক্বাসেমী)*। কেউ বলেছেন, إِلَى التَّوْبَةِ 'তওবার দিকে' *(কুরতুবী)*। সব ক'টি ব্যাখ্যাই সঠিক হ'তে পারে। তবে উম্মাহাতুল মুমেনীনের উচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা শেষের 'তওবার দিকে' ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দিলাম।

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا তার আগের শর্তযুক্ত বাক্য إِنْ تَتُوبَا 'যদি তোমরা তওবা কর'-এর জবাব (جَزَاء) নয়। কেননা তাদের অন্তর আগেই ঝুঁকে পড়েছিল। বরং এখানে এর জবাব উহ্য রয়েছে। আর সেটি হ'ল, إِنْ تَتُوبَا كَانَ خَيْرًا لَّكُمَا 'যদি তোমরা তওবা কর, তাহ'লে সেটি তোমাদের জন্য উত্তম হবে' *(কুরতুবী)*।

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ، 'আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তার অভিভাবক এবং জিব্রীল ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ। এরপরেও ফেরেশতাগণ তার সাহায্যকারী'। আয়াতের শেষাংশটি ধমকি মূলক। যেকারণে ওমর ফারূক (রাঃ) হাফছা ও আয়েশাকে একত্রিত করে বলেছিলেন, যদি নবী তোমাদের তালাক দেন, তাহ'লে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে তোমাদের চাইতে উত্তম নারীদের স্ত্রী হিসাবে দান করবেন। তার পরেই ওমর (রাঃ)-এর ভাষায় ৫ম আয়াতটি নাযিল হয়। যাকে آيَةُ التَّخْيِيرِ বা 'নবীকে অন্য স্ত্রী গ্রহণের এখতিয়ার' দানের আয়াতটি নাযিল হয়।[৫০৩]

অত্র আয়াতে আল্লাহ, জিব্রীল, সৎকর্মশীল মুমিনগণ ও ফেরেশতাদেরকে নবীর সাহায্যকারী বলা হয়েছে। وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا 'আর তারা কতই না সুন্দর সাথী' *(নিসা*

৫০৩. বুখারী হা/৪৯১৬; মুসলিম হা/১৪৭৯; মিশকাত হা/৫৯৬৭, আনাস (রাঃ) হ'তে; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৭৬ পৃ.।

৪/৬৯)। হিজরতের দিন ক্বোবা পৌঁছে রাসূল (ছাঃ) অত্র আয়াতটি পাঠ করেন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ২৩৮ পৃ.)*।

(৫) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ 'যদি নবী তোমাদের তালাক দেন, তাহ'লে তার প্রতিপালক তাকে দিতে পারেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী'। ১ হ'তে ৫ আয়াত পর্যন্ত একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে নাযিল হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি সর্বোত্তম শিষ্টাচারের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। যা উম্মতের জন্য অতীব শিক্ষণীয়।

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও'। অত্র আয়াতে সকল মুমিনকে তাদের স্ব স্ব পরিবারকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। যদিও জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য আল্লাহ পৃথকভাবে লোকদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, –فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ 'সেদিন একদল হবে জান্নাতী ও একদল হবে জাহান্নামী' *(শূরা ৪২/৭)*। কিন্তু সেটি আল্লাহ্‌র ইলমে রয়েছে, বান্দার ইলমে নেই। অতএব তাদের প্রতি আদেশ, তারা যেন সাধ্যমত সৎকর্ম করে, যা তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার মাধ্যম হ'তে পারে।

রাসূল (ছাঃ) তাক্বদীর বিষয়ে বর্ণনা করলে ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি সবকিছু পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহ'লে আমলে ফায়েদা কী? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَىَّ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَىَّ عَمَلٍ، 'তোমরা মধ্যমপন্থায় কাজ করে যাও এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য সন্ধান কর। কেননা জান্নাতী ব্যক্তির শেষ আমল জান্নাতের কাজই হবে (ইতিপূর্বে) সে যে কাজই করুক না কেন। অনুরূপভাবে জাহান্নামী ব্যক্তির শেষ আমল জাহান্নামের কাজই হবে, (ইতিপূর্বে) সে যে কাজই করুক না কেন'।[৫০৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলকে সাবধান করে বলেছেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

৫০৪. তিরমিযী হা/২১৪১; আহমাদ হা/৬৫৬৩; ছহীহাহ হা/৮৪৮; মিশকাত হা/৯৬, আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হ'তে।

وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ– 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্রপ্রধান তার নাগরিকদের সম্পর্কে, ব্যক্তি তার পরিবার সম্পর্কে, স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানাদি সম্পর্কে এবং গোলাম তার মনিবের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৫০৫] বলা হয়েছে, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِّرَعِيَّتِهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ– 'আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে কারু উপরে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। অতঃপর সে তাদের প্রতি খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন'।[৫০৬]

স্ব স্ব পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে ছালাতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى– 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*। নইলে এইসব সন্তানরাই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব অভিভাবক ও গুরুজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলবে, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ– رَبَّنَآ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا– 'আর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল'। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে মহা অভিশাপ দাও' *(আহযাব ৩৩/৬৭-৬৮)*। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَآءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَآءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ– 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের ছালাতের আদেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হয় এবং প্রহার কর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় (যদি

---

৫০৫. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে।

৫০৬. মুসলিম হা/১৪২ 'ঈমান' অধ্যায় ৬৩ অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৪৯৫; মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) হ'তে।

তারা ছালাতে অভ্যস্ত না হয়)। আর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও'।[৫০৭] তিনি বলেন, رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِى وَجْهِهَا الْمَآءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِى وَجْهِهِ الْمَآءَ– 'আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপর, যে রাত্রিতে উঠে ছালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকে জাগায়। যদি সে না জাগে, তাহ'লে তার মুখে পানির ছিটা মারে। একইভাবে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি করে'।[৫০৮]

ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ ছায়া দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের একজন হ'ল ঐ যুবক, যে আল্লাহ্র ইবাদতের মধ্যে বড় হয়েছে। আরেকজন হ'ল ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় সর্বদা মসজিদের সাথে লটকানো থাকে। আরেকজন হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়'।[৫০৯] আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর' *(শো'আরা ২৬/২১৪)*। এভাবে ইসলাম শিশুকাল থেকে জীবনের সর্বস্তরে মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সাবধান করেছে এবং সকলকে একটি মৌলিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

وَالْحِجَارَةُ বা পাথর বলতে অনেকে মূর্তি বলেছেন, যাদেরকে মানুষ দুনিয়াতে পূজা করত *(কুরতুবী; ইবনু কাছীর)*। আল্লাহ বলেন, إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ– 'তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে তোমরা পূজা কর, সবই তো জাহান্নামের ইন্ধন' *(আম্বিয়া ২১/৯৮)*।

(৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ 'হে কাফেরগণ! আজ তোমরা কোন ওযর পেশ করো না'। ক্বিয়ামতের দিন কাফেরদের ওযর পেশ করে কোন ফায়েদা হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ– 'অতঃপর সেদিন যালেমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেবার আবেদন কবুল করা হবে না' *(রূম ৩০/৫৭)*।

---

৫০৭. আবুদাঊদ হা/৪৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮; মিশকাত হা/৫৭২, আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে।
৫০৮. আবুদাঊদ হা/১৩০৮, ১৪৫০; মিশকাত হা/১২৩০, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৫০৯. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑧

(৮) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেদিন আল্লাহ স্বীয় নবী ও তার ঈমানদার সাথীদের লজ্জিত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডাইনে ছুটাছুটি করবে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপরে সর্ব শক্তিমান।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑨

(৯) হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۭ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ⑩

(১০) আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তারা ছিল আমাদের দু'জন সৎকর্মশীল বান্দার অধীনস্ত। অতঃপর তারা তাদের সাথে খেয়ানত করল। ফলে ঐ দু'জন তাদেরকে আল্লাহ্‌র কবল থেকে বাঁচাতে পারল না। আর তাদেরকে বলা হ'ল, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর প্রবেশকারীদের সাথে।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ⑪

(১১) আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাঊনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। যখন সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে ফেরাঊন ও তার দুষ্কৃতি থেকে মুক্তি দাও। আর আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার কর।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

(১২) আর ইমরান কন্যা মারিয়ামের দৃষ্টান্ত। যে তার সতীত্বের হেফাযত করেছিল। অতঃপর

فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾	আমরা তার মধ্যে আমাদের রূহ থেকে ফুঁকে দিলাম। সে তার প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও কিতাব সমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। **(রুকূ ২)**

তাফসীর :

(৮) تُوْبُوْٓا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন'। এখানে عَسَى তার আভিধানিক অর্থ 'সম্ভবতঃ' বা 'আশা করা যায়' নয়। বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হ'লে এর অর্থ হয় 'অবশ্যই' *(ইবনু কাছীর)*। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, –التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ 'পাপ হ'তে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায়'।[৫১০] অতএব আয়াতের অর্থ হবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করে দিবেন'। أَنْ এখানে عَسَى এর اسم হিসাবে رفع-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে *(কুরতুবী)*। বাকী আয়াতের তাফসীর সূরা হাদীদ ২৮ আয়াতে দ্রষ্টব্য।

(৯) يَآ أَيُّهَا النَّبِـــيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও'। কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেও বাস্তবে দেখা গেছে যে, যুদ্ধকারী কাফের ব্যতীত নিরস্ত্র এবং যুদ্ধকারী নয়, এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) কখনো যুদ্ধ করেননি। অনুরূপভাবে মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও তিনি সশস্ত্র যুদ্ধ করেননি। এমনকি মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েও ওমর ফারূক (রাঃ) অনুমতি পাননি। অতএব অত্র আয়াতের অর্থ হবে, جَاهِدَ الْكُفَّارَ بِالسَّيْفِ وَالْمُنَافِقِينَ بِالْغِلْظَةِ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ– '(যুদ্ধরত) কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ কর এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোরতা ও দলীল কায়েমের মাধ্যমে জিহাদ কর' *(কুরতুবী)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِجِهَادِ الْكُفَّارِ بِالسَّيْفِ، وَالْمُنَافِقِينَ بِاللِّسَانِ– 'আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন জিহাদের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যবান দ্বারা'।[৫১১] খারেজী চরমপন্থীরা কবীরা গোনাহগার মুমিনদের কাফের বলে ও তাদের রক্ত হালাল গণ্য করে। সেকারণ কাফের-

---

৫১০. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে।
৫১১. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ৭৩ আয়াত।

মুনাফিক সবাই তাদের নিকট হত্যাযোগ্য আসামী। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আচরণ তার বিপরীত। অতএব খারেজীপন্থী মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা থেকে সাবধান!

(১০) ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ 'আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তারা ছিল আমাদের দু'জন সৎকর্মশীল বান্দার অধীনস্ত। অতঃপর তারা তাদের সাথে খেয়ানত করল'। এখানে সূরার প্রথম দিকের পাঁচটি আয়াতের বক্তব্যের সাথে সূক্ষ্ম মিল রয়েছে এই যে, নূহ ও লূত দু'জন বিখ্যাত নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তারা স্বামীর দ্বীনের অনুসারী না হওয়ায় এবং দ্বীনের ব্যাপারে খেয়ানত করায় ঐ নবীগণ তাদের স্ত্রীদের আল্লাহ্র গযব থেকে বাঁচাতে পারেননি। অমনিভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর স্ত্রীরাও যদি তাঁর সাথে খেয়ানত করে, তবে তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তিনি বাঁচাতে পারবেন না। 'খেয়ানত' অর্থ এখানে ব্যভিচার নয়। বরং দ্বীনের ব্যাপারে খেয়ানত। কেননা নবীদের স্ত্রীরা সর্বদা ব্যভিচার থেকে মুক্ত *(ইবনু কাছীর)*।

وَقِيلَ ادْخُلاَ 'আর বলা হ'ল তোমরা প্রবেশ কর'। অর্থ فِي الْآخِرَةِ 'আখেরাতে এটা বলা হবে' *(কুরতুবী)*। ভবিষ্যতের নিশ্চিত কোন বিষয়কে অতীত ক্রিয়ায় বলা আরবীয় বাকরীতির অংশ। কেননা কাফেরের জন্য জাহান্নাম সুনিশ্চিত। এখানে মারিয়ামের দৃষ্টান্ত আনার কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে, নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোকেরা যত কথাই বলুক, তা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। যেভাবে মারিয়মের বিরুদ্ধে ইহূদীদের ব্যভিচারের অপবাদ তার সতীত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট কোনই ক্ষতি করতে পারেনি। 'ইফকে'র আয়াত সমূহ নাযিলের পরে যদি অত্র সূরা নাযিল হয়ে থাকে, তাহ'লে এর মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর জন্য সান্ত্বনাবাণী রয়েছে যে, মুনাফিকদের শত অপপ্রচার আয়েশার সতীত্বে কোন দাগ দিতে পারবে না *(ক্বাসেমী)*।

উল্লেখ্য যে, যয়নবের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়ে হয়েছিল ৫ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে। যা নিয়ে মুনাফিকরা বহু বাজে কথা রটিয়েছিল। অতঃপর ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মুনাফিকরা নোংরা অপবাদ রটায়। যার প্রতিবাদে ইফকের আয়াতসমূহ নাযিল হয় *(নূর ২১-২২ আয়াত)*। ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলের হিসাব হবে। সেখানে কারু আত্মীয়তা বা বংশ পরিচয় কোন কাজে লাগবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ– '(মনে রেখ) ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন কাজে আসবে না। সেদিন তিনি তোমাদের মাঝে (জান্নাত ও জাহান্নামের) ফায়ছালা করবেন। বস্তুতঃ তোমরা যা

Contents

কর সবই আল্লাহ দেখেন' *(মুমতাহিনা ৬০/৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ– 'আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না'।[৫১২]

(১১) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ 'আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন'।

মূসা (আঃ)-এর সাথে জাদুকরদের মুকাবিলা তথা সত্য ও মিথ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ফেরাউনের নেককার স্ত্রী ও মূসার পালক মাতা 'আসিয়া' উক্ত মুকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারূণের বিজয়ের সংবাদ শোনানো হ'ল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে বলে ওঠেন, آمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسَى وَ هَارُوْنَ 'আমি মূসা ও হারূণের পালনকর্তার উপরে ঈমান আনলাম' *(কুরতুবী)*। নিজ স্ত্রীর ঈমানের এ খবর শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফেরাউন তাকে মর্মান্তিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে।[৫১৩] মৃত্যুর পূর্বে বিবি আসিয়া কাতর কণ্ঠে স্বীয় প্রভুর নিকট উপরোক্ত প্রার্থনা করেন।

এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরের সাথে বা তাদের অধীনে বসবাস করলেও তা ঈমানের নূরে আলোকিত ব্যক্তির আখেরাতে কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

(১২) أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا 'সে তার সতীত্বের হেফাযত করেছিল' বক্তব্যের মধ্যে অপবাদ দানকারী ইহূদীদের প্রতিবাদ রয়েছে। فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوْحِنَا 'অতঃপর আমরা তার মধ্যে আমাদের রূহ থেকে ফুঁকে দিলাম' বক্তব্যের মধ্যে মারিয়ামের গর্ভ সঞ্চারের পদ্ধতি বাৎলানো হয়েছে। আর তা হ'ল মানুষের বেশে জিব্রীলকে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে মারিয়ামের পোশাকের উপর রূহ ফুঁকে দেওয়া। যা তার জরায়ুতে পৌঁছে যায় ও গর্ভ সঞ্চার হয় *(ইবনু কাছীর)*। এ বিষয়ে বিস্তারিত এসেছে সূরা মারিয়াম ১৬ থেকে ৩৬ পর্যন্ত ২১টি আয়াতে।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ 'সে তার প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও কিতাব সমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল' অর্থাৎ জিব্রীল তাকে যা বলেছিলেন ও ঈসা সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সবই মারিয়াম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে كُتُبِهِ অর্থাৎ

---

৫১২. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।
৫১৩. কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৭২-৭৬ আয়াতের তাফসীর।

'আল্লাহ্র কিতাব সমূহ' বলতে আল্লাহ্র সকল কিতাব ও ছহীফা সমূহ এবং আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সমূহ হ'তে পারে *(কুরতুবী)*।

যামাখশারী বলেন, بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا দ্বারা নবী ইদ্রীস ও অন্যদের উপর অবতীর্ণ ছহীফা সমূহকে এবং وَكُتُبِهِ বলতে 'চারটি শ্রেষ্ঠ কিতাব' বুঝানো হ'তে পারে *(কাশশাফ)*। যামাখশারীর উক্ত ব্যাখ্যার কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্র কালামের সৃষ্টিতে (حُدُوْث) বিশ্বাসী এবং সনাতন (قَدِيْم) হওয়াতে বিশ্বাসী নন। অথচ আল্লাহ্র কালাম সৃষ্ট নয়। বরং তা সনাতন ও সীমাহীন। তাকে সীমায়িত ধারণা করা ভুল। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا- 'তুমি বল, আমার প্রতিপালকের (নিদর্শন ও মহিমা প্রকাশক) বাণী সমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালিতে পরিণত হয়, তবে আমার পালনকর্তার বাণীসমূহ শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে, তার সাহায্যার্থে আমরা অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও' *(কাহফ ১৮/১০৯)*। তিনি আরও বলেন, وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ؛ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- 'যদি পৃথিবীর বৃক্ষরাজি কলম হয় এবং বর্তমান (সাত) সমুদ্রের সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্র প্রশংসাবাণী সমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(লোকমান ৩১/২৭)*।

অতএব সঠিক কথা এই যে, আল্লাহ্র কালাম তাঁর শাশ্বত ও সনাতন গুণাবলীর অন্যতম। যা আল্লাহ্র সত্তার সঙ্গে যুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন এবং যা সীমাহীন। যার উপরে ঈমান এনেছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম। যার প্রশংসা আল্লাহ এখানে করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত ঈমানের উপর দৃঢ় রাখুন *(মুহাক্কিক কাশশাফ)*।

আমরা মনে করি যে, وَكُتُبِهِ 'তার কিতাব সমূহে' বলতে মূসা সহ বিগত নবী ও রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও ছহীফা সমূহ। কেননা আসিয়ার যুগে ইনজীল, যবূর ও কুরআন নাযিল হয়নি।

وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ- 'সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত'। এখানে مِنَ الْقَانِتَاتِ স্ত্রীলিঙ্গ না বলে পুংলিঙ্গ ব্যবহারের কারণ দু'টি হ'তে পারে। এক- পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অনুগতদের মধ্যে তাদের আধিক্যের কারণে। দুই- মারিয়াম ছিলেন নবী হারূণের

বংশধর। যারা ছিলেন আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের মধ্যে অগ্রণী *(কাশশাফ)*। তাছাড়া মারিয়ামের পরিবার ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। সেদিকেও সম্বন্ধ করা হ'তে পারে *(কুরতুবী)*।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটিতে চারটি দাগ কাটলেন। অতঃপর বললেন, أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ– 'জান্নাতবাসী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান (ঈসার মা) ও আসিয়া বিনতে মুযাহিম, ফেরাঊনের স্ত্রী'।[৫১৪]

॥ সূরা তাহরীম সমাপ্ত ॥

آخر تفسير سورة التحريم، فلله الحمد والمنة

*****

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لآ إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

৫১৪. আহমাদ হা/২৯০৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০১০; হাকেম হা/৩৮৩৬; ছহীহাহ হা/১৫০৮।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা), ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (২৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৫০.** শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ (৩০/=)। ৫১. তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

Contents

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: - ঐ (২০/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) - ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ‘আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৭.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) ৩০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) ৪৫/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৪টি।